রঙ্গপুর

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

পঞ্চম ভাগ।

সম্পাদক

শ্রীপঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্।

রঙ্গপুর।

১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয় হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

পঞ্চম ভাগের সূচী।

অতিরিক্ত সংখ্যা।

পরিশিষ্ট।

চিত্র সূচী।

রঙ্গপুর

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

প্রাচীন বাঙ্গলা পুথির বিবরণ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২০। বিজয় পাণ্ডব মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলদময়ন্তীর উপাখ্যান।

মূল সভা হইতে যে ত্রয়োবিংশতি খানি মহাভারত আবিষ্কৃত হইয়াছে বিজয় পণ্ডিতের রচিত বিজয় পাণ্ডব মহাভারত তাহার অন্যতম। এই মহাভারত সম্পূর্ণ পরিষৎ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। আমাদের সংগৃহীত আলোচ্যমান পুঁথিখানির স্থানে স্থান "বিজএ পাণ্ডব কথা অমৃত লহরি। শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥" এইরূপ ভণিতা দর্শনে প্রথমে এখানিকে বিজয় পণ্ডিত বিরচিত উক্ত বিজয় পাণ্ডব নামক ভারত কথার অংশ বিশেষ বলিয়াই আমাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল, কিন্তু পরে পরিষদের মুদ্রিত বিজয় পাণ্ডবের নলোপাখ্যানের সহিত ইহার পাঠ মিলাইয়া দেখায়, সে ভ্রম তিরোহিত হইয়াছে। উভয় পুঁথির রচনায় কিছুমাত্র সৌসাদৃশ্য নাই, ভণিতা বাদ দিলে, ইহা ভিন্ন ব্যক্তির রচিত বলিয়া নিসংশয়িতরূপে প্রতীয়মান হয়। মূল সভার প্রকাশিত বিজয় পাণ্ডবের ভূমিকায় দেখিলাম, অন্যতম ভারত-রচয়িতা কবীন্দ্র পরমেশ্বর স্বীয় পরাগলী মহাভারতের দুই এক স্থানে বিজয় পণ্ডিতের ভণিতা সংযোজিত করিয়া দিয়াছেন। ইহা সেই পরাগলী মহাভারতেরই অন্তর্ভুক্ত কি না, তাহা ঠিক বলিতে পারিলাম না। কারণ পরাগলী মহাভারতের সহিত পাঠ মিলাইবার আমাদের সুযোগ হয় নাই। ফলকথা রচয়িতা যিনিই হউন না কেন, তাঁহার রচনা কি শব্দবিন্যাস কৌশলে, কি রসমাধুর্য্যে, কি রচনাচাতুর্য্যে, কি কবিত্ব সম্পদে যে অন্য কোন ভারতকার অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। কবি দময়ন্তীর রূপবর্ণনায় যে অসাধারণ সৌন্দর্য্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন বঙ্গ সাহিত্য ভাণ্ডারে তাহা অতুলনীয়। আমরা লেখকের রচনানৈপুণ্য প্রদর্শনার্থ নিম্নে দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রন্থ হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ;—

অনপর এসে হৈল যৌবনের আভা।
জিনিঞা শরদ ইন্দ্র (ইন্দু) তার মুখ শোভা॥

দশন দাড়িম্ব জিনি অধর আতুল।
কুরঙ্গ জিনিঞা চক্ষু নাসা তিলফুল॥
গৃধিনি জিনিঞা শোভা শ্রবণ যুগল।
তাহে কর্ণ ফুল শোভা করে ঝলমল॥
নাসায়ে বেসর দোলে অতি মনোহর।
লক্ষের কাচুলি শোভে হৃদএ উপর॥
ললাটে সিন্দুর বিন্দু দিনমণি আভা।
হাসিতে বিজরি (বিজলী) খেলে করে নানা শোভা॥
কামের কামান জিনি ভুরু সুশোভিত।
দেখিয়া মুহিত হয় কামদেবের চিত॥
কনক কটরা জিনি শোভে পয়োধর।
গলে বিলনিত (বিলম্বিত) হার দেখিতে সুন্দর॥
মৃণাল জিনিঞা ভুজ তাহে অভরণ।
দেবতার কন্যা হেন করয় শোভন॥
সিংহ জিনিঞা মর্দ্দ (মধ্য) দেখ অতি ক্ষীণ।
স্বামী আরাধনে কন্যা থাকে রাত্রি দিন॥
রাম রম্ভা জিনি উরু চরণে নূপুর।
রাজহংস জিনি তার গমন মধুর॥
এহিমত দময়ন্তী রূপে শোভা করে।
সখিগণ সঙ্গে করি আনন্দে বিহরে॥
দিনে দিনে বাড়ে কন্যা যৌবন তরঙ্গ।
সখি সঙ্গে কহে কথা পুরুষ প্রসঙ্গ॥

কবি অন্যত্র স্বয়ম্বর সভা গমনোন্মুখা দময়ন্তীর প্রসাধনের কমনীয় চিত্র সুদক্ষ চিত্রকরের ন্যায় কিরূপ সমুজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন পাঠক তাহার একটু পরিচয় গ্রহণ করুন;—

শুনি স্বয়ম্বর কথা বেশ করে রাজ সুতা
অপরূপ ভুবন মোহন।
বদন শরদ শশি তাহে মন্দ মন্দ হাসি
কুরঙ্গ নিন্দিত বিলোচন॥
ললাটে সিন্দুর ফোঁটা দিনমণি জিনি ঝটা (ছটা)
চন্দনের বিন্দু চারি পাশে।
অধর সিন্দুর শোভা অরুণ নিন্দিত আভা
হাসিতে বিজরী প্রকাশে॥
নাসা গরুড়ের তুল নিন্দাকরি তিল ফুল
তাহে শোভা করে গজমতি।
ভ্রমর নিন্দিয়া তায় দাড়িম্বের বীজ প্রায়
শোভা করে দশনের পাতি॥
গৃধিনি জিনিঞা শ্রুতি রতন কুণ্ডল তথি
গণ্ডযোগে শোভে অনুপাম।
সুবর্ণ জড়িত হীরা তাহে মুকুতার ঝরা
গলে দিল মুকুতার দাম॥
কণ্ঠে শোভে মণিমালা ভুজ যুগে তাড়বালা
শোভা করে দেখিতে সুন্দর।
শোভে নানা অলঙ্কার তুলনা নাহিক তার
কুচযুগ কনক কটর।
তনু অতি নিরমল নারি সরোরুহদল
দেখি আকুলিত মনচোর॥
মৃণাল জিনিঞা কর শোভে অতি মনোহর
তাহে শোভে অঙ্গদ কঙ্কণ।
রূপ জিনি শশি কলা অমূল্য পঙ্কজ মালা
সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত আভরণ॥
গলে সরস্বতি হার আর নানা অলঙ্কার
রম্ভা উর্ব্বসি জিনি রূপ।
চামর জিনিঞা কেশ সিংহ জিনি মধ্য দেশ
তাই শোভে কনক কিঙ্কিনি।
হৃদএ কাচুলি শোভে চলিতে কিঙ্কিণী বাজে
পরিধান পাট সাড়ি খানি॥
জিনি রাম রম্ভা তরু শোভা করে দুই উরু
চরণে নূপুর ভাল সাজে।
বাগর ঘুঙ্গর তায় শোভা করে দুই পায়
তাহাতে কনক কঙ্ক বাজে॥

আপনার রূপ দেখি আনন্দিত শশিমুখী
সখিগণ করিল যোগানে।
নানা আভরণ পরি পুষ্প মালা হস্তে করি
যায় কন্যা স্বয়ম্বর স্থানে॥

পুঁথি খানি দোভাঁজ করা তুলট কাগজে, প্রথম খানি ব্যতীত অপর পাতা গুলির, উভয় পৃষ্ঠে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। মাঝে মাঝে বিস্তর কাটাকুটী আছে। শেষ পৃষ্ঠাঙ্ক ৮৮। পত্রগুলির অধিকাংশই অল্পাধিক কীটদষ্ট। প্রথম পত্রখানি এরূপ জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে যে তাহা হইতে পাঠোদ্ধার করা একরূপ অসম্ভব। কিন্তু সেজন্য চিন্তার কোন কারণ নাই। কারণ আমরা এই পুঁথিরই বিভিন্ন লিপিকরের নকল আরও একাধিক খানি খণ্ডিত ও সম্পূর্ণ প্রতিলিপি সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি। গ্রন্থখানি আগাগোড়া পদ ত্রিপদী ও খর্ব্ব ছন্দে রচিত দুই এক স্থানে ভাটিয়ালী ও করুণ ভটিয়ালী রাগেরও ব্যবহার দৃষ্ট হয়। খর্ব্ব ছন্দটা পাঠকবর্গের নিকট অভিনব বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু উহা আর কিছুই নহে পয়ারেরই নামান্তর মাত্র। একটু নমুনা দিতেছি।

খর্ব্ব ছন্দ। ভাটিয়ালী রাগ :—

রাজা বোলে রাণি তুমি কান্দ কি কারণ।
আমার সহিতে যাবা করিতে ভ্রমণ॥

গ্রন্থে নকলের সন তারিখ ও নকলকারকের নামধামাদি নিম্নোক্তরূপ বর্ণিত আছে :—

ইতি মহাভারতের কথা বোনপর্ব্ব নল উপক্ষান সমাপ্ত। যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষোক দোষক নাস্তি। ভিমস্যাপি ইত্যাদি। শুন ভাই সর্ব্বজন আমার বচন।
তোমার চরণে মোর এহি নিবেদন॥
অল্পমাত্র বুদ্ধি আমার বুদ্ধে বহু হীন।
দোষ দেখি খেমা স্থির মন॥
যদি অক্ষরের কিছু কমি বেশি থাকে।
গুরুর কল্যাণ চাহি খেমিবা আমাকে॥

ইতি সন ১২১২ সাল তারিখ ৩ভাদ্র ····· শুক্রবার সন্ধ্যাকালে সমাপ্ত॥ পুস্তকগতে শ্রীবাঞ্ছারাম দাস দাষ। হস্ত অক্ষর···নাথ দাষ দাষ। সাং নাওডাঙ্গা ইতি—

২১। চৈতন্য চরিতামৃত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত, এই সর্ব্বজন সুপরিচিত বৃহৎ বৈষ্ণব-গ্রন্থের নূতন করিয়া পরিচয় প্রদান অনাবশ্যক। আমরা ইহার আদি ও অন্ত খণ্ড মাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাও খণ্ডিত। আদি খণ্ড খানি ১৭শ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। এই খণ্ডের পত্রসংখ্যা মোট ৭০। ১ম হইতে ৯ম পত্র পর্য্যন্ত অঙ্কে তৎপর পণ চৌক এবং কাহনে পত্রাঙ্ক দেওয়া। দেশী তুলট কাগজে ১৷৷৶ সংখ্যক এবং শেষ পত্রখানি ব্যতীত অবশিষ্ট পত্রগুলি সব দুই পিঠে লিখিত। ৩৫শ ও ৭০ম পত্রখানির কিয়দংশ ছিন্ন। অযত্নে পুঁথি খানি এ প্রকার জীর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে যে শীঘ্র সযত্নে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা না হইলে অচিরে ইহা ধ্বংস মুখে পতিত হইবার সম্ভাবনা। অন্ত খণ্ডের প্রথম ৫০ পত্র মাত্র আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার অবস্থাও আদিখণ্ডের ন্যায় শোচনীয়। এই খণ্ডে ১৸৶ সংখ্যক পত্রের পর ৴০ হইতে পত্রাঙ্ক আরম্ভ হইয়াছে এরূপ করিবার তাৎপর্য্য বুঝা গেল না। অন্ত খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদ সম্পূর্ণ এবং একাদশ

পরিচ্ছেদের কিয়দংশ মাত্র আছে, অতঃপর খণ্ডিত। * আদিখণ্ডের শেষে লিপিকরের নাম ধাম এবং নকলের সন তারিখ এইরূপ বিবৃত আছে ;—

ইতি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিলীলা গ্রন্থ সম্পূর্ণ মিতি। গতে শ্রীনর দাস সাকিন শাল-বাড়ি॥ জীল্লে বেহার সাক্ষরেঞ্চেতি শ্রীফকির চন্দ দাস সাকীম কৈমারী জীল্লে রঙ্গপুর সন ১২১৭ সাল তারিখ ২ বৈশাখ রোজ রবিবার মিতি

২২। রাজাবলী।

বঙ্গজ কায়স্থকুলোদ্ভব জয়নাথ ঘোষ সঙ্কলিত এই সুবৃহৎ পুঁথিখানিতে কুচবেহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্বসিংহ হইতে মহারাজা শিবেন্দ্র-নারায়ণের সময় পর্য্যন্ত কুচবেহার রাজ্যের ইতি-হাস ধারাবাহিকরূপে বিবৃত আছে, পুথি খানি দুই খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম দেবখণ্ড ১২শ অধ্যায়ে সমাপ্ত, এই অংশ যোগিনী তন্ত্রাবলম্বনে রচিত। ২য় নরখণ্ড এই অংশে মহারাজা নরনারায়ণের সময় হইতে মহারাজা ধৈর্য্যেন্দ্রনারায়ণের সময় পর্য্যন্ত (৯৬১—১১৮৬ সন) ঐতিহাসিক ঘটনা-বলী, কবিরত্ন প্রণীত রাজখণ্ড নামক একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন ইতিহাস এবং সরকারী দপ্তরের কাগজপত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই খণ্ডের অধ্যায় সংখ্যা ২১। তৎপর প্রত্যক্ষ খণ্ড যাহা গ্রন্থকার স্বয়ং রাজকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও শিবেন্দ্রনারায়ণের অনুজ্ঞানুসারে এবং দেওয়ান কালীচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের নির্দ্দেশক্রমে ৩৩শ অধ্যায়ে রচনা করেন। রচয়িতা রাজ সর-কারের মুন্সির পদে অধিষ্ঠিত থাকিলেও অনেক গুরুতর রাজকার্য্যে তাঁহার হাত ছিল। এমতাবস্থায় তৎপ্রণীত এ পুঁথিখানি যে অনেক জ্ঞাতব্য ও প্রামাণিক ঐতিহাসিক সত্যে পূর্ণ তাহা বলাই বাহুল্য। বিশ্বসিংহ সুত মহারাজা নরনারায়ণ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র অনিরুদ্ধ ও ভুটানাধিপতি দেবরাজ এবং সেনাপতি রাজা-সুজ শুক্লধ্বজের অধিনায়কত্বে বেতনভোগী হিন্দুস্থানী মোগল ও পাঠানবাহিনী সহ গৌড় বিজয়ে যাত্রা করিয়া তথায় হিন্দু বিজয় বৈজ-য়ন্তী প্রোথিত করতঃ অনিরুদ্ধকে যে গৌড়ের সিংহাসন প্রদান করিয়া আসেন গ্রন্থে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌড় বিজয় করিয়া মহারাজা নরনারায়ণ তদ্দেশস্থ অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। এ সকল ব্রহ্মোত্তরের রাজকীয় সিংহমোহরাঙ্কিত সংস্কৃত শ্লোক নিবদ্ধ সনন্দ পত্রগুলির সন্ধান হওয়া আবশ্যক। এই নরনারায়ণের সময়েই কুচবেহার রাজ্যে প্রথম স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন হয়। এইজন্য উক্ত মুদ্রাগুলি নারা-য়ণী মুদ্রা নামে অভিহিত হইত। মুদ্রাগুলির একপৃষ্ঠে মহাদেবের নাম এবং অপর পৃষ্ঠে মহারাজা নরনারায়ণের নাম খোদিত থাকিত। আসাম বিজয়, বৈকুণ্ঠপুর ও পাঙ্গার রাজবংশের বিবরণ, দিল্লির সম্রাট জালালউদ্দীন মহম্মদ আকবরের প্রেরিত আলীকুলী খাঁ কর্ত্তৃক গৌড় পুনরধিকার, অনিরুদ্ধের বংশধরগণের তথা হইতে পলায়ন, রাজসভায় অপমানিত মুকুন্দ সার্ব্বভৌমের উত্তেজনায় জাহাঙ্গীরের আদেশ-ক্রমে গৌড়াধিপতি কর্ত্তৃক কুচবেহারের ঘোড়া-ঘাট অঞ্চল আক্রমণ ও অধিকার, ভুটীয়াগণ কর্ত্তৃক দৈবলব্ধ চাকবালিশ খড়্গ হনুমানদণ্ড সুবর্ণকঙ্কণ প্রভৃতি রাজচিহ্ন অপহরণ মহারাজা

প্রাণনারায়ণের সময় পঞ্চরত্ন সভার সৃষ্টি বৈকুণ্ঠপুরের রায়কত ও পাঙ্গার কুঙরদের কুচবেহারের অধীনতাপাশ ছেদন এবং ঢাকার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁর আনুগত্য স্বীকার, পাটগ্রামে যবনসংঘর্ষ, কর্জ্জির হাট, কাকিনা, টেপা, মন্থনা ও কুঁড়ি* প্রভৃতি স্থানের রাজকর্ম্মচারিগণের বিদ্রোহাচরণ ও আপনাদিগকে স্বতন্ত্র জমিদার বলিয়া ঘোষণা, ঢাকার জবরদস্ত খাঁর সহিত সন্ধি, ঢাকার সুবেদার মহম্মদ আলী খাঁর কুচবেহার আক্রমণ, রাজাদেশে খাশনবীশ গৌরীনন্দন মুস্তফী ও গৌরপ্রসাদ বক্সির ভুটিয়াদের সহিত সন্ধি সংস্থাপনপূর্ব্বক নূতন সেনাদল সংগ্রহ করিয়া কুচবেহার পুনরুদ্ধার, ভুটিয়া অত্যাচার নিবারণার্থ অর্থ বিনিময়ে দিনাজপুরের কলেক্টর হারুশ সাহেবের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা, লক্ষমুদ্রা বার্ষিক লালাবন্দী করাবধারণে ভুটীয়া দমনার্থ ৪টি কামান সহ মেজর পরলেঙ্গ সাহেবের কুচবেহার অভিযান প্রভৃতি বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যে গ্রন্থখানি পূর্ণ। এত অল্পস্থানে এরূপ সুন্দর গ্রন্থের পরিচয় প্রদান সম্ভবপর নহে বলিয়া আমরা অতি সংক্ষেপে গ্রন্থের স্থূল স্থূল বিবরণগুলি মাত্র এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম। ইহার স্বতন্ত্রভাবে বিস্তৃত আলোচনা আবশ্যক। ফল কথা এই সুন্দর ইতিহাসখানি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর অভিনব তথ্যোদ্ঘাটনে বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। একচতুর্থ আকারের ফুলস্ক্যাপ কাগজের ফুলমরক্কো বাইণ্ডিং করা বহিতে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ধরণের পরিষ্কার অক্ষরে লেখা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৯৮ পত্রগুলি স্থানে স্থানে কীটদষ্ট। গ্রন্থে নকলকারকের নাম বা রচনার সন তারিখ কিছুই নাই। সম্ভবতঃ গ্রন্থকার স্বহস্তে ১২৫২ সালে এই গ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কারণ ঐ সনে তিনি এই গ্রন্থের রচনা শেষ করিয়া মহারাজা শিবেন্দ্রনারায়ণের নিকট উপস্থিত করেন। পুঁথিখানির প্রথম পৃষ্ঠায় ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান নীলকমলসান্যালের মোহরাঙ্কিত দেখিয়া অনুমান হয় গ্রন্থকার এই পাণ্ডুলিপিখানিই ভূপতিকে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আর এক কথা গ্রন্থের ভূমিকায় প্রত্যক্ষ খণ্ডের অধ্যায় সংখ্যা ১৮শ বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও প্রকৃত পক্ষে ঐ খণ্ড ৩৩শ অধ্যায়ে সমাপ্ত হইয়াছে। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সময়ে প্রত্যক্ষ খণ্ডের ১৮শ অধ্যায় পর্য্যন্ত লিখিয়া গ্রন্থকার পুঁথি খানি রাজ সকাশে উপস্থিত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ভূমিকাটিসেই সময়েরই রচিত। তৎপরে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের শেষ জীবনের এবং শিবেন্দ্রনারায়ণের রাজত্বের ঘটনাবলী অবশিষ্ট কয়েক অধ্যায়ে সঙ্কলিত হইয়া বোধ হয় পরিশিষ্টরূপে সংযোজিত হইয়াছিল। এই ইতিহাসখানি রচনা করিয়া গ্রন্থকার মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের নিকটে পঞ্চগ্রাম ভূমি পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনিলাম রাজাবলী গ্রন্থখানি কুচবেহার রাজসরকার হইতে ইতিপূর্ব্বে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও উক্ত পুঁথি বা মুদ্রণের সন তারিখ সংগ্রহ করিতে কোন রকমে সমর্থ

---

* কুঁড়ি বা কুণ্ডীর জমিদারী মোগল সম্রাটের প্রদত্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত হইয়া সৃষ্টি হয়। কুচবেহারের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে এই জমিদারির কোনও সম্পর্ক নাই।

হইলাম না। সম্প্রতি Revenue Settlement of Cooch-Beher State নামক এক খানি গ্রন্থে কুচবেহারের ইতিহাস তথাকার সদর নায়েব আহেলকার শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি,এল, মহাশয় ইংরেজী ভাষায় লিখিয়া সরকারী ব্যয়ে প্রকাশ করিয়াছেন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে হরেন্দ্রবাবু রাজাবলীর লেখকের নিকটে ঋণী বলিয়া প্রকাশ। কবিরত্ন প্রণীত রাজখণ্ড নামক একখানি প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ অত্র গ্রন্থ মধ্যে লক্ষিত হয়। রাজাবলী রচনার সময়েই উহা দুষ্প্রাপ্য ছিল এখনকার তো কথাই নাই। কুচবেহার রাজলাইব্রেরীতে উহা সংগৃহীত থাকিলেও থাকিতে পারে। কুচবেহারস্থ পরিষদের কোন সদস্য মনোযোগী হইয়া ইহার সন্ধান করিলে ভাল হয়।

ভাষায় অনুপ্রাস-বীচি-বিক্ষুব্ধ বিশেষণের একটা স্রোত কিরূপ খর ভাবে প্রবাহিত তাহা প্রদর্শনার্থ নিম্নে নমুনা স্বরূপ কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল ;—

"শ্রীশ্রীগুরুদেব চরণারবিন্দ দ্বন্দ্ব মকরন্দ অজ্ঞান তিমিরান্ধ জনসমূহের জ্ঞানাঞ্জন ন্যায় সহস্রদল কমল কর্ণিকান্তরে নিরন্তর চিন্তা করিয়া তস্য চরণ প্রান্তে কোটী কোটী প্রণাম পূর্ব্বক ধরণিধরেন্দ্র তনয়া অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি কারিণি ত্রিগুণাত্মিকা সহিত শ্রীশ্রীআশুতোষ দীন দয়াময় সদাশিব চরণারবিন্দ দ্বন্দ্বে প্রণামানন্তর শ্রীমন্নারায়ণ পরায়ণ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ দেবতাভূদেব ব্রাহ্মণ সকলের চরণপ্রান্তে প্রণতি পূর্ব্বক বহুতর প্রণাম করিয়া শ্রীশ্রীসদাশিব বংশ সম্ভব বিহারস্থ দেশাধিপতি শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর মহাশয় সদাশয় দান মান গুণ ধ্যান ধারণ কুল শীল বল বীর্য্য শৌর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভির্য্য বর্ম্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম অস্ত্র শস্ত্র নীতি চরিত্র নিতান্ত শান্ত দান্ত বিদ্যা বিনয় বিচার রাজলক্ষণ রাজ ব্যবহার স্মরণাগতজন প্রতিপালনাদি বিষয়ে এবং রূপলাবণ্যাদিতে জিনি তুলনা রহিত রিপুকুল বলপঙ্কে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ন্যায় তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ...পূর্ব্ব সংবাদ তৎশ্রবণে অহিক পারত্রিক শুভদায়ক যেহেতু শিব সন্তান প্রত্যেকে নৃপতি সকলের গণেশ তুল্যতা অতএব নিবেদন করিতেছি জে সংপ্রতিক ভূপতির মন্ত্রীবর্গের অগ্রগণ্য মহামন্ত্রী শ্রীযুত দিওয়ান কালিচন্দ্র লহিড়ি মহাশয় সর্ব্বগুণাধার ও সকল প্রশংসাতে প্রশংসিয় মন্ত্রণাতে জে মত ইন্দ্রের সভাতে বৃহস্পতি ও শ্রীশ্রীরঘুনাথের সভাতে বশিষ্ঠ" ইত্যাদি।

কিশামত শিমলবাড়ী নিবাসী শ্রীযুক্ত সর্ব্বানন্দ মজুমদার মহাশয় এই মূল্যবান পুঁথিখানি আমাদিগকে দান করায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ আছি।

২৩। মনসার ভাসান।

ইহা একখানি বটতলার মুদ্রিত পুস্তক। ১২৮১ সালে কলিকাতার এন, এল শীলের যন্ত্রে শ্রীনৃত্যলাল শীলের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত ক্ষেমানন্দ কেতকাদাস ইহার রচয়িতা। কবি ক্ষেমানন্দ সরস্বতী বন্দনা প্রসঙ্গে অভিরামের কল্যাণ কামনা করিয়াছেন। এই অভিরাম যে তাঁহার পুত্র অথবা তদ্বৎ কোন ঘনিষ্টতর নিকট আত্মীয় সে বিষয় সন্দেহ নাই। পুঁথি খানি খণ্ডিত, শেষের ২১খানি পাতা নাই। কবি গণেশ সরস্বতী লক্ষ্মী

মনসা ও সর্ব্ব দেবের বন্দনা করিয়া এইরূপ গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

চম্পক নগরে ঘর চাঁদ সওদাগর।
মনসা সহিত বাদ করে নিরন্তর॥
দেবীর কোপেতে তার ছয় পুত্র মরে।
তথাচ দেবতা বলি না মানে তাহারে॥
মনস্তাপ পায় তবু না নোওায় মাথা।
বলে চেঙ্গ মুড়ী বেটী কিসের দেবতা॥

* * * *

দেবীর আদেশ পাইয়া কাদম্বিনী ধায়।
বিপাকে মজিল চাঁদ কেতকাতে গায়॥

শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল করিম সাহেব মূল সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১২শ ভাগ ৩য় সংখ্যায় একখানি প্রাচীন হস্ত লিখিত প্রতিলিপির সাহায্যে প্রথম এই পুঁথি খানির পরিচয় প্রদান করেন। তিনি পরিষদকে ইহা প্রকাশের জন্য অনুরোধও করিয়াছিলেন। মনসার ভাসান পূর্ব্বে যে কখন মুদ্রিত হইয়াছিল তাহা বোধ হয় তাঁহার জানা ছিল না। রচয়িতা ক্ষেমানন্দ ও কেতকা দাস কোথাকার লোক তাহা অদ্যাপি নিঃসন্দিগ্ধরূপে স্থিরীকৃত হয় নাই; তবে গ্রন্থে যে সকল নদনদী গ্রাম নগরাদির উল্লেখ আছে তাহার অধিকাংশই বর্দ্ধমান জেলায় অবস্থিত। বিশেষ গ্রন্থে বেহুলা লখীন্দরের বিবাহে যে সকল স্ত্রী আচারাদির বর্ণনা দৃষ্ট হয় সেগুলিও নাকি বর্দ্ধমান অঞ্চলেই বিশেষ রূপে প্রচলিত ইত্যাদি কারণে কেহ কেহ তাঁহাদিগকে বর্দ্ধমানবাসী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এসম্বন্ধে "বঙ্গভাষার লেখক" নামক পুস্তক প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১২৯৬ সালের ফাল্গুনের ভারতী হইতে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি প্রবন্ধের যে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন আমরা এস্থলে তাহাই তুলিয়া দিলাম। "মনসার ভাসানে গ্রাম্য কথার কিছু প্রাদুর্ভাব। অর্থবোধ সে জন্য অনেক স্থানে কষ্টসাধ্য; সকল কথা অভিধানে খুঁজিয়া পাওয়াও দায়। অন্যান্য প্রাচীনকাব্যে সে সকল কথা প্রায় দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, অন্যান্য গ্রন্থের তুলনায় ভাসানের ভাষা বাঙ্গালা দেশের কোন বিশেষ অঞ্চল ঘেসা। সে কোন অঞ্চল আমরা বলিতে অক্ষম। তবে গ্রন্থের মধ্যে যে সকল নাম উল্লিখিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে ভাসান রচয়িতাদের নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় ঠাহরাইয়া থাকেন। আমরাও তাহার বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ পাই না। সুতরাং মনসার ভাসানের গ্রাম্য কথা গুলি বর্দ্ধমান অঞ্চলেরই বিশেষ সম্পত্তি বলিয়া বোধ হয়।"

কাব্যে গ্রন্থকার যে রচনা নৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা বস্তুতই প্রশংসনীয়। কবি কল্পনার তুলিকায় অঙ্কিত সতীশিরোমণি বেহুলার সমুজ্জ্বল চিত্রের নিকট বুঝি বা সীতা সাবিত্রীর মহিমাময়ী সতীত্ব প্রভাকেও ম্লানাভ হইতে হয়

২৪। মধুমালতী।

প্রাচীন মুদ্রিত পুস্তক। ১৭৮১°শকাব্দায় কলিকাতার বিদ্যারত্ন যন্ত্রে বেণীমাধব দের অনুমত্যনুসারে মুদ্রিত। গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ছৈদে হামজা এই সুন্দর পুঁথি খানির রচয়িতা। ছৈএদ হামজার রচনা অতি কম কেবল প্রথম পরিচ্ছেদে মাত্র তাঁহার

নামযুক্ত ভণিতা দৃষ্ট হয়। কিষ্কর নগরে রাজা সূর্য্যভানুসুত মনোহর ও বিক্রম নগরের রাজকুমারী মধুমালতীর আরব্যোপন্যাসের ন্যায় বৈচিত্র পূর্ণ অলৌকিক প্রেম কাহিনী লইয়া এই গ্রন্থ খানি রচিত। প্রসঙ্গতঃ বিশ্রাম নগরাধিপ চিত্রসেন দুহিতা প্রেমবতীর সহিত মালবাধিপতি সুশীলের অপূর্ব্ব মিলনের বিবরণও এই গ্রন্থ মধ্যে সুমধুর ভাষায় বর্ণিত আছে। পুঁথি খানির ভাষা যেরূপ সরল কবিত্বপূর্ণ তদ্রূপ প্রাঞ্জল প্রসাদ গুণ বিশিষ্ট। স্থানে স্থানে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের সুবিমল কবিত্ব কৌমুদীর রজত ছায়া যেন প্রতিফলিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আমরা গ্রন্থ হইতে কুমার নিশাচরের যুদ্ধ, ও "মনোহর মালতী বিহার" পাঠ করিয়া দেখিয়াছি অন্নদামঙ্গলের "দক্ষ যজ্ঞ নাশ" ও বিদ্যাসুন্দরের বিহারারম্ভের" সহিত উহাদের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে।

শুধু ভাব নহে ছন্দ নির্ব্বাচনে পর্য্যন্ত একে অন্যের অনুকরণ করিয়াছেন। এক্ষণে কে কাহার অনুকরণ করিয়াছেন ইহাই বিচার্য্য। রচয়িতা পুঁথির শেষে এই প্রহেলিকাময় কবিতাটির দ্বারা গ্রন্থ রচনার সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন :——

মৈত্র পৃষ্টে বাণ পক্ষ শক নিরূপন।
শশি সুত বার মাস শবের বাহন ॥
দ্বাদশ দিবসে বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
সাঙ্গ হৈল আখ্যান মালতী মনোহর ॥

আমাদের মনে হয় ১৪৫২ শকাব্দার ১২ই পৌষ বুধবার বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এই পুঁথি খানির রচনা শেষ হইয়াছিল। আর ভারতচন্দ্র ১৬৩৪ শকাব্দায় জন্মগ্রহণ করেন। রচনাকাল সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত হইলে, ভারতচন্দ্রই মধুমালতীর অনুকরণ করিয়াছেন বলিয়া ধরিয়া লইতে হয়।

উত্তরবঙ্গের রঙ্গপুর ও কুচবেহার অঞ্চলে মধুমালার গান প্রচলিত আছে। জাগগান ময়নামতীর গান প্রভৃতির ন্যায় ইহাও এদেশী নিরক্ষর গ্রাম্য কবির নিজস্ব। আলোচ্যমান গ্রন্থের সহিত এই গানের উপাখ্যানাংশের আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দর্শনে উত্তরবঙ্গের নিরীহ কবির কাব্যখানি বেমালুম আত্মসাৎ পূর্ব্বক বৈদেশিক গ্রন্থকার বিশুদ্ধ ভাষার ছাঁচে ফেলিয়া মাজিয়া ঘসিয়া ইহাকে আপনার করিয়া লইয়াছেন কিনা কে বলিতে পারে। গ্রন্থে পয়ার, ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী, তোটক, ললিত, মালঝাপ ও একাবলী ছন্দের ব্যবহার লক্ষিত হয়।

২৫। বিজয় পাণ্ডব মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যান।

দোঁভাজকরা প্রাচীন দেশী কাগজের দুই পিঠে লেখা, পুঁথিখানি খণ্ডিত। প্রথম ৬০ পৃষ্ঠা মাত্র আছে, শেষের দুই এক খানি পাতার অভাব। গ্রন্থের শেষাংশ খণ্ডিত বলিয়া নকলের সন তারিখ ও লিপিকরের নাম ধামাদি কিছুই জানা যায় না তবে ২য় পৃষ্ঠার একস্থানে সন ১২৫৫ সাল ৩০ আষাঢ় এইরূপ লেখা থাকায় এবং কোন কোন পৃষ্টায় শ্রীসেখ ঘুগু আলীর নামের উল্লেখ দৃষ্টে ঐ সময় তাহারই নকল বলিয়া অনুমিত হয়। অত্র প্রবন্ধের অন্তর্নিবিষ্ট বিংশতি সংখ্যক পুঁথির পরিচয় প্রসঙ্গে যে সকল কথা বলা হইয়াছে এ পুঁথি খানি সম্বন্ধেও ঠিক সেই সকল কথাই প্রযোজ্য অধিকন্তু অজ্ঞ লেখকের নকল বলিয়া ভুরি

পরিমাণে অশুদ্ধ বর্ণ বিন্যাসের দ্বারা বাঙ্গলা পুথি খানির স্থানে স্থানে অর্থবোধ করা কষ্ট-সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অক্ষর গুলি এরূপ বিশ্রী যে একরূপ দুষ্পাঠ্য বলিলেই হয়।

২৬। দুতী সংবাদ।

পুরাতন ছাপার বহি। আকার রয়াল কাগজের এক অষ্টমাংশ। নামেই পুস্তক খানির পরিচয় প্রকাশ পাইতেছে। সেকালে পাঁচালীর ধরণে কথোপকথন-ছলে রচিত। প্রথম একটি গান তারপর ছড়া। বোধ হয় পূর্ব্বে ইহা সুরতাল সহযোগে উদ্গীত হইত, ভাষার স্থানে স্থানে বেশ মাধুর্য্য আছে। আবরণ পত্রের অভাবে কোন সময় কাহার দ্বারা কোন যন্ত্রে মুদ্রিত তাহা ঠিক বলিবার উপায় নাই। পুথি খানির শেষের একখানি পাতার উপর অস্পষ্ট অক্ষরে শ্রীসানিয়া দাসের পুতি সন ১২৯৭ সন এইরূপ লেখা আছে। ইহা হইতে অবশ্য তৎপূর্ব্বে মুদ্রিত বলিয়াই অনুমান করিতে হয়। গ্রন্থের এক স্থানে রচয়িতার নামযুক্ত ভণিত ছাড়া তাঁর আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

আরম্ভ :—

শ্রীমতীর কৃষ্ণ বিচ্ছেদ।
রাগিণী ইমন। তাল আড়া।

ওহে দয়াময় শ্যাম।
নিদয় হইয়ে কোথা রইলে গুণধাম।
পদাশ্রয় দিয়ে হরি, কি দোষেতে পরিহরি,
দুঃখিনীরে হলে বাম॥

পয়ার। নিকুঞ্জেতে একদিন বসিয়া শ্রীমতী
মনে মনে ভাবিছেন ত্রিভঙ্গ মুরতি॥
ইতিমধ্যে শ্রীরাধার দেখ আচম্বিতে।
স্বর্ণলতা মূর্চ্ছাপন্না, পড়ে ধরণীতে॥
নিকটেতে প্রিয় সখী বৃন্দেদূতী ছিল।
অঙ্গ পরশিয়ে তারে চৈতন্য করিল॥
ভণিতা। প্রণাম করিয়া দূতী নিজধামে যায়।
কৃষ্ণকথা কৃষ্ণদাস ভাষামতে পায়

শেষ—

কৃষ্ণ বিচ্ছেদে প্রতি, এত বলিয়া শ্রীমতী,
কৃষ্ণরূপ ধ্যানেতে রহিল।
হরি হরি বল মন, রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যান,
এতদূরে সমাপ্ত হইল॥

শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।

প্রাচীন পুথির বিবরণ।

(১৩১৫, ২য় সংখ্যার পর হইতে)

৮৭। নীলদর্পণ।

নীলকরগণের অত্যাচারের একখানা প্রকৃষ্ট ছবি। যদি কখনও বঙ্গীয় কৃষককুলের প্রকৃত ইতিহাস লেখা হয় তাহাতে নীলদর্পণ নীলকরের প্রকৃত আলেখ্য প্রকটিত করিবে। নীলদর্পণ রায় দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের লেখা বলিয়া আমরা সকলে জানি। কিন্তু গ্রন্থকার যে সময়ে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন সে সময়ে আপন

নাম প্রকাশিত করিতে সাহস পান নাই। গ্রন্থকার গ্রন্থের শিরোনামের পর এইভাবে আপনার পরিচয় দিয়াছিলেন,—"নীল-কর-বিষধর-দংশন-কাতর-প্রজানিকর-ক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীতম্।"

কলিকাতাতে ১৭৮৩ শকাব্দায় প্রথম মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বা বাঙ্গালা ১২৬৭ সালে জনসাধারণে এই নাটক প্রকাশিত হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের মনে দৃঢ়রূপে নীলকর-অত্যাচার-কাহিনী প্রকটিত করিয়া দিয়াছিল। ইহার ফলে বাঙ্গালী কৃষকেরা ভীষণ দুর্দ্দশার হস্ত হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। নীলদর্পণের ন্যায় অন্য কোনও নাটক সমাজের এত উপকার করিতে সমর্থ হয় নাই।

৮৮। গোবিন্দ দাসের "করচা"।

মহাপ্রভু যখন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া ভারত-ভ্রমণে বাহির হন, সেই সময়, কথিত আছে আপনার সহধর্ম্মিণীর কটু উক্তিতে মর্ম্মাহত হইয়া সাধক গোবিন্দ গৃহবাস পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। গোবিন্দ দাসের করচা একখানি খাঁটী ঐতিহাসিক স্বর্ণ। প্রাঞ্জল ভাষায় কবি মহাপ্রভুর এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন। দুঃখের বিষয় করচায় মহাপ্রভুর দুই বৎসরের অধিক জীবন বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হয় নাই। আমরা একখানি খণ্ডিত হস্ত লিখিত "করচা" পাইয়াছি। ইহার প্রথম হইতে ১২ পাতা এবং শেষের অনেকগুলি পাতা পাওয়া যায় নাই। জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্য মঙ্গলে গোবিন্দ দাসের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় তিনি জাতিতে কর্ম্মকার ছিলেন। পরবর্ত্তী লেখকগণের মতে গোবিন্দ দাসের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চন নগরে ছিল। তাঁহার সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগের পর কথিত আছে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে আবার সংসার আশ্রম অবলম্বন করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু গোবিন্দ দাস আর সে কুহকে ভুলেন নাই। গোবিন্দ দাস মহাপ্রভু ও অদ্বৈত গোস্বামীকে এক সঙ্গে গঙ্গাস্নান করিতে প্রথম দর্শন পাইয়া লিখিয়াছেন :—

কটিতে গামছা বাধা অদৃশ্য দর্শন।
সঙ্গে এক অবধূত প্রসন্ন বদন॥
অবশেষে আইলা তথি অদ্বৈত গোঁসাই।
এমন তেজস্বী মুই কভু দেখি নাই॥
পক্ক কেশ পক্ক দাড়ী বড় মোহনিয়া।
দাড়ি পড়িয়াছে তার হৃদয় ছাড়িয়া॥

সেই ভাবে মহাপ্রভুর সন্দর্শন লাভ করিয়া গোবিন্দ দাস মহাপ্রভুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাস ভবনে গমন করিয়াছিলেন। মহাপ্রভুর বাড়ী ঘর ও পরিবারের লোক জন দেখিয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন:—

গঙ্গার উপরে বাড়ী অতি মনোহর।
পাঁচ খানা বড় ঘর দেখিতে সুন্দর॥
শান্ত মূর্ত্তি শচী দেবী অতি খর্ব্বকায়।
নিমাই নিমাই বলি সদা ফুকরায়॥
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী হন প্রভুর ঘরণী।
প্রভুর সেবায় ব্যস্ত দিবস রজনী॥
লজ্জাবতী বিনোদিনী মৃদু মৃদু ভাষ।
মুই হইলাম গিয়া চরণের দাস॥

আমরা ধ্যানী বৌদ্ধ মূর্ত্তি দেখিয়াছি কিন্তু গোবিন্দ দাস চিত্রকর বা ভাস্কর না হইলেও দাক্ষিণাত্যের পঞ্চবটী বনের মধ্যে ভিক্ষা করিয়া

ফিরিয়া আসিয়া মহাপ্রভুর যে ধ্যান-মূর্ত্তি আপনার লেখনী-মুখে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পাঠে চমৎকৃত হইতে হয়।

"এক দিন গুহা মধ্যে পঞ্চবটি বনে।
ভিক্ষা হইতে এসে মুই দেখি সঙ্গোপনে॥
নিথর নিঃশব্দ সেই জনশূন্য বন!
মাঝে মাঝে বাস করে দুই চারিজন॥
ঝিম ঝিম করিতেছে বনের ভিতর।
চক্ষু মুদি কি ভাবিছে গৌরাঙ্গসুন্দর॥
অঙ্গ হৈতে বাহির হয়েছে তেজরাশি।
ধ্যান করিতেছে মোর নবীন সন্ন্যাসী॥

এই করচা খানি বটতলার কৃপায় ছাপা হইয়াছে। বাঙ্গালী কবির এই খানিই সর্ব্ব প্রথম ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সুতরাং বাঙ্গালীর অতি আদরের সামগ্রী। ইতিহাস লেখকের অনেক উপাদান ইহার মধ্যে লুক্কায়িত আছে। দুঃখের বিষয় এমন একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ আজ পর্য্যন্ত ছাপা হইল না।

৮৯। বংশী-শিক্ষা।

প্রেমদাসের বংশী-শিক্ষা একখানি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থ। প্রেমদাস অনেকগুলি ভজনের সমাবেশে এই বংশী শিক্ষা রচনা করিয়াছেন। ইঁহার প্রকৃত নাম পুরুষোত্তম মিশ্র। বংশী-শিক্ষায় কবি আত্ম পরিচয় এই ভাবে দিয়াছিল :—

কশ্যপ মুনির বংশ,　　বিপ্রকুল অবতংশ,
জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র,　　আর শ্রীমুকুন্দানন্দ,
তাঁর পুত্র গঙ্গাদাস খ্যান॥
তাঁর পুত্র ছয় ছিলা,　　তিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা
তিন ভাই থাকে অবশিষ্ট।
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম,　　রাধাচরণ মধ্যম,
রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম নিষ্ঠ॥
কনিষ্ঠ আমার নাম,　　মিশ্র পুরুষোত্তম,
গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্ত বাগীশ বলি,　　নাম দিলা বিজ্ঞাবলী,
কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥

কবি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন তাঁহার পরিচয় তাঁহার সিদ্ধান্ত বাগীশ উপাধিতে জানা যাইতেছে। কবি বংশী শিক্ষার মধ্যে তাঁহার গ্রন্থ রচনার সন তারিখ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—

"শকাদিত্য ষোলশত চৌত্রিশ শকেতে।
শ্রীচৈতন্য চন্দ্রোদয় রচিনু সুখেতে॥
ষোলশত অষ্টাত্রিংশ শকের গণন।
শ্রীশ্রীবংশী-শিক্ষা গ্রন্থ করিল বর্ণন॥

ইহা হইতে জানা যায় কবি ১৬৩৪ শকে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রোদয় এবং ১৬৩৮ শকে বংশী-শিক্ষা রচনা করিয়াছিলেন। কবির রচনার মধ্যে বংশী-শিক্ষাই প্রাধান্য লাভ করিয়া আজও জীবিত আছে। বটতলার কৃপায় ছাপা হইয়া প্রচলিত হইতেছে। কবি স্বায় গ্রন্থে প্রেমদাস বলিয়াই ভণিতা লিখিয়াছেন।

কথিত আছে কবি বাল্যকালে গৃহত্যাগী হইয়া নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া অবশেষে শ্রীবৃন্দাবনে উপনীত হন। তথায় শ্রীরাধাগোবিন্দের পুরোহিতের কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, কেহ বা বলেন তিনি তথায় পাক কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সে যাহা হউক বাল্যকালে বৈষ্ণবধর্ম্মের লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনে লালিত পালিত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পদতলে উপবিষ্ট হইয়া কবি

বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত ও সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবৃন্দাবনে যাইয়া তাঁহাকে গৃহে আনয়ন করেন। গৃহবাস কালে কবি প্রসিদ্ধ সংস্কৃত নাটকের পদ্যানুবাদ ও বংশীশিক্ষা রচনা করিয়া গিয়াছেন। পদাবলী সাহিত্যেও প্রেমদাসের নাম আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সকল বৈষ্ণব কবির আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে এই বংশী শিক্ষার কবিই সর্ব্ব প্রধান।

৯০। ভক্তি রত্নাকর।

কবি শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তি রত্নাকর বৈষ্ণব সাহিত্যের মহাভারত। বৈষ্ণব সাহিত্যে নরহরি, সার ওয়ালটার স্কট বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কবি গ্রন্থ মধ্যে এই ভাবে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন :—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ॥
জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
মহাপাপি বিষয়ে মজনু রাত্রিদিন॥
দয়ার সমুদ্র ওহে বৈষ্ণব গোঁসাই।
বেদে গায় তুয়া কৃপা বিনা গতি নাই।"

"ভক্তি রত্নাকর" পঞ্চদশ তরঙ্গে সমাপ্ত। কবি মহাভারতের পর্ব্বাধ্যায় সংগ্রহের ন্যায় প্রত্যেক তরঙ্গের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আপনার গ্রন্থ মধ্যে সূচীপত্রের ন্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। তাহা পাঠ করিলেই গ্রন্থের মোটামুটী জ্ঞান লাভ করা যায়। কিন্তু কবি এত কথা লিখিয়াছেন কিন্তু গ্রন্থ রচনার সন তারিখ সম্বন্ধে কিছুই লিখিয়া যান নাই। এই বিরাট বৈষ্ণব ধর্ম্মের মহাভারত বটতলার কৃপায় ছাপা হইয়াছে। কবি নিজেই বলিতেছেন :—

পঞ্চদশ তরঙ্গ ভক্তি রত্নাকরে।
যে তরঙ্গে যে বিলাস কহি অল্পাক্ষরে॥
প্রথম তরঙ্গে কৈনু মঙ্গলাচরণ।
শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্ব্বপুরুষ কথন॥
গোস্বামীগণের যত গ্রন্থ নাম তার।
শ্রীনিবাসাচার্য্যের জন্ম ব্যবহার॥
দ্বিতীয় তরঙ্গে বিপ্র শ্রীচৈতন্য দাস।
নীলাচলে খেলা পূর্ণ হৈল অভিলাষ॥
শ্রীনিবাস জন্ম পিতা পুত্রে বহু কথা।
বৃন্দাবনে গোবিন্দ প্রকট হইল যথা॥
তৃতীয় তরঙ্গে ক্ষেত্রে আচার্য্য চলিলা।
শ্রীচৈতন্যের সঙ্গোপন শুনি দগ্ধ হৈলা॥
নীলাচলে গেলা স্বপ্নে প্রভুর আদেশে।
প্রভুগণ কৃপা কৈল আইলা গৌড়দেশে॥
চতুর্থ তরঙ্গে গৌড়ে আচার্য্য ভ্রময়।
শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়ার কষ্ট হৈল অতিশয়॥
প্রভু পরিকর মহা অনুগ্রহ কৈল।
বৃন্দাবন গমনাদি ইহাতে বর্ণিল॥
পঞ্চম তরঙ্গে শ্রীনিবাস নরোত্তম।
শ্রীরাঘব সঙ্গে কৈল ব্রজেতে গমন॥
গৌড় নিত্যানন্দাদ্বৈত বিহার।
মধ্যে মধ্যে হৈল নানা প্রসঙ্গ প্রচার॥
ষষ্ঠ তরঙ্গে শ্রীশ্যামানন্দ ব্রজে গেলা।
মদনগোপাল গোবিন্দের প্রিয় আইলা॥
শ্রীনিবাস লয়ে গোস্বামীর গ্রন্থগণ।
বিদায় হইয়া গৌড়ে করিলা গমন॥

সপ্তম তরঙ্গে গ্রন্থ চুরি বিষ্ণুপুরে।
আচার্য্যানুগ্রহ রাজা শ্রীবীর হাম্বিরে॥
শ্রীশ্যামানন্দের হৈল উৎকলে গমন।
বিবিধ প্রসঙ্গ ইথে কর্ণ রসায়ণ॥
অষ্টম তরঙ্গে শ্রীঠাকুর মহাশয়।
শ্রীগৌড় ভ্রমিয়া ক্ষেত্র করিলা বিজয়॥
ক্ষেত্র হইতে আসিয়া শ্রী আচার্য্যে মিলিল।
শ্রীআচার্য্য রামচন্দ্রাদিক শিষ্য কৈল॥
একাদশ তরঙ্গে শ্রীখেতরী গামেতে।
শ্রীজাহ্নবী ঈশ্বরী আইলা ব্রজ হৈতে॥
ঈশ্বরী গমন হৈলা একচক্র দিয়া।
শ্রীমূর্ত্তি নির্ম্মাইলেন খড়দহে গিয়া॥
দ্বাদশ তরঙ্গে আচার্য্যাদি তিন জন।
শ্রীঈশান সঙ্গে কৈলা নদীয়া ভ্রমণ॥
হৈল নানা প্রসঙ্গ পরমানন্দ যাতে।
প্রভু নিত্যানন্দে বিবাহাদি ইথে॥
ত্রয়োদশ তরঙ্গে শ্রী আচার্য্য ঠাকুর।
দ্বিতীয় বিবাহ কৈল কৌতুক প্রচুর॥
প্রভু বীরচন্দ্র করি বিবাহ উল্লাসে।
গণসহ ব্রজে গিয়া আইল গৌড় দেশে॥
চতুর্দ্দশ তরঙ্গে শ্রীআচার্য্যগণ সনে।
কৈলা মহা মহোৎসব বোরাকুলি গ্রামে॥
সংকীর্ত্তনে হইলা নিমগ্ন নিরন্তর।
ইথে আর বিবিধ প্রসঙ্গ মনোহর॥
পঞ্চদশ তরঙ্গে প্রকাশ মহানন্দ।
গণসহ উৎকলে বিলাস মহানন্দ॥
মহা মহা পাষণ্ডীরে কৈলা ভক্তি দান।
এ সব তরঙ্গ আস্বাদয় ভাগ্যবান্॥
ভক্তি রত্নাকর গ্রন্থ পরম সুরস।
আস্বাদহ নিরন্তর না কর অলস॥"

এই বিরাট ইতিহাস পড়িতে সহিষ্ণুতার সীমা অতিক্রম করে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন "এসব তরঙ্গ আস্বাদয় ভাগ্যবান্।"— আমরা ভাগ্যবান নহি বলিয়াই ইহার শেষ পর্য্যন্ত যাইতে পারি নাই।

———

৯১। নরোত্তম বিলাস।

এখানিও কবি নরহরি চক্রবর্ত্তীর রচনা। ইহাতে পরম বৈষ্ণব নরোত্তম ঠাকুরের জীবন-চরিত অতি বিশদ ভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইখানি প্রকৃত প্রস্তাবে কাব্য নহে ইতিহাস বা জীবন-চরিত। সেকালে যগুপি গদ্য কাব্য লিখিবার পদ্ধতি প্রচলিত থাকিত তাহা হইলে কবি বোধ হয় এই মহাজনের জীবন-বৃত্তান্ত পদ্যে লিখিতেন না। নরোত্তম দাস রাজসাহী জেলার অন্তঃপাতী গোপালপুর রাজ্যের রাজপুত্র ছিলেন। ইহার পিতার নাম কৃষ্ণানন্দ। অল্প বয়সে বিষয়বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়া তিনি শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান। তাঁহার পিতৃব্য পুরুষোত্তম দত্তের পুত্র সন্তোষ দত্ত রাজ্যের রাজা হন। ব্রজ হইতে শ্রীনিবাসাচার্য্য ও শ্যামানন্দের সহিত গৌড়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মপ্রচারের জন্য পুনরায় পিতৃ রাজধানী গোপালপুরে ফিরিয়া আইসেন এবং ষড়বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষে খেতুরে বৈষ্ণব মহাধিবেশন আহ্বান করিয়াছিলেন। তদবধি খেতুরে আজ পর্য্যন্ত বৎসরে বৎসরে একটি মেলা হইয়া থাকে। এই গ্রন্থে সেই সব বৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

৯২। অদ্বৈত প্রকাশ।

ঈশান নাগর কৃত। অদ্বৈত প্রভুর জীবন বৃত্তান্ত অতি বিস্তারে পয়ার ছন্দে লিখিত হইয়াছে। ঈশান নাগর এই চরিতাখ্যায়িকার

অদ্বৈত প্রভুর সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। পুস্তকখানি বটতলার কৃপায় ছাপা হইয়াছিল। আমরা যে খানি পাইয়াছি তাহার প্রথম তিন পাতা ও শেষের অনেকগুলি পত্র নাই। কাঠের খোদাই অক্ষরে লেখা। ঈশান, অদ্বৈত প্রভুর পূর্ব্বপুরুষের নিম্নলিখিত পরিচয় প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন :—

"নৃসিংহ সন্ততি লোকে যারে গায় ॥
সেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলে খ্যাতি।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আর ওঝার সন্ততি ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়ীয় বাদসাহ মারি গৌড়ে হ'ল রাজা ॥"

ঈশানের মতে অদ্বৈতাচার্য্য, মহাপ্রভুর বয়সে ৫২ বৎসরের বড় ছিলেন। ঈশান লিখিয়াছেন :—

"অহে প্রভু আজ দ্বিপঞ্চাশ বর্ষ হৈল।
তুয়া লাগি ধরা ধামে এদাস আইল ॥"

মহাপ্রভু ১৪৮৫ খৃঃ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাহা হইলে অদ্বৈত প্রভুর জন্ম ১৪৩৩ খ্রীঃ বলিতে হইবে। ঈশানের মতে অদ্বৈত প্রভু এ পৃথিবীতে ১২৫ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন :—

"সওয়া শতবর্ষ প্রভু থাকি ধরাধামে।
অসংখ্য অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥"

অর্ব্বুদ শব্দ দেখিয়া শিহরিবার কিছুই নাই —বৈষ্ণব প্রভুদের শয়ন ভোজন কথন গমন প্রভৃতি সর্ব্ব কার্য্যই ভক্তের নিকট লীলা বলিয়া প্রকটিত।

---

৯৩ শিশুবোধক।

বটতলার ছাপা অতি পুরাতন ও জীর্ণ পুস্তক প্রথম ও শেষের কয়েকটি পত্র নাই। পুথিখানিতে আবশ্যকীয় জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। সেকালের শিশুরা পাঠশালায় গুরু মহাশয়ের নিকট শিশুবোধক পাঠ করিয়া পাঠ সমাপ্তি করিত মোটামুটী ইহা পাঠে লোকের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ উপযোগী যথেষ্ট জ্ঞানার্জ্জন হইত। বটতলার এই পাঠ্য পুস্তকের নাম আজকাল অনেকেই বোধ হয় জানে না। এই পুস্তকে বর্ণমালা হইতে শুভঙ্করের আর্য্যা, পত্র লিখন প্রণালী, পৌরাণিক গল্প ও চাণক্য শ্লোক স্থান পাইয়াছিল। এই সকল পৌরাণিক রচনা সংগ্রহ মাত্র, যথা—

(১)

গঙ্গার বন্দনা।

বন্দে মাতা সুরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি
পতিত পাবনী পুরাতনী। ইত্যাদি।

গঙ্গার বন্দনা সেকালের পাঠশালায় ছাত্রেরা সকলেই জানিতেন। আজ কাল ছেলেদের মুখে শুনা যায় না। এই বন্দনাটি সাধারণে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া প্রচার ; কিন্তু আমরা অনুসন্ধানে যতদুর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে এইটি আদৌ কবিকঙ্কণের রচনা নহে। আমরা রঙ্গপুরে তুলট কাগজে লেখা কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ভণিতাযুক্ত এই গঙ্গার বন্দনা পাইয়াছি। আমাদের বিশ্বাস এইটি কৃত্তিবাসেরই রচনা কারণ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বঙ্গ ত্যাগ করিয়া রাঢ়ে গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গাভক্তি প্রযুক্ত বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কবি কঙ্কণের বিরাট গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও গঙ্গার বন্দনা নাই। আমরা মার্টিনের পূর্ব্ব ভারত (Martin's Eastern India)

পাঠেও জানিতে পারি তিনিও এই গঙ্গার বন্দনা মুকুন্দরামের রচনা বলিয়া স্বীকার করেন নাই।

(২)

দাতাকর্ণ

কবিচন্দ্রের রচনা। এই কবিচন্দ্র উপাধি কি নাম তাহা আজ পর্য্যন্ত নির্ণীত হয় নাই। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের লেখক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে এই কবিচন্দ্র কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবিচন্দ্র নহে। তাহা হইলে কবিচন্দ্র উপাধি না হইয়া নাম হইবে। আজ পর্য্যন্ত কবিচন্দ্র নামে কোন লেকের সহিত সাহিত্য সংসারে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। কেবল মাত্র নামের বা উপাধির মিল দেখিয়া এই কবিচন্দ্র কবিকঙ্কণের ভ্রাতা বলিয়া স্থির করা আমাদের মতে উচিত হয় না। কবিকঙ্কণ আপনার গ্রন্থমধ্যে আত্মীয় স্বজন অনেকের কথা বলিয়াছেন কিন্তু কবি, কবিচন্দ্রের উল্লেখ করেন নাই।

এই দাতাকর্ণের উপাখ্যান ভাগ অতি সরল। ভগবান, কর্ণের দান শক্তির পরীক্ষার জন্য তাঁহার নিকট ভোজন প্রার্থনা করেন—ব্রাহ্মণরূপী ভগবান যাহা খাইতে চাহিবেন কর্ণ তাহা দিয়াই ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। সেই ব্রাহ্মণ মানবপ্রকৃতির বিরোধী ভোজন চাহিলেন—স্ত্রী পুরুষে করাত ধরিয়া স্বীয় পুত্রকে দ্বিধা বিভিন্ন করিয়া সেই মাংসে ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে। কর্ণও সেই কালের "যশোধনানাং হি যশো গরীয়ঃ", অম্লান বদনে পুত্রের দেহ পদ্মাবতীসহ ছেদন করিয়া স্বীয় সত্যধর্ম্ম পালন করিলেন। সরল কবিত্ব শক্তির বিচার করিলে কবিচন্দ্রের এ বর্ণনার তুলনা আমারা আর একটি দেখি নাই। যথার্থই সত্য ধর্ম্ম শিক্ষার জন্য শিশুবোধকে ইহার স্থান লাভ সম্মানার্হ। আজিকার দিনে দাতাকর্ণের পদ্মাবতী স্বামীকে যাহা বলিয়া প্রবোধ দিতেছেন তাহার মূল্য নাই :

ব্রাহ্মণ :—অঙ্গীকার করিয়াছ শুন কর্ণ ভাই।
না পার রাখিতে তাহা ফিরে ঘরে যাই॥
পদ্মাবতী : এতশুনি পদ্মাবতী সকাতরেকয়।
অঙ্গীকার করিয়াছি না দিলে কি হয়॥
পুত্র কাটি দিব আমি বলহ ব্রাহ্মণে।
এ যশ তোমার যেন থাকে ত্রিভুবনে॥
অনুমতি পেয়ে কর্ণ হাসে খল খল।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় গোবিন্দ মঙ্গল॥

এ দৃশ্য কেবল হিন্দুর সংসারে ভিন্ন জগতের কোন জাতির ইতিহাসে নাই। কবিচন্দ্রের এই উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া কত নাটক ও যাত্রার সৃষ্টি হইয়া জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছে তাহার হিসাব কে রাখিয়াছে?

(৩)

কলঙ্ক ভঞ্জন।

কৃষ্ণলীলা বৃত্তান্ত। শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা ঘটিত অপবাদ অপনয়নের উপাখ্যান। শ্রীকৃষ্ণের নন্দালয়ে ভয়ানক পীড়া হয়। কত ঔষধ পত্র নন্দরাজ ও নন্দরাণী করিলেন, কত শত বৈদ্য আসিয়া দেখিয়া গেল কিন্তু কিছুতেই পীড়ার উপশম হইল না। অবশেষে একজন বৈদ্য আসিলেন। তিনি আসিয়া রোগী দেখিয়া একটি নূতন কলসী চাহিয়া লইলেন।

কলসীতে বসিয়া বসিয়া শত সহস্র ছিদ্র করিলেন। পরে যশোমতীকে ডাকিয়া বলিলেন যদি গোকুলে কোনও সতী সাধ্বী রমণী থাকেন তবে তাঁহাকে এই কলসী পূর্ণ করিয়া যমুনা হইতে জল আনিতে বল। এই কলসীর ছিদ্র দিয়া এক ফোটা জল পড়িয়া গেলে সে জলে কোনও ফল হইবে না। এই কথায় গোকুলের যত সতী সাধ্বী রমণী আপনার মনের বলে জল আনিতে ছুটিলেন কিন্তু কেহই পূর্ণ কুম্ভবারি আনিতে পারিলেন না—সকলেই ঘৃণা ও লজ্জায় মুখ লুকাইলেন। অবশেষে আপনি যশোমতী জল আনিতে চাহিলেন। কবি মাতৃজলে ঔষধের গুণ করে না বলিয়া তাঁহাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিলেন। অবশেষে কলঙ্কিনী রাধিকার ডাক পড়িল সে অনায়াসে কলসী পূর্ণ জল আনিয়া দিল। রাধিকার সতীত্বের গৌরব বৃদ্ধি পাইল ইহাই এই আখ্যানের গল্প ভাগ। কিন্তু শিশুবোধকে এ হেন কথার স্থান দেওয়া উচিত হয় নাই, সে কালের রুচি আর এ কালের রুচি লইয়া বিচার করিলে এ কথা অবশ্যই বলা যাইতে পারে। এই কলঙ্ক ভঞ্জনের কবিও "কবিচন্দ্র"। ইহারও রচনা অতি সরল ও প্রাঞ্জল আমরা, কয়েক লাইন মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলাম ;—

যশোমতী কলসী আনিয়া বৈদ্যে দিল।
সহস্রেক ছিদ্র সেই ঘটেতে করিল॥
বৈদ্যবলে মম বাক্য শুন নন্দরাণী।
শীঘ্র ডাকি আন এক পতিব্রতা-জানি॥
যশোদা বলেন, সবে মোর মাথা খাও।
ছিদ্র ঘটে জল আনি গোপালে বাঁচাও॥
সবে বলে পতিব্রতা দুইজন আছে।
জটিলা কুটিলা গেলে তব পুত্র বাঁচে॥
ইত্যাদি

(৪)

"গুরুদক্ষিণা।"

শিশুবোধকের গুরুদক্ষিণা কবি অযোধ্যারাম কৃত। অযোধ্যারাম কবির অন্য রচনা আমরা পাঠ করি নাই। এক মাত্র গুরুদক্ষিণাই তাঁহাকে সজীব রাখিয়াছে। অযোধ্যারামের উপাধি "কবীন্দ্র" ছিল। এই কবীন্দ্র অযোধ্যারামের সহিত রামগতি সেনের কন্যা কবি আনন্দময়ীর বিবাহ হইয়াছিল। বঙ্গভাষার লেখকের মতে ১৭৬১ শকে এই বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছিল। তাহা হইলে কবি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালের লোক বলিতে হইবে। গুরুদক্ষিণার গল্প ভাগ অতি সরল কথায় পূর্ণ। অনেক বয়স হইল লেখা পড়া কিছুই শিক্ষা হইল না দেখিয়া রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই দৈবকী ও বসুদেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্দীপনি মুনির পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার জন্য গমন করেন। তথায় অল্প কালের মধ্যে চৌষট্টি বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া গুরুকে দক্ষিণা দিয়া আপন আলয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রার্থনা জানাইলে গুরুদেব তাঁহার মৃত পুত্রকে যমালয় হইতে ফেরত আনিয়া দিতে আদেশ করিলেন। আদেশ কার্য্যে পরিণত হইল। মুনিকে দক্ষিণা দিয়া রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই গৃহে ফিরিল।

ধরাতলে ধন্য সান্দীপণি মুনিবর।
যমালয়ে ছিল পুত্র দ্বাদশ বৎসর॥

হেলে গুরু পুত্র দান দিল যদুমণি।
ত্রিভুবনে হেন কর্ম্ম কভু নাহি শুনি॥
মরা পুত্র আনি দিল গুরুর দক্ষিণা।
আর কার শক্তি আছে ভগবান বিনা॥

কোথায় রহিল নন্দ ব্রজ শিশুগণ।
কোথায় রহিল মোর গিরিগোবর্দ্ধন॥
প্রিয়রাধা চন্দ্রাবলী গোপিকা সকল।
যমুনা সলিল নব বিহারের স্থল॥

*　*　*　*

ভক্তি বিনা হরিপদ কেহ নাহি পায়।
সকলের মূল ভক্তি কহিনু সবায়॥
অযোধ্যা রামেতে কয় দয়াময় হরি।
ঐ পদ ভাবিতে ভাবিতে যেন মরি॥

সে কালের হিন্দু ধর্ম্ম-প্রাণ ছিল, সকলই ধর্ম্ম চক্ষুতে দেখিত, তাই শিশুবোধকে সকল কথারই অবতারণা হইয়াছে।

৯৪। কালিকা মঙ্গল

ইহাতে কালিকা মাহাত্ম্য লিখিত হইয়াছে কালিকার মাহাত্ম্য হইলেও এইখানি বিদ্যা-সুন্দরের এক অভিনব সংস্করণ। মাঝে মাঝে "ধ্রু" শব্দের উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় এই কালিকামঙ্গল আগে সমাজে পঠিত না হইয়া গীত হইত। আমরা খণ্ডিত পুথি পাইয়াছি। ১২৩৮ সনের নকল, লেখকের নাম ও ধাম নাই। যে পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে তাহাতে একটি উজ্জ্বল ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিহিত আছে। বিদ্যাসুন্দরের ইতিহাস লিখিত হইলে সেই কথা কয়েকটি বড়ই মূল্যবান হইবে। এই কালিকা মঙ্গলের কবি প্রাণরাম বলিয়া ভণিতা দিয়াছেন। তাঁহার বাসস্থান বা বংশ পরিচায়ক কোনও কথা আমরা কাব্য মধ্যে পাই নাই। ইনি উত্তরবঙ্গের কবি কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কবি লিখিয়াছেন :—

"বিদ্যা সুন্দরের এই প্রথম বিকাশ।
বিরচিলা কৃষ্ণ-রাম নিমতা যার বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই।
রাম প্রসাদের কৃত আর দেখা পাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদা মঙ্গলে।
রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে॥
অবশেষে প্রাণরাম পয়ারাদি ছন্দে।
রচিল সুন্দর গীত মনের আনন্দে॥"

প্রাণরামের মতে বিদ্যাসুন্দরের আদি কবি কৃষ্ণরাম, কৃষ্ণরামের পর রামপ্রসাদ, তার পর ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর আপন কবিত্ব প্রভায় পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণকে ছাইয়া ফেলিয়া আপন কাব্যে কাহারও নিকট স্বীয় ঋণ স্বীকার করেন নাই। ধন্য তুমি প্রতিভা! এ জগতে কাহার সাধ্য তোমার কৃতকার্য্যে অনুকরণ দোষ আরোপ করে। এখন বিদ্যা-সুন্দরের নাম হইলে ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গ হইয়া থাকে। কালের অনন্ত আঁধারে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ ঢাকা পড়িয়াছেন।

৯৫। চমৎকার চন্দ্রিকা। (১)

চমৎকার চন্দ্রিকা সংস্কৃত গ্রন্থ। বিখ্যাত টীকাকার বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর রচনা। এই

(১) চমৎকার চন্দ্রিকা সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বেও কিছু লেখা হইয়াছে। সেখানা নরোত্তম দাস বিরচিত।

গ্রন্থের পদ্যানুবাদের কতক কতক আমরা পাইয়াছি। চারিটি "কুতূহলে" এই অনুবাদ সমাপ্ত হইয়াছে বোধ হয়। গ্রন্থের ভণিতা আছে "চমৎকার চন্দ্রিকা কহে কৃষ্ণদাস।" দেখিয়া কৃষ্ণদাস বিরচিত বলিয়া বোধ হয়। ব্যঙ্গ ও হাস্য রসের অবতারণায় সুন্দর সরল পদ্যে অনুবাদ করা হইয়াছে। আমরা নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বলা বাহুল্য এই কৃষ্ণদাসকবিরাজ গোস্বামী কৃষ্ণদাস নহেন। ইঁহার বাস রাধাকুণ্ডে ছিল বলিয়া পুথি মধ্যে উল্লেখ আছে।

"শুনহ কুটিলা তুমি স্নান করিবারে।
এখানে আইলা কিবা কহিবা আমারে॥
কুটিলা কহিলা আমি স্নানে নাহি আসি।
কি কার্য্যে আইলা তবে রাই কহে হাসি॥
কুটিলা কহেন এই তোমা সবাকার।
চরিত্র দেখিতে হৈল গমন আমার॥
কুটিলা কহেন তবে ললিতার প্রতি।
নিশ্চয় জানিল আমি তোসভার রীতি॥
কি কারণে এই স্থানে হরি গন্ধ পাই।
বিদিত হইল কর্ম্ম ছলে কার্য্য নাই॥
হরি শব্দে কৃষ্ণ আর সিংহকে কহয়।
অর্থ ফিরাইয়া তাহা ললিতা কহয়॥
শুনহ কুটিলা যদি সিংহ হেথা আছে।
তবে বল আমরা লুকাব কার কাছে॥
মুক্তি সব মুগ্ধ বড় ভয় হইল মনে।
পলাইয়া যাই শীঘ্র আপন ভবনে॥
বড় ভাল হৈল তবে শুনহ কুটিলা।
যাতে স্নেহ করি তুমি এথায় আইলা॥"
ইত্যাদি

৯৬। শীতলা মঙ্গল।

ইহা একখানি লৌকিক ধর্ম্ম শাখার কাব্য। বঙ্গদেশে বসন্তের পীড়ার বড়ই প্রাদুর্ভাব আছে আমরা শৈশবে বসন্ত দেবীর প্রতিমা ভারে করিয়া বহিয়া এক শ্রেণীর লোককে গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করিতে দেখিয়াছি। আজকাল আর সে ভাবে কাহাকেও ভিক্ষা করিতে দেখি না। সে কালের মেয়েরা বসন্ত কালে ছোট ছোট কলা গাছ পুঁতিয়া সেই গাছে কালীর ও সিন্দুরের ফোঁটা দিয়া ভাঁটীর গাছের ফুল দিয়া বসন্ত দেবীর আরাধনা করিত। এই বসন্ত পীড়ার অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম শীতলা। এই কাব্যের প্রণেতা কবি দ্বিজ নিত্যানন্দ। ইঁহার পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে নাই কাব্যে শীতলার বন্দনা, শীতলার জন্ম, শীতলার পূজা প্রভৃতির বর্ণনা আছে। শীতলার জন্ম বৃত্তান্ত কবি নিম্ন-লিখিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন :—

করিল পুত্রেষ্টি যজ্ঞ নহুষ রাজন।
কত মুনিঋষি আইল কে করে গণন॥
নির্ব্বিঘ্নে করিয়া যজ্ঞ দিলেক আহুতি।
হইলেক পূর্ণ যজ্ঞ সাধু শান্তমতি॥
যজ্ঞ পূর্ণে নিভাইল যজ্ঞের অনল।
তাহে জনমিল এক কন্যা সমুজ্জ্বল॥
মস্তকে ধরিয়া কুলা বাহির হইলা।
দেখি প্রজাপতি তাঁরে যত্নে সুধাইলা॥
কে তুমি সুন্দরী কন্যা কাহার গৃহিণী।
কি হেতু অগ্নিতে ছিলা কহ সে কাহিনী॥
দেবী কন অগ্নি কুণ্ডে মম জন্ম হৈল।
কোথা যাই কি করিব পরাণ বিকল॥
শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা কহিলা বচন।

যজ্ঞ শীতলের কালে তোমার জনম ॥
সে হেতু শীতলা নাম তোমার হইল।
মম বাক্যে শীঘ্র তুমি যাহ ভূমণ্ডল॥
তথায় পাইবে পূজা নানা উপহারে।
শীতলা বলিয়া নাম ঘুষিবে সংসারে॥
মটর মুসুরী বুট লয়ে এই সব।
কর গিয়া মর্ত্ত্যপুরে তুমি মহোৎসব॥
শীতলা বলেন দেব করুন শ্রবণ।
একা আমি মর্ত্ত্য পুরে করিলে গমন॥
দেবতা বলিয়া কেহ পূজা না করিবে।
সে কারণে অগ্রে পূজা এইখানে দিবে॥
আর কথা বলি শুন হয়ে একমন।
একা না যাইব আমি মরত ভুবন॥
অনুচর সঙ্গে মম দিন এক জন।
তারে লয়ে যাব আমি অবনী ভুবন॥ ইত্যাদি—

সচরাচর আমরা যে শীতলা দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাই সে মূর্ত্তির সহিত কবির বর্ণিত শীতলাদেবীর কেবলমাত্র মস্তকে কুলা ভিন্ন অন্য বিষয়ের কোন মিল নাই। এই দেবীর বাহন গর্দ্দভ, কাঁকালে ঘট, দক্ষিণ হস্তে ঝাঁটা, শরীরে ব্রণ দেখা যায়। কবির মটর, মসুর, বুট, তিন প্রকারের বসন্তের আকারের নাম ভিন্ন আর কিছুই নহে। বসন্তের পীড়ার প্রকোপ হইলে লোকে এই মূর্ত্তির আরাধনা করিয়া থাকে। মনসা মঙ্গলের ন্যায় শীতলা মঙ্গল হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বটতলার কৃপায় কাব্যখানি ছাপা হইয়াছে।

৯৭। শুক বিলাস।

শুক বিলাস এক সময়ে অতি সমাদরে পঠিত হইত। রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র কাহিনীতে শুকবিলাস পূর্ণ। শুক সারির কথা অনেকেই জানেন। এই পাখীর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কথা বলিবার শক্তি ছিল। এই শুক পাখীর মুখে কবি বিক্রমাদিত্য চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পুথিখানি বটতলার ছাপা পড়িতে বড়ই প্রীতিপ্রদ। এই শুক বিলাস পদ্যময় কাব্য, ইহার লেখক কবিরত্ন নন্দকুমার ভট্টাচার্য্য। কবি এই ভাবে গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন:—

বিক্রম আদিত্য রায়, রাজা অবতার প্রায়,
তাঁর কীর্ত্তি অতি অসম্ভব।
জন্মাবধি শেষে আর, যে যে কর্ম্ম কৈলা তার,
কেবা পারে বর্ণিতে সে সব॥
কিছু কিছু সংগ্রহণ, করিয়াছে কত জন,
আমি করিলাম কিছু তার।
শুন সব মহাশয়, কিবা আর পরিচয়,
সুজন করহ অঙ্গীকার॥
প্রথমে আছে বর্ণনে, শনি লক্ষ্মী দুই জনে,
বিবাদ হইল অতিশয়।
ছোট বড় দুজনার, রাজা করিল বিচার,
তাহাতে শনির দৃষ্টি হয়॥
রাজ্য ছাড়ি গেলা বন, বিক্রমাদিত্য রাজন,
মহারাষ্ট্র কন্যা কৈল বিয়া!
শনিতে হইয়া মুক্ত, হইল লাবণ্যযুক্ত,
রাজা হৈল স্বরাজ্যে আসিয়া॥
দ্বিতীয়ের মৃগয়ায়, বনে শুক পক্ষী পায়,
নিকেতনে আইলা রাজন।
তৃতীয়েতে নিশাচরী, সমস্যা জিজ্ঞাসা করি,
শুক তাহা করিল পূরণ॥
চতুর্থেতে নরপতি, গিয়া ভোজের বসতি,
তিলোত্তমায় বিবাহ করিল।

পঞ্চম কথার তত্ত্ব, শুন ভূপতি মহত্ত্ব,
হিতকারী শুকে বিনাশিল ॥
ষষ্ঠে সারিকার সাপ, রাজা পায় মনস্তাপ,
কমলিনী উদ্দেশে চলিল।
কষ্ট পায়ে অতিশয়, বিক্রমেশ মহাশয়,
কমলিনী বিবাহ করিল ॥
নানা প্রভুত্ব করিয়া, কমলিনী সঙ্গে লইয়া,
আইলা পুরায়ে মনস্কাম।
কামিনীরে রাখি বনে, ভূপতি হরিষ মনে,
প্রবেশ করিল নিজ ধাম ॥
গ্রন্থের সূচনা সার, চমৎকার আছে তার,
পাবে রস গ্রন্থের শ্রবণে।
রচিল করিয়া যত্ন, দ্বিজ নন্দ কবিরত্ন,
সঁপি মন সারদা চরণে ॥

কবি এই ভাবে গ্রন্থের সূচনা করিয়া নানা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়াছেন। এই খানি বঙ্গভাষায় পদ্য উপন্যাস বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

১৮। প্রেম বিলাস।

প্রেম বিলাস মাধবাচার্য্য বিরচিত। কবি স্বীয় গ্রন্থে আপনার পরিচয় লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা সমগ্র পুথি পাই নাই। সামান্য কয়েকখানি পাতা পাইয়াছি তাহাও অতি জীর্ণ শীর্ণ। শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল ইঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কবি প্রেমবিলাসে এইভাবে আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। এই মাধবাচার্য্য ও "ত্যাগী মাধব" এক ব্যক্তি নহেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

"দুর্গাদাস মিশ্র সর্ব্ব গুণের আকর।
বৈদিক ব্রাহ্মণ বাস নদীয়া নগর ॥
তাঁহার পত্নী হয় শ্রীবিজয়া নাম।
প্রসবিলা দুই পুত্র অতি গুণধাম ॥
জ্যেষ্ঠ সনাতন হয় কনিষ্ঠ কালিদাস।
পরম পণ্ডিত সর্ব্ব গুণের আবাস ॥
সনাতন পত্নী হয় নাম মহামায়া।
এক কন্যা প্রসবিলা নাম বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
আর এক পুত্র হৈল অতি গুণধাম।
শ্রীযাদব মিশ্র নাম তার হয় আখ্যান ॥
কালিদাস মিশ্র পত্নী বিধুমুখী নাম।
প্রসবিলা পুত্ররত্ন সর্ব্ব গুণধাম ॥
বিধুমুখী মাধব নামে পুত্র কোলে করি।
অল্প বয়সের কালে হইলেন রাঁড়ি ॥
গর্ভাষ্টমে মাধবের যজ্ঞোপবীত হৈল।
নানাবিধ শাস্ত্র তিঁহো পড়িতে লাগিল ॥
নানা শাস্ত্র পড়িয়া হইলা পণ্ডিত।
আচার্য্য উপাধিতে তিঁহো হইলা বিদিত ॥"
"প্রেম বিলাস।"

মাধবাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ অবলম্বন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল রচনা করেন তাহারও প্রমাণ তিনি "প্রেম বিলাসে" লিখিয়া গিয়াছেন।

"শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ।
গীত বর্ণনান্তে তাহা করি নানা ছন্দ ॥
রাখিলা গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদে সমর্পণ কৈল ॥"
"প্রেম বিলাস।"

প্রেম বিলাস অতি প্রামাণিক গ্রন্থ। আজ পর্য্যন্ত তাহার একটি প্রকৃষ্ট সংস্করণ হয় নাই। বঙ্গবাসীর স্বত্বাধিকারীর কৃপায় কৃষ্ণমঙ্গলের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ বাহির হইয়াছে।

৯৯। নারদ সংবাদ।

বিষ্ণুর দশ অবতারের লীলাকাহিনী এই পদ্যময় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত। ইহার বক্তা শ্রীকৃষ্ণ শ্রোতা নারদ মুনি। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণদাস নামে ভণিতা আছে। গ্রন্থ মধ্যে কোথাও কবির আত্ম পরিচয় পাওয়া যায় নাই। বৈষ্ণব সাহিত্যে কৃষ্ণদাস নামে কতজন কবি ছিলেন তাহার ঠিকানা করা বড় দুরূহ ব্যাপার। কাব্যের নাম নারদ সংবাদ না হইয়া দশ অবতারের কথা বলিলেই সহজ বোধগম্য হইত। রামলীলার কতকাংশ দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ;—

"পাষাণে জলধি জল করিয়া বন্ধন।
লঙ্কায় প্রবেশ করি করি ঘোর রণ ॥
একলক্ষ পুত্র রাজার পৌত্র সওয়া লক্ষ।
সংহার করিলাম কত রথী সে বিপক্ষ ॥
অবশেষে রাবণেরে করিয়া সংহার।
হরষিতে করিলাম সীতার উদ্ধার ॥
বিভীষণে নরপতি করিয়া লঙ্কায়।
চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে আসি অযোধ্যায় ॥
শুনহে নারদ এই পুরাণের সার।
রাবণ বিনাশ হেতু রাম অবতার ॥
নারদ সংবাদ কথা অমৃত সমান।
কৃষ্ণদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান ॥

ইহার ভণিতা কাশীদাসের মহাভারতের ঠিক অনুরূপ। কাশীদাস লিখিয়াছেন "কৃষ্ণদাস" পিতা। এই কৃষ্ণদাস কাশীদাসের পিতা কিনা ঠিক বলা যায় না। কবি হয় কাশীদাসের পূর্ব্বগামী নয় তাঁহার পরবর্ত্তী। ভাষাও মার্জ্জিত, পয়ারের পদবন্ধ নিয়ম কুত্রাপি লঙ্ঘিত হয় নাই। বটতলার কৃপায় এই নারদ সংবাদ ছাপা হইয়া জন সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। দশ অবতারের কথা অতি সংক্ষেপে একখানি পুথিতে সংবদ্ধ হওয়ায় সাধারণ পাঠকের পুরাণ পাঠের ফল অতি সহজে লাভ হইয়া থাকে। আধুনিক শিক্ষিত লোকেও ইহা পাঠে হিন্দুশাস্ত্রের অনেক কথা জানিতে পারিবেন।

১০০। দণ্ডীপর্ব্ব

দণ্ডী পর্ব্বের কথা মহাভারতে নাই। যাত্রাকরের অভিনয় গীতে এই দণ্ডীপর্ব্বের কথা অনেকেই অবগত আছেন। বৃহৎ কূর্ম্মপুরাণে এই দণ্ডীরাজার উপাখ্যান আছে। সেই উপাখ্যানের ছায়া লইয়া দণ্ডীপর্ব্বের সৃষ্টি। দণ্ডীরাজা অরণ্যে এক অশ্বিনী প্রাপ্ত হন। সেই অশ্বিনী রাত্রে অসামান্যা রূপলাবণ্যবতী ললনার রূপ ধারণ করিত দিনের বেলায় অশ্বিনী হইয়া অশ্বশালায় বান্ধা থাকিত। এই অশ্বিনী স্বর্গের অপ্সরা উর্ব্বশী। মুনিশাপে এই প্রকার দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অষ্ট বজ্র একত্র সম্মিলনে শাপ বিমোচনের কথা থাকে। নারদ মুখে এই অশ্বিনীর বার্ত্তা পাইয়া শ্রীকৃষ্ণ দণ্ডীর নিকট অশ্বিনী প্রার্থনা করেন। দণ্ডীরাজ অশ্বিনী দিতে অস্বীকার করিলে কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ বাধে। দণ্ডী প্রাণভয়ে অশ্বিনী লইয়া পাণ্ডবদের আশ্রয় লয়। ইহার ফলে কৃষ্ণের সহিত পাণ্ডবদের যুদ্ধ ঘটে। এক পক্ষে কুরু-পাণ্ডব অপর পক্ষে যাদবগণসহ সমস্ত দেবতা-

বর্গ। যুদ্ধে কুরুপাণ্ডবের সহিত দেবতারা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারেন না। দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয় সমর ক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে দেবগণ আপন আপন অস্ত্র ধারণ করেন সেই সময় মহাশক্তি করে শক্তি ধরিয়া সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণা হন। উর্ব্বশী শাপ বিমুক্তা হইয়া স্বর্গে চলিয়া গেল। যুদ্ধও থামিল। ইহাই এ কাব্যের উপাখ্যান ভাগ। এই পর্ব্বের শুকদেব বক্তা শ্রোতা রাজা পরীক্ষিৎ। কাব্যখানির প্রণেতা উমাকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বটতলার ছাপা। এক সময়ে পাঠকের নিকট বিলক্ষণ সমাদর লাভ করিয়াছিল। কাব্যের লক্ষ্মীর বন্দনাটি বড়ই সুন্দর। নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করা গেল :—

বন্দ নারায়ণী, ব্রহ্ম সনাতনী,
কমলা কল্যাণ-কান্তি।
ভুবন পালিনী, পঙ্কজ মালিনী,
সরোজ বাসিনী শান্তি॥
মহালক্ষ্মী মাতা, বাসব বিধাতা,
সেবা করে নিরন্তর।
কে জানে তোমারে,এ তিন সংসারে,
শশী তব সহোদর!
কেবা তব সমা, তুমি সার রমা,
অমর কৈলে দেবগণে।
ক্ষীরোদ মন্থন, সুধা উৎপাদন,
জননি তব কারণে॥
আর নানা ধন, সুকৌস্তুভ রতন,
উঠিল উচ্চৈঃশ্রবা হয়।
হৈলে তব দৃষ্টি, তবে রহে সৃষ্টি,
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব রয়॥
তুমি জন্ম নিলে, সমুদ্র-সলিলে,
তাই রত্নাকর সিন্ধু।
তোমারে ধারণ, করি নারায়ণ,
মান্য জগতের বন্ধু॥ ইত্যাদি—

১০১। সারদা চরিত।

দ্বিজ মাধব বিরচিত সারদা চরিত কবিকঙ্কণের চণ্ডীর ন্যায় একখানি শক্তি গ্রন্থ। ইহাতে ধনপতি সদাগরের উপাখ্যান, শ্রীমন্ত সদাগরের কথা সবই আছে কিন্তু কাব্যাংশে কবিকঙ্কণের তুল্য নহে। কবি কঙ্কণের অনেক পূর্ব্বে দ্বিজ মাধব তাঁহার সারদা চরিত রচনা করিয়াছিলেন। কালের কবলে তাঁহার গ্রন্থ লোপ পাইয়াছে এখন খুঁজিলে কীট-দষ্ট দুই এক খানা পুথি এখানে ওখানে পাওয়া যাইতে পারে। "গীতালদের" নিকট খণ্ডিত পুস্তক আমি একখানা দেখিয়াছিলাম কিন্তু তাহারা সে পুথি হস্তান্তর করিতে কিছুতেই রাজী হয় নাই। দুর্ভাগ্য বশতঃ গৃহদাহে গীতালদের সংগৃহীত অনেক পুথি অগ্নিদেবের উদরসাৎ হইয়াছে। দ্বিজ মাধব আপন পুথি মধ্যে এই ভাবে আত্ম পরিচয় দিয়া গিয়াছেন —তাহাতে বোধ হয় কবিকঙ্কণ ও তিনি সমসাময়িক লোক ছিলেন। কবি লিখিয়াছেন :—

"পঞ্চ গৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রাম তুল্য রাজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চ গৌড় মধ্যে সপ্ত-গ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী তটবাসী পরাসর।
যাগ যজ্ঞ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥

মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুর-গুরু ॥
তাহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তি ভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য ॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায় গান।
তার দোষ ক্ষমাকর—কর অবধান ॥
শ্রুতি তাল দোষ ভঙ্গ না নিবা আমার।
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার ॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় সারদা চরিত ॥

"ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা" শক হইতেছে ১৫০১ ইহার সহিত ৭৮ যোগ করিলে ১৫৭৯ খৃষ্টাব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একাব্বর রাজা আর কেহ নহেন মোগল সম্রাট আকবর শাহ। ইহাতে বোধ হয় এই কাব্য কবিকঙ্কণের কাব্যের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। মানসিংহের প্রসঙ্গ এই কাব্যে স্থান পায় নাই। মামুদসরিফের কথাও নাই। মানসিংহ ঠিক এই সময়ে প্রথম বার বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণের গীত আরম্ভের কালও ঠিক এই সময়।

১০২। ঢপ সঙ্গীত।

এক সময়ে ঢপ সংগীত সমাজে বড়ই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজ-লীলার মধুর সংগীত ভক্তপ্রাণে সুধা ঢালিয়া দিত সময়ের পরিবর্ত্তনে এখন আর ঢপ সংগীতের আদর নাই। সময় সময় যশোহর জেলাবাসী দুই একজন "কিন্নরী" উপাধি বিশিষ্টা রমণীকে ঢপ সংগীত গাইয়া বেড়াইতে দেখা যায়। কিন্তু এখন আর সংগীতে সে উন্মাদিনী শক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না—সে প্রকার গায়িকার অভাবে কিম্বা রুচির পরি-বর্ত্তনে হইয়াছে কি না তাহাই চিন্তার বিষয়। মধুসূদন ১২২৫ সনে কাগজপুকুর থানার অন্তর্গত উলুসিয়াই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৭৫ সালে তাঁহার পরকাল হয়। মধু-সূদনের নাম এখন ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণবেরা খঞ্জনীতালে গীত গাইয়া সজীব রাখিয়াছে।

কলিকাতা ৫৪।১ কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ১২৯৮ সালে প্রকাশক প্রসন্নকুমার দত্ত মহাশয় মধুসূদনের পালা গুলি সর্ব্ব প্রথম প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় বহু পরিশ্রমে কীটদষ্ট হাতের লেখা পুথি হইতে চারিটি মাত্র পালা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশকের হস্তে দিয়াছিলেন। সেই প্রকাশিত গ্রন্থে (১) অক্রূর সংবাদ (২) প্রভাস (৩) মাথুর (৪) কলঙ্ক-ভঞ্জন প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই ছাপা পুথি এখন আর পাই-বার উপায় নাই।

মধুসূদন এক জন মহাকবি ছিলেন। তাঁহার রচনা দৃষ্টে সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়। রচনার মধ্যে বিলক্ষণ অলঙ্কার ছটাও দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ কিছু দিন পরে মধুসূদনের নাম লোপ পাইবে। তিনি আপন রচনার কোথায়ও নিজ নামের উল্লেখ করেন নাই। প্রত্যেক গানের শেষে "সূদন" বলে ভণিতা লিখিয়াছেন। মাইকেলের জন্মের অনেক পূর্ব্বে মধুসূদন কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছি-লেন তবে তিনি যে কেন "সূদন" বলিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন সেই রহস্য উদঘাটন

করা কঠিন ব্যাপার। আমরা "সুদনের" একটি মাত্র গীত এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

দেখ্‌লাম্‌ আজি বৃন্দাবনে।
সেই যমুনা পুলিনে,
পক্কে পড়ে পঙ্কজ-মুখী র'য়েছে পঙ্কজবনে।
লয়ে বারি পদ্মপত্রে,কেউ দিচ্ছে শ্রীমতীর গাত্রে,
তথাপি না মেলে নেত্রে বারি বহে দুনয়নে।
কেউ বলে রাই মরে মরে,উহু মরি মারে মারে,
কি বলবে হরি আমারে,বাঁচাতে নারিলাম মারে,
কেউ বলে আর কেন জলি, এস করি অন্তর্জলী,
শেষে হয়ে গলাগলি মরি গিয়ে জীবনে॥
বিশখা বলে বিসখা অনেকে হয়ে থাকে,
এমন তো দেখিনাই নারী,
প্রেমের জন্ম প্রাণত্যজে,—
কোথায় বা তোর প্রাণের সখা, কার জন্যে বা মরিস একা-
সুদন বলে ও বিশখা যে বিসখা সেই জানে।

১০৩। জগতমঙ্গল।

জগতমঙ্গল বটতলার ছাপা। জগতমঙ্গলে জগন্নাথ দেবের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। রচনা পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লিখিত, কবি গদাধর দাস লিখিত। অনেকে অনুমান করেন জগতমঙ্গলের কবি গদাধর দাস মহাভারতের কবি কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমরা গ্রন্থ মধ্যে কোথারও কবির এমন পরিচয় পাইনাই যাহাতে তাঁহাকে কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। কাব্যখানি বটতলার ছাপা। কাঠের খোদাই অক্ষর বলিয়া বোধ হয়, বড় বড় মোটা অক্ষরের ছাপা। পুথিখানির প্রথম কয়েক পাতা ও শেষের অনেকগুলি পাতা নাই। গ্রন্থ খানি দুষ্প্রাপ্য বলিয়া হস্তগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম কিন্তু মালিক কিছুতেই হস্তান্তর করে নাই। গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকা শিবরামপুর গ্রামে রামতনু শীলের বাড়ীতে গ্রন্থ খানি আছে। জগন্নাথ দেবের পাণ্ডারা এদেশ হইতে যাত্রী লইবার জন্য আসিয়া উক্ত শীলের বাড়ী বাসা করিয়া থাকে এবং উক্ত কাব্যখানি লোকে পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকে জন্ম পুথিখানা হাতছাড়া করিতে চাহে না।

গদাধর যদি কাশীরামের কনিষ্ঠ-ভ্রাতা হন তাহা হইলে কাশীরামের সময় নিরূপণ করিতে কোনও কষ্ট হয় না। গদাধর আপন কাব্য রচনার সময় গ্রন্থ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বাঙ্গালা সন তারিখই দিয়াছেন। উৎকল প্রদেশের কটক জেলার মাখনপুর গ্রামে এক বিষয়ীর বাড়ীতে পুরাণপাঠক এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া গদাধর কবির গ্রন্থ রচনার ইচ্ছা বলবতী হয়। কবি বঙ্গভাষায় উৎকলে বসিয়া যখন আপন কাব্য রচনা করিয়াছেন তখন তিনি একজন প্রবাসী বাঙ্গালী ছিলেন সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নাই। কাশীরাম দাস আপনার মহাভারতের অনেক স্থানে "কৃষ্ণদাসাগ্রজ গদাধর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা" বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু কোথারও একথা বলেন নাই তাঁহার ভ্রাতা শ্রীক্ষেত্রে বাস করিতেন, তিনিও একজন কবি। আজ পর্য্যন্ত যতদূর কাশীরামদাসের স্বরূপ জানিতে পারা গিয়াছে

তাহাতে তাঁহাকে কেহই তিন শত বৎসরের অধিক দিনের কবি বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। কাশীরামের যে ভূমিদান পত্র পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও তাঁহাকে ইহার অধিক দিনের লোক ছিলেন বলিয়া জানিতে পারা-যায় না। কবি গদাধর যে সময়ে আপন কাব্য আরম্ভ ও সমাপন করেন সেই সময়ে দিল্লীর মোগল সিংহাসনে প্রবল প্রতাপে সম্রাট সাজাহান রাজত্ব করিতে ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কটক ও শ্রীক্ষেত্র বহু দূরের পথ। সে কালে শ্রীক্ষেত্রে যাইতে হইলে কটক দিয়া বাদসাহী পথে বাঙ্গালার লোকে যাইত। কবি জগন্নাথ যাইবার কালে বিষয়ীর গৃহে অতিথি হইয়া মাথনপুরে এই পুরাণ পাঠ শুনিয়াছিলেন কি মাথনপুর গ্রামে বসবাস করা কালে শুনিয়াছিলেন তাহা কিছু প্রকাশ করিয়া স্বীয় কাব্য মধ্যে লিখিয়া যান নাই। কবির সময়ে উৎকলের রাজা নরসিংহ ছিলেন। পুরীর রাজাদের বংশাবলী আমাদের জানা নাই। এই নরসিংহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন—পুত্রবৎ প্রজাপালন করিতেন। আমরা সেই বর্ণনা টুকু বা গ্রন্থের সূচনা এখানে উদ্ধৃত করিলাম। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহার মূল্য অনেক আছে। ইহা হইতেই যদি এই কবি কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন তবে কাশীরাম দাসের সময় নিরূপণ করিতে কোনও সন্দেহ থাকেনা। কাশীরাম স্বীয় বিরাট কাব্যের কোথায়ও সময় নিরূপক কোনও কথা বলিয়া যান নাই। গদাধরও কাশীরামের সম্বন্ধে কোনও কথা বলেন নাই।

নরসিংহ দেব নামে উৎকলের পতি।
পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥
জগন্নাথ সেবা বিনা নাহি জানে আন্।
রাজ্যে তৃণবৎ হরি কার্য্যে পণপ্রাণ॥
অনেক করিল কর্ম্ম প্রিয় জগন্নাথ।
দুষ্টের দমন তেঁহ দুঃখী জনের তাত॥
পুত্র সম করে সদা প্রজার পালন।
জিনিয়া চম্পক পুষ্প অঙ্গের বরণ॥
রাজচক্রবর্ত্তী সাহজাহা দিল্লীপতি।
ধর্ম্ম ন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতী॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ।
মহান্ প্রতাপী হয় বৈরী জয় যশ॥
উৎকলে উত্তম গণি কটক নগর॥
মাথন পুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর॥
বিষয়ীর বাড়ী স্থিতি সেই বড় স্থান।
দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণ॥
শুনিয়া পুরাণ বড় ইচ্ছা হৈল মনে।
পাঁচালীর রচি শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনে॥ ইত্যাদি

কবি গ্রন্থ রচনার সময়ের কথা এই ভাবে আপনার কাব্য মধ্যে প্রকটিত করিয়াছেন :—

চতুঃষষ্টি শকাব্দা সহস্র পঞ্চশত।
সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত।

১৫৬৪ শক বাঙ্গালা ১০৫০ সনে কবি গ্রন্থ রচনার কাল নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। "রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশে—" এই সমগ্র পদ চরণটি উৎকলের রাজা নরসিংহ দেবের রাজ্য প্রাপ্তির কাল বলিয়া বোধ হয়। বাঙ্গালা সন ধরিলে বর্ত্তমানের সহিত এই সনের দূরত্ব হইতেছে তিন শত বৎসর। তিন শত বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট জাহাঙ্গীর আসীন ছিলেন। এই কাব্য রচনার সময় দিল্লীতে সাজাহান সম্রাট ছিলেন। তাঁহারই রাজত্বকালে কবি উৎকলে বসিয়া আপন গ্রন্থ সমাপন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য

রাজা নরসিংহ দেব জগন্নাথের সেবাইৎ ছিলেন। সমগ্র উৎকল ভূমির রাজস্বের সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধ ছিল না।

কাব্যখানি দুরন্বয় দোষপূর্ণ। স্থানে স্থানে পাদ পূরণেও অনেক অসামঞ্জস্য আছে। উদ্ধৃত অংশ হইতেই ইহার প্রমাণ হইবে। বৎসরে লক্ষ লক্ষ বঙ্গবাসী রথে বামনরূপ দেখিয়া পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আশায় পুরুষোত্তম বা শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ সন্দর্শনে যাইলেও এই জগন্নাথ মঙ্গল বা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বঙ্গীয় সাহিত্যে আপনার প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। কদাচিৎ এই জগন্নাথ মঙ্গলের পুথি দেখিতে পাওয়া যায়

১০৪। কালীবিলাস।

কালীবিলাস দ্বিজ কালিদাসের বিরচিত। পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে লিখিত। দ্বিজ কালিদাসের আত্ম পরিচয় তাঁহার কাব্যের মধ্যে কিছুই নাই। বটতলার কৃপায় পুঁথিখানি ছাপা হইয়াছে। উত্তরবঙ্গের কবি পদ্মপুরাণ বা মনসার ভাষাণ প্রণেতা জগজ্জীবন ঘোষালের কাব্যের অনেক স্থানে দ্বিজ কালিদাস বলিয়া ভণিতা আছে। সেই রচনাগুলি পাঠে জানা যায় এই দ্বিজ কালিদাস শাক্ত ছিলেন। কালীবিলাসে কালিকাদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা হইয়াছে। এই কাব্যে সপ্তশতী চণ্ডীর আখ্যান ভাগ সবিস্তারে লিখিত হইয়াছে। দক্ষযজ্ঞের উপাখ্যানও ইহাতে আছে। কবি প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শিরোভাগে রাগরাগিণীযুক্ত কালী ভক্তি পরিচায়ক একটি করিয়া গান সংযোজনা করিয়া পশ্চে বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন। কবির রচনায় অনুপ্রাস অলঙ্কার বহু পরিমাণে দেখা যায়। রচনায় মাধুর্য্যও যথেষ্ট আছে। সুগ্রীবের সহিত কালিকার সন্দর্শন বর্ণনাটি আমাদের কাছে অতিশয় ভাল লাগিয়াছে। কবির দুই একটি গানের নমুনা আমরা নিম্নে দিলাম :—

বেহাগ—আড়া।

মন কালে কালে কাল গেল কাল কবে আসিবে।
কালী বলে না ডাকিলে কাল কিসে জিনিবে ॥
মন তুমি হয়ে কাল, খোয়াইলে পরকাল,
আইলে দারুণ কাল, কাল কিসে জিনিবে ॥

ঝিঝিট—আড়া।

কালী বার বার এইবার কর করুণা।
তোমার অপত্য হয়ে আপত্তি সহেনা ॥
কি কহিব পরিচয়, হইয়া তব তনয়,
প্রাণ হয়েছে সংশয়, সহেনা গো যাতনা ॥

গানগুলিতে প্রায়ই তাল আড়া ব্যবহার করা হইয়াছে। কবি যে কোন্ দেশবাসী, কোন্ সময়ের লোক সে কথা বলা এখন কঠিন। তিনি যদি জগজ্জীবনের সমসাময়িক লোক হন তাহা হইলে যে অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক ছিলেন তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

১০৫ দূতী সংবাদ

"দূতী সংবাদ" কবি কৃষ্ণদাস বিরচিত। এই কবি কৃষ্ণদাস কে তাহা আর জানিবার উপায় নাই। কাব্য মধ্যে কবি কোথাও আপনার পরিচয় দেন নাই। আমরা কৃষ্ণদাস ভণিতাযুক্ত বহু বৈষ্ণব গ্রন্থ পাইয়াছি কিন্তু এই সব কৃষ্ণদাসের সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারি নাই। দূতীসংবাদ বটতলার কৃপায় ছাপা হইয়াছে। আমরা শৈশবে পাঁচালীর গীতে দূতী সংবাদ শুনিয়াছি। সে সময়ের ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী এই গীত শুনিয়া বিমোহিত হইতেন। তখন এত লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিল না। এই প্রকার পাঁচালীর দল গ্রামে গ্রামে গীত গাইয়া পুরাণ ইতিহাস শিখাইয়া বাঙ্গালীর আনন্দ বর্দ্ধন করিত। পরে লোক শিক্ষার সঙ্গে যাত্রা ও নাটকের সৃষ্টি হইয়া এই সব পাঁচালীর বিলোপ সাধন করিয়াছে। এই দূতী সংবাদও পাঁচালীর ছন্দে লিখিত। এই দূতী সংবাদে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অন্তর্গত কৃষ্ণলীলা বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজধাম পরিত্যাগ করিয়া মথুরাধামে যাইলে পর ব্রজাঙ্গনারা তাঁহাকে বৃন্দাবলীকে দিয়া যে সংবাদ পাঠাইয়াছেন সেই প্রসঙ্গ লইয়া কাব্যের নাম দূতী সংবাদ হইয়াছে। ইহা পরস্পর কথোপকথনে রচিত হইলেও সঙ্গীত সমুজ্জল হইয়াছে। আমরা বৃন্দার কৃষ্ণ বিনে বৃন্দাবনের কি দশা হইয়াছে সেই বর্ণনাটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

"বৃন্দা বলে শ্যাম সখা, আমাদের শ্যামসখা,
আমাদের করেছেন মনে।
ভাল ভাল তবু ভাল, ভালবাসা জানা গেল,
এত দিনে পড়েছে কি মনে।
তাঁর সঙ্গে কি সম্পর্ক, তিনি গোপীর বিপক্ষ,
আমরা জেনেছি বিধিমতে।
সুখেরই সেই ভাল, শুনিলে থাকিব ভাল,
যেমন থাকি তাঁর কিবা তাতে ॥
তিনি এবে যার স্বামী, যার প্রেমে নব প্রেমী,
বিক্রীত আছেন বংশীধারী।
ভাল করে তার মন, যোগান যেন অনুক্ষণ,
সুখে যেন থাকে সে সুন্দরী ॥
তার কি প্রবৃত্তি মরি, শুনে হাসি পায় হরি,
ওহে শ্যাম সখা! যদি দেখি।
সোনা ফেলে দিয়ে নীরে, পিতল যতন করে,
রাখাল হইবে নিজে না কি ॥
গোড়া কাটি শিরে জল, দিলে কিহে ফলে ফল,
এ শীতলায় কিবা প্রয়োজন।
কেমন আছেন রাই কিশোরী, তাই জানতে পাঠান হরি,
দেখ ব্রজে সে আছে কেমন ॥
দেখ সেই কৃষ্ণ বিনে, হেন নব বৃন্দাবনে,
বৃক্ষোপরে পক্ষী নাহি বসে।
নাহি করে কলরব, হয়ে রয়েছে নীরব,
দিবানিশি অশ্রুজলে ভাসে।
তরুতে নাহি পল্লব, নাহি কুসুমে সৌরভ,
লতাগণ শুকাইয়া গেছে ॥
মধুপতি মধু বিনে, অলিগণ দিনে দিনে,
সুধা বিনে কৃষ্ণাঙ্গ হতেছে ॥

এই সরস কবিত্ব ভাণ্ডার আজ কেতাব কীটের উদর পরিপূরণ করিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যানুরাগের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে।

লোকের রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রকার সহজ লোক শিক্ষার পথ সংকীর্ণ হইয়া আসিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল কবি-গাথা লোকের মুখে মুখে ধ্বনিত হইয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিল আজ তাহা লোপ পাইয়াছে। আর কিছু দিন পরে ভাষার অতীত ইতিহাসের গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া এই সকল মহারত্ন আপন আপন গৌরব হারা হইবে। এই দূতী সংবাদের অনুকরণে অনেক গুলি কাব্যের উৎপত্তি হইয়াছিল। তাহার মধ্যে স্বপ্ন বিলাসই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

১০৬। চৈতন্যমঙ্গল।

চৈতন্য মঙ্গলের কবি দুই জন। দুই জনই পৃথকভাবে আপন আপন কাব্যে মহাপ্রভুর লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক সম্পদে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল শ্রেষ্ঠ। জয়ানন্দের নিবাস বর্দ্ধমান জেলার অধীন আমাইপুর গ্রামে ছিল। ইঁহার পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতার নাম রোদনী। জয়ানন্দের পূর্ব্ব নাম গুইয়া ছিল। মহাপ্রভু পুরী হইতে বঙ্গদেশে প্রত্যাগমন কালে সুবুদ্ধির গৃহে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহার পুত্রের নাম "জয়ানন্দ" রাখেন। জয়ানন্দের মতে চৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তন কালে পায়ে একটি কাঁটা বিঁধে ও তাহার বেদনায় তিনি শয্যাশায়ী হন। ইহাতেই তাঁহার তিরোধান ঘটে।

লোচন দাসের পুরা নাম ত্রিলোচন দাস। তাঁহার পিতার নাম কমলাকর দাস। মাতার নাম সদানন্দী। বর্দ্ধমান জেলার অধীন কো গ্রামে ১৫২৩ খৃঃ তাঁহার জন্ম হয়। অনেকের মতে ত্রিলোচনের চৈতন্য মঙ্গল কবিত্ব সম্পদে চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য চরিতামৃত হইতে শ্রেষ্ঠ। কবি স্বীয় গ্রন্থে আত্ম পরিচয় এই ভাবে দিয়াছেন :—

> বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রামে বাস।
> মাতা শুদ্ধমতী সদানন্দী তাঁর নাম।
> যাঁহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ নাম॥
> কমলাকর দাস মোর পিতা জন্মদাতা।
> শ্রীনরহরি মোর প্রেমভক্তি দাতা॥
> মাতৃকুল পিতৃকুল হয় এক গ্রামে।
> ধন্য মাতামহী সে অভয়া দেবী নামে॥
> মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
> সর্ব্বতীর্থ পূত তিঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥
> মাতৃকুলে পিতৃকুলে আমি এক মাত্র।
> সহোদর নাই মোর মাতামহের পুত্র॥
> যথা যাই তথায় দুলিন করে মোরে।
> দুলিন দেখিয়া কেহ পড়াইতে নারে॥
> মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখান আখর।
> ধন্য সে পুরুষোত্তম চরিত তাহার॥

জয়ানন্দ চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব পুরুষের আদি বাস ভূমির স্থান নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন, কেন তাঁহারা শ্রীহট্টে যাইয়া বাস স্থাপন করেন তাহাও বলিয়াছেন, করচার লেখক গোবিন্দদাসের জাতি নির্ণয় করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের গ্রন্থের একটি তালিকাও তাঁহার কাব্য মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন এবং এমন অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন যাহা আজ ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার হইতেছে। জয়ানন্দ মহাপ্রভুর অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে নবদ্বীপের যে দুঃস্থ অবস্থা

করিয়া গিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাসে অতুলনীয়। সেই অত্যাচারে শ্রীভ্রষ্ট নবদ্বীপের অবস্থা কবির কাব্য হইতে আমরা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—এইরূপ অবস্থায় একটি সর্ব্বজনীন ধর্ম্মের উৎপত্তি অসম্ভাবী :—

"আর এক পুত্র হৈল বিশ্বরূপ নাম।
দুর্ভিক্ষ জন্মিল বড় নবদ্বীপ গ্রাম॥
নিরবধি ডাকা চুরি অরিষ্ট দেখিঞা।
নানা দেশে সর্ব্বলোক গেল পলাইয়া।
তবে জগন্নাথ মিশ্র দেখিয়া কৌতুকে।
বিশ্বরূপে দশকর্ম্ম করে একে একে॥
আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন প্রাণ লয় তার জাতিনাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞ সূত্র স্কন্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার সেই পাশে বান্ধে।
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥
গঙ্গাস্নানে বিরোধিল হাট ঘাট যত।
অশ্বথ পনস বৃক্ষ কাটে শত শত।
পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥" ইত্যাদি

কাজির নিকট সংবাদ হইয়াছিল নবদ্বীপে একজন নূতন রাজা জন্মিবেন। কাজি মনে করিয়াছিল সেই বা তাহাদের বাদশাহী কাড়িয়া লয়! এই ভয়ে নবদ্বীপের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছিল। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। সাহিত্য-পরিষৎ কাব্যখানির এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া সমাজের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

১০৭। মনঃশিক্ষা।

মনঃশিক্ষা প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবগ্রন্থ, কবি প্রেমানন্দ দাসের রচনা। চাণক্য শ্লোকের মত এক শত আটটি পদে কবি এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। কাব্যখানি ও বিবেকীর বড়ই আদরের বস্তু। কাব্য মধ্যে কবি কোথায়ও আত্মপরিচয় দেন নাই কেবল মাত্র ভণিতায় "প্রেমদাস বলে" বলিয়া স্বীয় নামের যোজনা করিয়াছেন। বটতলার কৃপায় গ্রন্থখানি ছাপাখানার মুখ হইতে নির্গত হইয়া আজও জীবিত আছে। প্রেম দাসের মনঃশিক্ষার একটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল। কবি মানুষকে সংসার বিরাগী সাজাইয়া এই সংসারকে তপোবনে পরিণত করিবার চেষ্টায় লেখনীর পরিচালনা করিয়া গিয়াছেন :—

এ মন! তুমি সে অবোধ বড়।
দেখিয়া শুনিয়া, বুঝিতে নারিয়া,
করিতে না পার দড়॥
কে সার অসার না কর বিচার,
কে তুমি কর কি কাজ।
পরের কারণে, শরীর খোয়ালি,
আপন কাজেতে বাজ॥
এ ধন এ জন, আপনা ভাবিছ,
সে তোর বুদ্ধির ভুল।
এখন তখন, কখন কি হয়,
না বুঝ আপনা মুল॥
দেখনা জীবন, কেবল পবন,
যাইতে কি তবে বাধা।
কিসের কারণে, এতেক আরতি,
খাটিয়া মরিছ সদা॥

দিবস রজনী, তিলেক না বিরাম,
গণিছ পড়িল কিবা।
রবির নন্দন, আসিবে যখন,
তারে কি উত্তর দিবা॥
বদন ভরিয়া, হরি হরি বল
বসিয়া সাধুর সঙ্গ।
কহে প্রেমানন্দ, কি ভয় শমনে,
আপনি সে দিবে ভঙ্গ॥

১০৮। বৈষ্ণববন্দনা।

বৈষ্ণব বন্দনা ক্ষুদ্র কাব্য গ্রন্থ ২২ পাতায় সমাপ্ত। তুলট কাগজে দুই পৃষ্ঠায় লেখা। লেখকের নাম গৌরদাস বৈরাগী। "সাং আঁধুয়া পরগণে সেখের কুণ্ডী সরকার ঘোড়াঘাট ১১৯৫ সন তারিখ অস্পষ্ট মাহে ভাদ্র শুক্লা তৃতীয়া রামদাস মোহন্তের পুথি দেখিয়া লেখা হইল উজানি বেলা দুই প্রহরের সময় দক্ষিণ চুয়ারী ঘরের বারেন্দায় বসিয়া সমাপ্ত মোকাবিলা সত্যচরণ বৈরাগী সাধুচরণ বৈরাগী।" গ্রন্থ মধ্যে কোথায়ও কবির আত্ম পরিচয় নাই। কেবল দেবকীনন্দন দাস বলিয়া ভণিতা আছে। গ্রন্থের এক স্থানে কবি তাঁহার দীক্ষা গুরুর পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম।

ইষ্ট-দেব বন্দিব শ্রীপুরুষোত্তম দাস।
কি কহিব তাঁহার সে গুণ অনুপাম॥
সর্ব্ব গুণ হীন যে তাহারে দয়া করে।
আপনার সহজ করুণা শক্তি বলে॥
সপ্তম বৎসরে যার কৃষ্ণের উন্মাদ।
ভুবন মোহন নৃত্য শকতি আগধ॥

আমরা বৈষ্ণব বন্দনা নাম দিয়া ইতি পূর্ব্বে কিছু বলিয়াছি, এই কাব্য খানিও তদনুরূপ। সেখানায় আমরা শিরোনামা পাইয়াছিলাম না, দুইখানি একত্র করিয়া দেখা গিয়াছে—আমাদের বৈষ্ণব বন্দনা নাম দেওয়া ঠিকই হইয়াছিল। উভয় গ্রন্থই এক তবে রচনা একজনের কিনা সে কথা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই "বৈষ্ণব বন্দনা" কাব্য বটতলার কৃপায় প্রকাশিত হইয়াছে।

১০৯। ভক্ত মাল।

*কলিকাতা সিমুলিয়া নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বলাইচাঁদ গোস্বামী মহাশয় ভক্তমাল গ্রন্থের একটি উৎকৃষ্ট সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থ সাতাইশ মালায় বা পরিচ্ছেদে সমাপ্ত এবং দুইভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রভুপাদ ভক্তি প্রাণ বৈষ্ণবগণের জীবন চরিত স্থান পাইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে বৈষ্ণবতত্ত্ব সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই তাত্ত্বিক বিভাগের উপকরণ ভক্তি বিলাস, লঘু ভাগবতামৃত, ভক্তি রসামৃত সিন্ধু হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। এই বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ লালদাস বাবাজী প্রণীত—পয়ারছন্দে পদ্যে লিখিত। প্রত্যেক জীবনী ও তত্ত্বের শেষে লালদাস বলিয়া ভণিতা আছে। রচনার নমুনা স্বরূপ সামান্য উদ্ধৃত করিয়া দেখান গেল :—

"শ্রীমান রঘুনাথ দাস যে গোস্বামী।
প্রচণ্ড বৈরাগ্য যার মহাভক্ত প্রেমী॥
অনুরাগ পরাকাষ্ঠা শ্রীরাধা গোবিন্দে।
দিবা নিশি নাহি জানে মত্ত প্রেমানন্দে॥

শ্রীগৌরাঙ্গ কৃপা বলে বৈরাগ্য জন্মিল।
পিতার যে রাজ্যাস্পদ তাহে ঘৃণা কৈল॥
সুন্দরী যুবতী নারী ভূষণে ভূষিত।
বিষতুল্য মানে তাহা হেরিয়া কম্পিত॥
সর্ব্বত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ চরণে।
যাইয়া প্রপন্ন হইবারে হৈল মনে॥
নিকষিয়া যায় পুন পুন ধরি আনে।
পিতামাতা কাতর সদাই দুঃখ মনে॥

* * * * *

দাস গোস্বামীর পূর্ব্বাপর যত লীলা।
কহিতে নারিয়া কিছু সংক্ষেপে বর্ণিলা॥"

দ্বিতীয় অধ্যায়ে—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ রস গীত :—

"কিশোর বয়স শ্যাম, কিশোরী রূপের ধাম,
দোঁহারূপে করিয়াছে আলো।
পরম আনন্দ রসে, কিশোরী কিশোর বামে,
অপরূপ সাজিয়াছে ভালো॥
পরিহাস রসরঙ্গ, নানা রঙ্গ অঙ্গ ভঙ্গ
প্রিয়া সঙ্গে আনন্দ হিল্লোলে।
হাসি হাসি কহে বাণী, কিশোভা তাহাতে জানি
গজমতি দোলে নাসাতলে॥
তা দেখি নাগর বরে, দেহনা ধরিতে পারে,
রসে ডুবি আপনা পাসরে।
শত শত চুম্বে মুখ, পাইয়া পরম সুখ,
লালদাস আনন্দ অন্তরে॥

১১০। গীত কল্পতরু।

গীত কল্পতরু একখানি সংগৃহীত পদাবলী গ্রন্থ। ইহার সংগ্রাহক বৈষ্ণবদাস। প্রকাশ যে ইহার পূর্ব্ব নাম গোকুলানন্দ সেন। গ্রন্থ মধ্যে ইনি বৈষ্ণবদাস নামে আপনার ভণিতা দিয়া আত্ম পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থ সঙ্কলনের ইতিহাস কবি এই ভাবে দিয়াছেন ;—

"শ্রীআচার্য্য প্রভুর বংশ শ্রীরাধা মোহন।
কে করিতে পারে তাঁর গুণের বর্ণন।
গ্রন্থ কৈল পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে তাহা সংগ্রহ করিয়া।
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া।
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল॥
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল।
এই গীত কল্পতরু নাম কৈল সার॥
পূর্ব্ব রাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥"

কবি রাগরাগিণী ভেদে চারিভাগে পদাবলী বিভাগ করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বটতলার কৃপায় গ্রন্থখানি ছাপা হইয়া বাজারে বিক্রীত হইতেছে।

শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে

সভাপতির অভিভাষণ।

মাতৃভাষানুরাগী সভ্য মহোদয়গণ!

কিছুদিন পূর্ব্বে রঙ্গপুরের শাখাসভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে কেহ কেহ যখন আমাকে বর্ত্তমান সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন, তখন মনে করিয়াছিলাম যে আমাপেক্ষা কোন যোগ্যতর ব্যক্তিকে ঐ পদে বৃত করিয়া আমাকে

তাঁহারা এই গুরুভার গ্রহণের দায় হইতে নিষ্কৃতি দিবেন। কিন্তু যখন দেখিলাম যে আমার এই প্রকার আশা দুরাশামাত্র এবং স্থানীয় সভার কর্ত্তৃপক্ষগণের একান্ত ইচ্ছা যে আমারই ক্ষীণস্কন্ধে গুরুভার ন্যস্ত করা, তখন কাজেই বাধ্য হইয়া আমার শারীরিক অসুস্থতা এবং নিতান্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হই। কোন বাহ্যিক সভ্যতার অনুরোধে এ কথা বলিতেছি ইহা আপনারা মনে করিবেন না। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ এবং মাতৃভাষাকে সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বসৌষ্ঠব সম্পন্না এবং সর্ব্বাঙ্গপুষ্টা দেখিতে একান্ত অভিলাষ ইহা ভিন্ন এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করিতে পারি আমার এমন কোন কৃতিত্বই নাই। দূর হইতে এখানকার শাখাসভা সংক্রান্ত কার্য্যবিবরণী প্রভৃতি দৃষ্টি করিয়া স্থানীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ ও ঐ ভাষার উন্নতিসাধন সম্বন্ধে উৎসাহ ও অধ্যবসায় প্রভৃতির বিষয় যে প্রকার জ্ঞাত ছিলাম, এখানে আসিয়া প্রত্যক্ষভাবে যাহা দেখিলাম তাহাতে বোধ হইতেছে যে উহা এখানকার প্রকৃত অবস্থার একাংশমাত্র ; সুতরাং এই সকল দর্শন করিয়া আমি এক স্বর্গীয় আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই দৃশ্য এখানে আসিলে দেখিতে পাইব এবং উহা দৃষ্ট করিয়া নিজে ধন্য হইব, ইহার পূর্ব্বাভাস বুঝিতে পারিয়াছিলাম ; আমার এখানে আসার ইহাও অন্যতর কারণ সন্দেহ নাই। যাহা হউক এই সকল অবস্থায় আপনারা যখন আমাকে সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন তখন আপনাদের আমাকে ধন্যবাদ দিবার কোন কারণ নাই বরং আপনারা আমার নিকট ধন্যবাদার্হ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের উদ্দেশ্য যে প্রকার মহান্ ও বহুবিস্তৃত এবং দিন দিন উহার কার্য্যক্ষেত্র যে প্রকার বৃদ্ধি পাইতেছে ও সম্মুখে কার্য্য এত অধিক রহিয়াছে যে রঙ্গপুরের ন্যায় শাখাসভা, যুক্তবঙ্গের প্রতি জেলায় জেলায় স্থাপিত না হইলে উপযুক্তরূপে কার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং শাখাসভার সংখ্যা যতই বৃদ্ধি হয় এবং এই শাখা সভার আদর্শে কার্য্যক্ষেত্রে সকল শাখাসভা যতই অগ্রসর হয়েন, মূলসভার পক্ষে ততই আনন্দের ও উৎসাহের বিষয় হইবে। রঙ্গপুরস্থ শাখাসভা যেমন অন্যান্য শাখাসভার অগ্রজন্মা, তেমনই কার্য্যক্ষেত্রে উহা অগ্রগামী। এই সভার কার্য্যপ্রণালী এবং অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি পর্য্যালোচনা করিলে নিঃসংশয়রূপে বুঝা যাইবে যে, এই দেশে প্রতি জেলায় জেলায় এই প্রকার শাখাসভা যখন স্থাপিত হইবে এবং সকল শাখাসভা এই প্রকারে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবে তখন বাঙ্গালাভাষার পক্ষে এক বিশেষ সুদিন হইবে সন্দেহ নাই। মূল সভার উদ্দেশ্যগুলি এই সভায় স্বীকৃত হইয়াছে ; তাহার মধ্যে অনেকগুলি সম্বন্ধে কার্য্যেও যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া মূল সভার প্রতিনিধি আমরা যে কয়েকজন এখানে উপস্থিত হইয়াছি তাঁহাদের সকলের আনন্দ এক প্রকার অসীম বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। আমি এই প্রসঙ্গে মূলসভার প্রতিনিধিরূপে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ দিতেছি।

আমাদের সম্মুখে কার্য্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ও এত বিভিন্ন প্রকারের যে তাহা ভাবিলেও

তাহার বিশালতা আমদিগকে অভিভূত করে। কিন্তু আমরা কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তীর্ণতা যতই চিন্তা করিব ততই মনে হইবে যে, এক মূল সভার দ্বারা তাহার কোন অংশের কাজই সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। মূল সভাকে উৎসাহিত এবং নানাপ্রকার সাহায্য করিবার জন্য বহু শাখা সভার প্রয়োজন। উদ্দেশ্য সকলেরই এক, কাজও এক জাতীয়, এ অবস্থায় মূল সভা এবং শাখাসভা এ সকল সংজ্ঞা কেবল উপাধিমাত্র। কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বিধানের জন্য এবং শ্রমের বিভাগ করিয়া সুবিধামত উদ্দেশ্যসাধন সৌকর্য্যের জন্য, মূল সভা ও শাখার মধ্যে ভেদ; নচেৎ আমরা সকলে এক মহাসভারই সভ্য, সকলেই এক প্রকার উদ্দেশ্য স্থির করিয়া এক প্রকার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ। এই মহাসভার অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাদের চিরবরণীয়া মাতৃভাষা—বাঙ্গালাভাষা। তাঁহারই আশীর্ব্বাদ আমাদের উৎসাহ এবং ক্রিয়াশক্তির মূল। আমরা সকলে এক প্রাণে একমনে এই আশীর্ব্বাদ শিরোধারণ করতঃ, দিন দিন আমাদের কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারি, শ্রীভগবানের নিকট আমি কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি।

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের উদ্দেশ্য বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধন করা। এই স্থলে সাহিত্য বলিতে কেবল কাব্য সাহিত্য বুঝিতে হইবে না, সেই জন্য পরিষদের নিয়মাবলীতে দেখিতে পাই,—দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কাব্য প্রভৃতি সকল প্রকার সাহিত্যই পূর্ব্বোক্ত সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যশব্দের মৌলিক অর্থ যাহাই হউক, বর্ত্তমানে উহা ব্যাপক অর্থেই সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়াছে; সুতরাং উহা লইয়া আমাদের বৃথা তর্ক করা সঙ্গত নহে। যাহাতে সকল প্রকার জ্ঞাতব্য ও চিন্তয়িতব্য বিষয়ের আলোচনা আমাদের মাতৃভাষায় হইতে পারে, তাহা সাধন করিবার জন্য আমাদের দেশীয় সমস্ত শিক্ষিত ব্যক্তিগণেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়টি এত প্রয়োজনীয় যে, উহার সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পূর্ব্বকালে যে মতই প্রচলিত থাকুক না কেন, সে বিষয়ে কোন আলোচনা না করিয়া, বর্ত্তমানে এই কথা সর্ব্বপ্রকারে সত্য যে, জ্ঞানের বিষয় যাহাতে বহু প্রচলিত হয়, অর্থাৎ মানব সমাজের মধ্যে বিস্তৃতভাবে যাহাতে জ্ঞানানুশীলন ও জ্ঞানচর্চ্চার সুবিধা হয় ও তৎসম্বন্ধে বাধা না ঘটে তাহা সকলেরই করা কর্ত্তব্য। সূর্য্যের আলোক ও চন্দ্রের কিরণে যেমন সকলেরই সমান অধিকার তেমনই জ্ঞানের বিষয়ে এবং তাহার চর্চ্চায় সকলেরই সমান অধিকার থাকা উচিত। যদি ইহা স্বীকার করা যায় তবে ইহাও উহার সহিত অবশ্যই স্বীকৃত হইবে যে, যে ভাষার দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করিলে ও জ্ঞান বিতরণ করিলে উহা সকলের পক্ষে সহজবোধগম্য হইতে পারে এবং জনসাধারণের কাজে আসিয়া কল্যাণকর হইতে পারে, সেই ভাষার অনুশীলন করা ও সেই ভাষার পুষ্টি সম্বন্ধে যত্ন করা সকলেরই অতি কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে জ্ঞানের বিস্তার করিতে হইলে যদি আমরা দুর্ব্বোধ্য বিদেশীয় ভাষা (যথা—ইংরাজি, ফরাসী ও জর্ম্মণ প্রভৃতি) এবং দুর্ব্বোধ্য স্বদেশীয় অথচ মৃত ভাষা (যথা—সংস্কৃত, আরবি প্রভৃতি) ভিন্ন

অন্য ভাষার অনুশীলন করিতে বিরত থাকি, তাহা হইলে তাহার ফলে এই হইবে যে, দেশের অধিকাংশ লোকই প্রায় অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত রহিয়া যাইবে। ইতিপূর্ব্বে মধ্য যুগে কতিপয় মনীষী ব্যক্তির মধ্যে যেমন জ্ঞানচর্চ্চা আবদ্ধ ছিল বর্ত্তমানেও তদ্রূপ ইংরাজি বা সংস্কৃত ও আরবি প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন কতিপয় ব্যক্তিগণের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন সীমাবদ্ধ থাকিয়া, অবশিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন লোপ পাইয়া যাইবে; এবং তাঁহারা জ্ঞানালোক হইতে বঞ্চিত থাকিবেন। জ্ঞান বিস্তার সম্বন্ধে এই প্রকার সংকীর্ণতা থাকা বা তাহার প্রশ্রয় দেওয়া অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টের কারণ বলিয়া আমি আর কিছুকেই স্বীকার করি না। তাই আমি মনে করি যে, বর্ত্তমানে আমাদের মাতৃভাষাকে পুষ্ট করিবার চেষ্টা করা আমাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রেরই অতি অবশ্য কর্ত্তব্য। ইহাতে যাঁহারা আপাততঃ বিরোধী, তাঁহাদের মতামত আমি যতদূর জানি, তাহাতে তাঁহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথমশ্রেণীর লোকেরা বলেন মাতৃভাষার অনুশীলন করিতে হইলে উচ্চ জ্ঞান লাভের পথ অবরুদ্ধ করিতে হয়, কারণ এই ভাষায় উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ অতি বিরল। দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা বলিয়া থাকেন ইংরাজি, ফরাসী, জর্ম্মণ প্রভৃতি বর্ত্তমান সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় জাতির ভাষা কিম্বা সংস্কৃত ও আরবি ভাষাদি অধ্যয়ন করিয়া তাঁহারা যে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন ঐ জ্ঞানের বিষয় মাতৃভাষায় প্রকাশ করিয়া জনসাধারণের গোচর করিতে গেলে তাঁহাদের পক্ষে ঐ ঐ ভাষা অনুশীলনের ব্যাঘাত হইয়া নিজেরই ক্ষতি ও সময় নষ্ট হইবে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, ঐ দুই কারণের একটিও সমীচীন নহে। সর্ব্বপ্রথমে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিগণ যদি মাতৃভাষার অনুশীলনে বিরত থাকেন তবে এ ভাষার উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ লিখিবেন কে? নিজেরা জ্ঞানলাভ করিবেন অন্যকে তাহার অংশ দিতে কৃপণতা বা সময়নষ্ট বিবেচনা করিবেন, এই কথা উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট শোভা পায় না; কারণ শিক্ষার ফলে যদি তাঁহার এই সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, দেশীয় ব্যক্তিকে—আপনার ভাইকে—জ্ঞান বিতরণ করিতে গেলে সময় নষ্ট করা হয়, নিজেরও উন্নতির ব্যাঘাত হয়, তাহা হইলে তাঁহার শিক্ষার কোন ফল হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা যে প্রকৃতই এতটা স্বার্থপর তাহা আমার বিশ্বাস হয় না। বোধ হয় তাঁহারা এই কথাটির অবশ্যম্ভাবী ফল কি তাহা চিন্তা না করিয়া এরূপ বলিয়া থাকেন। যদি বাস্তবিক চিন্তা করিয়া স্থিরসিদ্ধান্তরূপে মতটি পোষণ করেন তাহা হইলে তাঁহার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। মনে করুন একজন কৃতবিদ্য লোক অর্থোপার্জ্জনের জন্য অনন্যোপায় হইয়া ব্যবসার খাতিরে বা কোন কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়া ঈশ্বরের প্রসাদে প্রভূত অর্থ সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। তিনি প্রকৃত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া নিজদেশে বা দেশীয় লোকের উপকারার্থে ঐ অর্থের সঙ্গত পরিমাণ কোন অংশ ব্যয় না করিয়া কেবলই যদি

বলেন "আমাকে যেখানে থাকিতে হয়, তথায় মান সম্ভ্রমাদি বজায় রাখিতে এত ব্যয় হয় যে, তাহাতে আমার কিছুই সঞ্চিত থাকে না", কিম্বা তিনি বিদেশে গিয়া দেশের সমস্ত বিষয় ভুলিয়া তথায় বাসস্থান নির্ম্মাণাদি করতঃ তাঁহার উপার্জ্জিত অর্থ কেবল সেখানেই ব্যয় করেন, দেশে তাহার এক পয়সাও আসে না; এরূপ স্থলে কেহ যদি তাঁহাকে বলে "আপনার অর্থোপার্জ্জনে দেশের লোকের যখন কোন উপকার নাই তখন আপনার অর্থের জন্য এবং আপনার পদোন্নতির জন্য আমাদের গৌরবের বিষয় কিছুই নাই উহা আমাদের নিকট বৃথা ও অনর্থক।" তাহা হইলে তিনি কি সঙ্গত কোন প্রকার উত্তর দিতে পারেন। উদাহৃতস্থলে প্রবাসী ব্যক্তির উপার্জ্জিত অর্থ ও পদগৌরব যেমন স্বদেশীয়ের পক্ষে অনর্থক ও বৃথা; ঠিক তেমনই আমি মনে করি যে আমাদের মধ্যে যিনি ইংরাজি সংস্কৃত, আরবি প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়া মাতৃভাষাকে দ্বেষ করেন এবং তাঁহার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান যাহাতে দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে সহজে প্রচলিত হইতে পারে তৎপক্ষে সহায়তা না করেন তাঁহার বিদ্যাদি আমাদের পক্ষে অনর্থক ও বৃথা। এই সম্বন্ধে এরূপ রূপক ও উদাহরণ ব্যতীত আমার বলিবার আরও অনেক কথা আছে। আমি বিশ্বাস করি যে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে যদি কেবল অজ্ঞানতাই থাকে, তাহা হইলে দেশের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষিত লোকেরও সংখ্যা অতি অল্পই থাকিবে; কারণ জ্ঞান-চর্চ্চা ও তদনুশীলনের এমনই একটি অদ্ভুত শক্তি আছে যে, যথায় উহা প্রভূত পরিমাণে ও বহুলোকের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় তথায় নানাভাবে জ্ঞানসাধনোপযোগী এক প্রকার নূতন অবস্থার সৃষ্টি হইয়া থাকে, উহার ফল এই হয় যে, লোকের মধ্যে জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং বহু লোকে জ্ঞানসাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া জ্ঞান-মন্দিরের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করিবার সুযোগ ঘটাইয়া দেয়। যে দেশে জ্ঞানরত্ন অল্প লোকের মধ্যে আবদ্ধ তথায় জ্ঞানপিপাসা জাগরিত হইবার সম্ভাবনাও বিরল। জ্ঞানী ব্যক্তিরা যদি চতুঃপার্শ্বে অজ্ঞানতাই দেখেন তাহা হইলে তাঁহাদের জ্ঞানচর্চ্চা সম্বন্ধে উৎসাহের অভাবে এবং তাঁহাদের জ্ঞান লাভ সম্বন্ধে Appreciation এর, অর্থাৎ মর্ম্মী ব্যক্তির সাগ্রহ অনুমোদনাদির অভাবে, জ্ঞানপিপাসা ক্রমশঃ বেগবতী না হইয়া ক্ষীণকায়া নদীর ন্যায় ক্রমশই লোপ পাইতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে কেবল জ্ঞানচর্চ্চার উদ্দেশ্য বিবেচনা করিলেও জ্ঞানের বিস্তৃতিসাধন কম প্রয়োজনীয় নহে। এ কথা নিঃসংশয়িতরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে যে, আমাদের মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ কেবল একটি Sentiment অর্থাৎ আমাদের অন্তঃকরণের একটি রসপুষ্ট ভাবমাত্র নহে; উহা মনীষিগণের জ্ঞানচর্চ্চারও এক অতি প্রধান সহায় ও অবলম্বন। আমি ভরসা করি যে আমাদের সে দিন এখন গিয়াছে—যখন আমাদের দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিরা মাতৃভাষার চর্চ্চাকে ঘৃণিত বলিয়া মনে করিতেন। বঙ্গের অমর কবি মৃত মহাত্মা মাইকেল মধুসূদন দত্তের চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলীর "বঙ্গভাষা" নামক কবিতা আমরা বাল্যকালে আবৃত্তি করিয়া কতই আনন্দ উপভোগ করিতাম; এখন তাহার সুফল ফলিয়াছে বলিতে হইবে, নচেৎ আমরা

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, মহোদয়ের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপন্ন পণ্ডিতকে বাঙ্গালার সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থাবলীর সম্পাদকরূপে পাইতাম না; মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহাশয়ের ন্যায় জগন্মান্য ব্যক্তিকে ৺ কাশীরামদাসের মহাভারত সম্পাদনের ভার লইবার জন্য প্রতিশ্রুত হইতে দেখিতাম না, এবং প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিক্ষায় সর্ব্বথা ব্যুৎপন্ন আমার পরমসুহৃদ্ সার্থকনামা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়ের ন্যায় ব্যক্তিকে ৺কৃত্তিবাসের রামায়ণের সম্পাদকরূপে পাইয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ গৌরবান্বিত হইতেন না। দেশীয় বর্ত্তমান শিক্ষিত ব্যক্তিবৃন্দের মতিগতির যখন এমন সুন্দর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তখন অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এবং তদীয় শাখা সভা সমূহ বাঙ্গালা ভাষা অনুশীলনের উন্নতি সাধনের জন্য মাহেন্দ্রক্ষণেই কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইতি-পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে আমাদের কার্য্যক্ষেত্র বহুবিস্তৃত এক্ষণে ঐ বিষয়ে দুই একটি কথা বলিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের অন্য এক প্রধান উদ্দেশ্য—প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার করা। পরিষদের উদ্যোগে এবং আমার পরম সুহৃদ প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের চেষ্টায় অনেক পুঁথি সংগ্রহ হইয়াছে বটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে এখনও বঙ্গদেশের অনেক নগরে এবং অনেক গ্রামে এত প্রাচীন পুঁথি আছে যে, তাহা উদ্ধার করিতে পারিলে প্রাচীন সাহিত্যের অবস্থা অনেক অংশে পরিষ্কাররূপে বুঝা যাইবে। পক্ষান্তরে আমার ইহাও আশঙ্কা হয় যে, অতি সত্বর উহা সংগৃহীত ও সুরক্ষিত না হইলে চিরকালের জন্য অনেক মূল্য-বান্ গ্রন্থ নষ্ট হইবে। ঐ সকল গ্রন্থাদি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইলে কেবল যে আমাদের মাতৃভাষার উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আনুকূল্য করিবে তাহা নহে; উহার দ্বারা আমাদের দেশের সামাজিক রীতি নীতি ধর্ম্মবিশ্বাস এবং রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ইতিহাসের তমসাচ্ছন্ন অনেক অংশ পরিষ্কৃত হইবে সন্দেহ নাই। ইহাতে আরও উপকার এই হইবে যে, আমাদের মাতৃ ভাষার গঠন প্রণালী এবং প্রাদেশিক ও গ্রাম্য শব্দাবলী সংগৃহীত হইয়া বঙ্গভাষার একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিধান সঙ্কলন হইবার উপযুক্ত উপকরণ সঞ্চিত হইবে। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যে, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট এমন অনেক গ্রন্থ আছে যাহা এখনও প্রকাশিত হয় নাই, এই সকল গ্রন্থাদির অনুসন্ধান এবং তাহা উপযুক্তরূপে মুদ্রণ করা আমা-দের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। এই কার্য্য শাখাসভার সাহায্য ব্যতীত কখনই মূল সভার দ্বারা হইতে পারে না। কাজ এত বিস্তৃত, কর্ম্মক্ষেত্র এমন ব্যাপক যে, উহা কখনই এক কেন্দ্রে বসিয়া এক সভার উদ্যোগে সংসাধিত হইবার নহে। এই দেশের প্রত্যেক জেলাবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ বশতঃ যদি এই মহান্ কার্য্যে ব্রতী না হন তাহা হইলে কি করিয়া ইহা সম্পন্ন হইবে আমি তাহা বুঝিতে পারি না। যদিও রঙ্গপুর, ভাগল-পুর, রাজসাহী, ময়মনসিং এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শাখা সমিতি

স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু একথা অবশ্য সকলেই স্বীকার করিবেন যে তাহা আদৌ প্রচুর নহে। প্রত্যেক জেলায় এই প্রকার শাখা সভা গঠিত এবং তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তি-গণের ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দের একমন হইয়া রঙ্গপুর শাখা সভার আদর্শে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। আমি ভরসা করি অতি শীঘ্রই আমরা বঙ্গদেশের অন্ততঃ প্রধান প্রধান জেলায় শাখা সমিতি স্থাপিত হওয়া দেখিতে পাইব। দেশের লোকের মতিগতি এখন ফিরিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন এবং তৎসাধন কল্পে প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধার ও তদবলম্বনে গবেষণা করিবার অনুকূল সময় উপস্থিত। এখন মাতৃভাষানুরাগী মহোদয়গণ সকলে এই কাজে ব্রতী হইয়া আমাদের দেশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধারের চেষ্টায় বদ্ধ-পরিকর হউন; এবং ইহাই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চির আরাধিতা মাতৃভাষাস্বরূপিণী, অধিষ্ঠাত্রী দেবীর অশরীরী আদেশ মনে ধারণা করিয়া ঐ আদেশ প্রতিপালনে যাহার যে প্রকার সামর্থ্য তদনুসারে যত্নবান্ হউন। দেশে প্রাচীন সাহিত্যাদি যথাযথ সংগৃহীত ও সুরক্ষিত হইলে আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশিষ্ট মনীষী ব্যক্তি তাঁহারা ঐ গ্রন্থগুলি বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়া তাহার মধ্য হইতে আমাদিগকে এক দিকে যেমন কেবল কাব্য-সৌন্দর্য্যাদি দেখাইবেন তেমনি অন্য দিকে ঐ সাহিত্যের শব্দ বিন্যাস প্রণালী, শব্দের ব্যুৎপত্তি, শব্দাদির অর্থের ইতিবৃত্ত ইত্যাদি নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয় জানাইয়া আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবেন। এই সকল কথা মনে হইলে আমাদের মন কতই না আনন্দে পরিপ্লুত হয়! এই ভাবে প্রাচীন সাহিত্যাদির আলোচনা হইলে বাঙ্গালা ভাষায় কত প্রকার উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পুস্তক রচিত হইয়া ভাষার অঙ্গসৌষ্ঠব যে, কত প্রকারে বৃদ্ধি করিবে তাহা ভাবিয়া শেষ করা যায় না।

ইহা কি আমাদের পক্ষে বিশেষ গ্লানির বিষয় নহে—যে আমরা আমাদের দেশের এক-খানি সর্ব্বাঙ্গ-পূর্ণ ইতিহাস এখনও লিখিতে পারি নাই। শিশুকালে ইংরাজ-লিখিত একখানি বাঙ্গালার ইতিহাসে পড়িয়াছিলাম "Early History of Bengal is obscure" যে মহাত্মা এই বাক্যটি লিখিয়াছিলেন উহা তাঁহার পক্ষে আদৌ নিন্দার বিষয় নহে, তিনি বিদেশী হইয়া আমাদের দেশের ইতিবৃত্ত যতদূর জানিতে পারিয়াছেন তাহাই লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে সাধুবাদ করা ভিন্ন নিন্দাবাদ করার কিছুই নাই। ঐ কথার ভিতরে যে কিছু গ্লানির ইঙ্গিত আছে তাহা আমাদেরই প্রাপ্য। আমি যদিও অস্বীকার করি না যে, আমাদের দেশের প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা ইতিহাসের অনেক জটিল অংশ পরিষ্কার করিয়াছেন, অনেক অন্ধ তমসাচ্ছন্ন প্রদেশকে আলোকিত করিয়াছেন তথাপি সত্যের অনুরোধে এ কথা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, প্রকৃত ইতিহাস বলিতে যাহা বুঝায় তাহা লেখা দূরে থাকুক তাহার সমস্ত উপকরণ পর্য্যন্ত এখন সংগৃহীত হয় নাই। এই বৃহৎ ব্যাপার স্থানীয় মহাত্মারা সাহায্য না করিলে কোন মতে সাধিত হইতে পারে না। বঙ্গদেশ অতি বিস্তৃত, ইহার ইতিহাসও অতি প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে,

সুতরাং ইহার ইতিহাসের উপকরণ এত বিক্ষিপ্ত ও এত প্রকারের যে তাহাদের সংগ্রহ এক সভার পক্ষে কোন মতেই সাধ্যায়ত্ত নহে। প্রত্যেক জেলায় ও নগরে এমন কি অনেক গ্রামে এমন সকল লুপ্তপ্রায় বা বিস্মৃতপ্রায় ইতিহাসের উপকরণ রহিয়াছে যে, তাহা সংগ্রহ করা সেই সেই স্থানীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকের পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু স্থানীয় লোকেরা উহাতে মনোযোগী হইলে উহা বহু আয়াস-সাধ্য হইবে না। আমরা কি আশা করিতে পারি না যে, আমাদের দেশের কৃতিসন্তান ও শিক্ষিত যুবকগণ এই কাজ করিতে সাগ্রহে অগ্রসর হইবেন!

The Oxford English Dictionary নামক অপূর্ব্ব গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি শেষ হইলে Oxford নগরে এক ভোজ হইয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রে তাহার যে বৃত্তান্ত দেখিয়াছিলাম, তাহাতে জানিতে পারি যে, ইংলণ্ডের প্রত্যেক Country এমন কি প্রত্যেক নগরে নগরে শব্দ সংগ্রহ করিবার জন্য কত লোক আগ্রহ সহকারে স্বেচ্ছা-সেবক হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা ঐ জন্য কি না ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন! পরিশেষে তাঁহাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে কি প্রকার আশ্চর্য্য গবেষণা-পূর্ণ অদ্ভূত এক ইংরাজি অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহা বোধ হয় উপস্থিত সভ্য-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকের নিকটে সুপরিচিত। আমরা অনেকেই ইংরাজের অনুকরণ করিতে ব্যস্ত ও অভিলাষী, আমরা কি ইংরাজদের এই সকল সদ্‌গুণের অনুকরণ করিতে শিখিব না?

বঙ্গীয় সাহিত্যের অন্যতম কর্ত্তব্য দর্শন, বিজ্ঞানাদি বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করা। এই দুরূহ কার্য্য দুই প্রকারে হইতে পারে, প্রথম উপায় ঐ ঐ বিষয় সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট মৌলিক গ্রন্থ প্রকাশ করা এবং দ্বিতীয় উপায় ভাষান্তরীয় ঐ শাস্ত্রের উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ভাষান্তর প্রকাশ করা। আমাদের দেশের এবং আমাদের মাতৃভাষার বর্ত্তমান অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে দ্বিতীয় উপায়টি এখন মুখ্যরূপে অবলম্বনীয়। যদি এই দ্বিতীয় উপায় আপাততঃ আপনারা সকলে শ্রেষ্ঠ মনে করেন তাহা হইলে দেখিবেন এই কাজ কত দুরূহ এবং কত বিবুধ ব্যক্তির আয়াসসাধ্য। মানবীয় জ্ঞান এত শাখায় বিস্তৃত এবং উহা আবার এত উপশাখায় বিভক্ত হইয়াছে যে, কেবল মাত্র তাহারই তালিকা লিখিতে বোধ হয় একখানি গ্রন্থের প্রয়োজন হয়। আবার যিনি ঐ ঐ বিষয়ে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইতে বঙ্গভাষায় ভাষান্তর গ্রন্থ প্রকাশ করিবেন তাঁহাদের প্রথম প্রথম কত অধ্যবসায় কত সময় ও কত পরিশ্রম আবশ্যক হইবেক। ইহার উপর মনে করুন, তাঁহারা সকলের নিকটে বিশেষতঃ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ন্যায় মাতৃভাষা-সেবাপরায়ণ সভাসমিতির কাছে কি পরিমাণ উৎসাহ ও কি পরিমাণ সাহায্যাদি পাইলে তবে ঐ প্রকার দুরূহ কাজে ব্রতী হইবেন আশা করা যাইতে পারে! এই সকল উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করিতে হইলে যেমন উৎসাহী ও অনুরাগী ব্যক্তির প্রয়োজন তেমনি অর্থেরও বিশেষ আবশ্যক। এই সমস্ত উপায় অবলম্বনের জন্য কি আমরা যথাযথ চেষ্টা করিয়াছি বা করিতেছি? কিছু কিছু চেষ্টা যত্ন

হইতেছে বটে কিন্তু তাহা কি উদ্দেশ্যানুযায়ী কার্য্যের অনুরূপ ? এখন একটু চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, মূল সভার এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করার জন্য স্থানে স্থানে শাখা সভার আবশ্যকতা কত অধিক। ইংরাজি প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাষা এবং সংস্কৃত প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষা হইতে কোন কোন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনূদিত হইয়াছে সন্দেহ নাই--কিন্তু এখন অনেক বিষয়ে অনেক গ্রন্থের ভাষান্তর প্রকাশ করা বঙ্গভাষার পুষ্টির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় সন্দেহ নাই। ভাষান্তররূপে যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা যে সর্ব্বত্র সুষ্ঠুভাবে হইয়াছে তাহাও ঠিক বলিতে পারি না। সংস্কৃত ভাষা হইতে দর্শনাদি বিষয়ে কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও ঐ সকল গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের Critical study এখন আরম্ভ হয় নাই বলিলেও চলে। যতদিন তাহা না হইতেছে ততদিন উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অনূদিত হইলেও ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সম্বন্ধে অভাব থাকিয়াই যাইবে। এই বিষয়ে একটি মাত্র উদাহরণ— বেদান্তদর্শনের প্রস্থানত্রয়ের মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের শঙ্করভাষ্যের ভাষান্তর উৎকৃষ্টরূপে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে; সম্প্রতি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিরসুহৃদ সাহিত্য চর্চ্চার ব্যয় কল্পে সর্ব্বদা মুক্তকর বদান্যশ্রেষ্ঠ রাজা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুরের চেষ্টায় এই সূত্রের শ্রীভাষ্যেরও ভাষান্তর প্রকাশের সুব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এখনও বেদান্ত-সূত্রের বিভিন্ন বিভিন্ন মতানুযায়ী উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভাষ্যের ভাষান্তর প্রকাশ হওয়া দূরে থাকুক তাহাদের নাম পর্য্যন্ত এদেশে প্রচলিত নাই। বঙ্গবাসী হিন্দুদের মধ্যে কাহার না ইচ্ছা হয় যে, বেদান্ত সূত্রের বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থ-প্রকাশক বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষ্য সমস্তের তাৎপর্য্য বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয়? কিন্তু সে প্রকার চেষ্টা বা অধ্যবসায় কোথায়? ঐ অভাব দূর করিবার জন্য আমার একবার চেষ্টা করিতে সাধ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, অচিরে তাহা সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয়। আমার ইচ্ছা ছিল যে, সর্ব্বজন-মান্য প্রধান প্রধান উপনিষদের যে যে অংশের রচনাবলী লক্ষ্য করিয়া বেদান্ত-সূত্র রচিত হইয়াছে বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্যকারগণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, সেই গুলি মূল উপনিষদের সহিত মিল করিয়া বিচার করা যে, ঐ ঐ অংশ ব্যতীত উপনিষদে ব্রহ্ম-বিচার বিষয়ক নূতন কোন বচন দেখিতে পাওয়া যায় কি না? আরও ইচ্ছা ছিল যে, প্রত্যেক ভাষ্যানুযায়ী অধিকরণ গুলি পৃথকভাবে বিচার করিয়া দেখা যে কোন ভাষ্যের অবলম্বিত অধিকরণ গুলি বেদান্ত-সূত্রের মূল লক্ষ্য যে যে উপনিষদবাক্য, তাহার সহিত অপেক্ষাকৃত সুসঙ্গত। এই ব্যাপারটি বড়ই বৃহৎ ও বড়ই আয়াসসাধ্য। আমাদের দেশের গৌরব স্বরূপ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়কে ঐ বিষয় সম্পাদন জন্য আমি ভার দিয়াছিলাম। প্রথম দুই একটি অধিকরণ ঐ ভাবে আলোচিত হইয়া তৎকালে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাহার পর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন ঐ কাজ সম্বন্ধে আর কিছুই হয় নাই। বিশেষতঃ ঐ কাজ তাঁহার ন্যায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের পক্ষেও একক অসাধ্য। এই একটি

উদাহরণে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, ভাষান্তর প্রকাশ করা এবং ঐ ঐ গ্রন্থের প্রতি-পাদ্য বিষয়ে উপপত্তি উদ্দেশ্যে বিচার (critical study) করিয়া তাহার ফলাফল বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশ করা কত আয়াসসাধ্য ও কত বড় কঠিন ব্যাপার। এই প্রকার ভাষান্তর-গ্রন্থ প্রকাশ ও তাহার যুক্তিযুক্ত গবেষণাদি প্রকাশিত হইলে তবে মৌলিকভাবে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ে (যথা দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়) উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা হইবার পথ সুগম হইবেক, নচেৎ নহে। অনূদিত গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে পরিষদের অন্যতম উদ্দেশ্য যে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক শব্দের পরিভাষা সঙ্কলন তাহাও সুসাধ্য হইয়া উঠিবে। কোন বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত না হইলে এবং ঐ বিষয়ের আলোচনা জন-সাধারণে প্রকাশিত না হইলে পরিভাষাদি নির্দ্ধারিত হইতে পারে না; কারণ বর্ত্তমান কালের লেখক ও পাঠকশ্রেণী উভয়ে একত্রে গ্রহণ না করিলে কোন শব্দ পারিভাষিকরূপে গৃহীত হইতেই পারে না। নিজে ও বহু লেখকের সহিত বিশেষ রূপে আলোচনা না করিলে কোন বিষয়ের পরিভাষা সহজে প্রস্তুত হইতে পারে না, কারণ, যে ভাবব্যঞ্জক পারিভাষিক শব্দ প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা ও অনেক বিচার ও গবেষণা আবশ্যক, নচেৎ ব্যস্ত হইয়া কোন অনালোচিতপূর্ব্ব ভাব বা শব্দের পরিভাষা প্রস্তুত করিতে গেলে তাহাতে ভুল ভ্রান্তি ও অসম্পূর্ণতা অবশ্যই থাকিয়া যাইবে এবং কালে তাহা কোন অংশে উদ্দেশ্যের ব্যাঘাতকও না হইতে পারে এমন নহে। এ পর্য্যন্ত পরিষদের এই উদ্দেশ্যের অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থের ভাষান্তর প্রকাশ সম্বন্ধে বিশেষ স্থায়ী এবং প্রণালীশুদ্ধ চেষ্টা হইয়াছে বলিয়া আমার ধারণা নাই। সেই জন্য আমি প্রত্যেক শাখা সভার কর্ত্তৃপক্ষগণকে সানুনয়ে অনু-রোধ করি যে, তাঁহারা তাঁহাদের সুবিধা ও সাধ্য বিবেচনা করিয়া পরস্পরে বিভাগ মত কিছু কিছু কাজের ভার লইয়া এই উদ্দেশ্য কাজে পরিণত করিবার পক্ষে সহায়তা করেন। আপনারা সকলে প্রাচীন সাহিত্যের উদ্ধারকল্পে ব্রতী হইলে এবং অনূদিত গ্রন্থ প্রকাশের ভার প্রত্যেকের সুবিধা ও সাধ্যমত কিছু কিছু লইলে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ধন্য হইবেন এবং আপনারাও মাতৃভাষার সেবাপরায়ণ বলিয়া স্বদেশে এবং বিদেশে গৌরবান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই। এই প্রকার বার্ষিক উৎসব ও সম্মিলনাদি দ্বারা যদি পরিষদের এই সকল উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে কিঞ্চিন্মাত্রও সহায়তা করে তবেই এই সকল উৎসব ও সম্মিলনাদি সার্থক। আমার এই নীরস বাক্য গুলি আপনারা যে এতক্ষণ মনঃসংযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিলেন তজ্জন্য আমি আপনাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি।

২৪ আষাঢ়, শুক্রবার
১৩১৭ বঙ্গাব্দ। } শ্রীরায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী।

রুদ্রসিংহের তাম্রশাসন।

গত আষাঢ় মাসে আসামের সদীয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত নীড্‌হাম সাহেব (F.G. Needham Esq.) সদীয়ার নিকটবর্ত্তী "খারমরা সত্র" নামক মঠে প্রাপ্ত আসামরাজ রুদ্রসিংহের একখানি তাম্রশাসন, পিত্তলময় ভুবনমোহন মূর্ত্তি ও রজতখচিত একটি তাম্রপাত্র, কলিকাতা মিউজিয়মের প্রত্নতত্ত্ববিভাগের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মৃত ডাক্তার থিওডর ব্লকের (Dr. Theodor Bloch) নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। ডাক্তার ব্লক সময়াভাবশতঃ উক্ত তাম্রশাসন পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত আমাকে প্রদান করেন। ভুবনমোহন মূর্ত্তির পাদদেশে কয়েকটি ছত্র উৎকীর্ণ আছে, কিন্তু উহা অতি অল্প সময় আমার নিকট ছিল এজন্য সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই।

আর্য্যাবর্ত্তের প্রান্তবাসী বর্ব্বর জাতি সমূহের মধ্যে আসামের আহোম জাতি অন্যতম। কোন সময়ে যে প্রাগ্‌জ্যোতিষের প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের লোপ হইয়াছিল তাহা নিশ্চিত বলা যায় না, তবে আসামের আর্য্য উপনিবেশের স্বাধীনতা যে মুসলমান বিজয়ের বহুপূর্ব্বে লোপ হইয়াছিল তাহা নিশ্চয়। আসামে এ পর্য্যন্ত যতগুলি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার সকল গুলিতেই উল্লিখিত আছে যে পুরাণপ্রথিত ভগদত্তবংশের রাজত্ব শালস্তম্ভ নামক জনৈক ম্লেচ্ছরাজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। ক্রমে এই ম্লেচ্ছরাজগণ হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। বনমাল, বলধর্ম্ম, রত্নপাল প্রভৃতি রাজগণ ম্লেচ্ছবংশোদ্ভব। পালরাজগণের অধিকারের শেষভাগে আসাম কিয়ৎকাল তাহাদের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গ ও মগধ যবনাধিকৃত হইলেও আসাম কিয়ৎকাল স্বাধীন ছিল, পরে পূর্ব্বদেশ হইতে আহোমগণ আসিয়া আসামে প্রাচীন সভ্যতার ধ্বংস সাধন করে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গেট্ (E. A. Gait Esq.) আসামের ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আহোমগণ আসামে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ইহার পর প্রায় চারিশত বৎসরকাল আসামে হিন্দু সভ্যতা প্রবেশ করে নাই। আহোমরাজগণের মধ্যে সুতামলা বা জয়ধ্বজসিংহ ও সুখ্রুংফা বা রুদ্রসিংহ স্বজাতির উন্নতি সাধনের জন্য চিরস্মরণীয়। রুদ্রসিংহ গদাধরসিংহের দ্বিতীয় পুত্র। ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে গড়গাঁও নগরে রুদ্রসিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। তিনি শাক্তদিগের পক্ষপাতী ছিলেন। রাজ্যের প্রারম্ভে তিনি বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের প্রতি অত্যাচার নিবারণ করেন। আসামের শঙ্করদেব মতাবলম্বী অধিকাংশ বৈষ্ণব গোস্বামীই শূদ্রবংশাবতংস। রুদ্রসিংহ ব্রাহ্মণবংশাবতংস গোস্বামীগণকে পুনরানয়ন করিয়া মাজুলীগ্রামে তাহাদিগের বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন। ইহাদিগের মধ্যে ঔনিআতি গোস্বামী রাজগুরুপদ লাভ করিয়াছিলেন। শূদ্রগোস্বামীগণের প্রতি অত্যাচার বন্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা গলদেশে হীনতার চিহ্নস্বরূপ সূত্রবদ্ধ মৃৎভাণ্ড লম্বিত করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। রুদ্রসিংহের রাজত্বের পূর্ব্বে আসামে

ইষ্টকের ব্যবহার ছিল না রুদ্রসিংহ কুচবিহার হইতে ঘনশ্যাম নামধেয় জনৈক স্থপতিকে আনয়ন করাইয়া শিবসাগরের নিকটবর্ত্তী রঙ্গপুর এবং চরাইদেউয়ের রাজশ্মশানে নানাবিধ সৌধ নির্ম্মাণ করান। তিনি নামদাঙ্গ ও দিখৌ নদীদ্বয়ের উপরে কয়েকটি সেতু, জয়সাগরে রঙ্গনাথের মন্দির নির্ম্মাণ ও খারিকতিয়া, ডুবরিয়াম ও মেতেকা নামক রাজবর্ত্মত্রয় নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে চর প্রেরণ করিয়া সভ্য জগতের রীতিনীতি জানিবার চেষ্টা করিতেন এবং বহু ব্রাহ্মণ বালককে শিক্ষার্থ বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার রাজত্বকালে, গদাধরসিংহের আমলে আরব্ধ শিবসাগরের জরিপ শেষ হইয়াছিল ও নওগাঁ জরিপ করা হইয়াছিল।

বৃদ্ধ বয়সে দীক্ষিত হইবার অভিপ্রায়ে তিনি শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী মালিপোতাগ্রামবাসী কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক শাক্ত ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। কৃষ্ণরাম গৌহাটীর নিকটস্থিত কামাখ্যা মন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভার প্রাপ্ত হইবার আশায় আসামে আগমন করেন। কৃষ্ণরামের আগমনের পর রাজার শাক্তদিগের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, কৃষ্ণরাম অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া আসাম পরিত্যাগ করেন। কিন্তু ইহার পরেই ভীষণ ভূমিকম্পে মন্দির সমূহ ধ্বংসপ্রায় হওয়ায় রুদ্রসিংহ ভীত হইয়া কৃষ্ণরামকে পুনরানয়ন করেন। রুদ্রসিংহের পুত্রগণ কৃষ্ণরামের নিকট দীক্ষিত হইয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত রুদ্রসিংহের তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বারমরা সত্রে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি নূতন। শ্রীযুক্ত গেট সাহেবের মতানুসারে এপর্য্যন্ত আহোম রাজগণের আটচল্লিশখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে;—

গদাধর সিংহ	...	...	...	৩
রুদ্রসিংহ	...	...	...	৩
শিবসিংহ	...	...	...	১৯
প্রমত্তসিংহ	...	...	...	৩
রাজেশ্বর সিংহ	...	...	...	৭
লক্ষ্মীসিংহ	...	...	...	৬
গৌরীনাথ সিংহ	...	...	...	৪
কমলেশ্বর সিংহ	...	...	...	২
চন্দ্রকান্ত সিংহ	...	...	...	১
			মোট	৪৮

কিন্তু এ পর্য্যন্ত আহোম রাজগণ প্রদত্ত কোন তাম্রশাসনই যথোপযুক্তরূপে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ভুবন মূর্ত্তি

রজত চিত মৃপাত্র

চিত্র নং ২৬।২৭
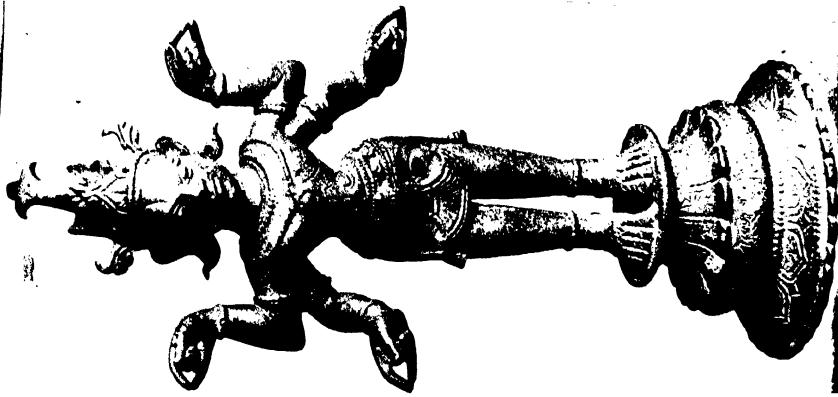
ভুবনমোহন মূর্ত্তি।

মূর্ত্তিটি একটি গোলাকার পাদপীঠের উপর দণ্ডায়মান। পাদপীঠে পদ্মপত্র উৎকীর্ণ আছে এবং তদভ্যন্তরে প্রত্যেক পত্রে দুই তিনটি অক্ষর খোদিত আছে। ইহার উপরে একটি বর্ত্তুল আছে। বর্ত্তুল গাত্রে দুই পংক্তি খোদিত লিপি আছে ;—

(১) দেবত্তর শাকে ১৬১৩।

(২) হালচা দেবত্তর ভূমি শ্রীশ্রীরুদ্রসীংহ নৃপ দত্ত ভুবন দেবতা পুণ্যার্থে।

বর্ত্তুল উপরিভাগে একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের কোরকে ভুবন মোহন দণ্ডায়মান। এই পদ্মটির পত্রগুলিতে একটি খোদিত লিপি আছে। ইহার প্রথম শব্দ "ধেনুকা গ্রাম"। সময়াভাব-বশতঃ বর্ত্তুলের উপরের ও নীচের পদ্মপত্রের খোদিতলিপি পাঠ করিতে পারি নাই একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দেবমূর্ত্তি চতুর্ভুজ ও একশীর্ষ এবং পরিধানে রত্নখচিত বস্ত্র। অলঙ্কারের মধ্যে গলদেশে মালা, শিরে মুকুট, কর্ণে কুণ্ডল, প্রতিহস্তে কঙ্কণ ও বলয় এবং পদদ্বয়ে নূপুর। প্রতিহস্তের তর্জ্জনী ও কনিষ্ঠা অঙ্গুলী সংলগ্ন ও কোন হস্তে প্রহরণ বা চিহ্ন নাই। কেশদাম পশ্চাৎভাগে বদ্ধ ও মুকুটের উপরে একটি উচ্চ চূড়া আছে। মূর্ত্তিটির দৈর্ঘ্য ১০ ইঞ্চি। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লকের মতানুসারে পাদপীঠের বর্ত্তুলের উপরের ও নিম্নের খোদিত লিপির মর্ম্ম ;—

যাদুমণির বংশজ ভুবন দেবতার পাদাশ্রিত রামনারায়ণ নামক ব্রাহ্মণ ৪১৩১ হল পরিমাণ ভূমি পাইলেন। দেবমূর্ত্তির পাদপীঠে ভূমিদানোল্লেখের কথা নূতন। পাদপীঠে খোদিতলিপি থাকায় তাম্রশাসনের সময় নিরূপণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে, কারণ উহার খোদিতলিপি এতদূর ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে যে বর্ত্তমান সময়ে উহাতে রাজার নাম বা তারিখ পাওয়া যায় না। দেবমূর্ত্তিটি পিত্তল নির্ম্মিত ও আসামের শিল্পসৌষ্ঠবের পরিচায়ক নহে। বর্ত্তমানকালে কাশীর ও মোরাদবাদের শিল্পীগণ যেরূপ পিত্তলময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া থাকে এই মূর্ত্তিটিও তদনুরূপ। দেবতার হস্তসমূহে প্রহরণ বা চিহ্নের অভাব হেতু মূর্ত্তি নিরূপণ করা দুঃসাধ্য, তবে ভুবনমোহন নাম দেখিয়া অনুমান হয় বিষ্ণুমূর্ত্তি।

রজতখচিত তাম্রপাত্র।

দেবমূর্ত্তি অপেক্ষা এই জীর্ণ তাম্রপাত্রের মূল্য অধিক। বর্ত্তমান কালে মুর্শিদাবাদে বা মোরাদাবাদে যেরূপ "বিদরী"র কাজ হইয়া থাকে ইহার কারুকার্য্যও তদনুরূপ। সচরাচর প্রচলিত তাম্রকুণ্ডের আকারের একটি পাত্রের বহির্দ্দেশে সূক্ষ্ম রজতখণ্ড সন্নিবেশিত করিয়া নক্সা হইয়াছে। উপরে ও নীচে দুইটি কলগার পাড় ও এতন্মধ্যে ফুল ও চতুষ্কোণ ক্ষেত্র।

তাম্রশাসন।

বহুকাল ভূগর্ভে প্রোথিত থাকায় তাম্রশাসন খানির অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বের উপরের ও নীচের কোণ একেবারে লোপ পাইয়াছে ও অবশিষ্টাংশেও সাত আটটি ছিদ্র হইয়াছে। তাম্রশাসনখানি দৈর্ঘ্য ৯।• ইঞ্চি ও প্রস্থ ৭।• ইঞ্চি। ইহার প্রথম পৃষ্ঠে ২১ পংক্তি ও দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ১৮ পংক্তি আছে; তন্মধ্যে দ্বিতীয় পৃষ্ঠের শেষ দুই পংক্তি আহোম অক্ষর ও ভাষায় লিখিত বলিয়া অনুমান হয়। মুসলমান বিজয়ের পূর্ব্বের তাম্র-শাসনগুলিতে নিম্নলিখিত লক্ষণগুলি পরিদৃষ্ট হয়:—

(১) সর্ব্বপ্রথমে ইষ্টদেবতার উদ্দেশে কয়েকটি শ্লোক উৎসর্গীকৃত হয়।

(২) তৎপরে রাজার বংশাবলী বা তৎসম্বন্ধীয় বিবরণ সন্নিবিষ্ট থাকে।

(৩) ইহার পর প্রদত্তভূমি ও তাহার চতুঃসীমা এবং গ্রহীতার বংশ পরিচয় ও নাম থাকে।

(৪) সর্ব্বশেষে পুরাণের কয়েকটি শ্লোক থাকে:—

ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি।
উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥
ষষ্টি বর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে মোদতি ভূমিদঃ।
আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকে বসেৎ॥ ইত্যাদি।

মুসলমান বিজয়ের পরবর্ত্তী তাম্রশাসন সমূহে এ সমুদায় লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে মোগল সাম্রাজ্যের অধীন গোয়ালিয়র, ভরতপুর, বুঁদী প্রভৃতি রাজ্যের হিন্দুরাজগণের একাদশখানি তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। এ সমুদয়ে মৌজা পরগণা প্রভৃতি বিদেশী শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়াছে ও প্রাচীন তাম্রশাসন সমূহের সহিত কোনই সাদৃশ্য নাই। আহোমরাজগণের তাম্রশাসনে যাবনিক শব্দের প্রয়োগ নাই বটে, কিন্তু ভুক্তি মণ্ডল প্রভৃতি ভূসীমাবাচক শব্দ বা নল প্রভৃতি পরিমাণজ্ঞাপক শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে উত্তরভারতে মুসলমান বিজয়ের পঞ্চশত বর্ষ পরে প্রাচীন ভূমিদান প্রথা পর্য্যন্ত লোপ হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যে কিন্তু স্বাধীনতার সহিত প্রাচীন প্রথা সমূহও খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত জীবিত ছিল।

প্রথম পৃষ্ঠ।

(১) ওঁ নম গনপতয়ে॥ বন্দে... ... ...

(২) ....ভিস্তত নিবহং ধ্বনিতন্ বাসুদেবং॥ ঈশানং সন্ততানামতিনতা......

(৩) ....ভুদান প্রত্যাহ বাতম (?) স্তে ভু (?) হিমগিরিসুতা সর্ব্ব...............

(৪) যস্যা প্রসাদাবসনে সরসী...মাদিত্যোয় দ [´] প দণনৈব মবারণস্ত [র]
• তামনস্ত......

(৫) ....প্রণমামি ভক্ত্যাশক্ত্যাতুল। ত্রিপুরবৈরী মনোহরাংগণে॥......

(৬) ......ভিপ্রেত নন্দীনৃপমহান ধরারণ্যমদোল...
বিপক্ষকরিকেশরী নোবা...

(৭) ......প কো লৌহিত্যোয় না পুণ্যকর্ম্মা প্রক্ষ্যাতকীর্ত্তি মৃয়তারিদর্পম্
আসীন্ত...

(৮) স্তো স...পুরীসঃ॥ নন্দী সচাহ্বয় উপায় নিতস্য বংসো দো (?)
ধার্য দণ্ডপ্রতি পক্ষ দক্ষ।

(৯) মৃয়তি যস্ত জগতিজনোসৌ দেবদ্বিজার্চ্চন পুরো নাতি...শিনঃ॥ তস্যাভবদ্বর...

(১০) ....নামাতুমামামতিঃ সুরোবেশ্মনি দৈবকী সততং
যৎকর্ম্ম সম্পাদিনা॥ তস্যাভবত...

(১১) ......সুররূপর···ফলাফল ভূতধরাভারোহারকরো জিতারিনিবদ্ধঃ শ্রীম...

(১২) নারায়ণ সচাস্তরভূপতিরূগ্ররাজ্ঞৈঃ শ্রীসত্যনারায়ণঃ ত্রসঃ। স কুসল

(১৩) ...ধুসরেণ কীর্ত্তিঃ প্রদীপ ভূপাল তমোদীনে সঃ॥ কাশ্যপান্বয় সভূত আসীত্
সক্ষ

(১৪) র্ষণো দ্বিজঃ। তত ভবন্মহাবিদ্বানুমাপতি প্রতিষ্ঠিতঃ॥ তৎসুনুরভবৎ রামানুজ

(১৫) পতিপূজিতং। অক্ষনপূলক বিপ্রঃক্ষ্যাপোনারায়ণোদ্বিজ॥ সত ব. প.

(১৬) সমিত ভুবমমুমতোধিকং দদৌ নৃপতিস্তস্মৈন´ারায়ণদ্বিজাত্মজে। স

(১৭) স্তরায় মেণ্য নহি ধরণী চ তারতঃ (?) ন্র´কারজনৈঃসার্দ্ধশাসনং স্বর্গ

(১৮) ....দ্বয়ে॥ খথর (?) বেদেচন্দ্রে চ রিতে (?) হোত্রে সরূপকে আঞ্চলিনাম
সম্বন্ধঃ

(১৯) ......নিশ্লোকানিবর্ত্তিতা॥ নৃপাদেশাতদদৌতেন লক্ষামিমাং ঝাটিনাম...

(২০) ... ... পূর্ব্বে খরস্তঃ ...
... ...

(২১) ... ...
... ...

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।

(২২) ... ...
তে সরো.........

(২৩) ......ইবং মহাদেবঃ কান্ত ... ...
... ...

(২৪)......তেনাবিশ্বকোদ্বিজাঃ ॥ গৌতমবাসুদেব... .....

... ...

(২৫) .. ণ ক্ষ...........গৌরাণ . শ্চমহাদেবো কাশ্যপশ্চ গদাধর ॥ কাশ্যপ......

... ...

(২৬) ... ... জগতিশ্রুতঃ ॥

.........কারিশ্চ সাণ্ডিল্য তারাপতি...

(২৭) দ্বিজো......মোদ্গল্যো ভরদ্বাজোগদাধর ॥ দৈবজ্ঞঃ সুরত......

(২৮) গৌরতারাপতিশ গ্রামনি। বল্লালোজগত্যাতিখ্যাত কটকী মা ...

... ...

(২৯) ক ॥ মৎ [দ] ত্তং শাসনমিদং পরিপালয় যো ভূমিপতের্নৃপতের্ম্মম্

... ...

(৩০) প্রত্যে (?) মুঘ (?) স্তি ত্রয়োগহিত সম্পত্তি পাণিবাসেভাসেতি রাজপুর ...

... ...

(৩১) বিপ্রেয়ো দেত্তিঃ (?)। ৪১৩১। গোষ্ঠী পরাঙ্কেতি ক্ষ্যাতা গ্রাম গ্রন্থি

সহ মহা... ... ...

(৩২)...দদৌভূমি দিক খড়্গা বলনোস্থলিম্ ॥ রাজা দেশাতদদৌ

... ...

(৩৩)...নব্যাগ্র (?) মা ॥ ঝাত্তিনামতশঃত ষ পূর্ত্তিনিতৈ ইমিং

প্রত্যক্ষ... ... ...

(৩৪)...পূর্ব্বে গলস্তাচোত্তরে হালস্বর দক্ষিণে। প্রতি . বক্ষ স্থলো...

... ...

(৩৫)...বটুবাস তথোত্তরে ॥ (ইহার পরে কয়েকটি অক্ষর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে)

(৩৬)...বিশগ্যা...পুন্নামিতং বিপ্রালম্ভা গুরু ॥ দদৌ না

... ...

(৩৭)...যশঃ ॥

(৩৮)...শ্রীশ্রীস্বর্গরাজা ভূপতি...

(৩৯)... ...

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অসমীয়া ভাষার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা।

(মূল প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ)

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের গৌরীপুর অধিবেশনে অসমীয়া ভাষায় একটা প্রবন্ধ লিখিবার নিমিত্ত সম্মিলনের অধ্যক্ষ অনরেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর আমাকে আদেশ করিয়াছেন। রাজার আদেশ অমান্য করিতে নাই—এই নিমিত্তই আমি অসমীয়া ভাষায় এই সামান্য প্রবন্ধটি লিখিবার প্রয়াস করিয়াছি নতুবা আমার অসমীয়া ভাষায় এরূপ দখল নাই যে একটা প্রবন্ধ লিখিয়া এই বিদ্বজ্জন-বহুল সভাতে দাঁড়াইতে পারি।

একটা কথা আমি প্রথমেই বলিয়া রাখি। অসমীয়া ভাষায় গ্রন্থলেখক মহাশয়দের মধ্যে দুইটি শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়—কেহ কেহ ভাষাতে সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন শব্দ বহুল-পরিমাণে প্রয়োগ করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা এইক্ষণ নিতান্ত অল্প। অন্যেরা ভাষাতে প্রধানতঃ দেশজ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন ; অধুনা এই দলের লেখকদিগেরই প্রাধান্য। আমার ভাষা আমি যত্ন করিলেও দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের মত করিতে পারিব না—কারণ, এই ভাষা যাহার মাতৃভাষা নহে—যে কয়েক খানি মাত্র পুস্তক পড়িয়া ইহার অল্পমাত্র শিক্ষা করিয়াছে,—তাহার পক্ষে ভুল ভ্রান্তি এড়াইবার নিমিত্তেও আপন মাতৃভাষা ও অসমীয়া ভাষার সাধারণ জননী সংস্কৃত ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করাই স্বাভাবিক। বিশেষতঃ এই সভায় অসমীয়া ভাষা নাজানা বাঙ্গালী ভদ্রলোকদিগের অল্প সুখবোধ্য করিবার জন্যও সংস্কৃত বহুল ভাষাই উপযুক্ত হইবে।

অপিচ অসমীয়া ভাষা লিখা তত কঠিন নহে ; কিন্তু ইহা পড়া ফরাসী ভাষার মত বড়ই কঠিন। ইহাতে অনুনাসিক উচ্চারণ অনেক ; আর নানা বর্ণেরও উচ্চারণ বঙ্গভাষা হইতে স্বতন্ত্র। কিন্তু আমার পাঠ করিবার কালে বঙ্গভাষার মত উচ্চারণ প্রায়শঃ হইবে, ইহাতে বাঙ্গালী শ্রোতৃবর্গের সুবিধাই হইবে—কেননা অসমীয়া সুরে পড়িলে তাঁহাদের বুঝা কিছু কঠিন হইত। এই সভাতে যে সকল অসমীয়া ভদ্রলোক আছেন তাঁহাদের সকলের নিকট আমার নিবেদন এই যে আমার ভাষা আর উচ্চারণের দোষ অনুগ্রহ করিয়া যেন তাঁহারা মার্জ্জনা করেন। আমি যে অযোগ্য সেই কথা আগেই বলিয়াছি। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আমাকে একবার অসমীয়া ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং বৎসর বৎসর করিবেন এইরূপ আশাও ছিল ; কিন্তু আমি নিজের অযোগ্যতা মনে করিয়া সেই লাভের ও সম্মানের কাজটিও পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। "যার কর্ম্ম তারেই সাজে" ; অসমীয়া ভাষায় লেখাপড়া অসমীয়ার করাই ঠিক। এই হেতুবাদে আমি যখন নিম্ন আসাম বিভাগের স্কুল ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টর ছিলাম তখন বাঙ্গালীদের লিখিত পড়াপাঠ ব্যাকরণ এমন কি গণিতের পুস্তকও পরিবর্ত্তন করিয়া তত্তদ্বিষয়ে অসমীয়া লোকের রচিত পুস্তকগুলি পাঠ্য করিয়া দিয়াছিলাম।

বিধাতার এমনই বিড়ম্বনা, আজ আমারই উপরে অসমীয়া প্রবন্ধ লিখিবার ভার পড়িয়াছে!

অসমীয়া ভাষায় যে সে একটা প্রবন্ধ লিখিতে আদেশ করিয়া রাজা বাহাদুর আমাকে বিষয় নির্ব্বাচনে একটা স্বাধীনতা দিয়াছেন; সম্মিলনে উপস্থিত বাঙ্গালী সাহিত্যিক ভদ্রলোকদিগকে অসমীয়া ভাষাটা কি প্রকার ইহা দেখাইবার জন্তই রাজা বাহাদুর অসমীয়া প্রবন্ধ লিখাইতেছেন, এই ভাবিয়া আমি এই প্রবন্ধে অসমীয়া ভাষা বঙ্গ ভাষার সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ে মিলে, আর তাহা হইতে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিভিন্ন, ইহাই কিঞ্চিৎ দেখাইতে অগ্রসর হইলাম।

সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন ভাষা গুলিতে সংস্কৃতের বর্ণমালাই গ্রহণ করা হইয়াছে; যদিও সংস্কৃত বর্ণমালার সকল গুলি অক্ষর ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। বঙ্গভাষার ন্যায় অসমীয়া ভাষাতে ঌ ৠ আছে কিন্তু কখনও ইহাদের আবশ্যকতা হয় না। "অকারাদি ক্ষকারান্তা বর্ণমালা প্রকীর্ত্তিতা" এই বচন অনুসারে যেমন বঙ্গভাষার আদি শিশুশিক্ষা লেখক ৺ মদনমোহন তর্কালঙ্কার বর্ণমালাতে ক্ষ লিখিয়াছিলেন, অসমীয়া বর্ণমালাতে তেমনই ক্ষ আছে—কেননা ক্ষ না হইলে পঞ্চাশটা বর্ণ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ এই কামরূপ প্রদেশে যে সংস্কৃত ব্যাকরণের প্রচলন সেই প্রয়োগরত্নমালাব্যাকরণেও বর্ণমালাতে ক্ষকারকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। ফলতঃ যে স্থানকে তন্ত্রশাস্ত্রের বীজভূমি বলা হয় তাহাতে তন্ত্রোক্ত বর্ণমালা পরিবর্ত্তিত না হইয়া থাকাই ঠিক।

অসমীয়া এবং বাঙ্গালা অক্ষরের আকৃতিও একই; তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণ গুলির যে বর্ণনা আছে তাহার সঙ্গে এই অক্ষর গুলির মিলই দেখা যায়। অসমীয়া ভাষায় পেটকাটা ব আর নীচে টান দেওয়া অন্তঃস্থ ব এখনও দেখা যায়—বঙ্গভাষার প্রাচীন পুথিতে মাত্র সেইরূপ আকৃতির ব ও ব পাওয়া যায়। আকৃতিতে ভেদ থাকিলেও অন্তঃস্থ ব কখনও শব্দের আদিতে দেখা যায় না। অসমীয়া অভিধান "হেমকোষে" ব-আদি সমস্ত শব্দ বর্গ্য ব এর মধ্যে ভুক্ত হইয়াছে। আর বঙ্গভাষার অভিধান "প্রকৃতিবাদে" আদিতে 'অন্তঃস্থ ব' দ্বারা লিখিতব্য শব্দগুলি বর্গ্য ব হইতে স্বতন্ত্র করিয়া যথাস্থানে দেখান হইয়াছে। অসমীয়া ভাষাতে 'প্রত্যয় সন্ধিজ' ব গুলি প্রায়ই অন্তঃস্থ ব দেখা যায়। আসামের যে দুইখানি তাম্রশাসনের অক্ষর দেখিতে পাইয়াছি, সেই দুই খানি দশম শতাব্দীর আগের লেখা বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে; সেই অক্ষর গুলি দেবনাগরেরই ন্যায়, কেবল এ ঐ ও ঔর চিহ্নগুলি এবং জ ঞ র ফলা ইত্যাদি অল্প কয়েকটির আকৃতি বর্ত্তমানের ন্যায় দেখা যায়। সে দিন 'নন্দি সংহিতা' নামক একখানি পুরাতন হাতের লেখা পুথি দেখিয়াছিলাম। ইহার লেখা এক্ষণকার লেখা অপেক্ষা অল্পমাত্র বিভিন্ন বোধ হইয়াছিল। ইহার দ্বারা এইটা বুঝা যায় যে বর্ত্তমান অসমীয়া লিপি বঙ্গলিপির সহিত বহু পরিমাণে মিলিলেও আগে সেইরূপ ছিল না।

প্রধানতঃ দুইটি কারণে এখন সম্পূর্ণ মিল হইয়া গিয়াছে। এক, বহু দিন হইতে বঙ্গভাষার সঙ্গে একত্র থাকা, অপর বঙ্গীয় মুদ্রাযন্ত্রে অসমীয়া পুস্তক গুলির মুদ্রাঙ্কন।

বঙ্গভাষার সঙ্গে অসমীয়া ভাষার অক্ষরের মিল থাকিলেও উচ্চারণ গত অল্প অল্প বৈষম্য দেখা যায়। চ বর্গের অক্ষর গুলি পূর্ব্ববঙ্গেরস্থান বিশেষে যেরূপ উচ্চারিত হইয়া থাকে অসমীয়াতেও সেইরূপ উচ্চারিত হয়। অল্পপ্রাণ আর মহাপ্রাণের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই; চ ছ কোমল S এর ন্যায় আর জ ঝ Z এর ন্যায় উচ্চারিত হয়। ট বর্গ ও ত বর্গের উচ্চারণে বড়ই গোলমাল হইয়া থাকে—ত এর পরিবর্ত্তে ট এবং ট এর পরিবর্ত্তে ত এইরূপ উলট পালট হইয়া যায়। পাঠশালের বালকেরা বানান করিতে 'মূৰ্দ্ধণ্য ত'কে 'দন্ত্য ট' বলিয়া থাকে। শ ষ স এই তিনটি বঙ্গভাষার ন্যায় একই অর্থাৎ 'মূৰ্দ্ধণ্য ষ' রূপে উচ্চারিত হয়। কিন্তু যজুর্ব্বেদীয়ব্রাহ্মণপ্রধান আসাম দেশে সেইটির যজুর্ব্বেদীয় উচ্চারণ 'খ' এর ন্যায় হইয়া থাকে—সেই 'খ এর' উচ্চারণ প্রায়শঃ 'হ' এর মত শুনা যায়। পূর্ব্ববঙ্গের সাধারণ ভাষায় এইরূপ 'শ' এর স্থলে 'হ' শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অসমীয়া ভাষার 'স' সর্ব্বদাই যে 'খ' বা 'হ' উচ্চারিত হয় এইরূপ বলিতে পারি না। 'শ' অর্থাৎ মরা (শব) 'শ্যাম' ইত্যাদিতে 'শ' এর ন্যায় আর 'উনৈশ' 'চল্লিশ' ইত্যাদিতে S এর ন্যায় উচ্চারণ শুনা যায়। অন্তঃস্থ ব 'W' র ন্যায় উচ্চারিত হইয়া থাকে; কিন্তু শব্দের আগে কখনও দেখা যায় না। স্বরবর্ণের উচ্চারণ বঙ্গভাষার ন্যায়ই হয় কিন্তু লরা হল গল ইত্যাদিতে 'অ' টা 'ও' র ন্যায়, অর্থাৎ কলিকাতার লোকেরা যেরূপ 'মণ' কে 'মোণ' বলে, সেইরূপ উচ্চারিত হয়।

ব্যঞ্জনবর্ণে স্বর সংযোগ করিবার সময়ে বঙ্গ ভাষারই ন্যায় আ, ই, ঈ ইত্যাদি ক্রমের অনুসরণ করা হয় কিন্তু ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জন যোগ করিবার সময় বঙ্গভাষায় যেরূপ য র ল ব এই সকল ফলা দ্বারা ক্য ক্র ক্ল ক্ব ইত্যাদি ফলা বানান হয়, অসমীয়া ভাষায় সেইরূপ হয় না; এখানে ক্ষ স্ক ইত্যাদি ক-অন্ত সংযুক্ত বর্ণ গুলি সর্ব্বাগ্রে লিখিত হইয়া থাকে। বর্ণমালার ক্রম অনুসরণ পূর্ব্বক 'ক' কে সর্ব্ব প্রথমে নীচে বসান অন্যায় নয়; তবে 'ক্ষ' টা সর্ব্বাগ্রে থাকা উচিত ছিল।

অসমীয়া ভাষার ব্যাকরণ বাঙ্গালা ব্যাকরণের ন্যায় সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণ করিয়া লেখা হইয়াছে। ইহার সন্ধি সমাস কৃৎ তদ্ধিত সম্বন্ধে কিছুই বলিবার নাই—কেবল শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপ সম্বন্ধে দুই একটি মাত্র কথা বলিবার আছে।

শব্দের বহুবচনে বঙ্গভাষায় যেরূপ 'সকল' 'দিগ' 'গুলি' 'রা' 'গণ' ইত্যাদির প্রয়োগ হয়, অসমীয়া ভাষাতেও সেইরূপ 'সকল' 'বিলাক' 'বোর' 'হঁত' এই সকলের প্রয়োগ হইয়া থাকে। 'বিলাক' শব্দটি হিন্দী বিলকুল শব্দ হইতে উৎপন্ন এরূপ বোধ হয়, যেমন বাঙ্গালা 'দিগ' হিন্দী 'দিগর' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'বোর' ও 'হঁত' দেশজ শব্দ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। আরবীতে 'অৎ' একটা বহুবচনের চিহ্ন আছে, 'হঁত'

তাহা হইতে উৎপন্ন এরূপও হইতে পারে। অথবা সংস্কৃতে নিন্দার্থে শব্দের পরে 'হত' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, ইহার সহিত বহুবচনের এই তুচ্ছার্থক প্রত্যয়ের সম্বন্ধ থাকিতে পারে।

প্রথমা বিভক্তিতে এ প্রত্যয় হয়; এইটি মাগধী প্রাকৃত হইতে ভাষার উৎপন্ন হওয়ার নিদর্শন। বঙ্গভাষাতেও সেই চিহ্নটি কথোপকথনের ভাষায় প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। কখন কখন পুস্তকেও "লোকে বলে" "বাঘে নিল" এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়।

দ্বিতীয়া বিভক্তিতে 'ক' যোগ হয়; বঙ্গভাষায় অধিকন্তু একটা 'এ' লাগে মাত্র। বঙ্গভাষার ন্যায় অসমীয়া ভাষায়ও অনেক স্থলে ইহার এবং প্রথমা বিভক্তিরও লোপ হইয়া যায়; যথা "ধন দিয়া" "কালীরাম আছে"।

তৃতীয়াতে 'এরে' যুক্ত হয়; কিন্তু বঙ্গভাষায় যেরূপ "হাত দিয়া মারিল" বলে সেইরূপ অসমীয়াতেও "হাতে দি মারিলে" এইরূপ হইতে পারে।

চতুর্থীতে শব্দের পশ্চাৎ 'লৈ' প্রয়োগ হয়। বঙ্গভাষায় চতুর্থীতে দ্বিতীয়ার 'কে' প্রত্যয় হয়। অসমীয়াতে এই একটি বিশেষত্ব। এই 'লৈ' র 'লোয়া' ধাতুর অসমাপিকা 'লৈ' র সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে। "ঘরলৈ যোয়া" "ঘর মনত লৈ অর্থাৎ উদ্দেশ্য করি যোয়া" এইরূপ অর্থ পূর্ব্বে থাকা অসম্ভব নহে।

পঞ্চমীতে ষষ্ঠ্যন্ত পদের পশ্চাৎ 'পরা' যোগ হয়। 'ঘরর পরা' বঙ্গভাষায় 'ঘর হইতে' দুইই একইরূপ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

ষষ্ঠীতে 'র' এবং সপ্তমীতে 'ত' প্রত্যয় হয়। বঙ্গভাষাতেও সেইরূপ; কেবল 'র' এর পূর্ব্বে এবং 'ত' এর পরে একটা 'এ' যোগ হয়। সেই 'এ'ও বঙ্গভাষায় মধ্যে মধ্যে লোপ পায়, যথা :—'ভালর সকলই ভাল।' "তিনি ভালতেও নাই মন্দতেও নাই।"

সর্ব্বনামে যদ্ তদ্ শব্দের প্রথমাতে 'যি' 'সি' এইরূপ ইকারান্ত রূপ হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে এই 'ই' 'এ'র সম্প্রসারণ মাত্র। অন্য অন্য বিভক্তিতে যদ্ তদ্ একবচনে 'যা' 'তা' (বঙ্গভাষারই ন্যায়) হইয়া যায়। বহুবচনে প্রথমার এক বচনের রূপে 'সকল' 'বোর' 'বিলাক' ইত্যাদি যুক্ত হইয়া সকল বিভক্তিতে তদ্রূপই থাকে। তদ্ এর সম্ভ্রমার্থক 'তেঁও'; প্রাচীন বঙ্গভাষাতেও তিহেঁা দেখা গিয়াছে। কিম্ শব্দ প্রথমাতে 'কোন' হয়— অন্য অন্য বিভক্তির একবচনে বঙ্গভাষার ন্যায় 'কা' হইয়া যায়। ইদম্ শব্দের প্রথমার এক বচনে 'ই'—দ্বিতীয়াদিতে 'ইয়া' হয় (বঙ্গভাষায় ইহা)। সম্ভ্রমার্থক ইদম্ শব্দের পরিবর্ত্তে এতদ্ শব্দ হইতে উৎপন্ন 'এঁও' ব্যবহৃত হয়, 'এখেত' এই শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অসমীয়াতে তদ্ এতদ্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'তাই' 'এই' এইরূপ স্বতন্ত্র রূপ হইয়া থাকে। বাঙ্গালা ব্যাকরণে এই প্রকার রূপ দেখা যায় না। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে 'তাই' 'এই' এইরূপ স্ত্রীলিঙ্গের প্রয়োগ কথোপকথনের ভাষাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

অস্মদ্ শব্দের রূপে একবচনে 'মই' 'মোক' 'মোর' এইরূপ হয়—বঙ্গভাষাতেও 'মুঞি' ছিল, পদ্যে এখনও 'মোর' আছে। অসমীয়াতে 'আমি' 'আমার' বহুবচনে ব্যবহৃত হয়।

এইটি বঙ্গভাষা হইতে একটা বিশেষত্ব, কিন্তু কথোপকথনের ভাষায় "আমালোকে" এইরূপ মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। যুষ্মদ্ শব্দের একবচনে তুচ্ছার্থে 'তই' 'তোক্' 'তোর' এইরূপ হয়। বঙ্গভাষাতেও 'তুই' 'তোর' আছে। 'তুমি' 'তোমার' উভয় ভাষাতে একই। বহুবচনে "তোমালোকে" হয় (হিন্দী তোম্ লোক্)। সম্ভ্রমার্থে 'আপোন' শব্দ বঙ্গভাষার ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ধাতুরূপে বঙ্গভাষার সঙ্গে বহু পরিমাণে মিল আছে। কিন্তু অসমীয়া ব্যাকরণে পুরুষের সংজ্ঞাতে উত্তম মধ্যম প্রথমপুরুষের পরিবর্ত্তে ইংরাজীর অনুকরণে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষ বলা হয়। সে যা হউক বর্ত্তমান, ভূত ভবিষ্যতের বিভক্তিগুলি বঙ্গভাষারই ন্যায় যথা:—(বর্ত্তমান) করোঁ করা করে; করিছোঁ, করিছা করিছে। (ভূত) করিলোঁ করিলা করিলে; করিছিলোঁ, করিছিলা, করিছিল। (ভবিষ্যৎ), করিম করিবা, করিব; কেবল পুরুষের চিহ্ন গুলিতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ দেখা যায়। উত্তম পুরুষে পূর্ব্বে বঙ্গভাষাতেও 'উ' ছিল যথা:—"রাতি কৈনু দিবস দিবস কৈনু রাতি!" মধ্যম পুরুষে 'করিবা' প্রয়োগ বঙ্গভাষাতেও আছে। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে মধ্যম পুরুষে "করিলায়" এইরূপও শুনা যায়। প্রথম পুরুষে 'করে' বঙ্গভাষাতেও আছে—পদ্যে 'করিছে' 'করিছিল'ও প্রয়োগ হইয়া থাকে। অসমীয়াতেও 'করিল' এইরূপ প্রয়োগ আছে। ভবিষ্যতের 'করিম' 'করিব' র ন্যায় বঙ্গভাষাতে প্রাচীন পুথিতে উত্তম পুরুষে 'করিনু' আর প্রথম পুরুষে 'করিব' পাওয়া যায়—এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানের লোকে কথোপকথনে এইরূপ প্রয়োগ করিয়া থাকে। সম্ভাব্য ভূত কালে অসমীয়াতে একটা 'হেঁতেন' যোগ হয়, যেমন "তুমি যদি করিলাহেঁতেন"—ইহাও একটা বিশেষত্ব। উত্তম ও মধ্যম পুরুষের বহুবচনে ক্রিয়ার শেষে একটা 'হঁক' বিকল্পে যোগ হয়। অনুজ্ঞায় মধ্যম পুরুষে 'করা' হয়—প্রথম পুরুষে বঙ্গভাষার ন্যায় 'করোক' হইয়া থাকে। মধ্যম পুরুষে বঙ্গভাষার ন্যায় তুচ্ছার্থক একটা রূপ হইয়া থাকে, যথা 'করিলি' 'কর্' 'করিছিলি' 'করিবি'। কিন্তু অসমীয়া ক্রিয়াতে সম্ভ্রমার্থক কোনও স্বতন্ত্র চিহ্ন নাই।

এখন অসমীয়া শব্দগত বিশেষত্ব কিঞ্চিৎ দেখাইবার জন্য কয়েকটি শব্দের বিষয় অল্প আলোচনা করা যাইবে।

ন—প্রায়শঃ ন ক্রিয়ার আগে বসে; যথা ন করা; কখনও বা পাছে যায় যেমন 'করা নাই'। বঙ্গভাষাতে পদ্যে "না" ক্রিয়ার অগ্রেও দেখা যায়—আর 'না' অসমাপিকা ক্রিয়ার অগ্রে সর্ব্বদাই থাকে যথা "না করিয়া পারি না", কিন্তু অসমীয়া নঞ্ পাছের শব্দের স্বর অনুসারে ন না নি নু নে নো এইরূপ নানা আকৃতি ধরে; বাঙ্গলার নঞ্ এইরূপ বহুরূপী নহে।

অটাই—অ আ এ এবং ট ত এই গুলির সংগ্রাম দেখিতে চাহিলে 'অটাই' শব্দটির দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করুন, 'অটাই', 'আটাই', 'এটাই', 'অতাই', 'আতাই', 'এতাই' এই ছয়টি রূপ দেখিতে পাওয়া যাইবে।

রজা—বঙ্গাল—আকারের পরিবর্ত্তে অকার করা অসমীয়ার একটা প্রধান বিশেষত্ব। ইহাতে সংস্কৃত শব্দও বাদ পড়ে না। এই 'রজা'ই (রাজা) ইহার প্রমাণ; বঙ্গাল, কলা, গছ ইত্যাদির কথা আর কি বলিব।

দদাই—ককাই—দদাই ককাইর কথা আমি কিছুই বলিব না; হেমকোষে হেমচন্দ্র বড়ুয়া মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহাই তুলিয়া দেখাইতেছি—"হিন্দী ও বাঙ্গালা ভাষাতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দাদা এবং খুড়াকে কাকা বলা হয়; সেই দুই শব্দ উলটিয়া অসমীয়াতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ককাই এবং খুড়ার নাম দদাই হইয়াছে!"

ইতিকিং ও পুরুষার্থ—অসমীয়াতে 'ইতিকিং' অর্থ উপহাস; আর "পুরুষার্থ" অর্থ 'যত্ন'। "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাশ্চ পুরুষার্থা উদাহৃতাঃ"—অসমীয়াতে বোধ করি 'পুরুষত্ব (অর্থাৎ পৌরুষ=উত্তম) ইহার স্থলে 'পুরুষার্থ' এর ব্যবহার হইয়া গিয়াছে। বঙ্গভাষাতেও 'সুতরাং' 'অতএব' অর্থে আর 'ভাসমান' 'প্লবমান' অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ সংস্কৃতের উপর আমাদের ভাষার ঈদৃশ অত্যাচার মাতার উপর দুহিতার আবদারের ন্যায়ই মর্ষণীয়।

'দুর্কপাল' 'অধোন্নতি'—'দুঃকপাল' ইহাতে বিসর্গের স্থলে রেফ হইতে পারে না, আর 'অধোন্নতির' কোনও অর্থই নাই। তথাপি অসমীয়া সাহিত্যে এইরূপ প্রয়োগ দেখা যায়। বঙ্গভাষাতেও 'যশোমতী' এবং 'মনান্তর' আছে—কিন্তু আজ কাল এইরূপ ভুল কম পাওয়া যায়।

এক্ষণে অসমীয়া ভাষার রচনা প্রণালী সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অসমীয়ার বাক্য পদ্ধতিও (idioms) প্রধানতঃ বঙ্গভাষার ন্যায়। বঙ্গভাষা অসমীয়া ভাষার সহিত সংসৃষ্ট—ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত; বঙ্গভাষার এইরূপ অভিপ্রায়ও ছিল যে ভগিনীকে আপন গৃহেই আনিয়া রাখে, কিন্তু তাহার পুত্রগণ ইহাতে সম্মত হইলেন না। অনেক দূর সম্পর্কিত ভ্রাতৃগণও আসিয়া পরামর্শ দিলেন "তোমরা কম নও, কেন তোমরা আপন মাতাকে পরের ঘরে পাঠাইয়া দিয়া নিজ অস্তিত্ব লোপ করিবে?" বেশ কথা; এইরূপ আত্মাদর প্রশংসনীয়,—ইহাতে মাতৃবৎসলতার নিদর্শনও পাওয়া যায়। কিন্তু ভ্রাতৃগণ! জননীকে ভক্তি সহকারে সেবা করিবে ও তাঁহাকে যত্ন করিয়া ভাল রাখিবে। ইহার বেশী অন্য আর কি ব'লব?

সে যাহা হউক। বঙ্গভাষা কিছুকাল এদেশে প্রচলিত হওয়ায় সেই ভাষার সহিত অসমীয়ার রচনা-পদ্ধতির বহু সাদৃশ্য ঘটিয়াছে। পদ্যের ছন্দও বাঙ্গালা ভাষার ন্যায়; এমন কি বর্ত্তমান অসমীয়া গানের সুর এবং নাটকের অভিনয়েও বাঙ্গালার সাদৃশ্য দেখা যায়। ফলতঃ নিকট-বাসীদের, এবং যাহাদের সহিত একত্র থাকা যায়, তাহাদের অনুকরণ না করিয়া পারা যায় না।

সম্প্রতি বঙ্গভাষার অধীন হইবার আশঙ্কাটা অসমীয়ার আর নাই। তথাপি অসমীয়া লেখকদিগের যেন এখনও একটা ভয় আছে কি জানি সংস্কৃতবহুল ভাষা হইলে বঙ্গভাষা

কখনও আপনার বলিয়া দাবী করিয়া বসে। এই জন্যই তাঁহারা দিন দিন ভাষাটাকে সংস্কৃত হইতে স্বতন্ত্র করিতে আরম্ভ করিয়াছেন বোধ হয়। প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাউন সাহেব অসমীয়া ভাষা বিশ্লেষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে শতকরা সংস্কৃত ৬৩, মিশ্‌মি ২৩, আকা ৭, মান ৫, আবর ১, খাম্‌তি ১ এই প্রকার মিশ্রণ আছে। এখন বিশ্লেষণ করিলে বোধ করি সংস্কৃতের ভাগ আরও কম হইয়া যাইবে।

আধুনিক লেখক দিগের মধ্যে প্রধান একজনের একখানি পুস্তক হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া, অসমীয়া ভাষার গতি এখন কোন্ দিকে তাহা দেখান যাইতেছে—

"লরাটী মিঠাবরণীয়া, দেখিবলৈ বর বিষম ন হয়। শকত আওতলৈ চাই যোলোকা পারটোর দরে, পোন্ধর ষোল বচরীয়া লরা যেন দেখি। ধনবরর মুখখনি চকলা মুয়া। নাকটি খঁরা আরু দুই চকুর মাজত চেপেটা; সেই খিনিত প্রায় নাক নাই বুলিলেই হয়। চকু দুটী মাছর চকুর দরে সরু সরু আরু রঙ্গা। ওঁঠখন প্রায় দু আঙ্গুল মান বহল; সদাই তামোলর রঙ্গেরে রাঙ্গলি। আগদাঁত কেইটি উচলা আরু তলর দাঁত পরি বেরিয়া গজা। মুখ জঁপালে ওঁঠ দুখনে দাঁত ঢাকিব নোয়ারে; আগ ডোখর ওলাই থাকে। বরকৈ টানি ধরিলে ঢাক খায়; কিন্তু মুখ খানি হে মলুয়াটির দরে হৈ পরে।"

(লাহরী ৩৭ পৃঃ)

ভাষার এইরূপ গতি দেখিয়া অসমীয়া লেখকদিগের মধ্যে একজন স্পষ্টবাদী সাহসী কামরূপবাসী ভদ্রলোক তাঁহার প্রকাশিত 'খটাসুর বধ' নামক একখানি প্রাচীন পুস্তকের ভূমিকাতে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

"আজকাল যাহাকে অসমীয়া ভাষা বলে তাহা প্রাচীন কামরূপী ভাষার নামান্তর মাত্র। আধুনিক কালের কয়েক জন নূতন লেখক কামরূপী আর প্রাচীন আহোম ভাষার পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া একটা মিশ্রভাষার সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে জিলায় জিলায় কথিত ভাষায় কিছু কিছু প্রভেদ থাকা স্বভাবসিদ্ধ। শিবসাগর গোলাঘাটাদি স্থানে * * * বেশী পরিমাণে আহোমদিগের কথা কথিত ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়াছে। * * * যে স্থানের লেখক সেই স্থানের কথিত ভাষাকে আদর্শ ধরিয়া পাঠশালার পাঠ্য লিখা এবং টেক্স্‌ট বুক কমিটীর সেই পুস্তক পাঠ্য করা বড় অন্যায়। বর্ত্তমান আসামের সকল স্থানের কথিত ভাষা এক না হইলেও লিখিত ভাষা এক হওয়া সকলেরই বাঞ্ছনীয়; কিন্তু সেই জন্য প্রাচীন কামরূপী ভাষা গারো, কাছারী কি আহোম ভাষার সঙ্গে মিশ্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব লিখিত ভাষার সৃষ্টি হওয়া কেহই সহিতে পারে না। বাঙ্গালা আর হিন্দী ভাষার ন্যায় কামরূপী ভাষাও সংস্কৃতমূলক। কামরূপী ভাষায় অনভিজ্ঞ কোনও কোনও লোকে উপর-আসামের নানাভাষা মিশ্রিত কামরূপী ভাষাকে 'বড়ো' ভাষার সংমিশ্রণে উৎপন্ন 'অসমীয়া ভাষা' নাম দিয়াছেন। ইহাঁদের প্রাচীন কামরূপী ভাষার পুথি পাঁজির সঙ্গে পরিচয় থাকিলে ইঁহারা অসমীয়া ভাষার সৃষ্টি করিতেন না। আজ কালের টেকস্‌ট বুক

কমিটীটা কয়েকজন উপর-আসামের লোকের হাতে পড়ায় নানাভাষা মিশ্রিত কামরূপী ভাষার পাঠ্যপুস্তক বাহির হইতেছে। ইহা নানাবর্ণসঙ্করোদ্ভব লোক ব্যতীত আর কেহ ভাল বুঝিতে পারে না। বালকে বুঝিবে দূরের কথা; শিক্ষকেও বুঝিতে পারেন না। স্থান কাল আর পাত্র অনুসারে ভাষারও অল্প অল্প পরিবর্ত্তন হয়। ৺রায় গুণাভিরাম বড়ুয়া বাহাদুর প্রাচীন কামরূপী ভাষার অল্প পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি যেরূপ ধরণে কামরূপী ভাষা লিখিয়াছিলেন তাহাতে তত আপত্তি ছিল না কিন্তু আজ কাল কামরূপী ভাষা বড়ুয়া বাহাদুরের ভাষা অপেক্ষা অনেক পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। * * *।" *

কিন্তু আমি প্রবন্ধের প্রথমেই বলিয়াছি, এই সম্প্রদায়ের লেখক আজ কাল বড় কম দেখা যায়।

যে মহাপুরুষ নূতন ধর্ম্মের সঙ্গে অসমীয়া ভাষার বহু পুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন সেই শঙ্কর দেবের ভাষা কি প্রকার ছিল তাঁহার রচিত ঘোষা হইতে কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি :—

ব্রহ্মাক প্রণমি বুলিলন্ত দেবজাক।
সৃষ্টি নষ্ট হবে কেনে ন রাখা আমাক॥
দৈত্যেন্দ্রর দেখি ঘোর তপর দীপিতি।
স্বর্গত থাকিতে কার বাপর শকতি॥
ব্রহ্মপদ তোমার করিবে চাবে ছন্ন।
ভিন্ন সৃষ্টি করিবাক দৈত্যর যতন॥
হেন জানি বিধি করিয়োক প্রতিকার।
যাবে নতু নষ্ট হোয়ে সমস্ত সংসার॥
হেন জানি ব্রহ্মা লড়ি গৈল হংস যানে।
তপ করি আছে দৈত্যপতি যিতো স্থানে॥
তপর মহিমা দেখি ভৈলন্ত বিস্ময়।
বোলন্ত উঠিও আবে কশ্যপ তনয়॥
শরারক মাংসক খাইলে তোর উইঁ।
তথাপি আরাধা মোক এক চিত্ত হুই॥
হেন তপ করন্তা নাহিকে সংসারত।
যেহি লাগে বর আবে লয়ো অভিমত॥
এহি বুলি ব্রহ্মা জলে করিলন্ত শান্তি।
ভৈল অঙ্গ পূর্ণ তপ্ত সুবর্ণর কান্তি॥
বজ্রসম সুদৃঢ় তরুণ কলেবর।
উঠিল মাটির পরা পাছে দৈত্যেশ্বর॥"

ইদানীং অসমীয়া লেখক সকলে কি প্রকার কবিতা রচনা করিতেছেন তাহার আদর্শ দেখাইবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত একখানি পুস্তক হইতে একটি গীত উদ্ধৃত করিলাম :

* এই লেখকের ভাষাটি কিরূপ, তৎপ্রদর্শনার্থ অনূদিতাংশের মূল হইতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি; 'লহরী'র উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে ইহার তুলনা করিলেই উভয় ভাষার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীত হইবে; "আজি কালি যাক অসমীয়া ভাষা বুলে ই প্রাচীন কামরূপী ভাষার নামান্তর মাত্র। আজিকালির কিছুমান নূতন লেখকে কামরূপী আরু প্রাচীন আহোমর ভাষার পার্থক্য বুজিব নোয়ারি এটা মিশ্র ভাষার সৃষ্টি করিব খুজিছে। গাওঁয়ে গাওঁয়ে জিলায় জিলায় কথ্য ভাষার কিছু পরিমাণে প্রভেদ থাকা স্বভাবসিদ্ধ।" ইত্যাদি

অহং—একতাল।

"উঠা একে চিপে অসমীয়া ভাই
বন্ধা ককালত টঙ্গালি আঁটি।
লোয়া বীর সাজ দিয়া দলিয়াই
কেচুয়া লরার ঘাগরি পাতি॥
রণধ্বজা ধরি চলা আগুয়াই
তেজাল খোজত কঁপোক মাটি॥
জানি লোয়া ভাই এরিবর হ'ল
গুণা খণিয়ার লাহরী ছাটি॥
উঠি কাম করা এরি দিয়া তুমি
জুহাল গুরির কলা ঘুমটি॥

ইমানতে ভাই চোয়া চকু মেলি
কানি ধোয়া খোয়া পেলোয়া কাটি
মুওরি তোমার এমুয়া বিলাই
যাব খুজে হায় বুকু যে ফাটি॥
পেলুয়া এ ছার মারি সব পালি
নে থাকিবা আর হাত সামটি॥
সকলোয়ে কাম করা এক মনে
পুয়াব তোতিয়া দুখর রাতি
নহলে নিশ্চয় অভিধান মেলি
নে পাবা আরু অসমীয়া জাতি॥

সাধু কথার কুকি (১১২ পৃঃ।)

উপসংহারে বলিতেছি যে, ভাষার লেখকদিগের একটি কথা ভাবিয়া দেখা উচিত। ভাষাটা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যাহাতে আমাদের মাতৃভাষার জননী সংস্কৃতভাষা শিক্ষার পথও সুগম হইতে পারে ইহাও দেখিতে হইবে। আর যাহাতে ভারতবর্ষের এক অংশের ভাষা অন্য অংশের লোকে অনায়াসে শিখিতে পারে অথবা সহজে বুঝিতে পারে সেইরূপ করিতে সংকল্প করিয়া, অথচ স্বাতন্ত্র্য অব্যাহত রাখিয়াও ভাষা গঠন করিতে হইবে। এইরূপ করিতে হইলে ভাষাকে কোন্ দিকে চালান আবশ্যক দেখুন। সমগ্র ভারতবর্ষে সময়ে একই ভাষা হইতে পারে এই নিমিত্ত প্রত্যেক দেশহিতৈষীরই যত্ন করা উচিত। এই জন্য ভাষাগুলির মধ্যে পরস্পর যে ভেদ আছে তাহা ধীরে ধীরে দূর করা কর্ত্তব্য। বলিতে পারেন ভাষা সংস্কৃত-প্রধান হইলে সাধারণ লোকের পক্ষে বুঝা কষ্টকর হইবে। ইহার উত্তরে আমি বলি সাধারণ লোকের বোধসৌকর্য্যার্থ ভাষাকে নীচের দিকে না টানিয়া ভাষার আকর্ষণে সাধারণ লোকদিগকে তুলিবার চেষ্টা করাই ভাল। আর একটা সোজা কথা মনে রাখিতে হইবে ভাষা সংস্কৃতপ্রধান হইলেই যে, তাহাকে সমাসাঢ্য জটিল করিতে হইবে অথবা তাহাতে প্রাঞ্জলতা থাকিবে না এইরূপ বলিতে পারি না। শঙ্কর দেবের রচনার প্রতি চাহিয়া দেখিবেন। অপিচ তাঁহার কীর্ত্তন ঘোষা যত লোকে পড়িয়া থাকে, আধুনিককালে লিখিত কোন্ পুথি—তত দূরে থাকুক—তার একশত ভাগের এক ভাগ—লোকে পড়ে? শঙ্কর দেবের পুথি কি কেহ বুঝিতে পারে না? আর নূতন লেখকদিগের রচনা যে সকলে বুঝে না, উপরি উদ্ধৃত কামরূপীয় প্রকাশকের ভূমিকাতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

* গোরক্ষনাথের গান

জন্ম-খণ্ড।

ঘেচু করে চিলি মিলি, কোকিলা করে রাও।
শ্বেত কাগা ডাকিয়া বলে রজনী পোয়ায়॥
প্রভাত হইল নিশি, অতিশয় বিয়ান,
পূর্ব্ব দুয়ারী বাড়ীখানি দিলে ছড় ছান॥
ছড় ছান দিয়া কন্যা গায় করিলে রং
সরলী পইকর বলি করিল গমন॥
সরলী পোকরখানি নির্ম্মাণ চারি ঘাট,
ঘাটে ঘাটে গাড়া আছে খেইল কদমের গাছ॥
পূর্ব্ব ঘাটে যায়া কন্যা দিল দরিশন,
সেও ঘাটে ছিনান করে ধর্ম্ম নারায়ণ॥
সেও ঘাট ছাড়ি কন্যা বিজয় গমন।
উত্তর ঘাটে যায়া কন্যা দিল দরিশন॥
সেও ঘাটে ছিনান করে মেচপাড়ার মেচিনী।
সেও ঘাট ছাড়ি কন্যা বিজয় গমন।
পশ্চিম ঘাটে যায়া কন্যা দিল দরিশন॥
সেও ঘাটে ছিনান করে পাঁরুয়ার পঞ্চ পীর।
সেও ঘাট ছাড়ি কন্যা বিজয় গমন।
দক্ষিণ ঘাটে যায়া কন্যা দিল দরিশন॥
সেও ঘাটে ছিনান করে রাজা জল্পেশ্বর।
পূর্ব্ব ঘাটে যায়া কন্যা দিল দরিশন।
প্রথম খৈলা খার ধম্মক বাড়ে দিল।
তাহার পরে খৈলা খার মিত্তিঙ্গায় বাড়াল॥
তাহার পরে খৈলা ক্ষার গাঙ্গিক বারে দিল।
তাহার পরে খৈলা ক্ষার মস্তকে ঢালিল॥
মস্তকে ঢালিয়া কন্যা গায় করিল রং।
সরলী পোকার নামি করিতে ছিনান॥
হাটু জলে নামিয়া কন্যা হাটু কল্লে শুধ,
কমর জলে নামিয়া কন্যা কমর কল্লে শুধ॥
গলাজলে নামিয়া কন্যা দিল পঞ্চ ডুব।
কুঘাটে নামিয়া কন্যা সুঘাটে উঠিল।
ভিজা বস্ত্র ত্যজ্য করি শুকান বস্ত্র পরিল॥
দে দে ধর্ম্মরাজ ঠাকুর পুত্রধনের বর।
পুত্রধনে বর না দিবু যদি কাটারিক করিম ধার॥
কাঁচা কলা আতব চাউল ধর্ম্মক বারে দিল।
যারে যা গোয়ালের নারী তোকে সে দিলাম বর
তোমার ঘরে জন্ম নিবে গোরকনাথ ঠাকুর॥
এ কথা শুনিয়া কন্যা হরষিত হল।
আপন মন্দির বলি গমন করিল॥
এক মাস দুই মাস তিন মাস হল।
তিন মাসের সময় কন্যার লোকে জানি পা'ল॥
তিন মাস চার মাস পাঁচ মাস হল।
ছয় মাসের সময় কন্যার ষষ্ঠী পূজিল॥
সাত মাস সময় কন্যা এ সাধ খাইল।
দশ মাস দশ দিন পূরণ হইল॥
কাঁহা কাঁহা বলি ছাইলা ভূমিতে পড়িল।
তখনে দাইয়ানি মায়েক ডাকেয়া আনিল॥
আটিয়া কলার নিয়াজ কাটিয়া আনিল।
নাড়িছেদ করিল দাইয়ানি বিন্যার পাত দিয়া।
শূদ্র লোকে পড়ে পুস্তক ব্রাহ্মণে পড়ে বেদ।
গণিয়া পাড়িয়া নাম রাখে ঠাকুর গোরকনাথ॥

শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী।

* ছৈল গ্রামনিবাসী শ্রীচন্দ্রমোহন দাসের নিকট হইতে শুনিয়া লিখিত। টীকাদিসহ বক্রী অংশ পরে প্রকাশ্য।

রঙ্গপুর

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলন

চতুর্থ অধিবেশন।

সভাপতির অভিভাষণ।

যখন এই মহাসভার নেতা হইবার জন্য অনুরোধপত্র পাই, তখন প্রথমে ভাবি যে অসম্মত হইব, কারণ সাহিত্য-জগতে পণ্ডিতের চেয়ে লেখক বড়, পরিশ্রমের চেয়ে প্রতিভার আসন উচ্চে; নিজের জন্য জ্ঞান অর্জ্জন অপেক্ষা পরের জন্য—ভবিষ্যৎ যুগের জন্য,—জগতের জন্য—জ্ঞানের সৃষ্টি ও জ্ঞানের বিস্তার মহত্তর কার্য্য। যে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ তাঁহার প্রতিভা-বলে মানব হৃদয়ের নিভৃত কক্ষ আলোকিত ও উদ্ঘাটিত করেন, যে সব সাহিত্যসেবক মাতৃ-ভাষার উপাসনায় ব্রতী হইয়া আজীবন নিজ পরিশ্রমে প্রস্তুত ও সংগৃহীত রত্নরাজি তাঁহার চরণে উপহার দিতেছেন, তাঁহাদের কাছে সমাজ অধিক উপকার পায়, তাঁহারাই উচ্চতম সম্মানের যোগ্য।

তবে কেন এ আসন গ্রহণ করিলাম? প্রথম কারণ মাতৃভূমির আহ্বান। যে প্রদেশে আমার জন্ম, যাহার জলবায়ুতে আমার শরীর বর্দ্ধিত, যেখানে জীবনপ্রভাতের বন্ধুগণকে লাভ করি, যাহার প্রাদেশিক সুর ভুলিতে না পারায় কলিকাতায় পড়িবার সময় "বাঙ্গাল" বলিয়া গণ্য হইতাম, সে প্রদেশের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করিতে পারি না। এ সম্মিলনের অধ্যক্ষগণ যদি বিবেচনা করেন যে, আমার সভাপতিত্বে এই প্রদেশের কোন উপকার হইবে, তবে এই আসন গ্রহণ করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম; ইহা অস্বীকার করার অধিকার আমার নাই। এখন যদি আমার অনভিজ্ঞতার জন্য এ সভার কার্য্যে ত্রুটি হয়, তাহার জন্য আপনারাই দায়ী, কারণ আপনাদেরই আহ্বান,—আহ্বান নহে, আজ্ঞা—আমাকে এখানে আনিয়াছে।

আর এক কারণ এই যে, সম্মিলনের প্রকৃত কার্য্য সাহিত্য সৃজন নহে, সাহিত্যের পরিচালনা, জ্ঞান বিস্তারের আয়োজন, এবং সাহিত্য-ক্ষেত্রে সমবেত চেষ্টার গ্রন্থিবন্ধন। ভিন্ন

ভিন্ন দেশের সাহিত্যের জ্ঞান এবং জগতের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা আমার যেটুকু আছে, তাহা এই কার্য্যের সহায়তা করিলেও করিতে পারে। বঙ্গসাহিত্যের একটু বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমি যে সমালোচনা ও উপদেশ প্রয়োগ করিতে পারিব, তাহা আমার যে সব বন্ধুগণ এই সাহিত্যে ডুবিয়া আছেন, তাঁহাদের পক্ষে নূতন এবং হয়ত মূল্যবানও হইতে পারে।

যাঁহারা বাঙ্গলাকে নিজের দেশ করিয়াছেন, যাঁহারা 'বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল' হইতেই শক্তি সঞ্চার করেন, এই 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' দেশ ভিন্ন যাঁহারা অনন্যমাতৃক, এ দেশ ভিন্ন যাঁহাদের অন্যত্র গতি নাই,—তাঁহারাই বাঙ্গালী, আর তাঁহাদের ভাষাই বাঙ্গলা। ভাষা জাতি বা ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে না। এক পক্ষে এই ভাষা বাঙ্গালীর সৃষ্টি, অপর পক্ষে ইহা বাঙ্গালীর অন্তরের পোষক—বাঙ্গালীর বিশেষ গুণ, অন্তরতম ভাব চিন্তা তেজ, এক কথায় বাঙ্গালীর বাঙ্গালীত্ব শুধু এই বঙ্গ সাহিত্যের ভিতর দিয়া আসিতে পারে। তাই আজ পাটনা, কাশী, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, নাগপুর. লাহোর, এমন কি সুদূর কোয়েটা প্রবাসী বাঙ্গালীরা বাঙ্গালীই রহিয়াছেন। বরং গত বিশ বৎসরের মধ্যে রেল বিস্তারে এবং শিক্ষিত সমাজে বঙ্গসাহিত্যের আদর ও চর্চ্চা বাড়িয়া যাওয়ায় তাঁহারা বাঙ্গলার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ ভাবে সংলগ্ন হইয়াছেন; তাঁহাদের দেহ প্রবাস করিতেছে, কিন্তু হৃদয় যেন বঙ্গদেশে রহিয়াছে। এই সব উপনিবেশগুলি বাঙ্গালীর চিন্তা ও প্রভাব ভারতময় বিস্তার করিতেছে, কিন্তু বঙ্গমাতা তাঁহাদিগকে হারান নাই। আর ভারতীয় যে সব জাতির সাহিত্য নাই, তাহারা অপর প্রদেশে কয়েক পুরুষ, এমন কি কয়েক বৎসর থাকিলেই নিজ ভাষা ভুলিয়া গিয়া স্থানীয় ভাষা শিখিয়া, একেবারে সেই প্রদেশের লোক হইয়া যায়। তাহাদের জাতিগত বিশেষত্ব লোপ পায়, এবং সেই প্রবাস-ভূমি বৈচিত্র্য লাভ করিতে পারে না।

বাঙ্গলা সাহিত্য প্রবাসী বাঙ্গালীকে এই রূপান্তর হইতে বাঁচাইয়াছে। আর আমাদের মা তাঁহার উদার বক্ষে অনেক দূরাগত ভাগিনেয়কে স্থান দিয়া একেবারে আপনার ছেলে করিয়া লইয়াছেন। এই সব বাঙ্গলা লেখককে পরদেশী বলিয়া কে চিনিতে পারে? দোবে মহারাজ দার্জ্জিলিঙের বর্ণনা হিন্দীতে লেখেন নাই, বাঙ্গলায় লিখিয়াছেন। আমাদের আদরের অনেক পাঁড়ে ও মিশ্র সাহিত্যিক মহাশয়দিগকে 'এপাণ্ডে' কিম্বা 'মিছির্ হো' বলিয়া ডাকিলে তাঁহারা নিশ্চয়ই অপমানিত বোধ করিবেন, কারণ তাঁহারা পুরো বাঙ্গালী হইয়া গিয়াছেন। আর গণেশ পুত্র সখারামের বাঙ্গলা লেখা পড়িলে তিনি যে দেওস্ নগর হইতে আসিয়াছেন, তাহা বিশ্বাস করিতে বড়ই কল্পনার সাহায্য লইতে হয়। তেওয়ারিজি যে কতকাল হইল টিকি কাটিয়া ত্রিবেদী নাম লইয়া বাঙ্গালীদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়াছেন, তাহা ইতিহাসের একটা লুপ্ত তত্ত্ব।

বঙ্গভাষা যখন এত উদার, এত প্রভাবান্বিত, এত বর্দ্ধনশীল, তখন যাঁহারা যুগযুগান্তর ধরিয়া বাঙ্গলার অধিবাসী, বাঙ্গলার ভাত ও মাছে পুষ্ট দেহ, এরূপ একটি সম্প্রদায়ের কয়েক জন নেতা যে বাঙ্গলা ভাষা ত্যাগ করিবার জন্য এক নূতন চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা

কি সুফল প্রদান করিবে? ফলের কথা দূরে থাকুক, এরূপ চেষ্টা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব কিনা, তাহাই দেখা যাউক।

ভাষার উৎপত্তি ও গতি কিরূপ, তাহা ইতিহাস হইতে জানা যায়। খাল কাটিতে হইলে এঞ্জিনিয়ার ডাকিতে হয়; কিন্তু নদীর জন্য এঞ্জিনিয়ারের দরকার নাই, সে নিজেই নিজের পথ করিয়া চলে। সেই মত ভাষাও প্রকৃতি দেবীর অজ্ঞাত পথ পরিদর্শনে অগ্রসর হয়। আমরা নিত্য জীবনের কথা হইতে, আশপাশের লোকের আলাপ হইতে ভাষা শিখি। জোর করিয়া এক ভাষার জায়গায় আর এক ভাষা চালান যায় না। কারণ মনে রাখিবেন, ব্যাকরণেই ভাষার বিশেষত্ব, বাক্যাবলীতে নহে। যেমন, বাঙ্গলা ব্যাকরণ অনুযায়ী কর্ত্তা ক্রিয়া প্রভৃতি দিয়া একটি পদ রচনা করিয়া সেই পদে 'লৌহবর্ত্মের' বদলে 'রেলওয়ে' শব্দটি ব্যবহার করিলে পদটি বাঙ্গলাই থাকিবে, ইংরাজী হইবে না। বিদেশীয় ভাষা হইতে অসংখ্য শব্দ লইয়া তাহা যদি নিজের করিয়া লইয়া জনসমাজের দৈনিক ব্যবহারে প্রচলিত করা যায়, তবে তাহাতে ভাষার বিশেষত্বের কিছু হানি হয় না। যেমন দাবা খেলার প্রণালী যতক্ষণ এক থাকে, ততক্ষণ আপনি দিশী বোড়ে রাজা উজীর কিস্তী গজ ব্যবহার করুন আর ইংরাজী বোড়ে রাজা রাণী, দুর্গ বিশপ্ লইয়াই খেলুন, ফলে কিছু মাত্র তফাৎ হইবে না। তেমনি বাঙ্গলায় অনেক ফারসী ও আরবী শব্দ ব্যবহার করিলেও ভাষাটি উর্দ্দু হইবে না। একেবারে এক নূতন ব্যাকরণ এবং নূতন শব্দাবলী প্রচলিত করিতে পারিলে তবে উর্দ্দুকে বাঙ্গালার মুসলমান সম্প্রদায়ের ভাষা করা সম্ভব।

সমস্ত বাঙ্গালীর প্রকৃতি অনুমোদিত ভাষা হ'চ্ছে বাঙ্গলা; এটা তাঁহাদের নিজস্ব জিনিষ, মাছের বাচ্চার সাঁতার শেখার মত অনায়াসলব্ধ। যে কোন ধর্ম্মের বাঙ্গালীই হউন না কেন, বঙ্গভাষাকে ত্যাগ করিতে গেলে তাঁহাকে স্বভাবের বিরুদ্ধে প্রত্যহ যুদ্ধ করিতে হইবে, স্রোতের বিপক্ষে অনবরত সাঁতরাইতে হইবে।

জনসাধারণের নিত্য ব্যবহারের ভাষার কথা হইল এই। সাহিত্যের ভাষার নিয়মও ভিন্ন নহে। একদিকে পণ্ডিতেরা বাঙ্গলাকে বিভক্তিহীন সংস্কৃত করিয়া তুলিতে চান, যেন তাহাতে অমরকোষের বাহিরের কোন কথাই না থাকে, যেন মাঘ কবির কটমট বাক্যবিন্যাসের যথাসাধ্য অনুকরণ করা হয়। আর এক দিকে শিল্পচর্চ্চার অধীর প্রচারকেরা একেবারে গেঁয়ো ভাষায় বই ছাপাইতে চান। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, এ দুই চেষ্টাই বিফল হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও বিফল হইবে। তাহার কারণ, ভাষা হ'চ্ছে জনসাধারণের সম্পত্তি। যদি রচনা অত্যন্ত কঠিন হয়, যদি পদে পদে অভিধান খুলিতে হয়, তবে সেরূপ লেখা শুধু দুই একজন পণ্ডিতই পড়িবেন, জনসমূহ কখনও তাহা চাহিবে না। সেই মত, গ্রাম্যভাষাও শ্রেণীবিশেষে আবদ্ধ, এবং ভিন্ন স্থানে ভিন্ন আকারের, এক জেলার গ্রাম্যভাষা অন্য জেলায় বুঝা যায় না। সাহিত্যের উপকরণ অর্থাৎ সর্ব্বোচ্চ চিন্তা, মহৎ ভাব গ্রাম্যভাষায় ঠিক ব্যক্ত করা যায় না। যে ভাষা আমাদের হৃদয়কে

অনন্তের সঙ্গে যোগ করিয়া দিবে, তাহাকে অতি সূক্ষ্ম অতি কোমল ভাবগুলি প্রকাশ করিতে হইবে। সরল কথায় এই কাজ করা যাইতে পারে, কিন্তু গ্রাম্য কথায় নহে। গ্রাম্য ভাষা সাহিত্যের ভাষা হইতে পারে না।

ফলতঃ ভাষার উপর জোর খাটে না। ভাষার গতি ফিরাইতে হইলে, আগে জনসমষ্টিকে সেই মতে দীক্ষিত করিতে হয়। মহালেখকেরা ভাষার যে পরিবর্ত্তন করাইয়া দেন, তাহা ঠিক এইরূপে ঘটে। তাঁহারা যাহা বলেন, সেই মধুময় বাক্য সব লোকের হৃদয় অধিকার করে, তাহারা মন্ত্রের মত সেই কথাগুলি ব্যবহার করিতে থাকে, প্রতিভার আকর্ষণে তাহারা বাধ্য হইয়া কবির পথে চলিতে থাকে। এইরূপে ভাষায় নব নব প্রথা, নব নব শব্দ প্রবেশ করে। এই যাদুকরী শক্তি শুধু প্রতিভাবান্ লেখকের আছে,—শিক্ষকের নাই, সংস্কারকের নাই, রাজপুরুষের নাই, ইতিহাস ইহাই প্রমাণ করিতেছে।

প্রথম দৃষ্টান্ত গ্রীস দেশ। প্রাচীন গ্রীসের বীরত্ব কাহিনী, রাজনৈতিক প্রণালী, সাহিত্য-ভাণ্ডার, জগতে অমর হইয়া রহিয়াছে, কত পরবর্ত্তী জাতির দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়াছে। তার পর দুই সহস্র বৎসর ধরিয়া রাজার অত্যাচারে ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপে সেই জগতের আলো গ্রীকজাতি লোপ পাইল, সে দেশে স্লাভোনিয় জাতীয় লোকেরা আসিয়া বসতি করিল। তাহাদের ভাষা প্রাচীন গ্রীকের এক বিকৃত অপভ্রংশ। আশী বৎসর হইল, যখন এই নব গ্রীস স্বাধীন হইল, তখন স্বদেশপ্রেমিকেরা চাহিলেন যে, সেই প্রাতঃস্মরণীয় জগত-পূজ্য প্রাচীন গ্রীকভাষা আবার ফিরাইয়া আনি। দেশের নেতারা সকলে ঠিক করিলেন যে, নব্যগ্রীককে জোর করিয়া পুরাতনের আকার দিতে হইবে। তখন সমস্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক, স্কুলের শিক্ষক এবং লেখক জোট করিয়া শুধু প্রাচীন গ্রীকভাষা ব্যবহার করিতে লাগিলেন, যেন লোকে নব্যগ্রীকের দৃষ্টান্ত না দেখিতে পাইয়া তাহা ভুলিয়া যায়। এই অস্বাভাবিক চেষ্টার কি ফল হইল? পাঁচ ছয় বৎসর পরে দেখা গেল যে সাধারণ লোকেরা ত প্রাচীন গ্রীক ভাষা শেখেই নাই, বরং নব্য গ্রীকে লেখা বন্ধ করায় তাহাদের পড়াশুনার অভ্যাস ও গৃহশিক্ষা একেবারে কমিয়া গিয়াছে; তাহারা দুকূল হারাইয়াছে। তখন আবার নব্য গ্রীকের ব্যবহার ফিরিয়া আসিল।

আর এক দৃষ্টান্ত দেখুন। নর্ম্মাণগণ ইংলণ্ড জয় করিয়া প্রথমে তাঁহাদের পৈত্রিক ফরাশী ভাষা ব্যবহার করিতেন;—রাজসভায়, আদালতে, গির্জ্জায়, পুস্তকে ঐ ভাষা চলিত। কিন্তু ইংলণ্ডের লক্ষ লক্ষ লোক তাহা বুঝে না। তাহাদের মধ্যে পুরুষানুক্রমে বাস করিয়া এবং ক্রমে ফ্রান্সের সহিত সম্বন্ধ হারাইয়া ইংলণ্ডীয় নর্ম্মাণদের ভাষা এমন বিকৃত হইয়া গেল যে, তাহা শুনিলে ফরাশীরা হাসিত। সে ভাষায় ভাল বই লেখা বন্ধ হইল। তিন শত বৎসর পরে এই অস্বাভাবিক চেষ্টা ছাড়িয়া নর্ম্মাণেরা স্বীকার করিলেন; "আমরা ইংলণ্ডবাসী, সুতরাং নর্ম্মাণবংশজ হইলেও ইংরাজ, আমরা ইংরাজীভাষা ব্যবহার করিব।" সেই দিন ইংলণ্ডে

আশ্চর্য্য সাহিত্যের অভ্যুদয় হইল। ইংরাজী কবিতার প্রভাতনক্ষত্র মহাকবি চসার রাজসভায় দেখা দিলেন; তাঁহার ভাষা সামান্য একটু আধটু বদলাইয়া আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে।

এ যে শুধু ইংলণ্ডে হইয়াছে, তাহা নয়। আরবেরা নাহাবন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে (৬৪৪ খৃঃ) পারস্যদেশ জয় করিয়া তথায় মহম্মদীয় ধর্ম্ম ও আরবী ভাষা প্রতিষ্ঠা করিলেন। কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পারস্যের পণ্ডিতেরা রাজকর্ম্মচারীরা, কষ্টে সৃষ্টে আরবীভাষায় গ্রন্থ ও দলিল লিখিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই সংগ্রামের ফল হইল যে, পারস্যে লিখিত আরবী গ্রন্থগুলির তেমন মূল্য নাই, এবং পারসী প্রজাদের মধ্যে জ্ঞানবিস্তার ও সাহিত্যচর্চ্চা বন্ধ। তখন ফির্দ্দৌসী দেখা দিলেন; তিনি দেশী ভাষায় তাঁহার অমর কাব্য লিখিয়া লক্ষ লক্ষ লোকের মন চুরী করিলেন; তখন হইতে ফারসী ভাষাই পারস্যের সাহিত্যের ভাষা হইল এবং আজ পর্য্যন্তও তাহাই রহিয়াছে।

আবার, একদিকে যেমন পারস্যে ফারসী ভাষার জয়, অন্যদিকে ঠিক সেই কারণেই তুরস্কে তাহার পরাজয়। ফারসীভাষা মুসলমান জগতে ভদ্রভাষা বলিয়া গণ্য, তাই প্রথমে তুর্কী কবিগণ ফারসী পদ্য লেখেন, কিন্তু তাহাতে ঠিক মনের কথা মনের মত ভাবে প্রকাশ পায় না। শেষে তাঁহারা ফারসী ছাড়িয়া তুর্কীভাষাতেই পদ্য লেখেন এবং তাহা বেশ সরস ও সজীব হইয়াছে।

অন্যান্য দেশের ইতিহাস এই সাক্ষ্য দিতেছে। এখন দেখা যাক, ভারতে কি ঘটিয়াছে। মুসলমানেরা উত্তর-ভারত জয় করিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করিলে পর প্রথমে তাঁহাদের ইতিহাসগুলি আরবীতে লেখা হইত। কিন্তু একশত বৎসর যাইতে না যাইতেই দেখা গেল যে, সে ভাষা পণ্ডিত ভিন্ন আর কেহ বুঝে না এবং ভারতীয় পণ্ডিতগণকেও বিশুদ্ধভাবে লিখিতে বেগ পাইতে হয়। তখন ফারসীতে বই লেখা আরম্ভ হইল এবং আগের আরবী বইগুলি ফারসীতে অনুবাদ করা হইল। এইরূপে চারিশত বৎসর কাটিয়া গেল, তখন ফারসীও ভারতীয় মুসলমানদের নিকট বিদেশীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইল। মোগল বাদশাহেরা তিনপুরুষ ভারতে থাকিতে না থাকিতেই এমন পাকা ভারতবাসী হইয়া উঠিলেন যে, পৈতৃক চাঘ্‌তাই তুর্কীভাষা ত্যাগ করিয়া ভারতীয় উর্দ্দুতে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ছেলেরা পরস্পরকে ডাকিতে হইলে আরবী 'আখ' বা ফারসী 'বেরাদর' না বলিয়া হিন্দী 'ভাই ও দাদা' বলিত। এইরূপে আওরাংজীবের কুমার অবস্থায় লিখিত ফারসী চিঠিতে 'ভাই মুরাদ বখ্‌শ্‌' 'দাদা ভাই' অর্থাৎ অগ্রজ দারাশুকোঃ এইরূপ ভারতীয় শব্দ পাওয়া যায়। এদেশী অনেক নাম তাঁহাদের পরিবারে প্রবেশ করিল, যেমন 'পুঁটী বেগম্', 'মতি বিবি'। শাহজাহান উর্দ্দুতে অতি সুন্দর গান রচনা করিতেন ও গাহিতেন, এ কথা পাদিশাহনামাতে লেখা আছে। আপনারা জানেন যে, যাহা প্রাণের ভাষা, তাহাই গানের ভাষা। আমরা জোর করিয়া বিদেশী ভাষায় গদ্য এবং কোন কোন শ্রেণীর পদ্যও রচনা করিতে পারি, কিন্তু নিজের ভাষায় গান না গাহিলে প্রাণের পিপাসা মিটে না, মনের তৃপ্তি হয় না। সুতরাং শাহজাহানের

সময়েই যে উর্দ্দু বাদশাহদের পর্য্যন্ত ঘরের ভাষা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। আবার মাসির্ ই-আলমগিরি নামক ইতিহাসে পড়া যায় যে একজন বাঙ্গালী মুসলমান দাক্ষিণাত্যে গিয়া আওরাংজীবের শিষ্য হইতে চায়; কিন্তু বাদশাহ অস্বীকার করিয়া একটি হিন্দী পদ্য আওড়ান। ইহাতেই বুঝা যায় যে তাঁহার স্বাভাবিক ভাষা ফারসী ছিল না। আর আওরাংজীবের মৃত্যুর কিছুদিন পরে ত কাগজ পত্র ইতিহাস পদ্য, সমস্তই উর্দ্দুতে লেখা হইতে লাগিল।

যখন দিল্লীর বাদশাহগণ তুর্কী ও ফারসী ছাড়িয়া উর্দ্দু ব্যবহার করায় তাঁহাদের খান্দান বা ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, তখন বঙ্গের মুসলমানগণ উর্দ্দু ছাড়িয়া বাঙ্গলা বলিলে যে তাঁহাদের বংশমর্য্যাদা বা মুসলমানত্ব কেন কমিয়া যাইবে, তাহার সন্তোষজনক কারণ পর্য্যন্ত পাই নাই। যে কারণে বাবরের উত্তরাধিকারিগণ একশত বৎসরের মধ্যে ভারতীয় ভাষা উর্দ্দু অবলম্বন করেন, সেই কারণেই বঙ্গীয় মুসলমানগণের বাঙ্গলা ভাষা অবলম্বন করা অনিবার্য্য —ইহাই ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে, ইহাই প্রকৃতির নিয়ম। এ প্রদেশটা পূর্ব্ববঙ্গ বলিয়া যে এখানে প্রকৃতির নিয়মের ব্যতিক্রম হইবে, এরূপ আশা করিবার কোন কারণ নাই।

এখন দেখা যাক এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতারা কি লাভ করিতেছেন। বাঙ্গালীর পক্ষে জোর করিয়া বাঙ্গলা সাধুভাষা ছাড়ার (১) প্রথম ফল তাঁহাদের ছেলেদের শিক্ষার বিভ্রাট। এ বিষয়ে বিজ্ঞ সুলেখক স্কুল্ ইন্স্পেক্টর্ শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের মত আপনারা জানেন। তিনি অতি পরিষ্কার করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, বাঙ্গালী মুসলমানের ছেলেদের উর্দ্দুর মধ্য দিয়া উচ্চ শিক্ষা দিতে চেষ্টা করায় তাহাদিগকে পাঁচটি ভাষা শিখিতে বাধ্য করা হয়, অথচ হিন্দুর ছেলেদের শুধু তিনটি ভাষা শিখিলেই সংসার ও ধর্ম্মের সব কাজ চলিয়া যায়; সুতরাং জীবন সংগ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এই প্রকাণ্ড ভাষার বোঝায় নত হইয়া মুসলমান বালকেরা পিছু পড়িয়া রহিতেছে।

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা হইতে বি এ পর্য্যন্ত প্রতি পরীক্ষায় একটা মাতৃভাষায় রচনা লিখিতে হয়। বাঙ্গলা সাহিত্যকে তাচ্ছিল্য করায় অনেক বাঙ্গালী মুসলমান যুবক না বাঙ্গলা না উর্দ্দু রচনা করিতে পারে। তাহারা উর্দ্দু সাধু ভাষা শেখে নাই, অথচ বাঙ্গালা চর্চ্চা করিতেও যেন লজ্জা পায়। ইহার এই হাস্যজনক ফল হইয়াছে যে, এরূপ দুর্দ্দশাপন্ন কয়েকটি ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে দরখাস্ত করিয়া নিজেদের "ইংলিশ্ ভার্ণাকুলার" মঞ্জুর করিয়া লইয়াছে, অর্থাৎ তাহাদের কোন মাতৃভাষা নাই, ইংরাজীতে একটা অতিরিক্ত প্রবন্ধ লিখিতে হইবে। আচ্ছা এরূপ করিয়া তাহারা না হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ হইল; কিন্তু জগতের পরীক্ষাগারে, কর্ম্মের পরীক্ষাগারে যে প্রত্যহ মাতৃভাষার আবশ্যক হয়, সেখানে ইহাদের কি গতি হইবে?

(২) পারত্রিক ক্ষতিও কম হইতেছে না। বাঙ্গালী মুসলমানদের মধ্যে প্রায় কেহই গভীর ভাবে আর্বী বুঝেন না। কোরাণ ও হদিস্ উর্দ্দুতে অনুবাদ করিয়া উর্দ্দু তফ্সির বা ব্যাখ্যার সাহায্যে তাঁহাদিগকে পড়ান হয়। ইহার ফল এই হয় যে ধর্ম্মপুস্তক অপরিচিত

ভাষায় থাকিয়া যায়, সহজে হৃদয়ঙ্গম হয় না, তাহা পড়িতে পরিশ্রম লাগে। অথচ এই সব আরবী গ্রন্থের যে বাঙ্গলা অনুবাদ হইয়াছে, তাহা যদি মুল্লাগণ ঘৃণার চক্ষে না দেখিতেন, তবে লক্ষ লক্ষ মুসলমান সহজ সুপাঠ্য মাতৃভাষার ধর্ম্ম পুস্তকে দিন রাত্রি ডুবিয়া থাকিয়া ভক্ত হইবার অবসর পাইত। মধ্যযুগে ইউরোপেও ঠিক এই মত বিভ্রাট ঘটে। আদি বাইবেলখানা হিব্রু ও গ্রীক হইতে লাটিনে অনুবাদ করিয়া তাহাই গির্জ্জায় পড়া হইত, লাটিন ভাষায় পূজা, প্রার্থনা স্তোত্র গান হইত। পুরোহিতেরাই সব সময় তাহার ঠিক মানে বুঝিতেন না, সাধারণ লোকের ত কথাই নাই। অথচ ক্যাথলিক ধর্ম্মযাজকগণ ভাবিতেন যে ল্যাটিন পবিত্র ভাষা, ধর্ম্মগ্রন্থ বা স্তোত্র প্রচলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া পাঠ করাইলে ধর্ম্মের অপমান করা হইবে। ইহার ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী তোতা পাখীর মত লাটিন ভজন শুনিত, লাটিন স্তোত্র আওড়াইত, এক কথাও বুঝিত না, তাহাদের ধর্ম্ম অন্তরে ঢুকিত না। বাঙ্গালী মুসলমানদের নিকট উর্দ্দুতে কোরাণ ব্যাখ্যা এবং ধর্ম্ম বিষয়ে বক্তৃতা করায় ঠিক এই ফল হইতেছে। তারপর ষোড়শ শতাব্দীতে লুথার উঠিয়া ধর্ম্ম সংস্কার করিলেন, দেশে শুধু দেশীয় ভাষায় বাইবেল পাঠ, স্তোত্র গান ও পূজা সম্পন্ন হইতে লাগিল, তখন ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্ম প্রাণময়, অকপট, বিশ্বাসের বস্তু হইয়া দাঁড়াইল। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃগণ! ইতিহাসের এই দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা লাভ করুন, সজাগ হউন। আপনাদেরই প্রেরিত পুরুষ বলিয়াছেন—"নমাজের সময় পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরানতে ধর্ম্ম হয় না; প্রকৃত ধর্ম্ম হয় ঈশ্বরের শেষ বিচারের দিনে, ধর্ম্মগ্রন্থে, ও প্রেরিত পুরুষগণে বিশ্বাস করাতে।" (কোরাণ ২য় অধ্যায়, ১৭৭ শ্লোক) আপনাদের প্রধান ভাষ্যকার ঘজ্জালী লিখিয়াছেন— "হৃদয়কে ঈশ্বরের দিকে নোয়াইয়া আনাই নমাজের মূল উদ্দেশ্য নমাজের অন্তরাত্মা।" আমরা যেমন সংস্কৃতে বলি "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ"। ভাল করিয়া না বুঝিয়া আরবী বা উর্দ্দু আয়াৎ আওড়াইলে তাহাতেই প্রকৃত ধর্ম্ম হইবে, এবং তাহা বাঙ্গলা স্তোত্র অপেক্ষা বেশী সফল হইবে, এ ভ্রান্ত বিশ্বাস ত্যাগ করুন। কারণ, এই ভ্রান্তির ফল বড় বিষময়, একেবারে নরক; এই জন্য কোরাণে আছে—

"কপটবিশ্বাসী নরনারীরা ঈশ্বরকে ভুলিয়াছে, এজন্য তিনিও তাহাদিগকে ভুলিয়াছেন। তাহাদের প্রতি তিনি নরকের আগুনে বাস করার দণ্ড দিয়াছেন।" (কোরাণ, ৯ অধ্যায়, ৬৮-৬৯ শ্লোক)।

ফলতঃ ধর্ম্মের সঙ্গে ভাষার কোন সম্বন্ধ নাই। ধর্ম্ম প্রাদেশিক বা কোন বিশেষ ভাষায় লিখিত পুথিতে আবদ্ধ এমন সংস্কারকে মনে স্থান দিয়া পবিত্র ধর্ম্মকে হীন করিবেন না। সংকীর্ণ করিবেন না। ধর্ম্ম সার্ব্বজনিক, ধর্ম্ম সনাতন, ধর্ম্ম হৃদয়ের ভাষায় হৃদয়েশ্বরের সঙ্গে কথা বলে।

(৩) তার পর, যদি বা আপনারা অনেক চেষ্টায় উর্দ্দু অভ্যাস করিলেন, কিন্তু আপনাদের সমাজের অর্দ্ধাঙ্গের কি গতি হইবে? একেইত মেয়েদের লেখা পড়া করিবার সময় কম,

তাহাতে আবার তাঁহারা অন্তঃপুরের মধ্যে শুধু বাঙ্গলাভাষী দাসদাসী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ পান। এরূপ অবস্থায় কি তাঁহাদিগকে বই পড়া ও প্রবন্ধ লেখার মত উচ্চ উর্দ্দু শেখান সম্ভবপর? তাঁহাদের পক্ষে বাঙ্গলা বর্জ্জনের আজ্ঞা জ্ঞান বর্জ্জনের দণ্ডাজ্ঞা হইবে। অথচ দেশীয় ভাষায় সাহিত্যের চর্চ্চা করিলে তাঁহারা অতি উৎকৃষ্ট মধুর বিচিত্র গ্রন্থ পাঠ করিয়া নানাবিধ জ্ঞান লাভ করিবেন। তাঁহাদিগকে প্রয়াস করিয়া পড়াইতে হইবে না। বঙ্গ সাহিত্যের আকর্ষণে তাঁহারা 'নূতন বই দাও, নূতন বই দাও' বলিয়া আপনা-দিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন; স্থানীয় সাধারণ পুস্তকালয়ের ভাণ্ডার শীঘ্র শেষ করিয়া ফেলিবেন। আপনারা না হয় যেন উচ্চ অঙ্গের উর্দ্দু সাহিত্য পড়িলেন, কিন্তু আপনাদের সহধর্ম্মিনীদের সঙ্গে তাহার আলোচনা করিতে পারিলেন না, তাঁহারা আপনাদের মনের এক প্রকোষ্ঠ হইতে একেবারে বাহিরে রহিলেন, ইহার চেয়ে বেশী দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? প্রাচীন আরবদেশে রমণী ভ্রমণে স্বামীর সহচরী ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া পতিপুত্রভ্রাতাকে বীরগীতি বা উচ্চবাক্যে উৎসাহিত করিতেন। আর বাঙ্গলায় সেই ধর্ম্মের লোকেরা কি স্ত্রীলোকদিগকে জ্ঞান হইতে বঞ্চিত করিয়া দাসীর দলে ফেলিয়া রাখিবে? সুখের বিষয়, চিন্তাশীল মুসলমানগণ স্ত্রীশিক্ষার সহজ পথটি ধরিয়াছেন; তাঁহাদের গৃহিণীগণ বাঙ্গলা সাহিত্য চর্চ্চা করিতেছেন। আমার সমপাঠী একজন রাজসাহীর মুসলমান ভদ্রলোকের পত্নী (বরিশালের মেয়ে) বেশ সুন্দর বাঙ্গলা রচনাপূর্ণ একখানি পাঠ্যপুস্তক লিখিয়াছেন।

(৪) বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্র লোকদের উর্দ্দু ব্যবহারের চেষ্টার ফল দেখিয়া অনেক সময় হাসির চেয়ে কান্না বেশী পায়। উঃ কি অযথা সময় ও পরিশ্রম নষ্ট! কি বিফলতা! প্রকৃতি-দেবী তাঁহাদিগকে সফল হইতে দিতেছেন না। এই দেখুন বিশুদ্ধ উর্দ্দুর কেন্দ্র লক্ষ্ণৌ সহর হইতে তাঁহারা কতদূরে বাস করিতেছেন। লক্ষ্ণৌবাসীদের সঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গের পৌনে দু কোটি মুসলমানদের মধ্যে ক'জনের দেখা সাক্ষাৎ হয়? অথচ সাধু বাঙ্গলার উৎস তাঁহাদের দ্বারের কাছে বহিতেছে; তাঁহারা গ্রামে গ্রামে, পাড়ায় পাড়ায় বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শুনিবার বলিবার পড়িবার সুবিধা পাইতেছেন; শুধু ইচ্ছা করিলেই হইল। বঙ্গভাষা নিশ্বাসের বায়ুর সঙ্গে পানীয় জলের সঙ্গে তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, তবে কেন তাহা দূরে রাখার জন্য বৃথা চেষ্টা?

*** আরাজেলার একজন মৌলবী এবং চাটগেঁয়ে আর এক মৌলবী বিহারের কোন স্কুলে কাজ করিতেন। প্রথম জন লক্ষ্ণৌয়ে পড়িয়াছিলেন; তিনি একদিন আমার সঙ্গে কথায় কথায় বলিলেন যে, তাঁহার চাটগেঁয়ে বন্ধু একদিন তাঁহার সঙ্গে বাঁকিপুরে দেখা করিতে আসিয়া বলেন "আপ্‌কা মোকান হাম্ কেৎনা ধোঁড়া।" এই কথা গুলি বিকৃতস্বরে উচ্চারণ করিয়া তিনি চাটগাঁয়ের উর্দ্দু উচ্চারণ ও ব্যকরণের উপহাস করিলেন। তাহাতে আমার মনে কষ্ট হইল, কারণ চাচগেঁয়ে মৌলবীও আমার স্বদেশী। কিন্তু কি উত্তর দিব?**

আবার একটি প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ের ফারসী হস্তলিপির বর্ণনা ও তালিকা করিবার জন্য

একজন শিক্ষিত মুসলমান যুবককে পাঠান হয়। তিনি আমার সঙ্গে প্রথমে ইংরাজীতে কথাবার্ত্তা কহিতেন; আমি ভাবিলাম যে তিনি বুঝি পশ্চিমে। পরে একদিন তাঁহার কতকগুলি লেখা কাগজ আমার নিকট আসে, তাহাতে দু' তিন জায়গায় 'আলিখ' (যাহার মানে 'ইত্যাদি') এই আরবী শব্দটি লেখা ছিল। আপনারা জানেন যে আরবী ও ফারসী হস্তাক্ষরের গতি বামের দিকে; সুতরাং ঐ শব্দটি লিখিতে বামে 'খ', মধ্যে 'লি' এবং দক্ষিণে 'আ' বসিবে। আমি কাগজগুলি পড়িয়া দেখি যে কয়েক স্থানে মৌলবী 'আলিখ' কথার ঠিক ফারসীর উল্টো অর্থাৎ বাঙ্গলার অনুযায়ী বর্ণবিন্যাস করিয়াছেন। এটা অবশ্য লেখকের তাড়াতাড়ির ভুল। কিন্তু আমি ইহাতেই টের পাইলাম যে, তিনি বাঙ্গালী এবং তারপর আমরা বাঙ্গলায় কথা কহিয়াছি।

যদি শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের উর্দ্দুর এই দশা, তবে সাধারণ লোকে আর কত ভাল উর্দ্দু শিখিবে? কারণ, মনে রাখিবেন যে, আমরা রেলের মুটেকে বা পশ্চিমে কোচোয়ান্‌কে বুঝাইবার জন্য যেমন হিন্দী বলি, শুধু সেই ধরণের কথা শিখিলে ভাষা শিক্ষা হয় না, সাহিত্য-চর্চ্চা সম্ভবে না। সাহিত্যে সূক্ষ্ম কোমল বিচিত্র ভাবগুলি প্রকাশ করিবার জন্য অনেক কথার আবশ্যক, যথাস্থানে ঠিক কথাটি দিতে হইবে, নহিলে কাব্যের যাদুমন্ত্র নষ্ট হইল, কাব্য আর কাব্য রহিল না, দোকানের খাতাপত্রে পরিণত হইল; তাহার রস ও শিক্ষাশক্তি এক সঙ্গে লোপ পাইল। সাহিত্যের উপযোগী উর্দ্দু খুব কম বাঙ্গালী মুসলমানই শিখিয়াছেন এবং আরও কম লোকে লিখিতে পারেন। ঠিক এই কারণে ভারতীয় ফারসী পদ্যসাহিত্য নির্জীব অসার পরদেশী গাছের মত শুকাইয়া গিয়াছে। সহস্রাধিক ভারতবাসী ফারসী পদ্য লিখিয়া থাকিবেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেবল দু'জনের নাম কিছু বিখ্যাত হইয়াছে,—আমির খসরু এবং ফৈজি এবং এ দু'জনও পারস্যের তৃতীয় শ্রেণীর কবিদের মধ্যে আসন পান। সেই মত কোন বাঙ্গালী মুসলমান মূল্যবান উর্দ্দু গ্রন্থ রচনা করেন নাই।

ফলতঃ বাঙ্গলা হ'চ্ছে সব বাঙ্গালীর স্বাভাবিক ভাষা, বাঙ্গলা না বলিতে পারিলে আমাদের প্রাণের সুখ হয় না। রোহিলখণ্ডের রাজধানীতে একজন ঢাকার মুসলমান যুবক আরবী পড়িতে গিয়াছিল। নগরের পথে বেড়াইতে বেড়াইতে সে একদিন তথাকার এক মাত্র বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বিদ্যুতের এঞ্জিনিয়ার দেবেন বাবুকে দেখিয়া বলে "আপনার সঙ্গে একটু বাঙ্গলা কথা কয়ে বাঁচি!" আবার, কলিকাতা হইতে একজন বাঙ্গালী মুসলমান শিক্ষক পাটনার ট্রেনিং কলেজে উর্দ্দুতে শিক্ষা প্রণালী শিখিতে যান এবং সেখানের ছাত্রাবাসে থাকিয়া উর্দ্দু বলেন, অথচ পথে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় বাঙ্গলায় আলাপ আরম্ভ না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গলাই বাঙ্গালী মুসলমানদের ঘরের ভাষা, প্রাণের ভাষা, তবে তাহাকে সাহিত্যের ভাষা করিতে আপত্তি কেন, লজ্জা কেন?

(৫) সাধু বাঙ্গলার চর্চ্চা না করায়, বঙ্গসাহিত্যে যোগ না দেওয়ায়, মুসলমান সমাজের আর একটি মহা অনিষ্ট হইতেছে, তাহা উর্দ্দুর মরীচিকা ধরিতে গিয়া তাঁহাদের নেতারা একবারও ভাবেন না। বাঙ্গলা ভাষা বৰ্দ্ধিষ্ঠ, বাঙ্গলা সাহিত্যের ভাণ্ডার বিচিত্র দেশী বিদেশী রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ, নবভাবে অনুপ্রাণিত। এমন সাহিত্য ভারতের আর কোন অংশে এবং জাপান ভিন্ন এসিয়ার আর কোন দেশে নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যের প্রভাব ও দৃষ্টান্ত বাঙ্গলা হইতে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িয়া পঞ্জাব, গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং দ্রাবিড় পর্য্যন্ত প্লাবিত করিতেছে। বাঙ্গলার মহাগ্রন্থগুলি, এমন কি বাঙ্গলা মাসিক পত্রিকার অনেক প্রবন্ধ ঐ সব প্রদেশের ভাষায় দ্রুত অনুবাদ হইতেছে। বঙ্কিম রমেশ এর মধ্যেই শেষ করিয়া মারাঠা অনুবাদকেরা দামোদর ও হরপ্রসাদকে ধরিয়াছেন। মুসলমান ভ্রাতৃগণ! আপনাদের ধৰ্ম্ম যাহাই হউক না কেন, আপনাদের পূৰ্ব্বপুরুষগণ যে দেশ হইতেই আসিয়া থাকুন না কেন, এখন আপনারা বাঙ্গালী হইয়াছেন। আপনাদের পক্ষে এহেন বাঙ্গলা ভাষা ত্যাগ করিয়া উর্দ্দু ধরিবার চেষ্টা যেন নিজের সোণার বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া পরের কুড়ে ঘরের এক কোণে অতিথির মত, পরদেশীর মত থাকিবার একটু স্থান ভিক্ষা করা।

কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি উর্দ্দু সাহিত্যকে হেয় জ্ঞান করি। ইহাতে ভদ্রতা প্রাচ্যসভ্যতা যথেষ্ট প্রতিভাত হইয়াছে। কিন্তু ইহার আদর্শ অতি পুরাতন, বহুশতাব্দী পূর্ব্বের ফারসী কবিগণ। উর্দ্দু পদ্যে সেই মোহমুদ্গর ও শান্তি শতকের ভাব, সেই মধ্যযুগের অবসাদ, নিরাশা, অশ্রু রহিয়াছে। জগৎ অসার, জীবন ক্ষণভঙ্গুর।

'রাজা, রাজমন্ত্রিলীলা, বলবীর্য্য স্রোতঃশীলা,
সকলি [ই] ক্ষণস্থায়ী দেখিতে কেবলি'।

প্রকৃত জ্ঞানীই উদাসীন—এই ভাব ব্যক্ত হয়।

ইউরোপে যে নবভাব ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবাহিত হইয়াছে, যাহাতে নব নব ক্ষেত্রে নবতেজে উদ্দীপ্ত হইয়া ইউরোপীয়গণ আজ জগতের আকৃতি ফিরাইয়া দিতেছে, সেই ভাবের স্রোত শুধু বঙ্গসাহিত্যেই প্রবেশ করিয়াছে। ইউরোপে যাহা গেটে শিখাইয়াছেন, এসিয়াখণ্ডের ভাগ্যবান্ বঙ্গদেশ তাহা রবীন্দ্রনাথের নিকট লাভ করিতেছেন। নবীন অগ্রসর জাতির মধ্যে গণ্য হইতে হইলে পুরাতনের জড়তা, যুগযুগান্তরব্যাপী নিদ্রার অলসতা, উদাসীন-ভাব ও নৈরাশ্য ত্যাগ করিতে হইবে। এই সব নবযুগের সৈনিকগণের জীবন সংগ্রামে সামরিক গীত শুধু বাঙ্গলা হইতেই আসিতে পারে। উর্দ্দুতে সবে দুই এক বৎসর হইল কয়েকজন লেখক এই নবীন তন্ত্র শিখাইতেছেন, তাহাও গদ্যে। বাঙ্গালী মুসলমানগণ বাঙ্গলা ভাষা ছাড়িলে এই বৰ্দ্ধনশীল নবতেজে তেজীয়ান বাঙ্গলা সাহিত্যের সম্পর্কও হারাইবেন,—পিছু পড়িয়া থাকিবেন। অথচ জগৎ, সভ্যসমাজ অবিরাম গতিতে অগ্রসর হইবে, তাঁহাদের জন্য থামিয়া থাকিবে না, দেরি করিবে না। মুসলমান ভ্রাতৃগণ আমাদের ঘরের মধ্যে অর্দ্ধেকেরও

অধিক; তাঁহারা ক্রমে হীনতর প্রাচীনতর হইয়া যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া কোন স্বদেশ-হিতৈষী নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারেন?

অতএব বাঙ্গালী মুসলমানদিগকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহারা ইতিহাস হইতে শিক্ষা লাভ করুন, প্রকৃতির বিরুদ্ধে বৃথা সংগ্রাম ছাড়িয়া দিন, ইচ্ছা করিয়া জীবনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পিছু পড়িয়া থাকিবেন না! জগতের উন্নতির প্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, তাহার মধ্যে ভাসুন; বঙ্গ-সাহিত্যের সাহায্যে জ্ঞান বিস্তার করিয়া নব্যভাব গ্রহণ করিয়া উন্নতিশীল জাতির মধ্যে গণ্য হউন। এই গৌড়ে হুসেন শাহের সভায় কত বাঙ্গালী কবি পালিত হইয়াছিলেন; একদিন এই গৌড় নগরী কি হিন্দু কি মুসলমান সব বাঙ্গালীর সভ্যতার কেন্দ্র, মিলনের ক্ষেত্র ছিল। কিন্তু এ যুগে সাহিত্য প্রজাতন্ত্র, রাজার কাজ সম্মিলনকে করিতে হয়। তাই আজ এই প্রজাতন্ত্রের ফোরাম্ বা সভাপ্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া বাঙ্গালী মুসলমান ভ্রাতাদের জন্য আমি নবযুগের 'আজান্' পাঠ করিতেছি—"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—" আমাদের সঙ্গে আসুন, বঙ্গসাহিত্যকে নিজের জিনিষ করিয়া তুলুন, স্রোতে যোগ দিন, সংকীর্ণতা নির্জীবতা আবিলতা আপনা হইতেই দূর হইবে—আপনারা আবার সমবেত জাতীয় জীবনের অংশী হইয়া উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে, কীর্ত্তির হিমাদ্রি শিখরে আরোহণ করিতে পারিবেন।"

এখন সম্প্রদায় বিশেষকে ছাড়িয়া সমগ্র সাহিত্যিক মণ্ডলীর নিকট একটি নিবেদন করিব। এই সব সভা সম্মিলন শুধু সমালোচনার কার্য্য, পথপ্রদর্শনের কার্য্য করিতে পারে, সৃজনের কার্য্য নহে। যাহা একান্ত মৌলিক, যাহা সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর সাহিত্য, তাহা শুধু প্রতিভা হইতে জন্মিতে পারে, চেষ্টা হইতে নহে। আর প্রতিভার অশ্ব কোন শিক্ষকের কোন সমালোচকের বল্‌গা মানে না। কিন্তু যাহা চেষ্টার সাধ্য, এমন অনেক কাজ আমাদের বাকী আছে। সম্মিলন তাহাই করিবেন। বাঙ্গলা সাহিত্য একটি বর্দ্ধিষ্ণু চঞ্চল দুরন্ত বালক; দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে; যাহা পায় তাই মুখে দেয় কিম্বা নিজের অধিকারে আনিবার চেষ্টা করে। এই শিশুকে বিচার শিক্ষা দেওয়া, সংযম শিক্ষা দেওয়া, পথ দেখান আমাদের পরিষদের কর্ত্তব্য। জ্ঞানের ক্ষেত্র বড় বৃহৎ—পৃথিবীতে কোন জিনিষ এত বড় নয় বা এত ক্ষুদ্র নয়, যে তাহা অনুসন্ধান ও চর্চ্চার বাহিরে পড়ে। নবযুগের ভাব ও জ্ঞান দিন দিন অধিক বিচিত্র হইতেছে। সুতরাং প্রত্যেক লেখককে নিজের বিশেষ বিষয় বাছিয়া লইতে হইবে; সার্ব্বভৌমের দিন আর নাই। এই সব লেখককে উপদেশ দেওয়া, পথ দেখাইয়া দেওয়া, তাঁহাদের ব্যক্তিগত কার্য্যের পর্য্যবেক্ষণ করা সম্মিলনে মিলিত পণ্ডিত মণ্ডলীর কর্ত্তব্য। তবেই পরিশ্রম সফল হইবে, সময় ও চেষ্টা বৃথা নষ্ট হইবে না। পরিষদ ও সম্মিলনের কার্য্যই এই যে, জ্ঞানের ক্ষেত্র বিভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের জন্য উপযুক্ত লেখক নির্দ্দেশ করা, তাঁহাদের খাটাইয়া লওয়া এবং ব্যক্তিগত চেষ্টার সমবায় করিয়া বিপুল ব্যাপার সম্পূর্ণ করা।

দ্বিতীয়তঃ এটি উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সম্মিলন, সুতরাং এই প্রদেশের বিশেষ তত্ত্ব উদ্ধার না করিতে পারিলে ইহার নাম সার্থক হইবে না। স্থানীয় লোকের দ্বারাই স্থানীয় ইতিহাস, ভাষা, ধর্ম্ম, প্রথা, লোকতত্ত্ব, প্রাচীনকীর্ত্তি প্রভৃতির সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান সম্ভব ও সহজসাধ্য। এরূপ কার্য্যে উপযুক্ত স্থানীয় লেখক নিযুক্ত করিতে এবং তাঁহাদের উৎসাহ দিতে প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মিলনই ভালরূপে পারেন।

উত্তরবঙ্গের খুঁজিবার ভাবিবার লিখিবার অনেক জিনিষ আছে। ইতিহাসের পাঠকেরা জানেন যে, উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়া দুইটি পুরাতন পথ আছে, যাহা ধরিয়া শতাব্দীর পর শতাব্দী জনস্রোত, সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। একটি গঙ্গা। প্রথমেই এই নদী সাহায্যে আর্য্য সভ্যতা, ধর্ম্ম, ভাষা বঙ্গে প্রবেশ করে, এই পথ বহিয়াই যুগে যুগে নব শিক্ষক, নব প্রচারক, নব বিজেতা, উপনিবেশ স্থাপন কর্ত্তা বঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আর একপথ মুসলমান সময়ের। মুর্শিদাবাদের উত্তর এবং রাজমহলের দক্ষিণ সূতী হইতে আরম্ভ করিয়া ঘোড়াঘাটের ভিতর দিয়া ব্রহ্মপুত্রের ধারে চিলমারি এবং রাঙ্গামাটি এমন কি মোঘল রাজ্য ও আসামের সীমা করৈবাড়ী পর্য্যন্ত আর একটি পথ। ঢাকার দিক্ হইতে হাজরাহাটী হইয়া এ পথ ধরা যাইত। এই দুই পথ দিয়া মানবের অতি বিশাল অতি বিরামহীন গতি চলিয়াছিল। নদীর স্রোত দুই পারে কত কত জিনিষ, লতা, প্রাণী ফেলিয়া দিয়া যায়, তাহা বালুতে চাপা পড়িয়া থাকে, পরে বহু শতাব্দীর পর ভূতত্ত্ববিদেরা আসিয়া বালী খুঁড়িয়া তাহা বাহির করিয়া প্রাচীন কালের বৃক্ষলতা প্রাণীর ইতিহাস উদ্ধার করেন। তেমনি এই দুই রাস্তার জনস্রোত দুধারে অসংখ্য ছোট ছোট জাতিকে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া গিয়াছে। সেখানেই তাহারা স্থির ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। অলঙ্ঘ্য হিমালয় ও দুর্ভেদ্য মণিপুর পর্ব্বতের মিলনে উত্তরবঙ্গে যে কোণ হইয়াছে, তাহাতে অনেক অসভ্য অনেক অনার্য্য অনেক অহিন্দু ও অমুসলমান জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, প্রথা, ভাব ও লোক কাহিনী দক্ষিণ ও পশ্চিম হইতে ক্রমে ঠেলা খাইতে খাইতে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। অতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাস, ভাষার বিচিত্র ক্রমবিকাশের ইতিহাস, ধর্ম্মজগতের স্তরগুলির ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিবার জন্য উত্তরবঙ্গের মত উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র আর নাই। দক্ষ লেখক শ্রম করিলে এখান হইতে মহামূল্য তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারিবেন, বর্ত্তমানের ভিতর দিয়া অতীতের কাহিনী উদ্ধার করিতে পারিবেন। এরূপ সুবিধা পশ্চিম ভারতে মিলে না, সেখানে পরিবর্ত্তন বড়ই বেশী হইয়া গিয়াছে, পুরাতনের চিহ্ন প্রায় লোপ পাইয়াছে।

উত্তরবঙ্গের শিক্ষিত সমাজ, স্থানীয় নিম্ন ও অনার্য্য জাতিদের প্রেতে বিশ্বাস, পূজা-পদ্ধতি, ছড়া ও লোকপ্রচলিত গল্প, আচার ব্যবহার (বিশেষতঃ বিবাহের ও শ্রাদ্ধের প্রথা), মৃত্যুর সম্মুখে দুর্ব্বল ভীত মানবহৃদয়ের ভয় ও ভক্তি মিশ্রিত প্রতিকার বা আবেদনের চেষ্টা, উপভাষার বিশেষত্ব, উপভাষার শব্দগুলির শ্রেণী বিভাগ হইতে সেই সেই জাতির আদি

প্রদেশ ও সভ্যতার ইতিহাস নির্দ্ধারণ, বিদ্যমান প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির ঠিক বর্ণনা ও চিত্র সংগ্রহ,—এই সব কার্য্যে অধ্যবসায়ের সঙ্গে, জ্ঞানের সঙ্গে লাগিয়া যাউন।

আমাদের চিন্তাশীল যুবকবৃন্দের সম্মুখে এর চেয়ে বেশী আবশ্যকীয়, বেশী উপকারী কাজ ধরা যাইতে পারে না। প্রায়ই দেখিতে পাই যে আমাদের অসংখ্য নূতন লেখক একটা দুটা ছোট গল্প বা ছোট কবিতা লিখিয়া মাসিক পত্রিকায় ছাপান এবং মনে করেন যে ইহাতেই সাহিত্যসেবা হইল। কিন্তু যেমন শুধু পান খাইয়াই কেহ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, সেই মত এই সব চুটকি রচনায় সাহিত্যের পুষ্টি হয় না—হয় শুধু লেখকের সময় ও অন্তর্নিহিত প্রতিভার অপচয়।

প্রকৃত সাহিত্য সেবায় অধ্যবসায়ের দরকার, জ্ঞানের দরকার। মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে ছেলেটার সংস্কৃত বা ইংরাজী কোন লেখাপড়াই ভালমত হইল না, সে বাঙ্গলা লেখক বা ততোধিক মারাত্মক সমালোচক হয়। এটা মন্দের ভাল বটে; কিন্তু আমি চাই ভালোর ভাল। প্রতিভার কথা ছাড়িয়া দিন, কারণ তাহাতে বিদ্যার দরকার হয় না। কিন্তু তাহা ভিন্ন সাহিত্যের অপর সমস্ত বিভাগেই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞানের দরকার। যাহার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল না, সেই বাঙ্গলা লেখক হইবার উপযুক্ত, মাতৃভাষার অপমানজনক এই মত আমি কিছুতেই স্বীকার করিব না। না, পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপহার, সব চেয়ে কঠিন সাধনার ফল, শীতকালের নীলপদ্ম আনিয়া মাতৃভাষার পদতলে দিলে তবে তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তি দেখান হয়।

যুবকবৃন্দ! আপনাদের নিকট আমার সানুনয় নিবেদন, কেহ যেন মনে না করেন যে, বাঙ্গলা ভিন্ন অন্য সব সাহিত্যের জ্ঞান অবহেলার জিনিষ, অথবা শুধু বঙ্গভাষার চর্চ্চা দ্বারাই, বঙ্গসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সেবা করা যায়। মনে রাখিবেন, যাহা সর্ব্বোচ্চ সত্য বা প্রাকৃতিক তত্ত্ব, তাহা সনাতন, তাহা বিশ্বজনীন; তাহা বাঙ্গলাতেই থাকুক আর অন্য ভাষাতেই থাকুক, আমরা সমান আদর করিয়া লইব। এই জন্য আমাদের প্রাচীন কবিগণ সংস্কৃত সাহিত্য মন্থন করিয়া সুধা আনিয়া, এবং মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত নব্য কবিগণ বিদেশীয় সাহিত্য ভাণ্ডার লুঠিয়া রত্নরাজি বাছিয়া বঙ্গমাতার অঙ্গে আভরণ দিয়াছেন। প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তি, বঙ্গভাষার প্রত্যেক প্রকৃত সেবক সেই পথ অবলম্বন করুন—শুধু কাব্যে নহে, বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্পকলা প্রভৃতি জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগেই সর্ব্বোচ্চ জ্ঞান, সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা লাভ করাই আদর্শ বলিয়া গণ্য করিবেন।

এই সম্মিলন আমাদের লেখকদিগকে, আমাদের পাঠকদিগকে, আমাদের সকলকেই বঙ্গ সাহিত্যের ভিতর দিয়া সেই উচ্চ আদর্শে লইয়া যাউন, ইহাই আমার প্রার্থনা। যেন আমাদের প্রাদেশিকত্ব, আমাদের জাতিগত ভেদবুদ্ধি, ধর্ম্মগত বিদ্বেষ, আমাদের সংকীর্ণতা ঘুচিয়া যায়, যেন আমরা সকলে অতি বিশুদ্ধ, অতি মহান্, অতি শান্ত, সর্ব্বোচ্চ সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিতে পারি,—যে জগতে দুঃখ নাই, জরা নাই, দৈন্য নাই, ভেদ বুদ্ধি নাই;

আছে শুধু বিশ্বব্যাপী মহান্ শান্তি, মহা সংযম, মহা আনন্দ, মহা শক্তি, বিপুল স্বাধীনতা তাই কবির ভাষায় আমরা প্রার্থনা করি,—

"মোরে, ডাকি ল'য়ে যাও মুক্তদ্বারে—
তোমার বিশ্বের সভাতে,
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে!
উদয়গিরি হ'তে উচ্চে কহ মোরে—
তিমির লয় হ'ল দীপ্তি সাগরে,
স্বার্থ হ'তে জাগ, দৈন্য হ'তে জাগ,
সব জড়তা হ'তে জাগরে,
সতেজ উন্নত শোভাতে!"

শ্রীযদুনাথ সরকার।

পাণ্ড নগরের মুদ্রা।

আমি যে দুইটি অতি প্রাচীন মুদ্রা সর্ব্বপ্রথমে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সভ্যগণের সমীপে প্রদর্শন জন্য প্রেরণ করিয়াছিলাম, তদ্বিবরণ প্রদান করিতেছি। *

এই দুইটি মুদ্রা পাণ্ডুয়ার আদীনা মসজিদের উত্তর-পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে সাঁওতাল কৃষকের হলমুখে হল চালকের দৃষ্টিপথে পড়ে এবং সাঁওতাল কৃষক তাহা গাজোল হাটে বিক্রয় জন্য লইয়া গেলে, পুরাতন মালদহের একজন দোকানদার তাহা খরিদ করে। দোকানদারের নিকট মালদহের "গৌড় দূত" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা মহাশয় সংগ্রহ করিয়া আমাকে দেন, আমি তাহা সাহিত্য-ক্ষেত্রের সুধীগণের নিকট ঐতিহাসিক মূল্য অবধারণ জন্য উপস্থিত করিতেছি।

এই মুদ্রা দুইটি আমার মনে মহামূল্যবান বলিয়া ধারণা হইয়াছে। বঙ্গলিপির বয়স ও প্রাচীনকালের বঙ্গলিপির আকৃতি নির্ণয়ে, এতদঞ্চলের তামস যুগের ক্ষীণ-ঐতিহাসিক আলোক রেখা সম্পাতে, পুণ্ড্র দেশের অবস্থান নির্ণয়ে সন্দেহ বর্দ্ধন বা দূরীকরণ এবং অন্যান্য বহু ঐতিহাসিক তত্ত্বের অবধারণে মুদ্রা দুইটি সহায়তা করিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এমন এক সময় ছিল, যখন বঙ্গলিপি ও বঙ্গভাষার প্রাচীনতা কেহ স্বীকার করিতেন না। স্বর্গীয় রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তন্ত্রশাস্ত্রে লণ্ডনের উল্লেখ দেখিয়া ও তন্ত্রশাস্ত্রে বঙ্গাক্ষরের আকৃতির বর্ণনা পাইয়া, বঙ্গাক্ষরকে অতি আধুনিক সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। কালে বঙ্গলিপির আধুনিকতার প্রবাদও তিরোহিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব মাগধী লিপি প্রভৃতির সহিত বঙ্গলিপি শিক্ষা করিয়াছিলেন, 'ললিত বিস্তার' তাহার প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে।

---

* রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের ষষ্ঠ বার্ষিক তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে এই মুদ্রা প্রদর্শিত এবং প্রবন্ধটি পঠিত হয়। কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য। সম্পাদক
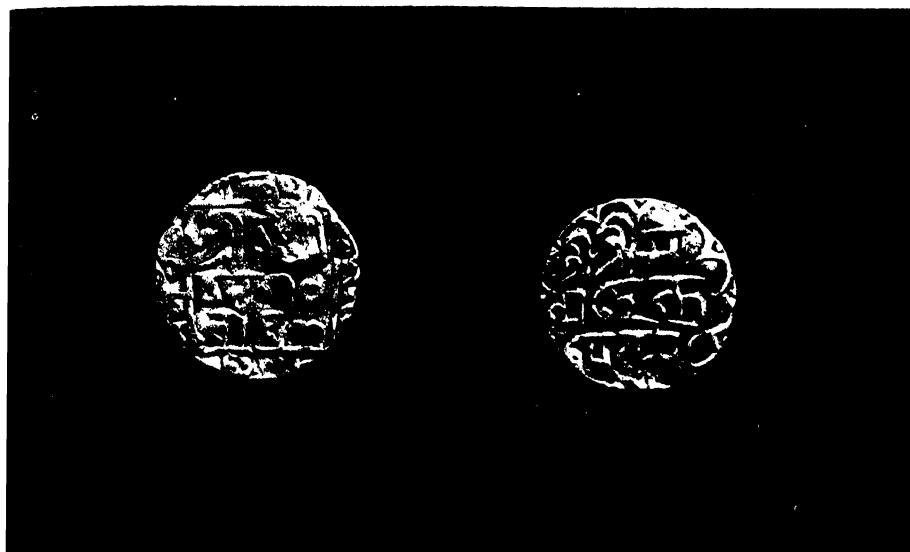
প্রথম পৃষ্ঠ।　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।

৪১ নং চিত্র।

শ্রীমহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত পাণ্ডুনগরের মুদ্রা।
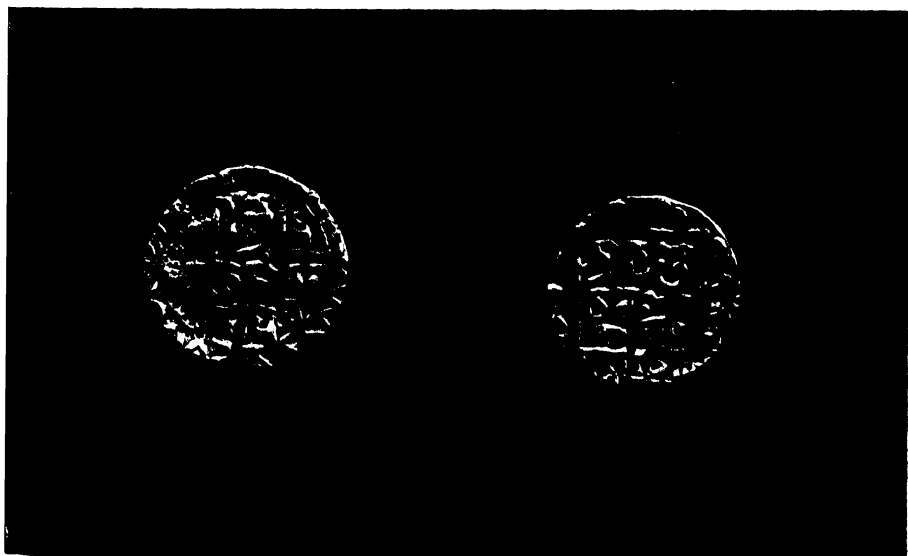
প্রথম পৃষ্ঠ।　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।

৪২ নং চিত্র।

দনুজমর্দ্দনদেব নামাঙ্কিত পাণ্ডুনগরের মুদ্রা।

প্রাচ্যবিদ্যা মহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বাঁকুড়ার সুশুনিয়া পাহাড়ে মহারাজ চন্দ্রবর্ম্মার শিলা লিপিতে বঙ্গাক্ষর পাইয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বঙ্গাক্ষর প্রায় বর্ত্তমান আকারেই ব্যবহৃত হইত; সুতরাং আমি যে দুইটি রজত মুদ্রা আজ সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণের পরিদর্শন জন্য উপস্থিত করিয়াছি, তাহাতে বঙ্গাক্ষর বর্ত্তমান দেখিয়া কেহ বিস্মিত বা চমকিত হইবেন না।

এই রজত মুদ্রাদ্বয়ে রাজার নাম, রাজধানীর নাম, রাজকুলের দেবতার নাম এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় শকাব্দার সংখ্যা দৃষ্ট হয়। এই রজত মুদ্রাদ্বয়ের লিপি বঙ্গাক্ষর।

এই রজত মুদ্রাদ্বয়ের এক পৃষ্ঠে রাজার নাম এবং অপর পৃষ্ঠে রাজকুলের দেবতার নাম আছে। দেবতার নামের চতুর্দ্দিকে রাজধানীর নাম ও শকাব্দা লিখিত আছে।

রজত মুদ্রা দুইটিই গোলাকৃতি ও ছাঁচে ঢালা বলিয়া প্রতীত হয়। * ওজন বা আকার দুইটির একরূপ নহে। মুদ্রা দুইটির একটিতে দনুজমর্দ্দন দেবের এবং অপরটিতে মহেন্দ্রদেবের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়। দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রার ওজন ১৬৭ গ্রেণ এবং পরিধি ৩½ ইঞ্চি এবং মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার ওজন ১৭০ গ্রেণ এবং পরিধি ৩½ ইঞ্চি।

মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার বর্ণমালা বেশ স্পষ্ট আছে, দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রার অক্ষর কিছু অস্পষ্ট।

মুদ্রা দুইটিরই একপার্শ্বে

(১) "শ্রীচণ্ডী
(২) চরণ প
(৩) রায়ণ"

এই কথা কয়েকটি তিন পঙ্‌ক্তিতে একটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যে লিখিত আছে। এই চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের "শ্রীচণ্ডী" শব্দটির উপরিস্থ বৃত্তচাপাকৃতি কোষ্ঠে ক্ষুদ্রাকৃতি মুদ্রাটিতে "পাণ্ড" দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত কোষ্ঠে "নগর" নিম্নে 'শ' এর অংশ ও "কাব্দা" এবং তৎপর একটি সংখ্যা আছে। অপর মুদ্রাটির চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের "রায়ণ" কথাটির নিম্নে 'পা'—এর শেষাংশ ও "ণ্ড", বামপার্শ্বে 'নগর' উপরে অস্পষ্ট ও আংশিক ভাগে 'শকাব্দা' ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সংখ্যা আছে। ক্ষুদ্রাকৃতি মুদ্রাটির অপর পৃষ্ঠে—

(১) "শ্রীশ্রীম
(২) মহেন্দ্র
(৩) দেবস্য"

বিশদভাবে এবং অপর মুদ্রাটির তৎস্থলে

(১) "শ্রীশ্রীদ
(২) নুজ মর্দ্দ
(৩) * । দেব

লিখিত আছে।

---

* নং চিত্র দ্রষ্টব্য।

সুতরাং মুদ্রা দুইটির মধ্যে একটিকে রাজা মহেন্দ্রদেবের এবং অপরটিকে রাজা দনুজমর্দ্দন দেবের বলিয়া প্রতীত হয়।

মহেন্দ্র দেব এবং দনুজমর্দ্দন দেব নামে কোন রাজা এ প্রদেশে রাজত্ব করিতেন, এরূপ জনশ্রুতি এতদঞ্চলে প্রচলিত নাই। কোন ঐতিহাসিকও এ পর্য্যন্ত মহেন্দ্রদেব ও দনুজমর্দ্দন দেবের নাম, শিলালিপি, তাম্রশাসন বা প্রাচীন গ্রন্থ হইতে আবিষ্কার করিয়াছেন, এমত আমি আজ পর্য্যন্ত জানিনা। সুতরাং ইঁহারা কে বা কোন্ বংশীয় তাহার নিরূপণ ভার আমি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধায়িগণের হস্তে অর্পণ করিলাম।

মুদ্রাদ্বয়ে "পাণ্ড নগর" নামক একটি নগরের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই 'পাণ্ড নগর' নিরূপণও সহজ নহে। পাণ্ডুয়ার নিকটে এই মুদ্রাদ্বয় পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং মুদ্রা লিখিত 'পাণ্ড নগর' 'পাণ্ডু নগর' বা 'পাণ্ডুয়া' হইতে পারে। পাণ্ড নগর, পাণ্ডু নগর বা পাণ্ডব নগর হইতে পারে। বাল্যকালে এডুকেশন গেজেটে, সম্ভবতঃ ১৮৭৭ বা ১৮৭৮ সালে পাণ্ডুয়ার বিবরণ মধ্যে দেখিয়াছিলাম, লেখক পাণ্ডুয়ার 'পাণ্ডবা' এই নাম জনশ্রুতিতে প্রচলিত আছে শুনিয়াছিলেন। কানিংহাম সাহেবের Archoeological Survey Report এ পাণ্ডুয়ার বিবরণে এইরূপ জনশ্রুতির উল্লেখ পাওয়া যায়। 'পাণ্ডুয়া' ও পাণ্ডুয়ার চলিত নাম 'পাঁড়ুয়া' ঠিক পাণ্ডবা শব্দের অপভ্রংশ। সুতরাং পাঁড়ুয়ার বা পাণ্ডুয়ার প্রাচীন নাম 'পাণ্ডবা' হইলে মুদ্রা লিখিত 'পাণ্ডনগর'কে পাণ্ডু-নগর বা পাণ্ডবনগর বলিয়া নির্দ্দেশ করতঃ তাহার সহিত বর্ত্তমান পাঁড়ুয়ার অভিন্নতা স্থাপন করা যাইতে পারে। মুদ্রায় "পাণ্ড-নগর" এর দ্বিতীয় বর্ণের নীচে উকারের অস্তিত্ব নাই, বা তৎপর 'ব' নাই, তাহার অভাব তাহা হইলে অনুমান বলে পূরণ করিতে হইবে। 'ণ্ড' বর্ণের নিম্নে আর একটি উ-কার জ্ঞাপক মোচড় থাকিলেই পাণ্ডনগর পাণ্ডু নগর হইতে পারে।

পাণ্ড-নগর বা পাণ্ডুনগরের যে অস্তিত্ব ছিল, এই রজত মুদ্রাই তাহার অভ্রান্ত প্রমাণ। পাণ্ডুনগরের সহিত পাণ্ডুয়ার একত্ব স্থাপিত হইলে, পুণ্ড্র নগরের অবস্থান স্বতন্ত্র স্থানে অনুসন্ধান করিতে হইবে, অথবা কোন কারণে পুণ্ড্র নগরই পাণ্ডুনগর আখ্যা পাইয়াছিল, এরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন জন্য স্বতন্ত্র যুক্তি ও প্রমাণের অন্বেষণ করিতে হইবে। সুতরাং এ বিষয়েরও অনুসন্ধান ভার যোগ্যতর লোকের গ্রহণ জন্য সাহিত্য পরিষদের সভ্যগণকে অনুরোধ করিয়া মুদ্রার বয়স নিরূপণ প্রয়াসে শকাব্দার সংখ্যার প্রতি সভ্যগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

শকাব্দা অঙ্কিত মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আমি দেখি নাই। প্রাচীন বাঙ্গলা সংখ্যা কিরূপ লিখিত হইত, তাহা আমি জানি না। এই মুদ্রা দুইটির শকাব্দা সংখ্যা পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা করিয়া দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা ২৩৯ শকাব্দার বলিয়া আমার অনুমান হয়।

দশক ও একক স্থানীয় ৩ও ৯ খুব পরিষ্কৃত ভাবে আছে। শতকস্থানীয় অঙ্ক দূরে বক্রভাবে ধরিলে ৬ হইতে পারে; কিন্তু তাহা দশক ও একক স্থানীয় অঙ্কের সমাকৃতি হয়

না এবং সেইরূপ বক্রভাবে ৬ লিখিত হওয়ার কারণও বুঝা যায় না। তবে শতক স্থানীয় অঙ্কটি যে ২ তাহাও নিঃসন্দিগ্ধরূপে গ্রহণ করা যায় না। হাতে লিখিত ২ সংখ্যার অগ্রভাগের উপর লুপ্ত ২ কারের উপরের বক্র টান রেখার মত একটি টান দেওয়ার রীতি প্রাচীন হস্তলিপিতেও দৃষ্ট হয় ও এখনও চলিত আছে। "২" ই, প্রভৃতি লিখিতেও উপরে ঐরূপ টান ব্যবহৃত হয়। সুতরাং প্রথম শতকের সংখ্যাটি ২ বলিয়া আমি বিশ্বাস করি এবং তাহা ২ এই ভাবে অর্থাৎ কতকটা দেবনাগর '২' তিন সংখ্যার মত লিখিত হইত, মুদ্রার উপরিস্থ অংশ "৩" আছে, নিম্নের টান রেখাটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের পার্শ্ব রেখার সহিত মিশিয়াছে, বা ছাঁচে ঢালিবার সময় উঠে নাই। সুতরাং প্রতিবাদ সাপক্ষে আমি দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রার শক ২৩৯ অব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

মহেন্দ্র দেবের মুদ্রাঙ্কিত শকাব্দার শতক ও দশক স্থানে পরিস্কৃত ভাবে ৩ আছে এবং একক স্থানীয় অঙ্কটি অস্পষ্ট বা আপাততঃ অপ্রচলিত, আমি তাহা পুনঃ পুনঃ দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়া ৬ বলিয়া অনুমান করিয়াছি। সুতরাং মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার শকাব্দা আমি ৩৩৬ বলিয়া স্থির করিলাম।

সহজচক্ষেও মুদ্রাদ্বয়ের মধ্যে দনুজ মর্দ্দন দেবের মুদ্রাকে মহেন্দ্র দেবের মুদ্রাপেক্ষা প্রাচীনতর বলিয়া বোধ হয়। দনুজমর্দ্দন দেবের সময় অপেক্ষা মহেন্দ্রদেবের সময় যে মুদ্রা ঢালা বা মুদ্রাঙ্কনের উন্নতি হইয়াছিল তাহা বেশ বোধ হয়।

মুদ্রাদুইটিতে রাজার বিশেষণ স্বরূপ "শ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ" এই বিশেষণ আছে। চণ্ডীর নামোল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, নৃপতিদ্বয়ের কুলদেবতা শ্রীচণ্ডী দেবীই ছিলেন। বর্ত্তমান পাণ্ডুয়ার অনতিদূরে "রাইহোরাণী" (এয়োরাণী) চণ্ডী দেবীর স্থান আছে। ইহা বনপ্রান্তে অবস্থিত ও বহু প্রাচীনকাল হইতে দূর দূরান্তর হইতে পল্লীবাসিগণ ধনী দীন-নির্ব্বিশেষে বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে পূজা দিতে আসিয়া থাকেন। রাইহোরাণী প্রত্যক্ষ দেবতা ও সিদ্ধ স্থান বলিয়া কীর্ত্তিত। দনুজমর্দ্দন—মহেন্দ্রদেববংশীয়গণের দ্বারা পূজিতা হইয়া রাইহোরাণী ধন্যা হইয়াছিলেন কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয় বটে। যাহা হউক, এই অবান্তর কথা পরিত্যাগ করিয়া মুদ্রায় রাজগণের চণ্ডী কুলদেবতা ছিলেন, এই সিদ্ধান্ত করিলে আমরা বুঝিতে পারি যে, এই সময়ে তান্ত্রিকতা বেশ প্রচলিত ছিল। আমরা এতাবৎ আবিষ্কৃত বিবরণ হইতেও জানিতে পারিতেছি যে, খ্রীষ্টীয় প্রথম তিন চারি শতাব্দীতে এতদ্দেশে বৌদ্ধতান্ত্রিকতার খুব প্রসার ছিল। সেই হিসাবে মুদ্রায় চণ্ডীর নামোল্লেখ হইতে মুদ্রাদ্বয়কে তান্ত্রিকযুগের অনুমান করিলেও, মুদ্রাঙ্কিত শকাব্দা ২৩৯ ও ৩৩৬ অনুমান নিতান্ত ইতিহাস-বিরুদ্ধ হইবে না।

আমরা মুদ্রা দুইটির পাঠোদ্ধার করতঃ নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক বিবরণ পাইতেছি।—

(ক) পাণ্ডুনগরনামক একটি রাজ্য ষোল শত বর্ষ পূর্ব্বে এদেশে বর্ত্তমান ছিল।

(খ) ২৩৯ শকাব্দায় বা ৩১৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুনগরের রাজা দনুজমর্দ্দন দেব রাজত্ব করিতেন।

(গ) ৩৩৬ শকাব্দা বা ৪১৪ খৃষ্টাব্দে মহেন্দ্রদেব পাণ্ডনগরের রাজা ছিলেন।

(ঘ) দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেব একই বংশীয় রাজা ছিলেন এবং ইঁহাদিগের কুলদেবতা শ্রীচণ্ডীদেবী ছিলেন।

(ঙ) ইঁহাদিগের নামান্ত "দেব" শব্দ হইতে ইঁহাদিগকে দেব-বংশীয় রাজা বলিয়া ইতিহাসে আখ্যাত করা যাইতে পারে।

(চ) খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীতে পাণ্ডুয়া বা পাড়ুয়া, পাণ্ডনগর বা পাণ্ডুনগর নামে পরিচিত ছিল।

(ছ) পাণ্ডনগরের মুদ্রাদ্বয়ের বঙ্গাক্ষর এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বঙ্গাক্ষর।

(জ) মুদ্রাদ্বয়ের অঙ্কিত অক্ষরের অন্ততঃ তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই লিপির জন্ম অনুমান করিলেও বর্ত্তমান বঙ্গীয় বর্ণমালার বয়স দুই সহস্র বৎসরের কম নহে।

শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ।

আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া।

আরব্যোপন্যাসের রাজাদিগের মত সম্প্রতি ইংরেজরাজ্যেও একটি দুর্দ্দমনীয় রাক্ষস প্রবেশ করিয়া রাজ্যটিকে ধ্বংসমুখে প্রেরণ করিতেছে। অনন্তায়ুধ-সংরক্ষিত ইংরেজরাজও এই রাক্ষসভয়ে ভীত হইয়া বধোপায় স্থির করিবার নিমিত্ত শিমলা-শৈল-শিখরে এক মহাসভার উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সভ্যতার আবরণ—বিজ্ঞানের শাসন—মিউনিসিপালিটীর আয়োজন—সকল উপেক্ষা করিয়া এই দুরন্ত রাক্ষস কোন্ অদৃশ্য দেহ লইয়া যে রাজ্য-মধ্যে বিচরণ করিতেছে, তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মায়াবী রাক্ষস মশকবেশে প্রবেশ করিয়া আলাঘাতে প্রজাপাত করিতেছে। তজ্জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে "মশক-নাশাধার" (Mosquito-killing Box) আবিষ্কৃত হইয়াছে সত্য; তথাপি নির্ব্বোধ মশকসমূহ স্বেচ্ছায় সে আধারমধ্যে অবরুদ্ধ হইতেছে না। রক্ত-বীজের শোণিত-বিন্দুর মত একটা মরিলে সহস্র সহস্র মশক তাহার স্থান অধিকার করিয়া প্রজাক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে; তবে একটা উপকার এই হইয়াছে যে, ধনবান—সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণ মশকনাশাধার ক্রয় করিয়া আবিষ্কর্ত্তার শ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন এবং রাক্ষস বধ করিয়াছি স্থির করিয়া নিশ্চিন্তমনে সুনিদ্রা উপভোগ করিতেছেন।

কিন্তু কথা এই যে, স্বয়ং রাক্ষস মশকবেশে আবির্ভূত হইল, অথবা কোনও অদৃশ্য দেহ প্রজাভুক্ মশকবাহনে উপস্থিত হইয়া এই বিভ্রাট উপস্থিত করিল, সর্ব্বাগ্রে তাহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। কিন্তু তজ্জন্য আমাদের চিন্তার কোনও কারণ নাই, কেননা স্বয়ং রাজা উপযুক্ত রথিবৃন্দকে মশকযুদ্ধে নিযুক্ত করিতেছেন। মশককুল যে অবশ্য নির্ম্মূলতা প্রাপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে কোনও বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি সন্দেহমাত্রও করিতে পারেন না।

১৩১৪ সালের নব্যভারতে 'বঙ্গে ম্যালেরিয়া' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে যে, বঙ্গে ম্যালেরিয়া ছিল না—বঙ্গে কেন, পূর্ব্বকালে ম্যালেরিয়া নামক কোনও পদার্থের অস্তিত্ব মাত্রও বিদ্যমান ছিল না। এরূপ মনে করা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। মহাত্মা মাধব কর তাঁহার কৃত নিদাননামক পুস্তকে এবং চক্রপাণি দত্ত তাঁহার চিকিৎসাগ্রন্থে ম্যালেরিয়ার প্রসঙ্গমাত্রও উত্থাপন করেন নাই। এই পুস্তক দ্বয় এক্ষণে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের অবলম্বনস্বরূপ। যদি তৎকালে ম্যালেরিয়ার এমন প্রাদুর্ভাব থাকিত, তাহা হইলে তাঁহারা কখনও এই রোগটিকে পরিত্যাগ করিতেন না। যদি মশককুলই ম্যালেরিয়ার জীবন্ত মূর্ত্তি হয়, তাহা হইলে বলিতে হয় যে, সে সময়ে মশক নামক কোনও জীব বিদ্যমান ছিল না। কিন্তু তাহা সত্য নহে; মশককুল বহু যুগ ধরিয়া ভারতের মুক্ত বায়ুতে বিচরণ করিতেছে, এরূপ প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যাইতে পারে।

তাই বলিয়া আমরা স্বীকার করি না যে, পূর্ব্বকালে ম্যালেরিয়া (Malus—bad aer—to blow) নামক কোনও পদার্থ ছিল না। আমার বিশ্বাস উহা চিরদিন ছিল—এবং চিরদিনই থাকিবে। তবে আমি এই মাত্র বলিতে চাহি যে, যে সকল কারণে ম্যালেরিয়ার উদ্ভব হইত—আর্য্যগণ অবৈজ্ঞানিক হইয়াও তাহা দূর করিতে পারিতেন, এক্ষণে বৈজ্ঞানিক যুগে সে সকল কারণ সম্ভবতঃ বিদূরিত না হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; সুতরাং ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বাড়িয়াছে। যাহা পূর্ব্বে কালেভদ্রে হইত—এমন অনেক কাজই হইয়া থাকে কেহ ফিরিয়াও চাহে না—তাহা এক্ষণে নিত্যকর্ম্মে পরিণত হইয়াছে। তজ্জন্য সকলের দৃষ্টি এই যমোপম রাক্ষসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। এমন কি, স্বয়ং রাজশক্তিও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে—যে প্রকারেই হউক এই রাক্ষসকে দেশছাড়া করিবার জন্য রাজাপ্রজা সকলেই ব্যস্ত হইয়াছেন। আর্য্যগণ যে কারণে ম্যালেরিয়ার উদ্ভবাশঙ্কা করিতেন—আমরা সুশ্রুত হইতে তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিব।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—

বিবিধাদভিঘাতাচ্চ রোগোত্থানাৎ প্রপাকতঃ।
শ্রমাৎ ক্ষয়াদজীর্ণাচ্চ বিষাৎ সাত্ম্যর্ত্তুপর্য্যয়াৎ।
ওষধিপুষ্পগন্ধাচ্চ শোকান্নক্ষত্র-পীড়নাৎ।
অভিচারাভিশাপাভ্যাং মনোভূতাভিশঙ্কয়া
স্ত্রীণামপপ্রজাতানাং প্রজাতানাং তথাহিতৈঃ।
স্তন্যাবতরণে চৈব জ্বরো দোষৈঃ প্রপদ্যতে।
তৈর্বেগবদ্ভির্বহুধা সমুদ্ভ্রান্তৈর্বিমার্গগৈঃ।
বিক্ষিপ্যমানোঽন্তরগ্নি র্ভবত্যাস্ত বহিশ্চরঃ।

এস্থলে সর্ব্বাগ্রে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Inflamation, Putrifaction, Absorbtion, Excretion এবং Poison এই পঞ্চবিধ কারণ নির্দ্দেশ করেন,

এবং মহামতি ট্যানার অসলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করেন। যাহা হউক এক্ষণে আমরা সুশ্রুতোক্ত এই স্থূল কারণ তত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—বিবিধ অভিঘাত হেতু রোগের (ব্রণাদির) উৎপত্তি (Inflamation), প্রপাক (Putrifaction), শ্রম (Exhaustion) ক্ষয় (waste) বিষের অজীর্ণতা (দুঃখের বিষয় যে সুশ্রুতের টীকাকার ইহার কোনও টীকা করা আবশ্যক মনে করেন নাই এবং যাঁহারা সুশ্রুতের বঙ্গানুবাদে মনোযোগী হইয়াছেন, তাঁহারা অজীর্ণহেতু এবং বিষহেতু এইরূপে কথা দুইটিকে পৃথক করিয়া বিষম ভুল করিয়াছেন—আমরা পরে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব ; কেননা আমাদের বিশ্বাস যে এই 'অজীর্ণাচ্চ বিষাৎ' ম্যালেরিয়ার মূল সূত্র) সাত্ম্য ও ঋতুর বিপর্য্যয় (change of habit and season) ওষধি পুষ্পাদির গন্ধ (as in Hay Fever) শোক (Depression of mind) নক্ষত্র পীড়ন (কথাটা লইয়া আমেরিকায় আজকাল বিলক্ষণ আন্দোলন চলিতেছে) অভিচার ও অভিশাপ হেতু মানসিক আশঙ্কায় (চলিত কথায় Mesmerism) রমণীগণের অপপ্রসব (Improper delivery) সুপ্রসব হইলেও বিবিধ অহিতকর কারণ এবং স্তন্য প্রবর্ত্তন (Comming of milk in the breast) প্রভৃতিতে জ্বর জন্মে।

অভিচার ও অভিশাপ জন্য জ্বর হয় শুনিয়া অনেক বৈজ্ঞানিক উপহাস করিয়া থাকেন, আমি নিজে ইহা অবগত আছি। কিন্তু কেন যে তাঁহারা উপহাস করেন, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। কোনও ব্যক্তিকে অভিসম্পাত (Curse) করিলে যদি অভিশপ্ত ব্যক্তির চিত্ত সেই আশঙ্কায় (সংস্কৃতে মনোভূতাভিশঙ্কয়া) নিতান্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জ্বর হইতে পারে না কেন ? অবশ্য যিনি অভিসম্পাত করিবেন, তাঁহার এরূপ শক্তি থাকা আবশ্যক (যাহাকে ইংরেজীতে will force বলে) যে, তাঁহার কথায় অভিশপ্ত ব্যক্তির চিত্ত বিশেষরূপে আকৃষ্ট হয়। এই নিতান্ত দেশীয় কথাটা দেশীয় ভাষায় বলিলে বুঝিয়া উঠা নিতান্ত শক্ত বটে ; কিন্তু will force কথাটা সকলেই বুঝিতে পারে। অন্ততঃ যাঁহারা ম্যাডাম ব্লাডিভিস্কি এবং কর্ণেল আলকট সাহেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন ; তাঁহাদের বুঝিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হয় না।

আমরা কথায় কথায় অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। "অজীর্ণাচ্চ বিষাৎ" কথাটি আমাদিগের প্রতিপাদ্য। আমরা জানি যাহা আহার করা যায়, উহা পরিপাক হইলে শোষিত হইয়া শরীরে ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে বটে ; কিন্তু যাহা পরিপাক না হয়, তাহা যে কোনও প্রকারেই হউক শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। সুতরাং "বিষ হজম না হওয়া" 'অজীর্ণাচ্চ বিষাৎ' শব্দের প্রকৃত অর্থ নহে। কথা দুটিকে পৃথক করিয়াও পাওয়া যাইতে পারে না। কেননা পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া বিকার জনিত জ্বরের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুশ্রুত ইহার পূর্ব্ব শ্লোকেই বলিয়াছেন—

দুষ্টাঃ স্বহেতুভির্দোষাঃ প্রাপ্যামাশয়মূষ্মণা।
সহিতা রসমাসত্য রস-স্বেদ-প্রবাহিণাং।
স্রোতসাং মার্গমাকৃত্য মন্দীকৃত্য হুতাশনং।
নিরস্য বহিরুষ্মাণং পংক্তি স্থানাচ্চ কেবলং।
শরীরং সমভিব্যাপ্য স্বকালেষু জ্বরাগমং।
জনয়ন্ত্যথ বৃদ্ধিঞ্চ স্ববর্ণঞ্চ ত্বগাদিষু।
মিথ্যাতিযুক্তৈরপি চ স্নেহাদ্যৈঃ কর্ম্মভির্নৃণাং।

দোষসমূহ নানা কারণে দূষিত হইলে উষ্ণতা দ্বারা আমাশয়ে উত্তেজনা উপস্থিত করিয়া জঠরাগ্নিকে মন্দীভূত করিয়া রস ও স্বেদবাহী স্রোতঃ সমূহের পথ রোধ করতঃ যে জ্বর জন্মায়, তাহাই অজীর্ণ বা পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়া বিকার জনিত জ্বর। মহাত্মা মাধব কর তাঁহার নিদানে এই প্রকার জ্বরেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এইরূপ আমার বিশ্বাস। কেননা এই প্রকার জ্বর ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার জ্বরেই রস ধাতু বা আমাশয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই।

যদি অজীর্ণাচ্চ বিষাৎ কথা দুটিকে পৃথক করিয়া না লওয়া যায়, তাহা হইলে বিষ শরীরে শোষিত হইয়া যদি শরীরের স্বাভাবিক সংশোধনী শক্তি বলে বিনষ্ট না হয় অর্থাৎ বিষের তেজই বেশী হয় এইরূপ অর্থ ব্যতীত অর্থান্তর কোনও প্রকারেই করা যাইতে পারে না।

এক্ষণে বিষ কাহাকে বলে এবং বিষের উৎপত্তির কারণ কি, তাহাই আমাদিগের বিচার্য্য। মহর্ষি চরক বলেন—

তদ্বর্ষাস্বম্বু যোনিত্বাৎ সক্লেদং গুড়বদ্ গতং।
সর্পত্যম্বু ধরাপায়ে তদগস্ত্যো হিনস্তি চ॥

অর্থাৎ বিষ জল জাত। বর্ষাকালে বিগলিত গুড়বৎ ক্লিন্ন পদার্থ হইতে বিষ উৎপন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিসর্পিত হয়। বর্ষাকাল গত হইলে প্রখর সূর্য্য কিরণে এই বিষ সমূহ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

মহর্ষি চরক বিষোৎপত্তির যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতে পারে যে, ইহা সর্পাদির উৎপত্তির বিষয়ীভূত নহে। আর দূষিত বাষ্পই হউক বা কীটাণুই হউক, উৎপত্তি সম্বন্ধে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোনও কারণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এই ক্লিন্ন পদার্থ হইতে যেমন বাষ্পাদি উৎপন্ন হয়—সেই প্রকার মশকও জন্মিয়া থাকে; সুতরাং উহা নিজে ম্যালেরিয়া নহে অথবা উহার দংশন মাত্রেই যে ম্যালেরিয়া সশরীরে শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী হয়, এমন মনে করাও সম্ভবতঃ সঙ্গত নহে। তবে ইহা অস্বীকার্য্য নহে যে, কোনও ম্যালেরিয়া দূষিত দেহে দংশন করিয়া যদি মশক সেই বিষ অন্য দেহে ঢালিয়া দেয়, তাহা হইলে "মশক দংশন" ম্যালেরিয়ার কারণ বটে। কিন্তু তাহা হইলে কেবল ম্যালেরিয়ার নিমিত্ত মশক বংশ নির্ব্বংশ না করিয়া বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রতিষেধের নিমিত্তও উহাদিগের বংশ লোপ করা সুসঙ্গত।

মশক জাতিকে এই হিসাবে আমরা ম্যালেরিয়ার পরিচায়করূপে স্বীকার করি এবং যে স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বেশী, সেই সকল স্থানে যে মশক অত্যধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়, সে বিষয়ে আমরা কিছুমাত্র সন্দেহ করি না। যে হেতু যে সকল দ্রব্য পচিয়া ম্যালেরিয়া জন্মে, তাহার পরিত্যক্তাংশ হইতে মশকও জন্মিয়া থাকে।

ক্লেদসংবহুলে দেশে জায়ন্তে মশকাদয়ঃ।
ক্লেদজাশ্চৈব রোগাশ্চ সম্ভবন্তি বিশেষতঃ॥

আমার বোধ হয় আয়ুর্ব্বেদোক্ত এই কথাগুলি নিতান্ত উপেক্ষার যোগ্য নহে এবং ম্যালেরিয়ার নিধন সাধনে মশকজাতির উচ্ছেদ না করিয়া যাহাতে উহাদিগের উৎপত্তি নিবারিত হয়, তদ্বিষয়ে যত্নবান্ হওয়া সমধিক সাবধানতার কার্য্য। আমরা আশা করি এবারে ম্যালেরিয়ার কমিশনে এবিষয়ে সদুপদেশ লাভ করিব।

ভোজরাজ বলেন - কীটা লক্ষবিধাঃ সূক্ষ্মা মরুত্তেজোঽম্বু-মৃচ্চরাঃ।
জ্ঞেয়াঃ কর্ম্ম-গুণৈ র্লোকে রোগারোগ্য-বিধায়িনঃ॥

পৃথিবী, জল, তেজঃ এবং বায়ুমণ্ডলে লক্ষবিধ সূক্ষ্ম কীট বিচরণ করে। এই সকল কীট গুণ ও কর্ম্ম দ্বারা রোগ এবং আরোগ্য প্রদান করিয়া থাকে। কীটাণু আরোগ্যপ্রদ? এমন কথা হিন্দু বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কথাটা নিতান্ত অলীকও নহে। যদি এমন কীটাণু থাকে যে, তাহার স্পর্শে রোগ উৎপত্তি হইতে পারে, তবে যাহার সংস্পর্শে আরোগ্য বিধান হয়, এমত কীটাণু থাকায় দোষ কি? আমার বোধ হয়, স্থানপরিবর্ত্তনে যে রোগ আরোগ্য হয়—রোগারোগ্যকর কীটাণুই তাহার একমাত্র কারণ। আমি আরও বিশ্বাস করি যে কালে এমন সুদিন উপস্থিত হইবে যে সময়ে কীটাণুকেই একমাত্র রোগারোগ্যকর ঔষধ বলিয়া পরিগণিত করা হইবে। অর্থাৎ শরীরস্থ যে সকল রোগারোগ্যকর কীটাণু রোগজনক কীটাণুর শক্তিবলে বলশূন্য হইয়া পড়ে সেই কীটাণুসমূহের বল বিধানের জন্যই ঔষধানুসন্ধান আবশ্যক হইবে। আমার বিশ্বাস আয়ুর্ব্বেদোক্ত অনেক ঔষধই এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু সে সকল বিষয় এই প্রবন্ধের আলোচ্য নহে।

মহর্ষি বেদব্যাসও বলেন—

উদকে বহবঃ প্রাণাঃ পৃথিব্যাঞ্চ ফলেষু চ।
ন চ কশ্চিন্ন তান্ হন্তি কিমন্যং প্রাণ-যাপনাৎ?
সূক্ষ্ম-যোনীনি ভূতানি তর্কগম্যানি কানিচিৎ।
পক্ষ্মণোঽপি নিপাতেন যেষাং স্যাৎ স্কন্ধ-পর্য্যয়ঃ॥

মহর্ষি বেদব্যাস মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে রাজধর্ম্মাধ্যায়ে কীটাণু সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, কীটাণু নামক পদার্থটি ভারতের সর্ব্বজনবিদিত বিষয় মধ্যে গণনীয় হইত এবং তাঁহার ঐতিহাসিকত্বের মধ্যে যে সকল গভীর বিষয়ের প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ আছে এমন ইতিহাসও জগতের অন্যত্র লিখিত হয় নাই। তিনি বলেন জলে, পৃথিবীতে এবং

ফলসমূহে অসংখ্য প্রাণী বিদ্যমান আছে। এমন কেহ নাই যে প্রাণ ধারণের নিমিত্ত এই সকল কীটাণুর বিনাশ সাধন না করে। এই প্রাণী সমূহ এরূপ সূক্ষ্ম যে চক্ষুরাদি দ্বারা ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। ইহারা তর্কগম্য। কীটসমূহ এরূপ বিশ্বব্যাপী যে চক্ষুর পলক নিক্ষেপেও লক্ষ লক্ষ কীটাণু বিনষ্ট হইয়া থাকে।

ভোজরাজোক্ত "আরোগ্যবিধায়িনঃ" কথাটার অপেক্ষাও ইহা মূল্যবান্। বেদব্যাস বলিতেছেন যে প্রাণধারণের জন্য এই সকল পৃথিব্যম্বু-ফলবিহারী-কীট সমূহকে বিনাশ করিতে হয় অর্থাৎ ইহাদিগকে শরীরস্থ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়। শরীর পোষণের জন্য যে কীটাণুর আবশ্যকতা আছে, এমন কথা হিন্দু-বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে আমরা নিরন্তর অনন্ত কীট-সমুদ্র মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছি। ফলের সহিত—জলের সহিত—খাদ্যের সহিত—এমন কি সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা অনন্ত কীটরাশি শরীরস্থ করিতেছি—সেই কীটসমূহ কোনও স্থলে রোগ কোনও স্থলে আরোগ্য এবং কোনও স্থলে মৃত্যু পর্য্যন্ত উপস্থিত করিতেছে; তথাপি আমরা তাহাদিগের সত্তা অনুভব করিতে পারি না।

প্রসঙ্গক্রমে আমরা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া কথান্তরের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। মহর্ষি চরকোক্ত বিষের উৎপত্তি দ্বারা আমরা দূষিত বাষ্পমাত্র প্রাপ্ত হইয়াছি, এই বাষ্প হইতে কোনও জীবন্ত কীটাণু জন্মিতে পারে কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। জীবনশূন্য ঔদ্ভিজ্জ কীটাণুকে আমরা অনুমানসিদ্ধ করিয়া লইতে পারি বটে; কিন্তু কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিলে চলিবে না। আমাদের স্মরণ আছে যে এক্ষণে অনুমানের দিন অতীত হইয়াছে—বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ যুগে আমরা অবস্থান করিতেছি।

মহর্ষি সুশ্রুত বলেন—"তত্র চতুর্বিধো ভূতগ্রামঃ স্বেদজাণ্ডজোদ্ভিজ্জজরায়ুজসংজ্ঞঃ।" সুশ্রুতের টীকাকার স্বেদজ শব্দে ভূবঃ শরীরস্য চ সংস্বেদাদূষ্মণো জাতঃ অর্থাৎ পৃথিবী এবং শরীরের উষ্ণতা হইতে যাহার জন্ম হয়, তাহাকে স্বেদজ বলেন। আমরা চরক এবং সুশ্রুত হইতে ভূরি ভূরি বাষ্পজাত কীট সম্বন্ধে প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারি; কিন্তু তাহার কোনও প্রয়োজন নাই। পরিপুষ্ট-দেহ-প্রবন্ধপাঠে পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতির বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে।

আমরা এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহার তাৎপর্য্য এই যে কোনও কুপদার্থ জলে পচিয়া ক্লিন্ন হইলে তাহা হইতে যে দূষিত বাষ্প বা কীটাণু উৎপন্ন হয়, তাহার এক প্রকারের নাম ম্যালেরিয়া। কুপদার্থ বলিবার উদ্দেশ্য এই যে কোনও ভাল জিনিষ ভাল রকমে পচিয়া ভাল বাষ্প ও ভাল কীটাণু জন্মিতে পারে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানে যদিও উহা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু হিন্দু বিজ্ঞানে এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। এই সকল পচনশীল পদার্থ এবং পচনক্রিয়ার তারতম্যানুসারে বাষ্প বিশেষ অথবা কীটাণু বিশেষ যে কি প্রকারে জন্ম লাভ করে—বিজ্ঞানের দৃষ্টি এখনও ততদূর অগ্রসর হয় নাই। নদ নদী কূলে—সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান সমূহে—পার্ব্বত্য প্রদেশে বা অরণ্য-সন্নিহিত স্থানে বিগলিত পদার্থ সমূহ দ্বারা এইরূপে স্থান স্বাস্থ্য বা অস্বাস্থ্যকর হইয়া থাকে। সম্প্রতি বৈদ্যনাথ চুণার প্রভৃতি স্থান এইরূপে ম্যালেরিয়া পূর্ণ হইয়াছে।

আম্যদের দেশে পচনশীল পদার্থ মধ্যে পাটকে আমরা প্রথমশ্রেণী মধ্যে গণনা করিতে পারি। সম্ভবতঃ পাটের অবাধ কৃষি প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এতদ্দেশে ম্যালেরিয়ার এমন প্রকোপ ছিল না। যে সকল স্থানে পাট পচান হয়, সে জল প্রায়ই স্নানাদির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্যবহৃত না হইলেও এই দূষিত বাষ্প বাতপ্রবাহ বিসর্পিত হওয়াতে বায়ুরাশিও কলুষিত হয়। এই বাষ্পমণ্ডলে যে সকল কীটাণু অবস্থান করে, তাহারাও সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া ম্যালেরিয়ার বীজ ছড়াইয়া দেয়।

প্রতিগ্রামেই জলাশয় সমূহের যেমন দুরবস্থা, তাহাতে আমরা ইহাদিগকে দ্বিতীয় কারণ মধ্যে গণনা করিতে পারি। এই জলাশয়গুলি বর্ষান্তে জলশূন্য হয় এবং ইহা হইতেও দূষিত বাষ্প উদ্ভূত হইয়া থাকে। গ্রামস্থ ধনবান ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে ইহা নিবারণ করিতে পারেন বটে ; কিন্তু এমন সদিচ্ছা কাহারও হয় বলিয়া বোধ হয় না।

জীবদেহটিকেও আমরা তৃতীয় কারণরূপে নির্দ্দেশ করিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শরীরের স্বাভাবিক ব্যাধি নাশের একটা শক্তি আছে ; কিন্তু আমরা এই শক্তি ক্রমেই হারাইতে বসিয়াছি। বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা যেমন ছিলাম, এখন আর তেমন নাই। দিন দিন সকলে রুগ্ণ—অকর্ম্মণ্য ও শক্তিশূন্য হইয়া পড়িতেছি। প্রাকৃতিক নিয়ম ত্যাগ করিয়া কেবল কৃত্রিমোপায় অবলম্বন করাই তাহার কারণ বলিয়া বোধ হয়। আমরা যাহাদিগকে অশিক্ষিত বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করি, সেই সকল পার্ব্বত্য বা ইতর শ্রেণীস্থ ব্যক্তিদিগের শরীরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারি। আরও বুঝিতে পারি যে ইহারা যেরূপে বাস করে—ইহাদের শরীরে যেমন সহে—তেমনটি করিতে গেলে সভ্যসমাজ অল্পকাল মধ্যে নির্ম্মূল হইবে। শরীরের কোনও অংশবিশেষকে নিশ্চলভাবে রাখিয়া দিলে তথাকার শিরাস্নায়ু সমূহ অকর্ম্মণ্য হইয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়ে—আর সমস্ত শরীরটাকে নিশ্চল করিয়া রাখিলে তাহার ফল কিরূপ হইবে, তাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্থিরীকৃত না হইলেও বুঝিয়া উঠিতে বেশী বিলম্ব হয় না।

সৌভাগ্যের বিষয় এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট ব্যায়াম চর্চ্চার প্রতি মনোযোগী হইয়া বিদ্যালয়ে ব্যায়াম শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন ; কিন্তু আমার বোধ হয় যে শরীর-ধর্ম্মের তারতম্যানুসারে এক প্রকারের ব্যায়াম সকলের পক্ষে-উপযোগী হইবে না।

আহারকে আমরা চতুর্থ কারণরূপে গ্রহণ করি। পূর্ব্বের সহিত তুলনা করিলে এক্ষণে আমরা চিরদুর্ভিক্ষ মধ্যে নিমজ্জিত রহিয়াছি বলিয়া বোধ হয়। অনেকের ভাগ্যেই পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটে না। ঘটিলেও পুষ্টিকর খাদ্য খাইবার শক্তি অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে। সুতরাং পোষণাভাবে শরীর সহজে রোগাক্রান্ত হয়। আবার সকলের পক্ষেই সকল খাদ্য উপযোগী নহে। যাহার জন্য যেরূপ আহার প্রয়োজন, তাহা অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না।

আমার বোধ হয় যদি গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া পাট প্রভৃতি পচাইবার একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান

নির্দ্দেশ করিয়া দেন পচ্যমান পাট সমূহ হইতে উপ্সাত বাষ্প দ্বারা যাহাতে বায়ু মণ্ডল দূষিত না হইতে পারে, তাহার সুব্যবস্থা করেন—জলাশয় সমূহের সংস্কারে গ্রামবাসীদিগকে বাধ্য করিতে পারেন—যাহাতে পেট ভরিয়া খাইয়া সকলে স্বচ্ছন্দচিত্তে ও নির্ব্বিঘ্নে যথোচিত অঙ্গ পরিচালনা করিতে পারে, তাহার সুযোগ করিয়া দেন, তাহা হইলে কিছু দিন পরে ম্যালেরিয়া হইতে দেশ মুক্তিলাভ করিতে পারে। কিন্তু এতটা করিলেও যে ম্যালেরিয়া একেবারে দেশ ছাড়া হইবে, এমত আমরা মনে করিনা। রেলপথ বিস্তৃতির সহিত স্বভাবজাত পয়ঃপ্রণালী সমূহ সঙ্কীর্ণতা প্রাপ্ত হইতেছে। এক্ষণে নদনদী সমূহ তেমন দেশ ভাসাইয়া দেশের ময়লা ধুইয়া লইয়া যায় না। যদিও এক্ষণে আমরা ক্রমশঃ তেজস্ক মণ্ডলের সমীপবর্ত্তী হইতেছি বলিয়া স্বাভাবিক বৃষ্টি পাতের আংশিক হানি ঘটিতেছে সত্য, তথাপি ইহা অস্বীকার্য্য নহে যে রেল পথে সেতুবন্ধনাদি জনিত সঙ্কীর্ণতা ও নদনদী সমূহের দৈহিক অবনতির অনেক সাহায্য করিয়া আসিতেছে। এ সকল উপেক্ষা করিলেও মিউনিসিপালিটীকে আমরা কোনও প্রকারে ত্যাগ করিতে পারি না। যেখানে মিউনিসিপালিটী আমরা দেখিতে পাই—সেই স্থানেই ম্যালেরিয়া—সেই স্থানেই কলেরা—বসন্ত—প্লেগ—টায়ফয়েড্! একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায় যে পল্লীগ্রাম অপেক্ষা এই সকল রোগ সহরে কিছু ঘনিষ্ঠ ভাবে গতায়াত করে এবং অনেক স্থলে সহর হইতে এই বিষ সংক্রমিত হইয়া পল্লীগ্রামে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। যেখানে মিউনিসিপালিটীর শ্রেষ্ঠ সংস্কার—সেই কলিকাতা মহানগরীতে রাজাসন তলে—কত লোক নিত্য বসন্তরোগে প্রাণ হারাইতেছে—নিত্য প্লেগ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—শুনিতে পাই সম্প্রতি বেরিবেরি নামক এক সর্ব্বনাশিনী এই সকল দুরন্ত রোগের সহিত আসিয়া জুটিয়াছে এবারে আর রক্ষা নাই—এক আগুণের জ্বালাতেই সকলে ব্যস্ত—তাহার উপর এমন জোর বাতাস বহিলে সব ছারখার হইবে।

আবার কেহ কেহ এমনও অনুমান করেন যে ভারতীয় জল রোগ জনক কীটাণুতে পূর্ণ—বরং জল রাশিকে ভারত হইতে দূরীভূত করা সম্ভব যোগ্য হইতে পারে, তথাপি কীটাণু দূরীকরণ সম্ভবনীয় নহে। কিন্তু আমার বোধ হয় আবর্জ্জনা রাশি দ্বারা নিম্নভূমিকে সমতল করিবার উপায় যাঁহার মস্তিষ্কে সর্ব্বপ্রথমে আবির্ভূত হইয়াছিল, তিনিই কীটাণু বর্দ্ধনের প্রধান সহায়। যদিও এমন আবর্জ্জনা অল্প বিস্তর চির দিনই চলিয়া আসিতেছে এবং চলিতে থাকিবে, তথাপি পূর্ব্বকালে উহা বাহিরে জমাইয়া শুকাইয়া দগ্ধ করিবার নিয়ম ছিল; এক্ষণে মৃত্তিকা তলস্থ হইয়া উপরে বায়ুমণ্ডলকে যেমন দূষিত করিয়া থাকে, মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ জলপ্রবাহে শোষিত হইয়া সেইরূপ জলরাশিকেও দূষিত করে। যদি এ সকল দূরীভূত না হয়—সংস্কারের মূলেই ভুল রহিয়া যায়—তাহা হইলে কমিশন বসিয়া কি প্রকারে দেশের স্বাস্থ্য রক্ষা করিবে? আগুণে হাত রাখিয়া পুড়িবে না মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে যে ফল হয়—আমরা এই কমিশনে তদধিক কোনও ফল প্রত্যাশা করিতে পারি না।

শ্রীশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী।

আসামী কামান।

কিলবরণ কোম্পানীর অন্যতম অংশীদার লণ্ডন নিবাসী শ্রীযুক্ত সিমসন্ (A. Simson. Esq.) সাহেব দুইটি কামানের খোদিত লিপির ছাপা পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত আমার নিকটে পাঠাইয়া দেন। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লকের অনুপস্থিতি কালে ছাপা দুইটি পড়িবার ভার আমার উপর পড়ে। পরে ডাক্তার এনানডেলের (Dr. N. Annandale, B. A, D. Sc) সহায়তায় নূতন ছাপা ও ফটোগ্রাফ আনাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিলবরণ কোম্পানীর কলিকাতার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত এস্টন্ (A. P. Ashton, Esq.) সাহেবের নিকটে দুইখানি নূতন ছাপা ও এক খানি ফটোগ্রাফ সম্প্রতি প্রাপ্ত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত সিমসন্ সাহেবের মতে এই কামান দুইটি আসামের দিখু নদীর গর্ভে পাওয়া যায়। কিন্তু দিখু নদীর কোন্ স্থানে ইহা পাওয়া গিয়াছিল, তাহা তিনি জানান নাই। প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত চিত্র সিমসন সাহেব কর্ত্তৃক প্রেরিত ফটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত হইয়াছে। বৃহৎ কামানটি সম্ভবতঃ পিত্তল নির্ম্মিত; কারণ বহুকাল নদীগর্ভে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও ইহা অদ্যাপি মসৃন রহিয়াছে। ইহাতে দুইটি বিভিন্ন খোদিত লিপি আছে:—

(১) পার্শী ভাষায় দুই পংক্তিতে খোদিত লিপি।

(২) বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত ভাষায় দুই পংক্তিতে খোদিত লিপি।

দুর্ভাগ্য বশতঃ পার্শী খোদিত লিপিটি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল মাত্র নিম্নলিখিত অংশ পাঠ করা যায়:—

(১) বাদসাহ আদিল শাহ আলম বাহাদুর।

(২) সনাহ ১১২৪ ॥

"সুবিচারক রাজা শাহ আলম বাহাদুর...সন ১১২৪।"

হিজরী ১১২৪ ১৭১২ খৃষ্টাব্দের সমান। শাহ আলম বাহাদুর আওরাঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসন অধিরোহণ করেন এবং ১৭১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বিতীয় খোদিত লিপিটি গভীরভাবে উৎকীর্ণ। যথা:—

(১) শ্রীশ্রীসুর্গ্গ (১) নারায়ণ দেব স্বৌমারেশ্বর গদাধর সিংহেন জ (২)।

(২) বনম জিত্বা গুবাকহট্টমিদ মস্ত্রং প্রাপ্তং শাকে ১৬০৪ ॥

"সৌমার দেশাধিপতি শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণ দেব গদাধর সিংহ গুবাকহাটীতে (গৌহাটীতে) যবন জয় করিয়া এই অস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন॥"

১। স্বর্গ   ২। যা

INSCRIPTION ON WIREGUN.
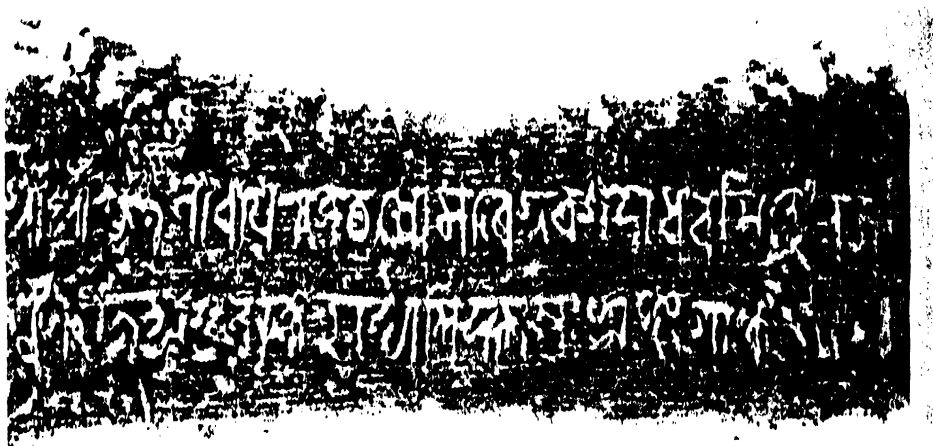
INSCRIPTION ON THE LARGER GUN.

ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, গদাধর সিংহ কর্তৃক ১৬৮১ (৩) খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানগণ গৌহাটী হইতে চিরকালের জন্য বিতাড়িত হইয়াছিল, তখন এই কামানটি তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত গেট্ সাহেব এইরূপ খোদিত লিপিযুক্ত দুইটি কামানের বিষয় তাঁহার ইতিহাসে উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু তাহাতে কোন পার্শী খোদিত লিপি নাই। পার্শী খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, এই কামানটি মোগল সাম্রাজ্যের তোপখানার একটি বিশিষ্ট কামান বলিয়া পরিগণিত হইত। ইহা যে মুসলমানগণ কর্তৃক পুনরুদ্ধৃত হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে। কিন্তু গেট্ সাহেবের ইতিহাসে ১৭১১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধের কোন উল্লেখ নাই। শ্রীযুক্ত গেট্ সাহেব আহোমজাতির ইতিহাস অনুসন্ধানে ব্রতী আছেন এবং এ পর্য্যন্ত যতদূর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তৎসমুদয়ই ইতিহাস রচনা কালে ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিতীয় খোদিত লিপিটি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন। ইহাতে যে তারিখ আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, ইহা ১৫৬০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বৎসরে বাঙ্গলার সুবাদারের আদেশ অনুসারে মুসলমান সৈন্য কোচবিহারের রাজা প্রাণনারায়ণের সহিত আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে প্রতাপসিংহ ওরফে সুসেংফা অথবা বুদ্ধ স্বর্গনারায়ণ দেব আসামের রাজা ছিলেন (৪)। কিন্তু খোদিত লিপিতে নাম অন্য প্রকারে লিখিত আছে। যথা সত্র স্বর্গনারায়ণ দেব। ইহা ঢাকার জমিদার সত্রজিতের নাম হইতে পারে না ; কারণ তাহা হইলে তারিখের গরমিল হয় (৫)। সত্রজিৎ সৈয়দ আবাবকর ও সৈয়দ হাকিম নামক মুসলমান সেনানায়কদ্বয়ের সহিত ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন ও কিছুকাল পাণ্ডুয়া ও গৌহাটীর থানাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং সত্র স্বর্গনারায়ণ বোধ হয় প্রতাপসিংহের আর একটি নাম। খোদিত লিপিটির পাঠঃ—

"সৌমারেশ্বর শ্রীশ্রীস

ত্র (সত্র) স্বর্গনারায়ণস্য শাকে ১৫৬০ ॥

সৌমারাধিপতি শ্রীশ্রীসত্রনারায়ণ দেবের (রাজত্বকালে) ১৫৬০ শকাব্দে (নির্ম্মিত হইল)।

সৌমার আসামের অতি প্রাচীন নাম। আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর শাখার পত্রিকায় এই নাম দেখিয়াছি।

পূর্ব্বে স্বর্ণনদীং যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে
দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচলঃ।
প্রস্তারে চৈব ব্যাসার্দ্ধং যোজনানাঞ্চ পঞ্চকম্
অযুতত্রয়ঞ্চ ত্রিস্রোতঃ পঞ্চোস্তব তথা দশ
অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিক্‌করবাসিনী ॥ (৬)

3. Gait's History of Assam. p. 161. 4. I bid. p. 103. 5. I bid p. 105.
৬। যোগিনী তন্ত্র ১০ম পটল, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৩য় ভাগ ২য় সংখ্যা ৫৮ পৃষ্ঠা।

গত বৎসর পৌষমাসে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলন উপলক্ষে গৌরীপুর গিয়াছিলাম। তথায় মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের প্রাসাদাঙ্গনে ছয়টি প্রাচীন কামান দেখিয়াছিলাম। এই ছয়টির মধ্যে চারিটি খোদিত লিপিযুক্ত। রাজা বাহাদুর বাঙ্গালী কায়স্থ বংশোৎপন্ন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মোগলসম্রাট জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক কাননগো নিযুক্ত হন। ইনি সম্ভবতঃ ইসলাম্ খাঁন ফতেপুরী বা সেখ কাশিমের সহিত আসাম যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। বাদশাহ নামা অনুসারে সৈয়দ আবাবকর, সেখ কাশিম যে সময়ে বাঙ্গলার সুবাদার ছিলেন, সেই সময়ে হাজোর ফৌজদার ছিলেন ও আসামরাজা আক্রমণ করিয়াছিলেন। রাজা বাহাদুরের বাটীতে অনেকগুলি সনদ ও ফরমান আছে, কুচবেহার জেন্‌কিন্স বিদ্যালয়ের পারস্যাধ্যাপক মৌলবী মহাম্মদ হালিম ও আমি এই গুলি পাঠ করিয়াছিলাম। কিন্তু রাজা বাহাদুরের দেওয়ান শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল, মহাশয় জানাইলেন যে এই সমস্ত দলীলাৎ পূর্ব্বে অনুবাদিত হইয়াছে; বাহুল্যভয়ে উহার বিবরণ সংগ্রহ করি নাই। যতদূর স্মরণ হয় রাজা বাহাদুরের নিকট জাহাঙ্গীর হইতে ফরুখসিয়র পর্য্যন্ত সমস্ত মোগল বাদশাহের ফরমান আছে।

গৌরীপুরের কামানগুলি সম্বন্ধে রাজা বাহাদুরের সুযোগ্য দেওয়ান শ্রীযুক্ত দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট হইতে নিম্ন লিখিত ঘটনা শুনিয়াছি। তদনুসারে রাজাবাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুস বীরচন্দ্র যে সময়ে গদীনসীন ছিলেন, সেই সময় এই কামানগুলি ছাতাগুড়ী নদীর গর্ভে পাওয়া গিয়াছিল। বীরচন্দ্র ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দে গদী আরোহণ করেন ও তিনি স্বপ্নে কামান গুলির অস্তিত্বের বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে সর্ব্বসমেত সাতটি খোদিত লিপি যুক্ত কামানের কথা আছে। ইহার মধ্যে চারিটি রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের, দুইটি ভাগলপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সিংহের ও একটি কলিকাতা মিউজিয়মের। ইহার মধ্যে গৌরীপুরের রাজবাটীর একটি কামান সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। প্রাচীনতা অনুসারে গৌরীপুরের রাজবাটীর আর একটি কামান দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ভাগলপুরের একটি কামান ইহার পরে স্থান পাইয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়মের কামানটি আহোমরাজ গদাধর সিংহ কর্ত্তৃক মোগলদিগের নিকট হইতে অধিকৃত হইয়াছিল। গৌরীপুর রাজবাটীর একটি কামানে পারসিক ভাষায় সিকস্ত অক্ষরে একটি ক্ষুদ্র খোদিত লিপি আছে। কিন্তু "নোক্তার" অভাব বশতঃ উহার পাঠোদ্ধার একরূপ অসম্ভব। কুচবেহারের মৌলবী মহাশয়ও ইহা পাঠ করিতে পারেন নাই। এই কামানটি ও ভাগলপুরের আর একটি কামান প্রাচীনতা অনুসারে সর্ব্বশেষ স্থান পাইয়াছে।

(১) শের সাহের কামান:—

গৌরীপুর রাজবাটীর ছয়টি কামানের মধ্যে একটি কামান আসামের মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন। ইহাতে আরবী ভাষায় যে খোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে আফগান সাম্রাজ্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠাতা শের শাহের রাজ্যকালে এই কামানটি নির্ম্মিত হইয়াছিল। গত বৎসর ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমায় দেওয়ানভোগ গ্রামে শের শাহের আর একটি কামান
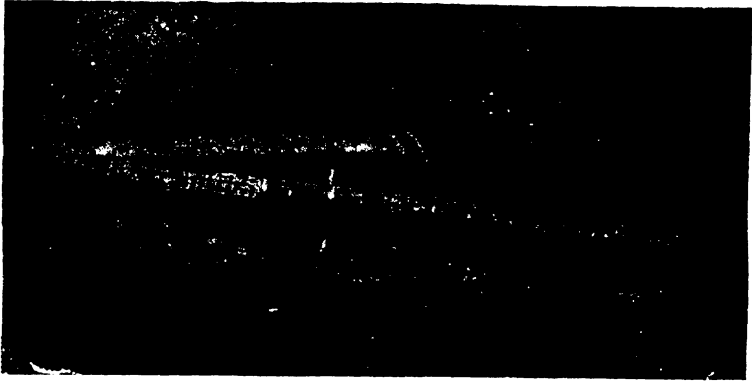
চিত্র নং ৪৪।
ভাগলপুর ঝাওয়া কুঠিতে রক্ষিত আসামী কামানদ্বয়।
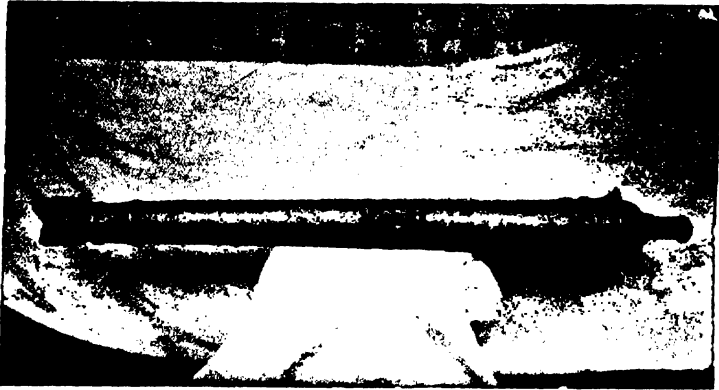
চিত্র নং ৪৫।
ভারতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত আসামী কামান।
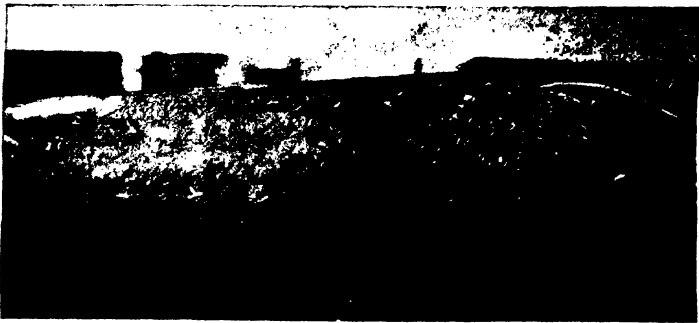
চিত্র নং ৪৬।
ভারতীয় চিত্রশালার রক্ষিত আসামী কামানের পারশিক লিপি।

আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কামানটি পিত্তল নির্ম্মিত; সুতরাং ইহার খোদিত লিপি অপেক্ষাকৃত স্পষ্টতর আছে। সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষা বিভাগের শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন সাহেব (H.E.Stapleton, Esq., B. A, B. Sc.) এই কামান ও অপরাপর কামানগুলির বিবরণ এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি যে চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে খোদিত লিপিটি সুপাঠ্য হইয়াছে। গৌরীপুরের কামানটি লৌহনির্ম্মিত ও জল লাগিয়া ইহার অধিকাংশ অক্ষর নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উভয় কামান একই ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে ও বোধ হয় একই বৎসরে নির্ম্মিত। শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন সাহেব আমাকে পূর্ব্বে ইহার একখানি চিত্র দিয়াছিলেন, তদভাবে বোধ হয় গৌরীপুরের কামানের খোদিতলিপি সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিতে পারিতাম না। দেওয়ানভোগের কামানটিতে তারিখ ও নির্ম্মাতার নাম সম্পূর্ণ আছে, কিন্তু গৌরীপুরের কামানটিতে ইহা প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই দুইটি কামানই নৌযুদ্ধে ব্যবহৃত হইত; কারণ এতদুভয়েয় পশ্চাৎভাগে এক একটি সুদীর্ঘ কীলক আছে; কেবল গৌরীপুরের কামানটিতে ইহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কামানটি চারি ফিট সাড়ে নয় ইঞ্চি দীর্ঘ।

খোদিত লিপি ঃ—

দর্ আহদ্ বাদশাহ আদিল শেরশাহ খল্লদা আল্লাহো
মুলকহো ওয়া শাল্‌তানহো। দর তারিখ নহসদ্ [চেহন্
সহ] আমল সৈয়দ আহম্মদ রুমী।
শের শাহ আদিল (ী) কন্দরজাহান্
নাম নেকয়েম্ ব মানদ্ জাবেদান্।

সুবিচারক রাজা শের শাহের সময়ে ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও রাজত্ব স্থায়ী করুন, সৈয়দ আহম্মদ রুমী, (এই কামান) ৯৪৯ সম্বৎসরে নির্ম্মাণ করেন। শেরশাহ পৃথিবীর মধ্যে সুবিচারক ছিলেন, তাঁহার সুযশ যেন চিরস্থায়ী হয়"।

গৌরীপুরের কামানটিতে "তারিখের" পরে "নহসদ্" ব্যতীত অন্য কোন কথা নাই। কিন্তু হিজরী ৯০০ অব্দে শের শাহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং ষ্টেপলটন্ সাহেবের ফটোগ্রাফ না পাইলে তারিখের উদ্ধার সাধন হইত না। তারিখ হইতে জানা যাইতেছে যে, ইহা বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা খিজর খাঁ যে বৎসরে শেরশাহ কর্ত্তৃক পদচ্যুত হন, তাহার পর বৎসরে নির্ম্মিত। হিজরী ৯৪৬ অব্দে অর্থাৎ ১৫৩৯ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ মোগলদিগের নিকট হইতে গৌড় উদ্ধার করেন। এই সময়ে তিনি বঙ্গদেশ কতকগুলি বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত করেন ও প্রত্যেক জেলা শাসন করিবার জন্য এক একজন আমীর নিযুক্ত করেন। ঢাকার কামানটিতে উহার ওজন সংখ্যা প্রভৃতি লিখিত আছে; কিন্তু গৌরীপুরের কামানে আর কিছু দেখিতে পাই নাই (৭)।

---

7. J. A. S. B New Series vol. V. P. 368 Pl. XXVI.

(২) এই কামানটি লৌহ নির্ম্মিত ও বোধ হয় স্থলযুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। ইহা তিন ফিট নয় ইঞ্চি দীর্ঘ ও ইহার মুখের ব্যাস সাড়ে চারি ইঞ্চি। ইহাতে চারি পাঁচ পংক্তি অতি কদর্য্য সিক্স্ত অক্ষর আছে। ইহার শেষের পংক্তিতে কোন রাজা ২১ রাজ্যাঙ্ক "সনহ ২১" ব্যতীত আর কিছুই পাঠ করা যায় না। এই খোদিত লিপি যদি কেহ পাঠ করিতে পারেন তাহা হইলে কোন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। ঢাকার একটি কামানে মা'বুদ খাঁ নামক বাঙ্গালার জনৈক নূতন শাসন কর্ত্তার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে (৮)।

গৌরীপুরের চারিটি কামানের মধ্যে এইটি ব্যতীত অপরগুলি ব্যাঘ্র মুখযুক্ত।

(৩) রঘুদেব নারায়ণ রায়ের কামান।—

যাঁহারা উত্তরবঙ্গের ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, কোচজাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অতীব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। বঙ্গে যখন স্থরী ও কররাণী স্থলতানগণ মোগলদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত, তখন কোচজাতি ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গে স্বাধিকার প্রসারণে ব্যাপৃত। মোগল সাম্রাজ্যের সীমা যখন ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল, তখন তীরভূমি হইতে প্রাগজ্যোতিষপুর পর্য্যন্ত কোচজাতির ক্ষমতা অপ্রতিহত (৯)। কোচরাজ্যের স্থাপয়িতা বিশ্বসিংহের দুই পুত্র, নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ। এই শুক্লধ্বজ ক্ষিপ্রগতির জন্য উত্তরবঙ্গে "চিলরায়" আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন (১০)। রঘুদেব শুক্লধ্বজের পুত্র ও কোচরাজ্যের সর্ব্বনাশের মূল। কথিত আছে নরনারায়ণ জীবনের প্রথমাবস্থায় অপুত্রক ছিলেন ও তিনি ভ্রাতুপুত্র রঘুদেবকে উত্তরাধিকারী করিবার মানস করিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় নারায়ণ একটি পুত্রসন্তান লাভ করায় রঘুদেবের ঈর্ষ্যাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠে। তিনি রাজ্যলাভের আশায় জ্যেষ্ঠতাতের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হন। দরঙ্গের রাজগণের বংশাবলী অনুসারে নরনারায়ণ বা মল্লদেব রঘুদেবকে সঙ্কোশ নদের পূর্ব্বপারস্থ ভূভাগ দান করিয়াছিলেন (১১)। নরনারায়ণের মৃত্যুর পর রঘুদেব স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্বনামে মুদ্রা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। কলিকাতা মিউজিয়মে এসিয়াটিক্ সোসাইটী প্রদত্ত রঘুদেব নারায়ণের তিনটি রৌপ্যমুদ্রা আছে। এই মুদ্রালিপি বঙ্গাক্ষরে ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিত :—

প্রথম পৃষ্ঠ।

(১) শ্রীশ্রী

(২) রঘুদেব না

(৩) রায়ণ ভূপা

(৪) লস্য সাকে

(৫) ১৫১০

8. Ibid P. 369. 9. I. A. S. B. 1893, I. P. 268.

১০। অসমীয়া উচ্চারণে "চিল রায়" "শিলরায়" হইবে। 11. Gait's History of Assam, Page 60.
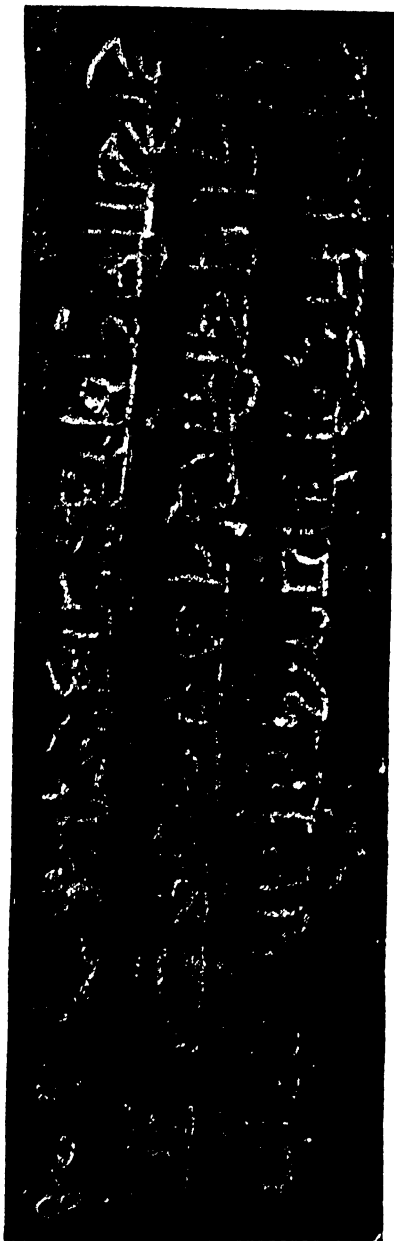
চিত্র নং ৪৭।

ভারতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত আসামী কামানের সংস্কৃত লিপি।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠ।

(১) শ্রীশ্রী
(২) হরগৌরী
(৩) চরণ কম
(৪) ল মধুক
(৫) রস্য

গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী হাজুগ্রামে মাধব হয়গ্রীবের যে মন্দির আছে, তাহা রঘুদেব নারায়ণ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। গৌরীপুরের রাজা বাহাদুরের কামানগুলির মধ্যে দুইটি রঘুদেব নারায়ণের রাজ্যকালে নির্ম্মিত। রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের অস্ত্রশালায় রঘুদেব নারায়ণের আমলের দুইটি কামান আছে। ইহার মধ্যে একটি বৃহদাকার ও সম্ভবতঃ স্থলযুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। ইহার মুখে একটি ব্যাঘমুখ আছে ও অগ্নিপ্রদান করিবার ছিদ্রের নিকট একটি লৌহময় শুক আছে। খোদিত লিপি ঃ—

"শ্রীশ্রীরঘুদেব নারায়ণস্য ঃ—স (ক) সং ১৫১৪" অর্থাৎ ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে এই কামান নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য ৭ ফিট ৪ ইঞ্চি ও মুখের ব্যাস ১১ ইঞ্চি।

(৪) রঘুদেব নারায়ণের কামান।

গৌরীপুর রাজবাড়ীতে রঘুদেব নারায়ণের যে ছোট কামানটি আছে, তাহার খোদিত লিপি আসামের ইতিহাস সঙ্কলন জন্য অত্যাবশ্যকীয়। এই কামানটি দ্বাদশকোণযুক্ত ও ইহার দৈর্ঘ্য ৪ ফুট ৬½ ইঞ্চি, মুখের ব্যাস ৫¾ ইঞ্চি। কোণযুক্ত কামানের ব্যবহার পূর্ব্বে ছিল। এই কামানটি ব্যতীত আর একটি কোণযুক্ত কামান দেখিয়াছি। ইহা এক্ষণে কলিকাতা মিউজিয়মে আছে ও পেশোয়ার নিকট হইতে ইংরাজেরা ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে অধিকার করিয়াছিলেন। খোদিতলিপি ঃ—

"শ্রীশ্রী রঘুদেব নারায়ণ কারিত মিদং সক ১৫১৯" অর্থাৎ ইহা ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গেট্ তৎপ্রণীত আসামের ইতিহাসে বলিয়াছেন যে, রঘুদেবনারায়ণ ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে কালপ্রাপ্ত হন (১২)। তিনি দরঙ্গের রাজাদিগের বংশাবলী অবলম্বন করিয়া একথা বলিয়াছেন; কিন্তু এই কামানের খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, রঘুদেব ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন।

(৫) জয়ধ্বজসিংহের কামান।

গতবর্ষে স্বরস্বতী পূজার সময় ভাগলপুরে বিখ্যাত উকীল ও জমিদার ৺ সূর্য্যনারায়ণ সিংহের বাটীতে দুইটি কামান দেখিয়াছিলাম। সূর্য্যনারায়ণ বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়ের নিকট জানিলাম যে, গঙ্গাতীরে কামান দুইটি বহুকাল যাবৎ পড়িয়া আছে। সূর্য্য নারায়ণ বাবুর বাড়ীর নাম "ঝাওয়া কুঠী," ইহার নিকটেই একটি প্রাচীন গোর আছে।

12. J. A. S. B. 1893. Part 1. p. 304; Gait's History of Assam. p. 62.

সম্ভবতঃ কোন ফৌজদার বা সুবাদার এইখানে বাস করিয়াছিলেন। কামান দুইটি আসাম হইতে আনীত হইবার পর তাঁহার আবাসস্থানে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে মোগল সাম্রাজ্যের শেষ দশায় ইহা আর ব্যবহৃত হয় নাই। "ঝাওয়া কুঠী"তে দুইটি কামান আছে ও ইহার মধ্যে একটিতে তিনটি ও অপরটিতে একটি খোদিত লিপি আছে। প্রথমটিতে তিনটি খোদিত লিপি আছে, একটি সংস্কৃত ভাষায় ও দুইটি পারসিকে। খোদিত লিপি ঃ—

(ক)

(১) শ্রীশ্রী স্বর্গদেব জয়ধ্বজেন মহারাজেন যবন

(২) জিত্বা গুবাকহাট্টাং ইদং অস্ত্রং প্রাপ্তং সক ১৫৮০।

শাহজাহান সিংহাসনচ্যুত হইলে কোচরাজা প্রাণনারায়ণ ও আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহ ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌহাটী আক্রমণ করিয়াছিলেন। গৌহাটীর মুসলমান ফৌজদার পলায়ন করায় (১৩) আহোমরাজ বিনাযুদ্ধে গৌহাটী অধিকার করেন ও মোগলদিগের কুড়িটি কামান হস্তগত করেন। খোদিত লিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, এই কামানটি উল্লিখিত বিংশতির মধ্যে অন্যতম।

(খ) এই পারসি খোদিত লিপিটি আকারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও একখানি পিত্তল পত্রের উপরে লিখিত। ইহার অতি সামান্য অংশই পাঠ করা যায়। পাটনা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় এই খোদিত লিপিগুলি পাঠ করিয়াছেন। এই খোদিত লিপির যে অংশ পাঠ করা যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে কোন সম্রাটের ১২ রাজ্যাঙ্কে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তৃতীয় খোদিত লিপিটিও পিত্তল খণ্ডের উপর উৎকীর্ণ; কিন্তু ইহার কিছুই পাঠ করা যায় না। জয়ধ্বজসিংহের শক্রতাচরণের জন্য সুবাদার মীরজুমলা আসাম আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনিই বোধ হয় আসাম হইতে এই কামানটিকে ফিরাইয়া আনেন ও সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রতর পিত্তলফলকে কামান পুনঃপ্রাপ্তির কথা লিখিত ছিল।

(৬) চিত্রে যে দ্বিতীয় কামানটি দেখা যাইতেছে, তাহা সম্ভবতঃ আসাম হইতে আনীত ও ইহাতেও একটি ক্ষুদ্র খোদিত লিপি আছে। ইহা পারসিক অক্ষরে লিখিত; কিন্তু "নোক্তা"র অভাবে পাঠ করা যায় না।

(৭) গদাধর সিংহের কামান।

— **এই কামানটি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন বুচার কর্ত্তৃক এসিয়াটিক সোসাইটীতে প্রদত্ত হয়, পরে কলিকাতা মিউজিয়ম নির্ম্মিত হইলে ইহা তথায় আইসে এবং এক্ষণে উক্ত মিউজিয়মের শিল্পবিভাগে আছে। এই কামানটিতে তিনটী খোদিত লিপি আছে (ক) পারসিক ভাষায় লিখিত খোদিত লিপি :—**

"দর্ আহদ্ সল্‌তনৎ শহন্ শাহ্ জহান পনাহ্ নূরুদ্দীন জহাঙ্গীর বাদশাহ্ গাজী ও ইমাম্ সাহব্ জুহূদ্ মিল্লি * খান্‌জাদখান্ দিলাবরজঙ্গ ও বহুকুমতে বরার্...... ...আখুন্দ মৌলানা

13. Gaits History of Assam p. 162.
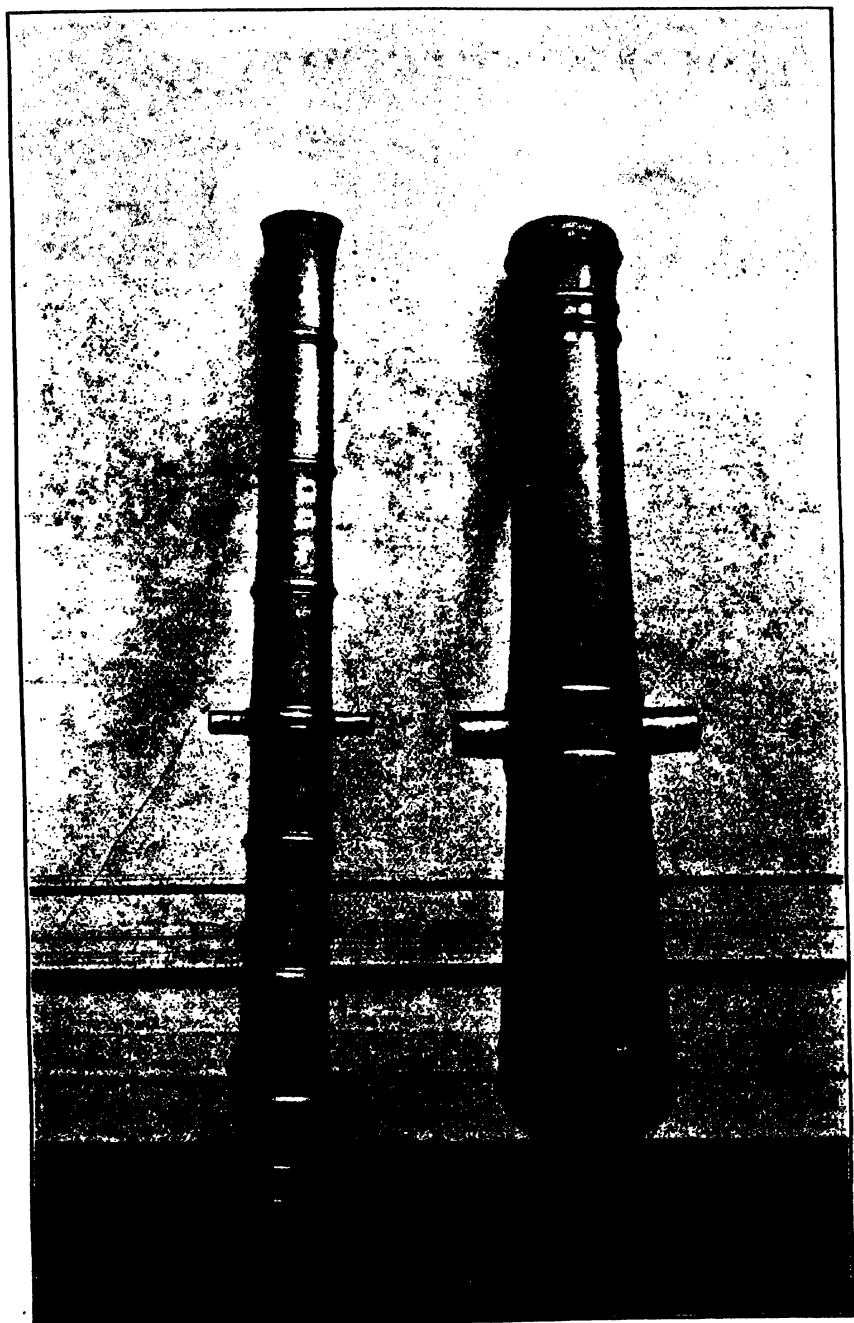
চিত্র নং ৪৮।
গৌরীপুর রাজবাড়ীর কামানদ্বয়।

চিত্র ৩৯।
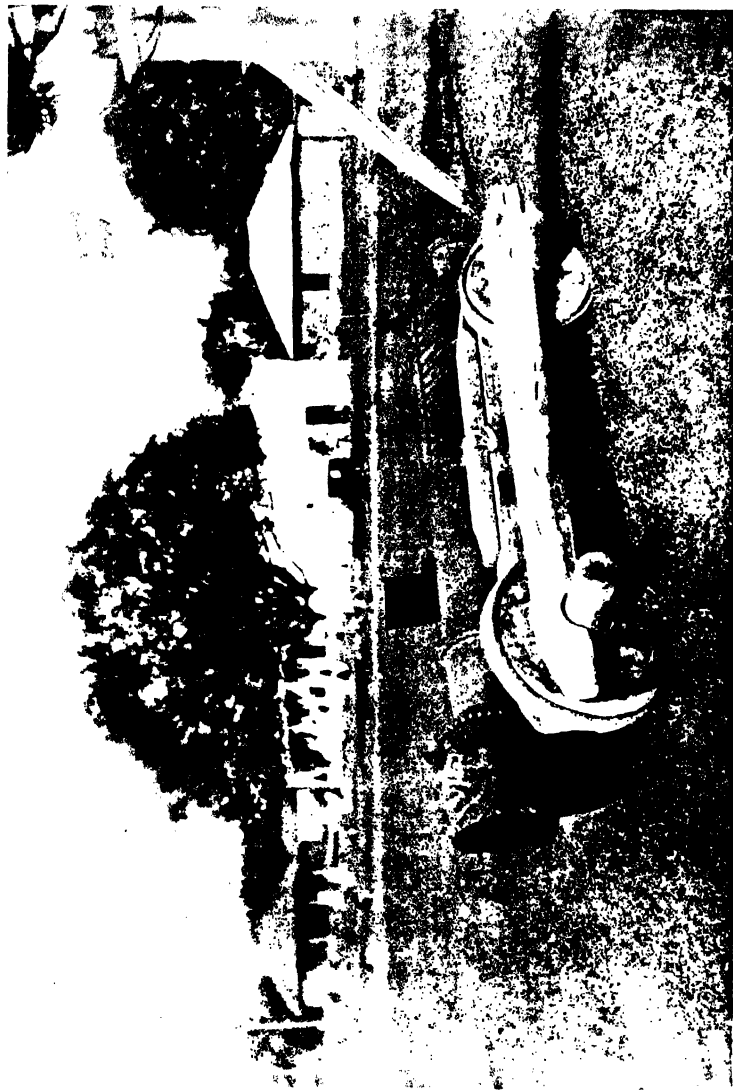
গৌরী ভিবা বৃহৎ

মুরশিদ্......অজ হুকুমে হকিম্ হয়দর্ আলী .....* মুলুক্ . সের মহম্মদ্......বীরবল্লর দাস কারীগর......নাভাসাখত্......সনহ্ ২১ *।

ওজন কহারগরী, মহম্মদীরিসালা......১·· আসার জাহাঙ্গিরী......১১৩· দর্ আমল্ সৈয়দ্ আহমদ্ আর্জদারে শাহ্।"

এই খোদিতলিপির যতটুকু অংশ পাঠ করা যায়, তাহা হইতে জানা যায় যে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের একবিংশ রাজ্যাঙ্কে কামানটি ঢালাই করা হইয়াছিল। ইহা হকিম্ হয়দর আলীর আদেশে ও বাদশাহের পেশকার সৈয়দ্ আহমদের তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহা মহম্মদীরিসালা নামক সৈন্যদল কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত ও ইহার ওজন চারি"গরী" অর্থাৎ জাহাঙ্গীর বাদশাহের আমলের ১··সের ছিল। খান্জাদ খান্ দিলাবরজঙ্গ ও আখুন্দ মৌলানার অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এই খোদিত লিপির দক্ষিণ পার্শ্বে পারসিক অক্ষরে "৬১৯" লিখিত আছে, ইহা সম্ভবতঃ কামানের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতেছে। খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে, কামাননির্ম্মিতা শিল্পিগণের মধ্যে একজন (বীরবল্লর দাস) অন্ততঃ হিন্দু।

(খ) গদাধর সিংহের খোদিতলিপি ;

(১) শ্রীশ্রীস্বর্গনারায়ণদেব সৌমারাশ্বের

(২) গদাধর সিংহেন যবনং জিত্বা·· গুবাক

(৩) হাট্ট্যাং ইদমস্ত্রং প্রাপ্তং শাকে ১৬০৪।

মুসলমানেরা ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে গৌহাটী পুনরধিকার করেন ১৪, কিন্তু ইহার দুই বৎসর পরে গদাধরসিংহ উহা পুনরধিকার করেন।

(গ) ইংরাজী খোদিতলিপি :—

বারুদে অগ্নিপ্রদান করিবার ছিদ্রের নিকটে "Bundoolaw" ও "419" লিখিত আছে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ব্রহ্মদেশীয় সেনাপতি মিঙ্গিমহাবন্দুলার নিকট হইতে ইংরাজেরা এই কামানটি অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা জাহাঙ্গীর বাদশাহের একবিংশ রাজ্যাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল, আমীর জুমলার আসাম অভিযানের সহিত গৌহাটী গিয়াছিল ও গদাধর সিংহ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়া ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আসামে বাস করিয়াছিল ও প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের সময় ইংরাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়। শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মাধাইনগরের তাম্রশাসনের মন্তব্যের প্রতিবাদ।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় চতুর্থভাগ তৃতীয় সংখ্যায় মাধাইনগরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে প্রবন্ধে দেখিলাম শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন, "কবিরাজ গোপীচন্দ্র

14. Gait's History of Assam, p. 157.

সেন মহাশয় যে তাম্রশাসন খানি বাবু দুর্গানাথ তালুকদার মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়া পাঠোদ্ধার করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে তাম্রশাসন খানি প্রসন্ন বাবুর প্রকাশিত মাধাইনগরের তাম্রশাসন হইতে পৃথক জিনিস। সে তাম্রশাসন খানি এখন আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।" এবং বিশ্বাস মহাশয় আক্ষেপ করিয়াছেন যে "সে তাম্রশাসন খানির আর পাঠোদ্ধার হইল না এবং তাহার ঐতিহাসিক তত্ত্বও আর প্রকাশিত হইল না।" (১৩২ পৃষ্ঠা) অন্যত্র তিনি লিখিয়াছেন "কবিরাজ মহাশয় যে তাম্রশাসন খানির পাঠোদ্ধার করিয়া ইংরেজী ও বঙ্গভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই তাম্রশাসনের প্রথম ষোড়শ পংক্তি পদ্যাকারে লিখিত ও অবশিষ্টাংশগুলি গদ্য......আজ পর্য্যন্ত অপর কেহই কবিরাজ মহাশয়ের তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করেন নাই। কাজেই কবিরাজ মহাশয়ের পাঠই প্রচলিত পাঠ হইয়াছে।" (১৩৬ পৃষ্ঠা)

এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রতিবাদ প্রয়োজন হইয়াছে। গোপীচন্দ্র সেন মহাশয়ের হস্তগত তাম্রশাসনই যে আমার হস্তগত হইয়াছিল এ সম্বন্ধে অতি সামান্য অনুসন্ধান করিলে বোধ হয় বিশ্বাস মহাশয় নিঃসংশয় হইতে পারিতেন। যদিও সেন মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু এখনও অনেক লোক জীবিত আছেন যাঁহারা একই তাম্রফলক তাঁহার ও আমাদের হস্তে দেখিয়াছেন এবং সেন মহাশয় উহা রেভিনি সাহেবের নিকট দিলে উহা যে আমার হস্তে অর্পিত হয়, তাহা বর্ত্তমান মাজিষ্ট্রেট কর্ম্মচারিগণ মধ্যে ও পাবনার অন্য অনেক সম্ভ্রান্ত লোক জানেন। বিশ্বাস মহাশয় সহজলভ্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ থাকিতে তাহা উপেক্ষা করিয়া কল্পনার যে আশ্রয় লইয়াছেন তাহা দুঃখের বিষয়। ইহাতে তথ্যানুসন্ধানের বিশেষ ব্যাঘাত হয়।

যাহা হউক, এ বিষয়ে, আমি অধিক না বলিয়া সেন মহাশয়ের হস্তগত তাম্রশাসন যে আমার হস্তগত হইয়াছিল তাহার কয়েকটি লিখিত প্রমাণ দিতেছি।

(১) 'সেন মহাশয় তাম্রশাসনের যে পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ পুস্তিকাকারে মুদ্রিত করেন, তাহাতে তিনি বিজ্ঞাপনের নীচে লিখিয়াছেন, "প্রকাশ থাকে যে তাম্রশাসন খানি গত ৫ই আশ্বিন (১৩০৫) উপরোক্ত শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরকে তাঁহার আদেশ অনুসারে প্রদান করিয়াছি।'

বলা বাহুল্য যে কালেক্টর সাহেবের নিকট হইতে উহা আমি পাইয়াছিলাম।

সেন মহাশয় সিরাজগঞ্জের Subdivisional officer মহাশয়কে ১৮৯৮ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে যে পত্র লেখেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

(২) Sir,

In obedience to the orders of the District Magistrate I have the honour to send the copper plate found at Madhainagar. A copy of the old Sanskrit writings engraved upon it together with a Bengali translation is also submitted. As the old Sanskrit throws a light on

he ancient history, *it was my prayer to the Magistrate to keep it in the Asiatic Museum or in any place which he thinks fit,* and moreover as I had to labour much in reading the old Sanskrit, I would be very much glad if I could know the final order of the Magistrate passed with regard to it.

An acknowledgment of the plate is solicited I have &c.

(Sd). Gopi Chandra Sen.

N. B. The italics are mine.

সেন মহাশয় এইরূপ লিখিবার পর প্রদীপের তৃতীয় ভাগ নবম সংখ্যা ২৭৩ পৃষ্ঠায় "সেন বংশীয় নৃপতিগণের জাতি নির্ণয়" নামক প্রস্তাবে মাধাইনগরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কথা লিখিয়াছিলেন :—

(৩) "মাধাইনগরে প্রাপ্ত মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের তাম্রশাসনের আমি যে পাঠ উদ্ধার করিয়াছি, তাহাতে সেন নৃপতিগণকে অম্বষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া লেখা আছে। কিন্তু পাবনার উকিল শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয় উক্ত শাসনের অন্যপ্রকার অনুবাদ করিয়াছেন, তাম্রফলক খানি আমার নিকট তিনমাস মাত্র ছিল, তাহার পরেই শ্রীযুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুরের যোগে, আমাকে ফেরত দিবেন বলিয়া, ফলকখানি পাবনায় লইয়া চৌধুরী মহাশয় এক বৎসর পর্য্যন্ত পাঠোদ্ধার করেন; কিন্তু ফলকখানি আর আমাকে দিলেন না। কালেক্টর সাহেবের নিকট দরখাস্ত পর্য্যন্ত করিয়াছিলাম, তাহাতেও কোন ফল পাই নাই। চৌধুরী মহাশয় উক্ত ফলক এখন কোথায় যে রাখিয়াছেন তাহাও জানি না। সুতরাং আমার অনুবাদ সত্য—কি চৌধুরী মহাশয়ের অনুবাদ সত্য, ফলকখানি দেখিয়া তাহা নির্ণয় করিবার আর উপায় নাই।

ঐ প্রবন্ধে ২৭৪ পৃষ্ঠায় ফুট নোটে তিনি লিখিয়াছেন :—

"প্রথম ভাগ ঐতিহাসিক-চিত্রের তৃতীয় সংখ্যায় নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত প্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ও সেন নৃপতিগণ যে চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয় ও ব্রহ্মক্ষত্রিয় তৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়াছেন; কিন্তু অনেক বিষয়ে চিরকালই এই প্রকার দেখা যায়, আজ যাহা চূড়ান্ত দুদিন পরে তাহা নিতান্ত অচূড়ান্ত; এই হেতুকে আশ্রয় করিয়াই আমরা বৈদ্যজাতি হইয়াও পুনরায় সেন রাজাদের জাতিনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম।"

পাঠকগণ দেখিবেন এই প্রবন্ধে তাঁহার হস্তগত ও আমার হস্তগত তাম্রশাসন যে একই তৎসম্বন্ধে আর সন্দেহ হইতে পারে না। এখানে বলিয়া রাখি, সেন মহাশয় আমার উপর যে অযথা উক্তি করেন, তাহার প্রতিবাদ আমি ঐ প্রদীপে ৩৬৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করি। সেন মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিতে সাহস পান নাই।

যে প্রকার সংশয়ের কাল উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে বোধ হয় শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ তালুকদার

মহাশয়ের ১৩০৫ সালের ৭ই অগ্রহায়ণের নিম্নলিখিত পোষ্টকার্ডে পত্র সাধারণের নিকট প্রকাশিত থাকা ভাল। ইহাতে একই তাম্রফলক যে আমাদের উভয়ের হাতে আসিয়াছিল, তাহার সন্দেহ হইতে পারে না। ঐ পত্রের অবিকল নকল দিলাম ঃ—

"মহামহিমেষু—

বন্ধের পূর্ব্বে আপনার এক পত্র পাই, তাহাতে আমার প্রাপ্ত তাম্রফলকের পাঠোদ্ধার ও অনুবাদ মূলানুরূপ হয় নাই লিখিয়াছেন ; কিন্তু কোন্ কোন্ স্থানে আমাদের ভ্রম হইয়াছে তাহা লিখেন নাই ; অনুগ্রহ প্রকাশে সেই ভ্রম সংশোধন করিয়াছেন আমাদিগকে জানাইলে বিশেষ উপকৃত হইব। আপনার লিখা অনুসারে আমি মাধাইনগর যাহা তাম্রফলকে হওয়ার সময়ে মাধবাচার্য্যের নিবাস জন্য মাধবনগর বলিয়া অভিহিত ছিল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান দেখিবার জন্য যদিও গিয়াছি আমি ঐ সমস্ত বিবরণ পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া জানাইব।

অত্র মঙ্গল আগতে নিজ মঙ্গল লিখিয়া সন্তোষ করিবেন নিবেদন ইতি সন ১৩০৫।৭ অগ্রহায়ণ।

নিবেদক

শ্রীদুর্গানাথ শর্ম্মণ তালুকদার।"

ঐ তাম্রশাসনের পাঠ যাহা সেন মহাশয় উদ্ধার করিয়াছিলেন ও আমি ও আমার পরবর্ত্তী মহোদয়গণ উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে কিছু লেখা নিষ্প্রয়োজন। একই তাম্রফলকের পাঠ উদ্ধার হইয়াছে ইহাই দেখান এই পত্রের উদ্দেশ্য।

শ্রীপ্রসন্ননারায়ণ চৌধুরী

সরকারি উকিল, পাবনা।

জগন্নাথী বিলাই।

ভাটী রাজ্যাত্ একটা গাঙো ১ ; নাঞো ২ তার ধূরূপা নন্দী ৩। কাঞো কাঞো ৪ তাক্ ৫ ধূর্ত্তানন্দ ও কয়। সেই গাঙোত আছিল একটা ওন্দা বিলাই ৬। বিলাইটা বড়য় মুঠারু ৭, বড়য় চাতুর।—ঢাকি থোয়া ৮ আনাজ ৯ খায়, আওতা ১০ মাছ শুক্টা খায়। ঝোকত

১। গাঙো—গ্রাম। ২। নাঞো—নাম। ৩। ধূরূপা নন্দী—ধূর্ত্তানন্দী, ধূর্ত্তানন্দী। ৪। কাঞো—কেহ। ৫। তাক্—তাহাক্। ৬। ওন্দাবিলাই—পুরুষবিড়াল, "ওন্দা" শব্দটি অন্য কোন জন্তুর সহিত প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় না "উৎপীড়ক" এই ভাবটি "ওন্দা" শব্দটির অর্থে সন্নিহিত। বোধ হয় ওন্দা শব্দ উন্দা ধাতু নিষ্পন্ন। "উন্দ ধি ক্লেদে"। ৭। মুঠারু—লুঠকারু ; লুণ্ঠণ কারক। ৮। ঢাকি থোয়া—ঢাকিয়া রাখা। ৯। আনাজ—তরকারী। ১০। আওতা—আবৃত করিয়া রাখা, লুকাইয়া রাখা বিপদশূন্য স্থানে রাখা।

১১ তোলা দই খায়। যেটে ১২ যেখান পায়, সেটে ১৩ তাক্ খায়; আর মুখ মুছি এমন সাটাম সুটুম ১৪ হয়া থাকে যে, উয়াক ১৫ দেখি মনে না হয় উঞায় ১৬ খাইছে। বিলাইটা যুঝারুও ১৭ কম নোয়াঁয় ১৮। আর একটা বিলাইক মাছ শুক্টা খাবার দেখিলে তার সথে মহা কুরপাণ্ডো ১৯ নাগায়া, বাড়ী হাতে তাক্ খেদেয়া ২০ দেয়। ক্রেমে ক্রেমে বিলাইটার উবদারু ২১ বাড়িল। চেঙ্গরা গুলা টের পাইলে। ফান ২২ পাতি বিলাইটাক ধরিলে, মনের তাও ২৩ মিটি ডাঙ্গাইলে; আধামারা করি তিন দিন উপাসে ২৪ বান্ধি রাখিলে। তারপর দিনা একখান শুক্টা'র মালা কৌতক ২৫ করি বিলাইটার গালাত শক্ত করি পিন্ধি দিলে। বিলাই শুক্টা খাবার চায়, খাবার না পারে; পাঞো ২৬ দি ছিড়ি ফেলেবার চায়; ছিড়ি ফেলেবারও না পারে। বিলাইর তামসা দেখি চেঙ্গরালা ২৭ মাটিত পড়ি পড়ি হাসে। পাছত বিলাইটাক একটা ছালাত ডুবেয়া ২৮ দুইজন চেঙ্গারায় উবিয়া ২৯ বহুদূর নিগাইল। একটি অজানা জাগাত্ বিলাইটাক ছাড়ি দিয়া বাড়ী ফিরি গেইল।

বিলাই বড় অনদিশাত ৩০ পৈল। বেদেশ বেভুঞি; কোন্টে ৩১ কি, কেছুই ৩২ না জানে। চৌদিনিয়া ৩৩ উপাসী ৩৪ শরীল; ৩৫ পেটের ভোক ৩৬ মাথাত উটিচে; গাওতও ৩৭ নাই বল। কি করে? কোটে ৩৮ যায়? চাইরোদি ৩৯ ধানবাড়ী, মাঝে মাঝে এন্দুরের খাল। কিন্তু একে শরীল দুবলিয়া ৪০; তাতে গালাত শুক্টার মালা। ধান বাড়ীর ভিতর দি যায় কেমন করি?—আইলের গোরে গোরেও এন্দুরের খাল আছে; আইল দিয়া যাওয়াও ভাল; ভাবিচিন্তি বিলাই আইল ধরি যাবার ধরিল ৪১। বিলাইক দেখি এন্দুর পালেবার লাগিল। বিলাই কিন্তু আর কারো দিগ্‌গে ফিরি না চায়; হেট মুকে হরিনাম জপিতে জপিতে ধীরে ধীরে যায়। একটা এন্দুরের বাচ্চা মুকের আগত্ ৪২ পৈল।

১১। ঝোকত—বাশের উত্তান মুখ, ভূমিনিহিত যন্ত্র; যাহাতে দধির ভাণ্ডাদি ঝুলাইয়া রাখা যায়। ১২। যেটে—যত্র, যেখনে। ১৩।সেটে—সেখানে। ১৪। সাটাম সুঠুম—সাটামশব্দের দ্বির্ভাব। সাটাম—গঠাম—সুবেশ। ১৫। উয়াক—উহাক। ১৬। উঞায়—ও। ১৭। যুঝারু—যোদ্ধা। ১৮। নোয়াঁয় ন হয়—নয়। ১৯। কুরপাণ্ডো—কুরুপাণ্ডব্য। ২০। খেদেয়া—খেদাইয়া; ক্রেমে—ক্রমে। ২১। উবদারু—উপদ্রব। ২২। ফান্—ফাঁদ। ২৩। ডাঙ্গাইলে—দণ্ডদ্বারা আঘাত করিলে। ২৪। উপাসে—উপবাসে। ২৫। কৌতক—কৌতুক। ২৬। পাঞো—পা। ২৭। চেঙ্গেরালা—চেঙ্গরাইলা—চেঙ্গেরাবিলা (আসামী)—চেঙ্গরাগুলা;—ছেলেরা। ২৮। ডুবেয়া—ডুবাইয়া; ঢোকাইয়া। ২৯। উবিয়া—উবহিয়া—বহন করিয়া। নিগাইল—নিয়া গেইল। ৩০। অনদিশাত পৈল—দিশাহারা হইয়া পড়িল অজ্ঞানতাবশতঃ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়তায় পতিত হইল। ৩১। কোন্টে—কোন স্থানে; কোথায়। ৩২। কেছুই—কিছুই। ৩৩। চৌদিনিয়া—চতুর্দ্দৈনিক চারি দিনের। ৩৪। উপাসী—উপবাসী: ৩৫। ভোক—বুভুক্ষা। ৩৬। শরীল—শরীর। ৩৭। গাওত—গায়ে। ৩৮। কোটে—কোথায়। ২৯। চাইরোদি—চতুর্দ্দিগে। ৪০। দুবলিয়া—দুর্ব্বলী। ৪১। যাবার ধরিল—যাইতে আরম্ভ করিল। ৪২। আগত—আগে

বিলাই পাঞো দিয়া আলগোতে ৪৩ তাক্ সারে থুইয়া "প্রভু জগন্নাথ"—"প্রভু জগন্নাথ" জপিতে জপিতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেইল। অজঘট ৪৪ কাণ্ড দেখি একটা এন্দুর অচক্ ৪৫ খাইলে; দূরহাতে পুছ ৪৬ করিলে।

ওরে বাগামুয়া ৪৭ এন্দুরের যম;—
গাও কেন তোর হেলা-চুলা ৪৮
মুক কেনে মইলান ৪৯।
মুকের আগত্ বেড়ায় এন্দুর
ধরিয়া না খায়েন্॥

বিলাই খাড়া হইল। খানিক ধিয়ান ৫০ ধরি থাকিল। "তারান্ ৫১ দেওহে দীনবন্ধু" বুলি একটা দীগ্‌লা নিশ্বাস ছাড়ি উত্তর দিলে;—

ভাইরে;—
লম্প ঝম্প সৌগ্ ৫২ এলা এলা ৫৩ করিছি দূর।
গালাত শুক্টার মালা না খাই এন্দুর॥

এন্দুর ফিরি পুছিলে—ওটা আরো কি? শুক্টার মালাখান কেনে?

"পতিতপাবন দীনবন্ধু হে" বুলি দীগ্‌লা নিশ্বাস ছাড়ি, বিলাই পড়িউত্তর ৫৪ দিলে।

এন্দুর খেন্দুর ৫৫ মারি বহুত করিছি পাপ॥
গালাত দিয়া শুক্টার মালা চলুছি জগন্নাথ॥

এন্দুর কইলে ৫৬ এন্দুর ত তোমার খাইব্য ৫৭ বস্তু, তাক্ ৫৮ খাইলে আর পাপ কি?

বিলাই কইলে—ভাই কি আর কম ৫৯। সবাঞে ৬০ কৃষ্ণের জীব; হিংসাত ৬১ বড়ি পাপ নাই। আগে বুঝিলে আজি আর এ দশাটা হইল না ৬২ হয়। আগের কথা মনে উঠিলে অন্তরাত্মা কাম্পিয়া উঠে। আর দুঃক্কেথ বুক ভাঙ্গিয়া যায়। আর যেলা ৬৩ কোনা চেঙ্গরায় গান ধরে—

মনে বড়য়্ দুক,
মোর সকিরে, ৬৪—
কিতে বড়য় দুক॥

৪৩। আলগোতে—আলগোছে। ৪৪। অজঘট—অদৃষ্ট—অঘট, যাহা সাধারণতঃ ঘটে না। তুলনায় অদ্ভুত—অদ্ভুত। ৪৫। অচক্—আশ্চর্য্য আচকখাইলে—আশ্চর্য্যান্বিত হইল। ৪৬। পুছ করিল—পৃচ্ছা করিলে, জিজ্ঞাসা করিলে। ৪৭। বাগামুয়া—বাঘামুহা—ব্যাঘ্র মুখ। ৪৮। হেলাচুলা—হেলে চুলে পড়া; ৪৯। মইলান—মলিন। ৫০। ধিয়ান—ধ্যান। ৫১। তারাণ—ত্রাণ। ৫২। সৌগ্—সব, সকল। ৫৩। এলা—এখন। ৫৪। পড়ি উত্তর—প্রত্যুত্তর। ৫৫। খেন্দুর—এন্দুর শব্দেরই দ্বিরুক্তি। ৫৬। কইলে—কহিলে। ৫৭। খাইব্য—খাদ্য। ৫৮। তাক—তাহাক। ৫৯। কম—কহিম—আমরা কহিব (গৌরবার্থে বহুবচন)। ৬০। সবাঞে—সবে। ৬১। হিংসাত্ বড়ি—হিংসার চেয়ে বড়। ৬২। হইল না হয়—হইত না। ৬৩। যেলা—যেবেলা, যখন। ৬৪। সখি—সখি, সখে।

নদীরে দরঙ্গের ৬৫ মত,
ভাঙ্গিয়া পড়ে বুক,
মোর সকিরে—
মনকে বুঝাইয়া কম কত ॥—

মোর বুকের ভিতর যে কি ঘোছ্‌ড়ানি কি কড়কড়ানি কি মট্‌মটানি, তাক্ কবারে না পারোঁ ৬৬। আর যদি ধিক্ ধিক্ ৬৭ বেলার সমে ৬৮ দরঙ্গভাঙ্গা ৬৯ সোতাল নাদীর পারত কোন চেঙ্গরাক্ মনের খেদে নোলা নোলা ৭০ সুরে ঐ গানটা গবার শুনো ৭১—সেলা যে কি হওো ৭২—ঘটত ৭৩ মোর জিউ ৭৪ থাকে, কি না থাকে—কবারে না পাওোঁ, ভাই কবারে না পাওো ৭৫। মোর যে সকিও নাই। উন্মীলি উন্মীলি ৭৬ উটা দুক্ষ কাক ৭৭ বা কওো? সেই ভাই—

না বুঝি করিছি পাপ।
এলা বুঝি তার মনস্তাপ ॥

ভাবি চিন্তি দেখি পাপের মূল লোভা তাক দমন করিবার বাদে লোভান দব্ব্য ৭৮ শুক্টা দি হরিনামের মালা করিচি, সংসার ছাড়ি চলিছি। তারান দেওহে দীনবন্ধু পতিত পাবন!

বিলাইর চউকের ৭৯ জল টলটলা ৮০ হইল; গালা গদ্‌গদা ৮১ হইল;—কথা বিরায় ৮২ না, চুপ হইল। এন্দুরক খেয়া ৮৩ নাগিল। খানিক কাইঠা ৮৪ যায়া কইলে হরি তোমাক তারান্ দেউক; হরি তোমার বুঝ ভাল করিছে। তোমরায় সাধু মনের দুক্ষ কি আর হামাক্ ৮৫ কওয়া না যায়? বিলাই কইলে—মনের দুক্ষ বুঝিচেন;—চিত্ ঠাণ্ডা করিলেন; মনের দুক্ষ কয়া ৮৬ কি করুম ৮৭? কাওো কি পাইতায় ৮৮ কথায় কয়—

চোরের মন বোক্‌চাত্ ৮৯

আর যে এই ধিয়ান ধরা হরিনাম জপ ইথাক ৯০ দেখি মনে হইবে "মুকমোঞ্জা ৯১ বিলাই এন্দুর মারিব যম" এই কথা কয়া বিলাই আরও দীগনা নিশ্বাস ফেলাইল; আবার অল্প ধীরে ধীরে পাওো বাড়াইল।—সাধুক আর কাওে অমান্ত ৯২ করেও কথা শুন, এই কথা

৬৫। দরিঙ্গ—দরঙ্গ, দারুণ। ৬৬। কবারে না পারো—কহিতে পারি না। ৬৭। ধিক্‌ধিক্—নাতি পরিস্ফুটন ধিক ধিক বেলা—সন্ধ্যা। ৬৮। সমে—সময়ে। ৬৯। দরঙ্গভাঙ্গা—দরঙ্গ—অর্থাৎ দারুণ ভাঙ্গিতেছে যার। ৭০। নোলা নোলা—লোল লোল। ৭১। গবার শুনোঁ—গাইতে শুনি। ৭২। হওো—হই। ৭৩। ঘটত্—ঘটে, দেহে। ৭৪। জিউ—জীব, জীবন। ৭৫। না পাওো—না পারেঁা। ৭৬। উন্মীলি—উন্মীলি, সবেগে প্রকাশ পাইয়া। ৭৭। কাক—কাহাকেই। ৭৮। দ'ব্ব্য—দ্রব্য। ৭৯। চউকের—চক্ষুর। ৮০। টলটলা—টলটলায়মান। ৮১। গদ্‌গদা—গদ্গদ। ৮২। বিরায়—বাহিরায়। ৮৩। খেয়া—খেদ। ৮৪। কাইন্টা—কণ্ঠদেশ। ৮৫। হামাক্—আমাদিগকে গৌরবার্থে বহুবচন। ৮৬। কয়া—কহিয়া। ৮৭। করুম—আমরা করিব। ৮৮। পাইতায়—প্রত্যয় করি। ৮৯। বোক্‌চাত—বোকচার দিকে। বোকচা—পাটরী। ৯০। ইথাক—ইহাক; এই। ৯১। মুকমোঞ্জা—মুখ মুজিয়া থাকে যে। ৯২। অমান্ত—অসম্মান। ৯৩। তেক্ষনে—তখনে।

কইতে কইতে এন্দুর বিলাইর মুকের আগ গেইল। আর বিলাই তেক্ষনে ৯৪ "ঙো ঙো"—করি এন্দুরক কামড়ে ধরিল।—কাইণ্টাতে আছিল এন্দুরনী। মাটিত ঢলি পড়ি হাসিতে হাসিতে কইলে—তোমার জাইতেরে ৯৫ ঐ ধারা, ঐ জন্যে—মোক তোমার কাইণ্টা যাবার না মনায় ৯৬। এত বড় সাধু বিলাইটা আদর করিবে তাতও ঐ এন্দুর মারা "ঙো" কথায় কয়।

মরি পুড়ি ছাই হয়।
তেঞো না ছাড়ে জাতের ক্ষোয় ৯৭॥

"ঙো"—ছাড়ি "আঁ"—করিবার শক্তি নাই। "আঁ" করতো ভয় পালাউক; সারাএ আসি সাধুর চরণের ধুলা নেউক। বিলাই ভাবিল,—খালি "আঁ" করা আর বহুত এন্দুর ধরা একে কথা।

বিলাই—"আঁ" করিল,—বিলাইর মুক হাতে এন্দুর মাটীতে পড়িল। তুরবুরি ৯৮ খায় সোন্ধাইল ৯৯। এন্দুরনীক কৈলে সাবাস্ এন্দুরনী সাবাস্। ভালে কছিস ১০০; কথায় কয়

যার যেকেনা ১০১ জাতের ক্ষোয়।
জুইএ ১০২ না ছোবে ১০৩ জলে না ধোয়॥

শ্রীপঞ্চানন সরকার।

৯৪। জাইতেরে—জাতিরই। ৯৫। ধারা—নিয়ম। ৯৬। মনায়—রুচে। ৯৭। তেঞো—তবু; তথাপি। ৯৮। ক্ষোয়—ক্ষয়; ধারা; রীতি। ৯৯। তুরবুরি=ত্বর-ত্বর,—সত্বরঃ। ১০০। সোন্ধাইল=সন্ধাইল প্রবেশ করিল। ১০১। কছিস্=কহিয়াছিস্। ১০২। যেকেনা=যেখানি, যেটুকু। ১০৩। জুই=জ্যোই =জ্যোতিঃ আগুন। ১০৪। ছোবে=পোড়ে, সংস্কৃত ছুব্ ধাতু।

রঙ্গপুর

সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

সঙ্কর জাতির বর্ণ।

(রাজসাহী শাখা-পরিষদে পঠিত।)

এই গুরুতর বিষয় অতি বিস্তৃত আলোচনার যোগ্য। কিন্তু আমার তদ্রূপ আলোচনার সময় ও সামর্থ্য নাই। তাই, সংক্ষেপে এই বিষয়ে আপনাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। এই বিষয়ক জ্ঞান লোক-তত্ত্বালোচনার বিশেষ সহায়তা করে।

বর্ণের উৎপত্তি।

প্রথমেই বর্ণের উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি কথা আপনাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিব। জীব-জগতে বর্ণ একটি মিশ্র-পদার্থের উপর নির্ভর করে। উদ্ভিদ শ্রেণীতে এই পদার্থের নাম Chlorophyle (হরীতিণ্) এবং জন্তু শ্রেণীতে ইহার নাম Pigment। যাহা হউক এই পদার্থকে এক কথায় বর্ণোপকরণ বলা যাইতে পারে। জন্তুগণের দেহস্থ বর্ণোপকরণ অঙ্গার, উদজান, অম্লজান, যবক্ষারজান ও লৌহ দ্বারা নির্ম্মিত। আর উদ্ভিদগণের বর্ণোপকরণেও ঐ সকল পদার্থই আছে, কেবল যবক্ষারজান নাই। এই সকল বস্তু আহারের সহিত জীবদেহে গৃহীত হয়, এবং দেহ মধ্যেই বর্ণোপকরণ নির্ম্মিত হইয়া বাহ্যত্বকে নিহিত হইয়া থাকে *। জীবদেহে সর্ব্বদাই গঠন-ক্রিয়া ও ধ্বংস-ক্রিয়া হইতেছে; তাহার ফলে নানাবিধ মিশ্র পদার্থ গঠিত ও পরিত্যক্ত হইতেছে। যে সকল বস্তু পরিত্যক্ত হয়, বর্ণোপকরণও তাহার মধ্যে একটি। উহা ত্যাগের দ্বার ত্বক্। উহা ধ্বংস ক্রিয়ার ফলে জাত হইয়া পরিত্যক্ত হইতে বাহ্য ত্বকে আসিয়া উপস্থিত হয়; এবং তথা হইতে ক্রমে পরিত্যক্ত হয় এবং পুনরায় পূর্ব্ববৎ গঠিত হইয়া থাকে। †

পরিত্যক্ত হয়।

উদ্ভিদগণের বর্ণোপকরণ সূর্য্যালোক পাইলে বায়বীয় অঙ্গারিকাম্ল হইতে অঙ্গার ভাগ গ্রহণ করে, এবং তদ্দ্বারা উদ্ভিদের দেহ গঠন কার্য্যেরও সহায়তা করে। কিন্তু জন্তুগণের দেহস্থ বর্ণোপকরণ ধ্বংস ক্রিয়ারই ফল। উহাতে দেহ গঠনের কোন সহায়তা করে বলিয়া জানা যায় নাই।

---

* ইহা হইতে আপনারা এরূপ বুঝিবেন না যে, আহার পরিবর্ত্তন দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে উচ্চ শ্রেণীর জীবের বর্ণও স্থায়িরূপে পরিবর্ত্তন করা যায়। যদিও অতি নিম্নশ্রেণীর জীবের বর্ণ ঐ কারণে অল্লাধিক পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, কিন্তু উচ্চশ্রেণীর গণের তদ্রূপ করা যায় না। ইহাদিগের ধ্বংসক্রিয়া ও গঠনক্রিয়া কালসহকারে অধিকতরভাবে নির্দ্দিষ্টপথাবলম্বী হইয়াছে।

† Pigments of many kinds are phisiologically regarded as of the nature of waste products * * * Abundant pigments are expressions of intense metabolism.
The evolution of sex p. 23.

শীতাতপে বর্ণ ভেদ উৎপন্ন হয় বলিয়া একটি বহু প্রাচীন সংস্কার আছে। যাঁহারা এই মত পোষণ করেন, তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ বশতঃই মানবের বর্ণ কাল হয়, এবং শীতপ্রধান দেশের শৈত্য বশতঃই তথায় মানব শ্বেত বর্ণ হয়। তাঁহারা শীত গ্রীষ্মকেই বর্ণ ভেদের প্রধান কারণ বিবেচনা করেন। কিন্তু সে কেবল মানবের সম্বন্ধে। অন্য প্রাণীর সম্বন্ধে তাঁহারাও জানেন যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও শ্বেত বর্ণের পশু পক্ষী আদি বংশ-পরংপরায় বাস করে এবং শীত-প্রধান দেশেও কৃষ্ণ বর্ণের পশু পক্ষী আদি ঐরূপে বাস করিয়া থাকে। শীতাতপ কি কেবল মানবেরই বর্ণ ভেদ উৎপন্ন করে, ইতর প্রাণীর উপর কি শীত গ্রীষ্মের কোন ক্রিয়া নাই? ইহা হইতে পারে না। মানবের উপর শীত গ্রীষ্মের ক্রিয়া স্বীকার করিলে অন্য প্রাণীর উপরও স্বীকার করিতে হয়। আর বিবেচনা করিয়া দেখিলে মানবের বর্ণভেদ সম্বন্ধেও শীতাতপের বিশেষ কার্য্যকারিতা অঙ্গীকার করা যায় না। কামস্কট্কা, আইস্ল্যাণ্ড গ্রীন্ল্যাণ্ড, ল্যাপ্ল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ চিরতুষারাবৃত সুতরাং অত্যন্ত শীতপ্রধান। কিন্তু ঐ সকল দেশবাসিগণ তো সকলেই শ্বেতবর্ণ নহে। অনেক কামস্কডেলিয়গণ ও ল্যাপ্ল্যাণ্ডিয়-গণ কটা ও পীতাভ; গ্রীন্ল্যাণ্ডের এস্কুইমস্ক জাতি কৃষ্ণবর্ণ ও কৃষ্ণ-কেশ। নিউঝিল্যাণ্ডেরও পেটাগোনীয়ার অধিবাসিগণ কটা, শ্বেত নহে। শীতপ্রধান দেশের এই সকল অ-শ্বেত মানব কে? যাহারা পীতাভ তাহারা মানব-জাতির পীত শাখাভুক্ত অর্থাৎ আকৃতিতে এবং অঙ্গ-গঠনে মঙ্গোলীয়গণের ন্যায়। যাহারা কৃষ্ণবর্ণ তাহারা আকৃতিতে এবং অঙ্গগঠনে মানবজাতির লোহিত শাখাভুক্ত, কেহ কেহ বা পীত শাখাভুক্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে যাহারা মানবজাতির পীত অথবা লোহিত শাখাভুক্ত, তাহারাই উপরের লিখিত শীতপ্রধান দেশ-সমূহের পীতাভ অথবা কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসী। ইহারা পুরুষানুক্রমে নিদারুণ শীতের মধ্যে বাস করিয়াও শ্বেতবর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই। আর ঐ সকল শীতপ্রধান দেশে যে সকল শ্বেতবর্ণ মানব বসবাস করে, তাহারা আকৃতিতে এবং অঙ্গগঠনে মানবজাতির শ্বেত-শাখাভুক্ত বলিয়া সহজেই প্রতীয়-মান হয়। পক্ষান্তরে আফ্রিকার অগ্নিকুণ্ড তুল্য সাহারা মরুভূমির সন্নিকটে পুরুষানুক্রমে বসবাস করিয়াও টুরেগ (Touaregs) জাতি পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ। কিন্তু ঐ প্রদেশেই কাফ্রিগণ অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ। আফ্রিকার তাপদগ্ধ মিশর দেশে স্মরণাতীত কাল হইতে পুরুষানুক্রমে শ্বেত, পীত, কটা, কৃষ্ণ—সকল বর্ণের মানবই বাস করিতেছে। † ইহারা প্রচণ্ড সূর্য্যতাপেও সকলে কৃষ্ণবর্ণ হয় নাই কেন? যাহারা কৃষ্ণবর্ণ তাহারা আকৃতিতে ও অঙ্গগঠনে মানবজাতির কৃষ্ণ-শাখাভুক্ত; যাহারা অন্যবর্ণ বিশিষ্ট, তাহারা আকৃতিতে ও অঙ্গগঠনে মানবজাতির অন্য শাখাভুক্ত। সুতরাং দেখা যাইতেছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশেও যে মানব আকৃতিতে ও অঙ্গগঠনে

শীত গ্রীষ্ম।

† The coloured race protraits of ancient Egypt remain to prove the permanance of complexion during a lapse of a hundred generations, distinguishing coursely but clearly the types of the red brown Egyptian, the yellow brown Canaanite, the comparatively fair Libyan and the Negro. These broad distincfions have the same kind of value as the popular terms descnibing white, yellow, brown and black races. Ency : Brit : Vol. 2 page III.

যে শাখাভুক্ত সে সেই শাখার বর্ণই স্থির রাখে ; আর শীতপ্রধান দেশেও তাহাই। অবয়বে যে মানব যে শাখার অন্তর্গত, সেই শাখার বর্ণ হইতে প্রখর তাপ অথবা দারুণ শীত, এতদুভয়ের কিছুতেই তাহাকে বিচ্যুত করিতে পারে না। সে শাখার জাতিগত বর্ণ তাহার থাকিবেই।

মানবজাতির বিভিন্ন শাখার বিভিন্ন বর্ণ। আকৃতি এবং অঙ্গগঠনও বিভিন্ন। মোটের উপর মানবজাতিকে আকৃতি এবং অঙ্গগঠন অনুসারে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ইহাদিগের মূর্ত্তি পুণা চিত্রশালার চিত্রপটে সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছে। মূল্যও অল্প ; সুতরাং অনুসন্ধিৎসু পাঠক সহজেই উহা দেখিতে সক্ষম হইবেন। এই পাঁচ শ্রেণীর মানবের জাতিগত অর্থাৎ জন্মগত বর্ণও পঞ্চবিধ :—শ্বেত, পীত, কটা, লোহিত ও কৃষ্ণ। যে মানব যে শাখার তাহার বর্ণও তদ্রূপ। শীত গ্রীষ্ম তাহার বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না।

শাখা বিভাগ।

এই ত মানবের কথা। আর ইতর প্রাণিগণের সম্বন্ধেও এই কথাই সত্য। শীত-প্রধান দেশে কৃষ্ণবর্ণ জন্তু এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে শ্বেতবর্ণ জন্তুর অভাব নাই। কীট পতঙ্গ হইতে বানর পর্য্যন্ত সকলের সম্বন্ধেই এই কথা সত্য। এ স্থলে আর একটি কথাও বিবেচ্য। যে সকল ইতরপ্রাণী নানাবর্ণে রঞ্জিত তাহাদিগের সম্বন্ধে কি বলা যাইবে। ইহারা শীতপ্রধান গ্রীষ্মপ্রধান সকল দেশেই বাস করে। ইহাদিগের দেহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কি শীত গ্রীষ্ম বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া উৎপন্ন হয় ? ইহা অতীব অসম্ভব। এই সকল বিচিত্র বর্ণের নানাবিধ কারণ আছে। সে সকল এস্থলে বিস্তৃতরূপে আলোচ্য নহে। বিখ্যাত জীবতত্ত্ববিৎ পুল্টন্ স্বীয় (Colour of animals) নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। এ স্থলে সংক্ষেপে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে ইতরপ্রাণিগণের বিচিত্র বর্ণ যে সকল কারণে উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে দাম্পত্য অনুরাগ এবং আত্মরক্ষা, এই দুইটি গুরুতর। দাম্পত্য নির্ব্বাচন বিধি * মহাত্মা ডারুইনের উদ্ভাবিত। কেহ কেহ ইদানীং এই বিধির কার্য্যকারিতা অঙ্গীকার না করিলেও তাঁহারা এই মতকে সম্পূর্ণ অসিদ্ধ প্রমাণ করিতে পারেন নাই। তবে ডারুইন্ যত নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীতেও এই বিধির ক্রিয়া লক্ষিত হওয়া বিবেচনা করেন, তাহা স্বীকার করা কঠিন। অতি নিম্নশ্রেণীস্থ প্রাণীর বিচিত্র বর্ণের অন্য কারণ সঙ্গতরূপেই অনুমান করা যাইতে পারে। যাহা হউক, এই সকল নানাবিধ বর্ণ যে কারণেই উৎপন্ন হউক, শীতাতপ তাহার মধ্যে অন্যতর গণ্য হইতে পারে না।

ইতর প্রাণী এবং উদ্ভিদ।

উদ্ভিদগণের সম্বন্ধেও এই কথাই বলা যাইতে পারে। যে উদ্ভিদের যে বর্ণ জাতিগত, প্রায় সর্ব্বদেশেই সেই বর্ণই লক্ষিত হয়। ইহাদিগের সাধারণ বর্ণ হরিৎ এবং তাহা chlorophyle হইতে উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের বর্ণও শীতপ্রধান দেশে শ্বেত এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কৃষ্ণ—এরূপ নহে। ইহারাও জাতিগত বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে।

কিন্তু অত্যন্ত নিম্ন শ্রেণীস্থ জীব, (উদ্ভিদই হউক, জন্তুই হউক,) শীতাতপ বশতঃ কিছু

* Sexual Selection.

কিছু বিভিন্ন না হয়, তাহা নহে। তাহাদিগের দেহ অতিশয় পরিবর্ত্তনশীল; তাই তাহারা সম্ভবতঃ শীতাতপে কিছু কিছু আক্রান্ত হয়। কিন্তু যুগযুগান্তর হইতে নানাবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া যে সকল উচ্চশ্রেণীর জীবদেহ একটা মোটামুটি স্থায়িত্বলাভ করিয়াছে, তাহাদিগের জাতিগত বর্ণ শীতাতপ বশতঃ পরিবর্ত্তিত হয় না। তাহাদিগের স্থায়িত্বই তাহাদিগকে রক্ষা করে।

ধ্বংসক্রিয়ার ফল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, জীবদেহে প্রতিনিয়ত যে সকল ধ্বংসক্রিয়া সাধিত হইতেছে, তাহারই ফলে কতিপয় পদার্থ সংশ্লিষ্ট হইয়া বর্ণোপকরণ গঠিত করে। জীবের দৈহিক বর্ণ এই বর্ণোপকরণের উপরেই নির্ভর করে। রোগে, শোকে, অনাহারে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে অথবা বৃদ্ধত্ব হেতু যখন দেহের ধ্বংস ক্রিয়া অধিক হয়, তখন ব্যক্তিগত বর্ণও মলিন হইয়া যায়। আর হর্ষে, উৎসাহে, ক্রোধে, সুখাদ্যে, সুনিদ্রায় যখন ধ্বংস ক্রিয়া তাদৃশ প্রবল হইতে পারে না, তখন ঐ বর্ণও উজ্জ্বল হয়। এই সকল এবং উপরের লিখিত অন্যান্য কারণে বিবেচনা হয় যে, বর্ণোপকরণ দেহাভ্যন্তরস্থ ধ্বংস ক্রিয়ার ফল। জীবদেহের সর্ব্বপ্রকার পদার্থের ন্যায় বর্ণোপকরণও ধ্বংস ক্রিয়ার (এবং গঠন ক্রিয়ার) ফল; কিন্তু এই ক্রিয়ার প্রণালী উচ্চ জীবে জাতিগত স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; সুতরাং বর্ণও এক্ষণে জাতিগত হইয়া উঠিয়াছে।

প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন।

এই সকল জাতিগত বর্ণই মূল ভিত্তি, ইহারই উপর নানাবিধ জৈবিক হেতু বশতঃ নানারূপ জীববর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই সকল জৈবিক কারণকে এক কথায় প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন † বলা যাইতে পারে। এ কথাও বিস্তৃতরূপে বলা এ স্থলে অসম্ভব। তবে, সংক্ষেপে একটি মাত্র কথাই উল্লেখ করিব। মনে করুন, একটি প্রাণীর জাতিগত বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু সে শ্বেতবর্ণ বালুকাময় স্থানে বাস করিতেছে। ইহাতে তাহার শত্রুগণ অর্থাৎ যে সকল প্রাণী ঐ কৃষ্ণবর্ণ প্রাণীকে আহার করে, তাহারা সহজেই উহাকে দেখিতে পায় ও বধ করিবার সুযোগ লাভ করে। এরূপ স্থলে ঐ কৃষ্ণ বর্ণ প্রাণী নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। যদি অকস্মাৎ অর্থাৎ আমরা যাহা বুঝিতে নিতান্ত অক্ষম তদ্রূপ কোন কারণে ঐ প্রাণীর বর্ণ কিছু ধূসর অথবা শ্বেতাভ হইয়া যায়, তবে উহার শত্রুগণ উহাকে সহজে দেখিতেও পায় না, বধ করিতেও পারে না। সুতরাং ঐ প্রাণী টিকিয়া যায়। এইরূপ পরিবর্ত্তন উহার উপকারে আসে বলিয়াই উহার আত্মরক্ষার সুবিধা হয়। কালক্রমে এই কারণ এবং অন্যান্য কারণ বশতঃ কৃষ্ণবর্ণগণ বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং ধূসর অথবা শ্বেতবর্ণগণ ঐ বালুকাময় প্রদেশে বর্ত্তমান থাকিয়া বংশ বৃদ্ধি করে। পূর্ব্বে যে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বর্ণভেদ উৎপন্ন হওয়া বলিয়াছি তাহার অর্থ ইহাই। প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ইহাকেই বলে। প্রকৃতি যেন বাছিয়া বাছিয়া কৃষ্ণবর্ণগুলিকেই বাদ দিয়া শ্বেতবর্ণগুলিকে রক্ষা করেন। কিন্তু একটা মূল বর্ণ ভিত্তির স্বরূপ না পাইলে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন কোন পরিবর্ত্তনই সিদ্ধ করিতে পারে না, ইহা কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।

† Natural Selection.

যাহা হউক, বর্ণভেদের মূল কারণ জাতিগত। ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বর্ণ জৈবিক কারণেই উৎপন্ন হয়, এবং আলোকের প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে প্রতিফলিত ও নেত্রপথে মস্তিষ্কে নীত হইয়া বর্ণবোধ উৎপন্ন করে। সূর্য্য কিরণ সপ্তবর্ণের মিশ্রণে জাত হয়। যে বর্ণোপকরণ ঐ সকলের মধ্যে যে গুলিকে গ্রহণ করতঃ আত্মমধ্যে বিলীন করিয়া লয় তাহারা লুপ্ত হইয়া যায় ; অবশিষ্টগুলি প্রতিফলিত হইয়া বর্ণজ্ঞানের কারণ হয়। ইহা আলোকের সাধারণ নিয়ম।

সঙ্কর জাতি।

বর্ণ কি এবং উহা কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহা সংক্ষেপে বলিবার চেষ্টা করিলাম। এক্ষণে সঙ্কর জাতির বর্ণ বুঝিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। বর্ণ যদি জাতিগত হইল, তবে যতক্ষণ কোন নির্দ্দিষ্ট জাতি অপরিবর্ত্তিত থাকিবে ততক্ষণ তাহার বর্ণও অপরিবর্ত্তিত থাকিবে। কিন্তু সঙ্কর জাতি বিভিন্ন জাতির সংযোগেই জাত হইয়াছে। সুতরাং সঙ্কর উৎপন্ন হইতে মূল জাতির পরিবর্ত্তন অবশ্যই হইবে ; সুতরাং মূল জাতির বর্ণও অবশ্যই পরিবর্ত্তিত হইবে। সঙ্কর শব্দের প্রচলিত অর্থই বিভিন্নের সংযোগ, সুতরাং পৃথক্ পদার্থের উৎপত্তি। সঙ্করের বর্ণ বুঝিতে হইলে অগ্রে সাধারণ বংশানুক্রম বুঝিতে হয়।

ত্রিবিধ বংশানুক্রম।

সাধারণ বংশানুক্রম ত্রিবিধ নিয়মের অধীন। এই নিয়ম সকলকে মিশ্রিত, আংশিক ও যুক্ত † বলা যাইতে পারে। বিভিন্ন পিতৃমাতৃ সংযোগে যখন উভয়ের লক্ষণ সকল ওতপ্রোত ভাবে মিশিয়া গিয়া পৃথক্ লক্ষণে পরিণত হয়, যখন অপত্য উভয়ের লক্ষণ হইতেই বিভিন্ন হয়, এবং একেরও অনুরূপ হয় না, তখন তাহাকে মিশ্রিত বংশানুক্রম বলা যায়। আর যখন পিতৃলক্ষণ অথবা মাতৃলক্ষণ উভয়ের মধ্যে একটি মাত্র অপত্যে প্রকাশ পায়, অপরটি লুপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে আংশিক অনুক্রম বলা যাইতে পারে। অবশেষে যখন অপত্যে পিতৃ-মাতৃ লক্ষণ দুই-ই পৃথক্‌ভাবে প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ অপত্য দেহে কোন স্থলে পিতৃ লক্ষণ কোথাও বা মাতৃ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়, তখন তাহাকে যুক্ত বংশানুক্রম বলা যাইতে পারে। এই ত্রিবিধ নিয়ম প্রায় সকল লক্ষণ সম্বন্ধেই খাটে। আরও একটি বিষয় এ স্থলে স্মরণ রাখা আবশ্যক। উহা লক্ষণের পুনরাবর্ত্তন (Reversion)। এই নিয়মানুসারে পূর্ব্ব-পুরুষের কোন লক্ষণ পরবর্ত্তীতেও উৎপন্ন হইতে পারে। এই ত্রিবিধ নিয়ম আলোচনা করিতে মেণ্ডেলের বিধান স্মরণ করা আবশ্যক হয়। মেণ্ডেলের বিধান প্রকৃতপক্ষে বর্ণ সঙ্কর সম্বন্ধেরই বিধান। সঙ্কর জাতি যখন আপনাদিগের মধ্যে অপত্য উৎপাদন করে, তখন কতিপয় নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লক্ষিত হইয়া থাকে। পাদরী মেণ্ডেল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভিদের উপর এই সকল নিয়মের কার্য্যকারিতা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই এই অনন্যসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন মহাত্মার নামে এই বিধান পরিচিত হইয়াছে। সঙ্কর সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম তিনি

† Blended, Exclusive, Particulate.

এইরূপ দেখাইয়াছেন। দুই বিভিন্ন লক্ষণযুক্ত স্ত্রী ও পুরুষ * সঙ্কর-জাতীয় অপত্য উৎপন্ন করিল। ঐ অপত্যগণ মিশ্র বংশানুক্রমের নিয়মানুসারে পৃথক্ লক্ষণ বিশিষ্ট হইল। কিন্তু ইহারা পরস্পরে মিলিত হইয়া বংশবৃদ্ধি করিলে মিশ্রিত পৃথক্ ভাবাপন্ন লক্ষণ সকল আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া একাংশে এক লক্ষণ, অপরাংশে অপর লক্ষণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। এই লক্ষণদ্বয় মধ্যে যেটি প্রবল সেই লক্ষণযুক্ত অপত্যের সংখ্যা অপর অপত্যগণের ত্রিগুণ হইবে। যাহারা অল্পসংখ্যক তাহারা পুনরায় পরস্পর সংযোগে বংশবৃদ্ধি করিলে আর কোন পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে না। উহারা বংশপরম্পরায় এক-ভাবাপন্নই রহিয়া যাইবে। কিন্তু যাহারা সংখ্যায় ত্রিগুণ ছিল, তাহারা পরস্পর বংশবৃদ্ধি করিলে এক তৃতীয়াংশ পুরুষানুক্রমে অপরিবর্ত্তিত থাকিবে; দুই তৃতীয়াংশ আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া কিয়দংশ পিতৃলক্ষণযুক্ত এবং অপরাংশ মাতৃলক্ষণযুক্ত হইবে। ইহাদিগের অনুপাতও ৩ : ১; অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ। যাহারা অল্পসংখ্যক তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় বংশানুক্রমে অপরিবর্ত্তিত রহিয়া যায়; আর যাহারা অধিকাংশ তাহারা পরবংশে আবার পূর্ব্ববৎ বিশ্লিষ্ট হইয়া এক ভাগ এক লক্ষণ যুক্ত, অন্যভাগ অন্য লক্ষণ যুক্ত হয়। এইরূপ বহু বংশ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। ইহাতে বুঝা গেল যে সঙ্করজাতি প্রথমতঃ মিশ্র ভাবাপন্ন হয়; পরে বংশ-পরম্পরায় আবার বিশ্লিষ্ট হইয়া, যে জাতিদ্বয়ের মিশ্রণে সঙ্কর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের ন্যায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিণত হয়। ইহা বিশদরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বংশানুক্রমিক ফল নিম্নে রেখাচিত্র দ্বারা প্রদর্শিত হইল।

ক + খ

\ /

ক (খ)

৩ ক ১ খ (1st)

১ ক ২ ক

৩ ক ১ খ (2nd)

১ ক ২ ক

৩ ক ১ খ (3rd)

পূর্ব্ববৎ

(টম্‌সন্ হইতে গৃহীত)

---

* আমি এস্থলে মানুষের কথা বলিতেছি না; তাহা পরে বলিব।

এস্থলে ক ও খ-এর সংযোগে যে সঙ্কর জাত হইল সে মিশ্র অর্থাৎ কখ। কিন্তু ক-লক্ষণ, খ-লক্ষণ অপেক্ষা প্রবল গণ্য করিয়া কখকে ক (খ) এইরূপ ভাবে দেখাইয়াছি। অর্থাৎ খ লক্ষণ লুপ্ত। কিন্তু পরবংশেই ক (খ) হইতে ৩ ক এবং ১ খ জন্মগ্রহণ করায় বুঝা গেল যে উভয় লক্ষণই ক (খ) মধ্যে বিদ্যমান ছিল। যাহারা ১খ অর্থাৎ (অল্পসংখ্যক) তাহারা এখন হইতে বংশপরংপরায় একরূপই রহিয়া যাইবে। কিন্তু যাহারা ৩ ক অর্থাৎ অধিক সংখ্যক তাহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া ১ক (অর্থাৎ একতৃতীয়াংশ) বংশানুক্রমে অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া যাইবে; আর ২ক, পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ৩ ক ও ১ খ উৎপন্ন করিবে। তৎপর, পরবর্ত্তী বংশও এই নিয়মে গঠিত হইবে। ইহাই সঙ্কর জাতির সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম।

কিন্তু সঙ্করের বর্ণসম্বন্ধে কিরূপ নিয়ম প্রতিপালিত হয়? বর্ণ কি মেণ্ডেলের নিয়ম অনুসরণ করে? এ সম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিদ্‌গণ একমত হইতে পারেন নাই। কেহ বর্ণকে বংশানুক্রমের সাধারণ নিয়ম সকলের অন্তর্গত মনে করেন; কেহ বা উহাকে মেণ্ডেলের নিয়মাধীন বিবেচনা করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিতগণ দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। একভাগ মানবজাতিতে মেণ্ডেলের নিয়মের আধিপত্য স্বীকার করেন, অন্যভাগ তাহা করেন না। যাঁহারা মানবজাতিতে মেণ্ডেলের নিয়ম প্রযোজ্য বলিয়া অঙ্গীকার করেন, তাঁহারা বর্ণসম্বন্ধেও ঐ নিয়ম প্রয়োগ করিতে প্রায় অসম্মত হন না। অন্ততঃ চোখের তারার বর্ণ ও কেশের বর্ণ সম্বন্ধে তাঁহারা এই নিয়মের প্রয়োগ প্রতিপন্ন করিতে পারেন, বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমি স্বয়ং যতদূর পরীক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছি তাহাতে আমি মেণ্ডেলের বিধান মানবজাতিতেও প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার করি। এই মতাবলম্বীদিগের সংখ্যা এক্ষণে ক্রমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্দেশে এ বিষয়ে অন্য কেহ অনুসন্ধান করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞাত নহি। কিন্তু অনুসন্ধান হওয়া যেমন শিক্ষাপ্রদ তেমনি জাতীয় জীবনের পক্ষে কল্যাণকর। যাহা হউক, জাতিগত বর্ণ সঙ্করগণের মধ্যে যেরূপ দ্রুতগতি পরিবর্ত্তিত হয় এরূপ আর কিছুতেই হয় না। ভারতের ইউরেসিয়ান, দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবর্ণ ইহুদি, আফ্রিকা ও আমেরিকার মুলটো, † আমেরিকার মেস্‌টিকো, ‡ এবং ক্যাম্বো § দিগের এবং অপরাপর সঙ্করজাতির বর্ণতত্ত্ব বিবেচনা করিলে সহজেই প্রতীয়মান হইবে যে পূর্ব্বপুরুষের তুষারধবল শ্বেতবর্ণও কৃষ্ণকায়-সংযোগে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়, এবং ঠিক্ ঐরূপেই কৃষ্ণবর্ণও শ্বেতবর্ণে পরিণত হইতে পারে। *

বর্ণ।

† ইউরোপীয়দিগের সহিত নিগ্রোজাতির সংযোগ ইহাদিগের উৎপত্তি।

‡ ইউরোপীয়গণের সহিত আমেরিকার আদিম নিবাসী লোহিতবর্ণ ইণ্ডিয়ান নামক জাতির সংযোগ হইতে উৎপন্ন।

§ আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগের সহিত নিগ্রোদিগের সংযোগে জাত।

* In succeeding mixed generations the complexion woul dgrow lighter and

সঙ্করজাতির বর্ণ পরিবর্ত্তন এত সহজে হইয়া থাকে যে গাঢ়কৃষ্ণ কাফ্রিজাতিকেও চারি পাঁচ পুরুষের মধ্যেই শ্বেতবর্ণ করা যায়, এবং শ্বেতবর্ণ ইংরাজ জাতিকেও দুই তিন পুরুষ মধ্যেই কৃষ্ণবর্ণে পরিণত করা যায়। এতদ্দেশীয় ফিরিঙ্গি এবং অপরাপর ইউরোপীয়ানগণ পর্ত্তুগিজ, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাজ প্রভৃতি শ্বেতবর্ণদিগের সহিত ভারতের কৃষ্ণবর্ণ জাতির সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। সে অধিক দিনের কথা নহে, দুই তিন শত বর্ষ হইবে মাত্র। কিন্তু ইহারই মধ্যে তাহাদিগের একাংশের বর্ণ কিরূপ কাল হইয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যেও, এবং মুলেটো, মেস্‌টিকো, ক্যাম্বোদিগের সমাজেও উৎকৃষ্ট শ্বেতবর্ণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে দেখিতে ইংরাজ, জার্ম্মান ইত্যাদির সহিত সমবর্ণ বলিয়াই বোধ হয়। ঐ সকল সঙ্কর জাতি মধ্যে এখন কৃষ্ণবর্ণ ও শ্বেতবর্ণ উভয় প্রকার নরনারীই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সকলেই জানেন ইংরাজ বর্ণ-সঙ্কর। স্যাক্সন্ নর্ম্মান, কেল্ট, ডেনস্ প্রভৃতি জাতি সমূহের সংযোগে ইংরাজ জাতির উৎপত্তি। উহারা শ্বেত এবং লোহিতাভ। ইংরাজগণও কেহ বা শ্বেত, কেহ লোহিতাভ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

উপসংহার।

শীত প্রধান অথবা গ্রীষ্ম প্রধান দেশে বাস করা হেতু জাতিগত বর্ণের পরিবর্ত্তন সিদ্ধ হয় না। তবে ব্যক্তিগত কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক না হয় তাহা নহে। তাহা হইলেও সন্তান সন্ততির বর্ণ-পরিবর্ত্তন এ কারণের উপর নির্ভর করে না। জাতীয় বর্ণ যখন বর্ণোপকরণের উপরই নির্ভর করিতেছে, তখন শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি জাতিগত বর্ণভেদের কারণ নহে, ইহা দেখিতেছি। যে শ্বেতকায় ব্যক্তি গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে আসিয়া একটু ময়লা হন, তিনি শীত প্রধান দেশে গিয়া আবার প্রায় স্বীয় বর্ণ ফিরাইয়া পান ; এইরূপ কৃষ্ণবর্ণ ব্যক্তিও যদি শীত প্রধান দেশে একটু আধটু ফর্সা হন, সে গৌরবও স্থায়ী হয় না। এরূপ একটু আধটু এদিক ওদিক হওয়ার মধ্যে কিছু নাই। উহা কেবল মাত্র সাময়িক ও ব্যক্তিগত। বংশ-পরম্পরায় জাতীয় বর্ণের উপর উহার কোন ফল নাই। আপনারা বিশেষ চেষ্টা করিয়া বরফের বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলেও আমার ঐতিহাসিক বন্ধু শ্রীমান অক্ষয়কুমার কিম্বা কিশোরীমোহনকে, অথবা (ক্ষমা করিবেন)—স্বয়ং সভাপতি মহাশয়-কেও * শ্বেতকায় একৃজিবিসনের যোগ্য করিতে পারিবেন বলিয়া আশা দিতে পারি না। বর্ণ পরিবর্ত্তন কেবল যৌন সম্বন্ধেরই ফল, সঙ্কর ভাবেরই পরিচায়ক, ইহা অস্বীকার করা যায় না। যদি দেখিতে পান, কোন জাতির নরনারী মধ্যে গুরুতর বর্ণভেদ উৎপন্ন হইয়াছে, কেহ গাঢ়কৃষ্ণ, কেহ উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, কেহ বা কটা অথবা পীতাভ, তাহা হইলে কি সিদ্ধান্ত হইতে পারে?

---

darker until at last a white or black being was brought into the world. * * Only four or five generations of mixed blood are required in order to render the Negro stock white and no more are wanted to make the white black.

Figuier—The Human Race p 573.

* রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রায় কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর।

যাঁহারা সেণ্ডেলের বিধান মানব জাতিতেও প্রযোজ্য বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা ওরূপ ক্ষেত্রে সঙ্কর ভাবের পরিচয় পাইবেন। আর যাঁহারা তাহা স্বীকার করেন না, তাঁহারা বংশানুক্রমের সাধারণ নিয়মানুসারে উহা বুঝিবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাহাতেই বা সিদ্ধান্ত কি হইবে? মূলে পিতা মাতার বর্ণভেদ না থাকিলে কি মিশ্র, কি আংশিক, কি যুক্ত কোন প্রকার বংশানুক্রম বিধানই প্রযোজ্য হইতে পারে না। মূলে বর্ণভেদ অর্থাৎ শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণের সংমিশ্রণ স্বীকার করিলে, তৎপর ঐ ত্রিবিধ নিয়মানুসারে পরবর্ত্তিগণের বর্ণভেদ সহজবোধ্য হয়। আর তাহার উপরে যদি পুনরাবর্ত্তনের নিয়ম স্মরণ করেন, তাহা হইলে কৃষ্ণবর্ণ জাতিমধ্যেও অতীব শুভ্রকান্তি নরনারীর আবির্ভাব স্বাভাবিক বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। ইহাতে দুর্ব্বোধ্য কিছুই থাকিবে না। যে দিক দিয়াই এই বিষয় বিবেচনা করুন, সেণ্ডেলের মত মানব জাতিতে স্বীকার করেন আর নাই করেন, ফল একই; সিদ্ধান্ত সেই এক ভিন্ন অন্য হইতে পারে না। জাতিগত, বংশগত কারণ না স্বীকার করিলে মানবের বর্ণভেদ বুঝিতে পারিবেন না। শীতাতপ অথবা জলবায়ু এ সকলের জাতিগত বর্ণভেদ উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা নাই। * তাই যে জাতি মধ্যে অতিশয় বিভিন্ন বর্ণযুক্ত ব্যক্তি দেখা যায়, তাহার মূলে বিভিন্ন বর্ণ নরনারীর সংমিশ্রণজাত ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞান সম্মত। বিজ্ঞানের নিকট অভিমান চলে না। সত্য নির্ণয়ে জাত্যভিমান বশতঃ চক্ষু মুদিয়া থাকা অসঙ্গত। তাই সত্যানুসন্ধান করিতে গিয়া যে স্থলেই উপনীত হই, তাহাই নিরাপত্যে স্বীকার করা উচিত। নচেৎ অনাবিল সত্যলাভ করা যায় না। এ সিদ্ধান্ত মন্দ বলিয়া স্বীকার করিলে অনেকের মনে অমিশ্র জাতি বলিয়া যে অভিমান আছে, তাহা নষ্ট হইবে। ইহা নষ্ট হইলে সমাজের উপকার কি অপকার হইবে তাহা বিচার করিবার ভার আপনাদিগের উপর। আমার বিশ্বাস যে ইহাতে জাতি বৈষম্য জনিত বিদ্বেষ ও ঘৃণা ক্রমে লুপ্ত হইতে পারে।

এক দিন রেল গাড়ীতে দুইটি পর্তুগিজ ফিরিঙ্গী দেখিয়াছিলাম। তাহারা সহোদর। কিন্তু একজন পরিষ্কার শ্বেতবর্ণ, অপর জন আমা অপেক্ষাও কাল।

উপসংহারে আর একটি কথা না বলিয়া নীরব থাকিতে পারি না। আমরা মানব, সুতরাং যে আলোচনাই করিব, মানবের উপকারই আমাদিগের লক্ষ্য থাকিবে। মানব কিন্তু দীর্ঘ কাল হইল অন্য নানাবিধ আলোচনা করিয়া আসিতেছে, কেবল নিজের বিষয়ই আলোচনা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। অল্প দিন হইল মানব-তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত হইতে

---

† The belief was long entertained that the colour of the Blacks resulted from the prolonged action of the sun on their bodies, but observation has shown that such is not the case,—The Human Race p. 572.

—জল বায়ুর (Climate) ফলে যেরূপ পরিবর্ত্তনই হউক, তাহা বাহ্যিক, এবং নিজ জীবনে অর্জ্জিত। কিন্তু নিজজীবনে অর্জ্জিত বাহ্যিক পরিবর্ত্তন (Acquired characters) বংশপরম্পরায় সংক্রমিত হয় না: অন্ততঃ তদ্রূপ হইবার প্রমাণাভাব এ কথা এখন অধিকাংশ জীবতত্ত্ববিদই স্বীকার করেন।

আরম্ভ হইয়াছে। ইহা সৌভাগ্যের বিষয়, সন্দেহ নাই। কেমন করিয়া মানুষ গড়িতে হয়, কেমন করিয়া তাহাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিকূলতার মধ্য দিয়াও আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, এ সকল বিষয় আলোচনা করা মানব সমাজে এক্ষণে অত্যাবশ্যক হইয়াছে। বিশেষতঃ যাহারা মৃতকল্প অবস্থায় কোনরূপে কেঁকাইয়া দিনাতিপাত করিতেছে, তাহারা সর্ব্বান্তঃকরণে মানবতত্ত্বের আলোচনা না করিলে আর টিকিতেই পারে না। এই নিমিত্তই আমি অদ্যকার আলোচ্য বিষয় আপনাদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিতে সাহসী হইয়াছি। কিন্তু এ আলোচনায় যেরূপ জ্ঞান ও গবেষণা আবশ্যক, আমার তাহা কিছুই নাই। তথাপি আপনারা যে আমাকে এতক্ষণ সহ্য করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে সহস্র সাধুবাদ প্রদান করিতেছি। আর আপনাদিগের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি যে আপনারা সঙ্কর জাতি (Cross-breed) সম্বন্ধে বঙ্গীয় সমাজে তথ্যানুশীলন করুন, এবং তাহা হইতে যে সত্য লাভ করেন, নির্ভয়ে তাহা এতদ্দেশীয়গণের কল্যাণের নিমিত্ত কার্য্যে প্রয়োগ করিতে বদ্ধপরিকর হউন। যাহা সত্য, তাহা শিব, তাহা মঙ্গলজনক। বিধাতা সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, অনন্ত স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। সুতরাং সত্যের সেবা, তাঁহারই সেবা। এ সেবা, একলক্ষ্য ভাবে, কায়মনে ও বাক্যে, আমাদিগের সকলেরই কর্ত্তব্য। কোন বাধা, কোন বিঘ্নকেই ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে দিবেন না। যদি সত্য সেবায় কোন আলোক প্রাপ্ত হন, জন সাধারণে তাহার প্রচার করুন। জন সাধারণ যে তথ্য হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা কর্ম্ম প্রসব করিবেই। আপনারা বাঙ্গালার জাতিতত্ত্ব, মানবতত্ত্বের অংশ স্বরূপে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করুন; বাঙ্গালীর—বাঙ্গালীর কেন, সমস্ত ধরাবাসিগণের সহস্র প্রভেদের মধ্যেও একত্ব অনুভব করুন। দেখিবেন, অনেক দুর্নীতি ও দুরাচার আলোক দর্শনে অন্ধকারের ন্যায় দূরীভূত হইয়া যাইবে।

শ্রীশশধর রায়।

কালঞ্জেশ্বরী।

আধুনিক বগুড়া নগরের ১১ ক্রোশ দূরে কালাঞ্জ নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম অবস্থিত আছে। এই গ্রামটি এক দিন অনেক সমৃদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষিত ব্রাহ্মণাদি জাতিগণের আবাস ভূমি ছিল; কালের প্রবল পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমানে কতকগুলি অশিক্ষিত মনুষ্যের আবাসভূমি হইয়াছে। গ্রামের নামের প্রকৃতিগত কোনও অর্থ সংগ্রহ করা দুরূহ। বৃহন্নীল তন্ত্রে কালঞ্জর নামে একটি দেশের উল্লেখ আছে দেখা যায়। শব্দকল্পদ্রুমে "কালঞ্জরঃ দেশবিশেষঃ" দেখিতে পাই। আবার স্কন্দপুরাণের পৌণ্ড্র খণ্ডে লিখিত হইয়াছে "স্কন্দ গোবিন্দয়োর্ম্মধ্যে ভূমিঃ সংস্কৃত বেদিকা।" বর্ত্তমানে প্রসিদ্ধ মহাস্থানে স্কন্দ ও গোবিন্দ তীর্থদ্বয়ের মধ্যে যে সংস্কৃত বেদিক স্থান আছে; ঐ স্থানের উত্তর পার্শ্বে কালঞ্জরী ও দক্ষিণ পার্শ্বে কোটীশ্বরী নামে দেবীদ্বয়

অবস্থিতা। "দেবী মধ্যোত্তরে পার্শ্বে দেবী কালঞ্জরী স্থিতা। তদ্দক্ষিণেঽর্পিতা দেবী কোটীশ্বরীতি বিশ্রুতা॥" এই কালঞ্জরী দেবী কোনও ব্যক্তি কর্তৃক আনীত হইয়া এই স্থানে স্থাপিত হওয়ায় দেবীর নামানুসারে স্থানটির নাম বোধ হয় কালাঞ্জর হইয়াছে; সেই কালাঞ্জরের অপভ্রংশ কালাঞ্জ; বোধ হয় এই অনুমান অযৌক্তিক নহে। কালাঞ্জর একটি সিদ্ধপীঠ ইহা বৃহন্নীল তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। সিদ্ধস্থান কথন প্রস্তাবে মহাদেব মহাদেবীর নিকটে যে সমুদয় স্থানের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মহাস্থান ও কালঞ্জরের উল্লেখ আছে; আমি সাধারণের অবগতির জন্য নীলতন্ত্রের প্রমাণ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। পবিত্র পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, শ্রেষ্ঠ পীঠ স্বরূপে উক্ত হইয়াছে; ইহা তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ সুধীগণের চিরবিদিত। "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন পীঠঞ্চ পাবক্যং কাণ্যকুব্জকং॥" এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে দেবী সুবেশা সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছেন। "নেপালে পুণ্যদা পুণ্যা সুবেশা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে" অতএব এই প্রসিদ্ধ পীঠস্থানের মধ্যে একটি সিদ্ধপীঠের অবস্থান বোধ হয় অসঙ্গত নহে। কালাঞ্জ গ্রামে এক সিদ্ধ-পীঠ আছে ইহা বগুড়াবাসী অনেকেই অবগত আছেন।

মহাস্থান ও কালঞ্জ প্রসিদ্ধ সিদ্ধ-পীঠ ইহা বৃহন্নীল তন্ত্রের প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে কিয়ৎ পরিমাণে উপলব্ধি হয়। সিদ্ধ-পীঠ কথন প্রস্তাবে মহাদেব মহাদেবীকে বলিয়াছেন—

অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি সিদ্ধস্থানানি সুন্দরি।
সর্ব্বপাপ-বিনাশার্থি সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাং॥
নির্ম্মিতানি শিবেনেহ সিদ্ধস্থানানি যানি চ।
শ্রুত্বা মনসি ভাব্যানি প্রকাশ্যান্যধিকারিষু॥
কমলালয়ে মহাস্থানে কমলাক্ষো মহেশ্বরঃ।
কমলাক্ষী মহেশানী সকলার্থপ্রদায়িনী॥
মণ্ডলেশ্বর পীঠে চ শঙ্করঃ খাণ্ডবী শিবা।
কালাঞ্জরে নীল কণ্ঠোহরঃ কালী শিবা মতা॥

(বৃহন্নীল তন্ত্র ৫ম পটল)।

সুন্দরি! আরও অপর সিদ্ধস্থানগুলির কথা তোমায় বলিতেছি। মনুষ্য সকলের সর্ব্বপাপ বিনাশ নিমিত্ত সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ সিদ্ধস্থানগুলি এই পৃথিবী মধ্যে আমাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা শ্রবণ করিয়া মনে মনে সেই স্থানগুলি নির্ণয় করতঃ সাধনাধিকারী সাধকগণের নিকট প্রকাশ করিবে। মহাস্থানে আমি কমলাক্ষ ও তুমি কমলাক্ষী নামে; মণ্ডলেশ্বর পীঠে আমি শঙ্কর ও তুমি খাণ্ডবী নামে, কালঞ্জরে আমি নীলকণ্ঠ এবং তুমি কালী নামে পরিচিত। বর্ত্তমানে কালঞ্জ গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আমরা দেখিতে পাই; ঐ শিবের নাম নীলকণ্ঠ কি না তাহার পরিচয় দেবীর বর্ত্তমান পুরোহিতগণ দিতে অসমর্থ। দেবীর কোনও মূর্ত্তি তথায় দেখা যায় না। তবে কোনও একটি মূর্ত্তির পদ্মোপরি সমভাবে অবস্থিত ভগ্ন-পদদ্বয় দেখা যায়, উহাই দেবীর

(কালীর) চরণ, ইহা পুরোহিতদের মুখে শুনিতে পাই। উহা যথার্থ কালীর চরণ কি না তাহা বিবেচ্য।

প্রসিদ্ধ তন্ত্রসারকার মহামহোপাধ্যায় কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কালিকা দেবীর যে সমুদয় ধ্যান সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে কালিকার পদ্মোপরি সমভাবে চরণযুগলের অবস্থান কোথাও দেখা যায় না। তান্ত্রিক যুগের মূর্ত্তিগুলির সহিত বৈদিক বা পৌরাণিক যুগের * মূর্ত্তির সম্বন্ধ সামঞ্জস্য বিরল। বিশেষতঃ কালী মূর্ত্তিতে তাহার অত্যন্ত অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। পুরোহিতগণ যে ধ্যানে দেবীর পূজা করেন, তাহা দ্বারা দেবীর পদ্মাসন পাওয়া যায় না। অতএব এই পাদযুগল কালিকার চরণ, ইহা কাহারও অভিনব কল্পনা বলিয়াই অনুমিত হয়। দেবীর পূজা পদ্ধতি আমি ও বগুড়ার সব্ ডেপুটী কালেক্টর ও সব্ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহিত্যসেবী মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়, সমকালেই দেখিয়া এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলাম ; তাহাতে আমরা পুরোহিত কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পদ্মাসনোপরিস্থিত যে চরণদ্বয় দেখিয়াছিলাম, তাহা কখনই কালিকাদেবীর চরণ বলিয়া নিশ্চিত নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই ;—পুরোহিতগণ নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা করিয়া থাকেন,

নীলেন্দীবর সন্নিভাং ত্রিনয়না মাপীনতুঙ্গস্তনীং।
ভাস্বন্মৌলিকিরীট ভোগিগগনাং বীণাং ভুজৈর্ব্বিভ্রতাং॥
খড়্গাং মুণ্ড বরাভয়ং স্মিতমুখীং মোহান্ধকারাপহাং।
ধ্যায়েৎ সম্যগনাকুলেন মনসা প্রেতাসনাং কালিকাং॥

এই ধ্যানটি প্রসিদ্ধ শ্যামা-রহস্য গ্রন্থে আছে। ইহার মন্ত্র ও পূজা নিয়ম উক্ত গ্রন্থে সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পুরোহিতগণের নিকট যে পূজা-পদ্ধতি আছে, তাহাতে শ্যামা রহস্যোক্ত পূজা ক্রমাদি কিছুই লক্ষিত হয় না ; কেবল ধ্যান ও মন্ত্রটির পরস্পর সামঞ্জস্য আছে মাত্র। অবশিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এক অভিনব কল্পনার বলে অশাস্ত্রীয় আকারে পরিণত হইয়াছে। জানি না এই অঙ্গবৈকল্য কাহার দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত ধ্যানে দেবী প্রেতাসনা, ইহা সুস্পষ্টরূপে জানা যায় ; অতএব পদ্মাসনোপরি সমবিন্যস্ত চরণযুগল,—কালিকা দেবীর কি না, তাহার নিশ্চয়তা নির্দ্ধারণে আমার সামর্থ্য নাই। দেবীর বর্ত্তমান ভগ্ন মন্দিরের পশ্চিম দিকে, ভগ্ন আর একটি মন্দিরের চিহ্নমাত্র বিদ্যমান। উহাই বোধ হয় পূর্ব্বোক্ত নীলকণ্ঠের মন্দির ছিল। মন্দিরটির উত্তরদিকে একটি বিল্ব বৃক্ষ এখনও বিদ্যমান আছে। ঐ গাছটি কতদিনের তাহা কালাগ্রবাসী অনেক অশীতিপর বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি ; কিন্তু কেহই বৃক্ষটির বয়স বলিতে পারে না। দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণ একদিন ইষ্টক-নির্ম্মিত দৃঢ় প্রাচীরে পরিবেষ্টিত ছিল, তাহার নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে। প্রবন্ধ-নির্দ্দিষ্ট গ্রামটির দৈর্ঘ্য কিঞ্চিদূন দুই মাইল এবং প্রাশস্ত্য কিঞ্চিদূন এক মাইল

---

* বৈদিক যুগ, তান্ত্রিক যুগ, পৌরাণিক যুগ এই সকল কথা কি অর্থে ব্যবহৃত ? কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পর্য্যন্ত এক এক যুগ ? শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

হইবে। এই কালঞ্জের পূর্ব্ব সীমায় বালুকা পাড়া, দীঘলগাড়ী ও বামনওড়া, দক্ষিণ সীমায় কানছপাড়া, রছুলপুর এবং উত্তরসীমায় আউসাগাড়ী, গোবিন্দপুর ও নারিকেলী গ্রাম অবস্থিত। এই কালঞ্জ গ্রাম সম্প্রতি দিনাজপুরাধিপতি অনারেবল মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের অধিকারভুক্ত। দেবীই এই গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী। বোধ হয় গ্রামের নামানুসারেই দেবীর নামও কালঞ্জেশ্বরী হইয়াছে। দেবীর পীঠস্থানের পরিমাণ ১০/। ১২/ বিঘার ন্যূন নহে। স্থানটি পূর্ব্বে নিবিড় বনাকীর্ণ ছিল, বর্ত্তমানেও অনেক কণ্টকাকীর্ণ বৃক্ষ লতাদি তাহার উপলব্ধি করাইয়া দেয়। দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণের সম্মুখে দক্ষিণ দিকে একটি পুষ্করিণী ছিল। কালক্রমে উহা নষ্ট হইয়া সামান্য পল্বলাকার ধারণ করিয়াছিল। বর্ষায় বৃষ্টির জল দ্বারা উহা পূর্ণ হইত বটে, কিন্তু নিদাঘাগমের সঙ্গে সঙ্গেই সে জলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যাইত। ঐ পুষ্করিণীর জল দেবীর পূজায় ব্যবহৃত হইত; পূর্ব্বোক্ত জলের অভাব হইলে গ্রামের মধ্যস্থিত কোনও অব্যবহার্য্য পুষ্করিণীর জলদ্বারা দেবীর পূজা সম্পন্ন হইত; ইহা দেখিয়া অদ্য প্রায় ১৫।১৬ বৎসর হইল রায়কালী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন কুণ্ড মহাশয় স্বব্যয়ে দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ পথের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি কূপ খনন করিয়া দিয়াছিলেন। অল্পদিন হইল কূপটিও নষ্ট হওয়ায় ঐ স্থানে ভয়ানক জলকষ্ট উপস্থিত হইয়াছিল। দেবীর বর্ত্তমান পুরোহিত শ্রীযুক্ত বরদাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের সাহায্য কল্পে গবর্ণমেণ্টকে নানাস্থানে পুষ্করিণী খননাদি কার্য্যদ্বারা সাধারণের প্রাণরক্ষার্থ সাহায্য করিতে দেখিয়া, পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন পুষ্করিণীটির সংস্কারের কথা আমাকে বলায় আমি উহা দুর্ভিক্ষের তদন্তকারী বগুড়ার অন্যতম সুযোগ্য সব্‌ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মাননীয় শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য মহাশয়কে বিজ্ঞাপিত করি। তিনি ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার সহিত রায়কালী হইতে পদব্রজে কালঞ্জ গিয়া দেবীর পীঠস্থানাদি ও পুষ্করিণী প্রভৃতি দেখিয়া উহার সংস্কার বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন। তাঁহারই সবিশেষ চেষ্টায় পুষ্করিণীটি দিনাজপুরাধিপতি মহারাজ শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুরের ব্যয়ে অত্যল্প দিন হইল সংস্কৃত হইয়াছে। মহারাজের এই পবিত্র স্মৃতি কালঞ্জেশ্বরীর স্মৃতির সহিত সংমিশ্রিত হইয়া অক্ষুণ্ণভাবে অবস্থান করুক ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। দেবীর প্রাঙ্গণের পশ্চিমদিকে পুরাকালে একটি নদী প্রবাহিত ছিল; জনশ্রুতিতে আমরা ইহা অবগত হইয়া বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা দ্বারা উহার বিষয়ে যাহা উপলব্ধি করিয়াছি, বারান্তরে তৎসম্বন্ধে জনশ্রুতি মূলক ইতিহাসের অবতারণা করিব। দেবীর মন্দিরের ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বের ভিত্তিগুলি একটি বটবৃক্ষের মূল দ্বারা দৃঢ়রূপে আশ্লিষ্ট হওয়াতেই দাঁড়াইয়া আছে। এখনও মন্দির ভগ্ন ইষ্টক স্তূপে পরিণত হয় নাই। বটবৃক্ষের প্রকাণ্ড শাখা প্রশাখা পরিশোভিত বিপুল ছত্রবৎ মস্তকদেশই ছাদের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছে।

শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন।

পরশুরাম কুণ্ড।

আসামে দুইটি মহাতীর্থ বিদ্যমান; কামাখ্যা মহাপীঠ এবং পরশুরাম কুণ্ড। ইদানীং আসামবেঙ্গল রেলওয়ে ও গোয়ালন্দ ডাক জাহাজে কামাখ্যা যাত্রীদের গতায়াতের বহুসুবিধা হইয়াছে। পরশুরাম যাত্রীদের এখনও তেমন সুবিধা হয় নাই। তবে তিনসুকীয়া পর্য্যন্ত আসামবেঙ্গল রেলওয়ে এবং দিব্রুগড় পর্য্যন্ত ডাক জাহাজ চলার পর পরশুরামের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম হইয়াছে বই কি? কিন্তু যে পথটুকুর কথা উপলক্ষে পরশুরামের পথের দুর্গমতা পূর্ব্বাবধি লোক-সমাজে প্রচারিত আছে উহা এখনও সুগম হয় নাই।

সদিয়ার পথ।

ডাক জাহাজে দিব্রুগড় অথবা আসামবেঙ্গল রেলওয়েযোগে তিনসুকীয়া পৌছিয়া পরশুরাম যাত্রীকে দিব্রুসাদিয়া রেলওয়ে চড়িয়া প্রথমতঃ সদিয়া অভিমুখে যাইতে হয়। নামে "দিব্রুসদিয়া" হইলেও এই লাইনটি এখনও সদিয়ায় পৌছে নাই। বর্ত্তমানে তালাপ পর্য্যন্ত গিয়াছে, শীঘ্রই সৈখোয়া পর্য্যন্ত যাইবার কথা। সৈখোয়া ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত। ব্রহ্মপুত্র এখানে প্রায় দেড় মাইল বিস্তৃত। দিব্রুসদিয়া লাইন এই ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া যে কদাপি অপরতীর হইতে প্রায় ৫ মাইল দূরবর্ত্তী সদিয়ায় পৌছিয়া সার্থকনাম হইতে পারিবে, এরূপ বোধ হয় না। যাহা হউক তালাপ পর্য্যন্ত গাড়ীতে গিয়া পদব্রজে বা গরুর গাড়ীতে ৯ মাইল গেলেই সৈখোয়া, এবং সেইস্থান হইতে মাইলপরিমাণ চর অতিক্রম করিয়া খেওয়া ঘাট পাওয়া যায়। সেইখানে নৌকায় ব্রহ্মপুত্র পার হইয়া প্রায় পাঁচ মাইল পথ চলিলেই সদিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়। নৌকা ত নয় কুঁদা (Dugout); অনেকটা ডোঙ্গার মত। পাঁচ সিকা আন্দাজ দিলেই নৌকা যোগে সদিয়ার ঘাটে পৌছান যায়। তবে ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া যাইতে হয়, তাই প্রায় তিন চারি ঘণ্টা সময় লাগে। তালাপে সরাইখানা আছে, যাত্রীরা তাহাতে বেশ থাকিতে পারে। সৈখোয়ায়ও মারওয়ারী মহাজনদের কয়েকটি "ঠাকুরবাড়ী" আছে, তাহাতে যাত্রীরা আশ্রয় লইয়া থাকে। তালাপে দিনে দুইবার রেলগাড়ী যায়, এক প্রায় ১২ টায় অপর প্রায় ৩॥ টায়। চেষ্টা করিলে তালাপে কুলী ও গরুর গাড়ী সহজই পাওয়া যায়। কুলী সদিয়া পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসিতে দুই দিনের বেতন ৷৹ আনা হিসাবে ১৲ টাকা নেয়। গরুর গাড়ীতে সৈখোয়া ঘাট পর্য্যন্ত পৌছিতে ২৲ টাকা লাগে। সৈখোয়ার পর গাড়ী চলে না; ব্রহ্মপুত্রই ইহার প্রধান অন্তরায়। বর্ণনা অপেক্ষা মানচিত্র দর্শনে পথের সমধিক পরিচয় হইবার কথা। এই নিমিত্ত এতৎসহ আসামের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তের মানচিত্র একখানি দেওয়া হইল। তাহাতে দিব্রুগড় হইতে পরশুরামকুণ্ড পর্য্যন্ত পথ চিহ্নিত করা হইল; বর্ণনার সঙ্গে ইহা মিলাইয়া লইলে সহজেই এই পথ বোধগম্য হইবে।

সদিয়া।

সদিয়ায় গবর্ণমেণ্টের একটি সেনা-নিবাস (Cantonment) আছে। ইহা হইতে ষোল মাইল দূরেই ব্রিটিশ রাজ্যের সীমান্ত রেখা (Innerline boundary)। সুতরাং সদিয়া ব্রিটিশ রাজ্যের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্ত ষ্টেশন বলিয়া ইহার খ্যাতি। এই নগর কুণ্ডিল নদী ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। হেমন্তে ব্রহ্মপুত্র একটু দূরে সরিয়া পড়ে; কিন্তু বর্ষায় ইহার খরতর স্রোত সদিয়া ঘেঁসিয়া প্রবাহিত হয়। কুণ্ডিল নদীর সঙ্গে প্রাচীন ইতিহাস একটু জড়িত আছে। শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী রুক্মিণীর পিতা ভীষ্মক রাজার কুণ্ডিন নগরী এই নদীর তীরে অবস্থিত ছিল বলিয়া প্রবাদ যে নগরের নামেই নদীরও নাম কুণ্ডিন বা কুণ্ডিল হইয়াছে। যেখানে ভীষ্মক রাজধানী ছিল ঐ স্থানে সম্প্রতি মিশমি জাতীয় লোকের বসতি। ইহারা "চুলিকটা" (চুলকাটা) শ্রেণীর মিশমি। অন্যান্য পার্ব্বত্য জাতীয়েরা দীর্ঘ কেশ রাখে, কিন্তু ইহারা কেশ ছেদন করিয়া থাকে। ইহারও নাকি কারণ আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্যালক রুক্মীর মস্তক মুণ্ডন করিয়া ছাড়িয়া দেন। সেই অবধি এই মিশমিরাও চুল কাটিয়া ফেলে। "মিশমি" শব্দটির সঙ্গে ভীষ্মক রাজার কোনও সম্পর্ক আছে কিনা জানি না। যাহা হউক যাহা প্রবাদ তাহা বলিলাম। প্রত্নতত্ত্ব আলোচনার স্থান ইহা নহে।

পরশুরাম তীর্থযাত্রীর পক্ষে সদিয়া অপরিহার্য্য স্থান। পরশুরাম ক্ষেত্র ইনার লাইনের অনেক বাহিরে, এই সীমা পার হইয়া যাইতে হইলে সদিয়াস্থিত এসিষ্টেণ্ট পলিটিকেল এজেণ্ট সাহেব হইতে পাস্ না নিয়া যাইতে পারা যায় না। পাসের জন্য কাহাকেও বেশী সময় অপেক্ষা করিতে হয় না। একখানি ৫ পয়সা মূল্যের সরকারী কাগজে ॥০ আনার ষ্ট্যাম্প দিয়া দরখাস্ত দিলেই পাস্ পাওয়া যায় এই ॥৫ আনা প্রত্যেক যাত্রীকেই দিতে হয়। সাধু সন্ন্যাসীরাও ইহা এড়াইতে পারেন না। তারপর পরশুরাম যাতায়াতে যতদিন অতিবাহিত হইবার সম্ভাবনা; ততদিনের খাদ্যাদি সামগ্রী এই সদিয়া হইতেই কিনিয়া লইতে হইবে। পথিমধ্যে এক খামতি রাজধানী চৌখামে খাদ্য সামগ্রী কিনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সমস্ত বস্তুই যে পাওয়া যায়, এ কথা বলিতে পারি না। সচরাচর সদিয়া হইতে পরশুরাম গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ১১।১২ দিন লাগিয়া থাকে। সদিয়াতেও মারওয়ারীদিগের ঠাকুরবাড়ী কয়েকটিই আছে। যাত্রীরা এই সকল দেবতাস্থানে থাকিতে পারে। যাঁহারা ভদ্রযাত্রী তাঁহারা পলিটিকেল আফিসের ক্লার্ক শ্রীযুক্ত জীবেশ্বর বরুয়া প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে সাদরে স্থান পাইয়া থাকেন।

সদিয়া হইতে চৌখাম—

সদিয়া হইতে খামতি রাজধানী চৌখাম যাইবার ভিন্ন ভিন্ন পথ আছে, তন্নিমিত্ত বন্দোবস্তও ভিন্ন ভিন্ন রকমে করিতে হয়। প্রথমতঃ সদিয়া হইতে পলিটিকেল আফিস দ্বারা হাতী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে পারিলে দুই দিনে চৌখাম যাওয়া যাইতে পারে। তবে এই উপায়ে

কেহ গিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। কিন্তু চেষ্টা করিলে যাইতে না পারিবার কোনও কারণ দেখি না। সদিয়া হইতে চুণপুড়া গারদ পর্য্যন্ত ১৬ মাইল সরকারী সড়ক আছে। চুণপুড়া ইনার লাইনের উপর। ইহা ব্রহ্মপুত্রের তীরে অবস্থিত। এখানে একজন হওয়ালদার সহ কয়েকজন সৈনিক থাকে। এই স্থান হইতে নদী পার হইয়া জঙ্গলের ভিতর দিয়া ১৫ ১৬ মাইল গেলে চৌখাম পৌছান যাইতে পারে। নদী পার হওয়া এবং ঐ জঙ্গলাকীর্ণ পথ দিয়া যাওয়া অসুবিধাজনক ও বিপৎসঙ্কুল মনে করিয়া বোধ হয় এই পথে কেহ চলে না। তবে পূর্ব্বে খামতি রাজাকে লিখিয়া একজন গার্ড সহ তাঁহার হাতী আনাইলে কোনও অসুবিধার সম্ভাবনা নাই। পলিটিকেল আফিস দ্বারা এই সকল বন্দোবস্ত করিতে হয়। তজ্জন্য সপ্তাহ, দশদিন পূর্ব্বে বন্দোবস্ত করা আবশুক। হস্তীর ব্যয় ১৫৲।২০৲ টাকার অধিক হইবে না। দ্বিতীয়তঃ নৌকা করিয়া সদিয়া হইতে চৌখাম যাওয়া যায়। সচরাচর নৌকাযোগেই যাত্রীরা চৌখাম গিয়া থাকে। নৌকার আকার অনুসারে পথ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে; যদি নৌকা বড় হয় তবে উহা কেবল ব্রহ্মপুত্র নদ উজাইয়া চলিতে পারিবে। তাহা হইলে যাত্রী-দিগকে প্রায় ৪.৫ দিনে চৌখাম পৌছিতে হয়। স্রোত ঠেলিয়া ব্রহ্মপুত্র দিয়া যাইতে স্বভাবতই নৌকার গতি মন্দ হইয়া থাকে। তৎপর প্রায় অর্দ্ধ পথ গেলেই মধ্যে মধ্যে খরস্রোত প্রস্তর-সঙ্কুল বাঁধ (rapids) পাওয়া যায়। বড় নৌকা ঠেলিয়া ঐ সকল বাঁধ পার হইতে বহু সময় ব্যয়িত হইয়া থাকে। এই নৌকা বরাবর চৌখাম পৌছে না, কেন না চৌখাম ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নহে। যাত্রীরা মিশমি ঘাট নামক স্থানে নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া প্রায় ৫ মাইল অরণ্যপথে চলিয়া চৌখাম পৌছে। কোনও কোনও বড় নৌকার যাত্রী সদিয়া হইতে নৌকা রওয়ানা করিয়া স্থলপথে চুণপুড়া গিয়া নৌকায় উঠে; ইহাতে দুই দিনের জন্ম নৌকাপথের ক্লেশ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়। কিন্তু কষ্টকর পথ চুণপুড়ার পরে আরম্ভ হয়। যাহারা ছোট নৌকায় যাত্রা করে তাহারা ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া ১৩।১৪ মাইল আন্দাজ গিয়া নোয়াদিহিং নদীর মুখে প্রবেশ করিয়া টেঙ্গাপাণি নামক একটি ক্ষুদ্র নদী প্রাপ্ত হয়। এই নদীর তীরেই চৌখাম অবস্থিত অতএব ক্ষুদ্র নৌকার যাত্রীরা বরাবরই চৌখাম পৌছিতে পারে। এই ক্ষুদ্র নদীতেও বাঁধ আছে। তবে এইগুলি ব্রহ্মপুত্র নদীর বাঁধের ন্যায় তেমন ভয়ানক নহে। বড় ছোট ভেদে নৌকার তারতম্য হয় কেন? ইহার কারণ আছে। ইহার কারণ—পরশুরাম তীর্থযাত্রীরা প্রায়ই দরিদ্র, অধিকাংশই সাধু সন্ন্যাসী। তাহারা ৪০।৫০ জন একত্র হইয়া একখানি শতমোণী নৌকার বন্দোবস্ত করিয়া তৎসাহায্যে সদিয়া হইতে চৌখাম অভিমুখে যাত্রা করে। বলা বাহুল্য নৌকাতে তাহারা অবস্থান কমই করিয়া থাকে; নৌকা চলিতে থাকে, তাহারা ব্রহ্মপুত্রের সিকতাময় চর—(শুষ্ক গর্ভ) দিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে পদব্রজে চলিতে থাকে। যদি ব্রহ্মপুত্রের চর দিয়া অবাধে চলা যাইত, তবে কেহ নৌকা করিত না। মধ্যে মধ্যে যখন চর শেষ হইয়া যায়, তীর ভাগের দুর্গমতা নিবন্ধন চলা যায় না, তখন যাত্রীদিগকে নৌকায় আরোহণ করিতে হয়।

চিত্র নং ৫১।
পরশুরাম কুণ্ড যাত্রীর নির্ম্মিত অস্থায়ী পর্ণ কুটীর।
(১১৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

এবং অপর কূলে গিয়া পুনশ্চ চরে উঠিতে হয়। বড় নৌকাতে নদিয়া হইতে চৌখাম সন্নিকটস্থ মিশ্‌মিঘাট পর্য্যন্ত যাওয়া এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসার ব্যয় জন প্রতি ২৲ টাকা মাত্র লাগে। যাত্রীরা মিশ্‌মিঘাটে উঠিয়া চৌখাম হইয়া পরশুরাম গিয়া ফিরিয়া পুনশ্চ মিশ্‌মিঘাটে না আসা পর্য্যন্ত মাল্লা মাঝি ও নৌকা এই স্থানে অপেক্ষা করিবে। ক্ষুদ্র নৌকা অর্থাৎ সেই কুঁদা—৪।৫ জন মাত্র আরোহী লইয়া চলে। ব্রহ্মপুত্রের প্রশস্ত চরভূমিতে আরোহীরা বড় নৌকার যাত্রীদের ন্যায় পাদচার করিয়া থাকে। কিন্তু ব্রহ্মপুত্র নদের পর যখন নৌকা টেঙ্গাপানি নদী উজাইয়া যায়, তখন তীর পাওয়া যায় না, তীরভূমি দুর্গম ও জঙ্গলাকীর্ণ হওয়াতে কায়ক্লেশে নৌকাতেই বসিয়া থাকিতে হয়। অথচ প্রতিজনের যাতায়াতের ব্যয়—৫।৬ টাকা আন্দাজ পড়ে। বলা বাহুল্য যে নৌকা বড়ই হউক, ছোটই হউক—নদীর বাঁধ পার করিতে আরোহিগণ মাল্লাদিগকে সহায়তা করিয়া থাকে।

রাত্রিযাপন।

নৌকা যাত্রার রীতি এই যে সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে—নদীর তীর সংলগ্ন চরে একটি পরিষ্কৃত স্থান দেখিয়া নৌকা লগ্ন করিতে হয়। সমস্ত যাত্রী আপন আপন জিনিষ পত্রসহ চরভূমিতে উঠিয়া রাত্রি যাপন করে। এমন কি নৌকাবাহী মাল্লারা পর্য্যন্ত নৌকায় থাকে না। যাত্রিগণ তীরে উঠিয়াই কাঠ, ডাল, পাতা সংগ্রহ করে, ডাল ও পাতা দিয়া পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিতে হয়। কাঠ দ্বারা রন্ধনকার্য্য সম্পন্ন হয় এবং শীত নিবারণার্থ অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে হয়। ব্রহ্মপুত্রের চরভূমিতে পরিষ্কৃত স্থানের অভাব নাই। কাঠও প্রচুর মিলে। বড় বড় গাছ শাখা প্রশাখাসহ ব্রহ্মপুত্রের সৈকতে প্রোথিত হইয়া শুষ্ক হইয়া আছে। ভাঙ্গিয়া বা কাটিয়া আনিলেই হইল। তীরস্থ জঙ্গল হইতে কিছু পাতা ও ছোট ছোট ডাল আহরণ করিতে হয়। টেঙ্গাপানিতে ঢুকিলে যত্রতত্র অবস্থান করা যায় না। কাঠও যদৃচ্ছাভাবে পাওয়া যায় না। তাই সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্ব হইতে শুষ্ক কাঠ কিছু কিছু করিয়া তীর হইতে আহরণ করা আবশ্যক, এবং যেখানে পরিষ্কৃত তীরভূমি পাওয়া যায়—সেখানে কিছু বেলা থাকিতেই নৌকা আটক করিতে হয়। এই অসুবিধার জন্যও অনেকে বড় নৌকায় কেবল ব্রহ্মপুত্র দিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এস্থলে একটি কথা বক্তব্য এই যে ছোট নৌকা শুধু ব্রহ্মপুত্র উজাইয়া যাইতে দেওয়া হয় না; চূণপুড়া গেলে গারদের সিপাহীরা নৌকা ফিরাইয়া দিবে। যাহা হউক রাত্রি যাপনার্থ পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ সর্ব্ব প্রথম কার্য্য; তৎপর অগ্নি প্রজ্বালন, তারপর সায়ংকৃত্য সমাধা করিয়া রন্ধন ও ভোজন, তৎপর শয়ন। কুটীর নির্ম্মাণকার্য্যে কোনরূপ কৌশলের আবশ্যকতা নাই। দুইটি বড় বড় ডাল পুঁতিয়া অপর একটি ডাল প্রস্থে ঐ দুইটি ডালের উপর বাঁধিয়া কদলীপত্র কতকগুলি প্রস্থের ডালে ঠেকাইয়া দিলেই যে আচ্ছাদন একটি হইল, ইহাই রাত্রি যাপনার্থ প্রচুর মনে করা হয়। পাতা দিয়া তিন দিকে কোনরূপ ঢাকা হয়। যে দিক খোলা থাকে সেই দিকে অগ্ন্যাধান পুরঃসর শয়ন করিতে হয়, নচেৎ

শীতের প্রভাবে ঘুমান অসাধ্য। পরশুরামের পথের ক্লেশ এইখানে। যদিও পরশুরামের মাহাত্ম্যে বন্যজন্তুর ভয় এইখানে কেহ পাইয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই—তথাপি পথক্লেশে রুগ্ন হইয়া কুণ্ড দর্শন করিতে পারে নাই এইরূপ বহুলোকের সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাওয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য যে শীত ঋতু ভিন্ন পরশুরামে কেহ যাইতে পারে না; অগ্রহায়ণ হইতে বড় জোর ফাল্গুন, এই কয় মাসই পরশুরাম যাত্রার সময়। অর্থাৎ যখন বৃষ্টি বাদলের সম্ভাবনা অল্প, অনাবৃত স্থানে পত্রমাত্রাচ্ছাদনে সারারাত্রি অগ্নি জ্বালিয়া থাকিতে কোনও বাধা জন্মিবার আশঙ্কা কম, তৎকালেই পরশুরাম যাইতে পারা যায়। কেবল নৌকায় চলিতেই যে এইরূপে রাত্রি যাপন করিতে হয় তাহা নহে। সদিয়া ছাড়িয়া পুনশ্চ সদিয়ায় ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত স্থল পথেই চল, আর নৌকায়ই চল, প্রত্যহ রাত্রিতে এইরূপই অবস্থান করিতে হইবে পার্শ্বস্থ অগ্নি যখন নির্ব্বাণোন্মুখ হয়—তখন উঠিয়া পুনশ্চ কাষ্ঠাদি দানে উহা সংরক্ষিত করিতে হয়। এই নিমিত্ত কাহাকেও ডাকিয়া জাগাইতে হয় না, শীতপ্রভাবেই নিদ্রা ভঙ্গ হয়। রাত্রির অবসানে সকলকেই প্রাতঃকৃত্য ও মধ্যাহ্নকৃত্য এক সঙ্গে সমাধা করিয়া ফেলিতে হয়। বেলা ৭॥০ কি ৮টার পূর্ব্বে মাল্লারা নৌকা ছাড়ে না। আবার নৌকা ছাড়িবার পরে মাল্লাদের তামাকু সেবনার্থ কিংবা চা খাইবার নিমিত্ত অতি:অল্প সময় মধ্যে বিশ্রাম করা ভিন্ন, নৌকার গতি সন্ধ্যার পূর্ব্বে আর স্থগিত হয় না। তাই স্নানাহার কার্য্যও প্রাতঃকালে সারিয়া ফেলিতে হয়। পরশুরামে এই পর্য্যন্ত বিলাসী বাবু কেহ গিয়াছেন কি না জানিনা, এই তীর্থ এখনও সাধুসন্ন্যাসীরই তীর্থ। গৃহস্থ যাহারা যায়, তাহারা শয়নে ভোজনে সাধুসন্ন্যাসীর ন্যায়ই আচরণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকার উপরে কোন প্রকার কম্বলাদি বিছাইয়া পার্শ্বে ধুনী জ্বালিয়া শয়ন; আর আলুভাতে জ্বাল দিয়া—ঘৃত লবণ সংযোগে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ, ইহাই ভোজন। সদিয়া হইতে আমি একাকী একখানা ছোট নৌকা ১৫৲ টাকা ভাড়া দিয়া আনিয়া ছিলাম, ইহাতে ইচ্ছানুরূপ শুইয়া বসিয়া নৌকাযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিয়াছিলাম—তীরে উঠিয়া বেড়াইতে হয় নাই, বাঁধ পার করিতে জলে নামিয়া নৌকাও টানিতে হয় নাই। কাষ্ঠ সংগ্রহ কুটীর নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়েও মাল্লারা তাহাদের একমাত্র আরোহী বলিয়া আমাকে যথোচিত সহায়তা করিতে পারিয়াছিল। সদিয়া হইতে চলিয়া দ্বিতীয় দিনে টেঙ্গাপানি নদীতে প্রবেশ করি, তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে চৌখাম পৌঁছি। সদিয়া হইতে চৌখাম জলপথে ৩০।৩৫ মাইলের উপর হইবে না।

চৌখাম।

খামতি জাতীয় রাজা "চৌখাম গোহাই" এইখানে বাস করিয়া থাকেন। খামতিরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী, ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদ অনেকটা ব্রহ্মদেশীয়দের ন্যায়। রাজার সঙ্গে আলাপ করিতে অসমীয়া ভাষা বা হিন্দি ভাষা বলিতে হয়। পরশুরাম ক্ষেত্র এই রাজার অধিকার ভুক্ত। সাধু সন্ন্যাসী ব্যতীত সকলকেই রাজার সেলামী ২॥০ টাকা দিতে হয়।

তারপর যত জন কুলী চাই ৫॥০ হিসাবে তাহাদের বেতনও রাজার নিকট অগ্রিম দাখিল করিতে হয়। এই ৫॥০ টাকার কুলী পরশুরাম গিয়া পুনশ্চ যাত্রীকে লইয়া চৌখাম পৌছাইয়া দিবে। এতদ্ব্যতীত একজন চৌকীদারও লাগে। তাহারও পারিশ্রমিক ৫॥০ টাকা। তবে দলবদ্ধ হইয়া গেলে চৌকিদার দলের সকলের প্রহরী স্বরূপ হইয়া যায়। এতদবস্থায় চৌকিদার বাবতে প্রায়শঃ কিছুই দিতে হয় না। দিতে হইলেও ভাগশঃ অতি অল্পই পড়ে। এখান হইতে পদব্রজে ভিন্ন পরশুরাম যাইবার আর উপায় নাই। তবে রাজার অনেক হাতী আছে। ঐগুলি প্রায়ই খেদাদি উপলক্ষে বাহিরে থাকে। দুই সপ্তাহ আন্দাজ পূর্ব্বে তাঁহাকে চিঠি কিংবা টেলিগ্রাম দ্বারা (ঠিকানা—চৌসাং রাজা গোহাই, চৌখাম পোষ্ট বা টেলিগ্রাফ অফিস (সদিয়া, আসাম) জানাইলে রাজা যতগুলির প্রয়োজন ততগুলি হাতী চৌখামে আনাইয়া রাখেন। চৌখাম হইতে পরশুরাম যাতায়াতের নিমিত্ত প্রতি হাতীতে ২০৲ টাকা লাগিবে। এতদ্ভিন্ন মাহুত দৈনিক ॥০ হিসাবে নিবে। হাতী নিলে চৌকিদার বা অপর কুলী না নিলেও চলে। চৌখাম হইতে পরশুরাম ২৫ মাইল আন্দাজ হইবে, হাতী এক দিনেই ঐপথ যাইতে পারে। কিন্তু বিশেষ শ্রম হইবে বলিয়া যাইতে ১॥ দিন লাগে, ফিরিয়া আসিতে এক দিনেই পারে।

চৌখামে মারয়াড়িদের ৫।৬ খানি দোকান আছে। তাহাতে দাইল, চাউল, মসলা, কাপড়, মনিহারি জিনিস প্রভৃতি অত্যাবশ্যক অনেক বস্তু পাওয়া যায় কিন্তু আলু ভিন্ন তরকারী, পান সুপারী প্রভৃতি কতকগুলি প্রয়োজনীয় বস্তু পাওয়াও যায় না। মারওয়াড়িরা এইখান হইতে মৃগনাভি, রবর, মোম, হাতীর দাঁত, মিশ্‌মিতিতা (জ্বরঘ্ন মূল) প্রভৃতি চালান দিয়া থাকে। এইস্থানে ইহারা মহাবীরজীর একটি মন্দির স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু সদিয়ার ন্যায় যাত্রীদের থাকিবার কোনও "ঠাকুরবাড়ী" নাই; দেখিলাম তজ্জন্য চাঁদা তোলা হইতেছে। রাজার কতকগুলি ঘর আছে বটে কিন্তু ঐগুলিতে কেহ বড় থাকে না; পালিত শূকরাদি কর্ত্তৃক অপরিষ্কৃত থাকাই বোধ হয় ইহার কারণ। চৌখামে একটি বৌদ্ধ-মন্দির আছে। ইহার আকৃতি ব্রহ্মদেশীয় "পাগোদার" ন্যায়। মন্দিরে বুদ্ধ মূর্ত্তি ও ধর্ম্মগ্রন্থ বেদীর উপর রক্ষিত হইয়া থাকে। সম্মুখে একটি থালা আছে ইহাতে পরশুরাম যাত্রীরা যথাসাধ্য প্রণামী চড়াইয়া থাকে। ফুঙ্গীটি যুবক পূর্ব্বনিবাস আসামেই ছিল মন্দিরে একটি পাঠশালা আছে, ইহাতে খামতি ছেলেরা নিজ ভাষা ও ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় লেখাপড়া শিখে। ব্রহ্মদেশীয় ভাষায়ই ইহাদের যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে। কিন্তু "অসমীয় ভাষা অল্প অল্প শিক্ষা দিলে ছেলেরা ভবিষ্যতে লাভবান্ হইতে পারে" আমি এই প্রস্তাব উত্থাপিত করিলে ফুঙ্গী ইহা অনুমোদন যোগ্য মনে করিলেন না। ধর্ম্মশিক্ষা দেওয়াই তাঁহার জীবনের ব্রত। এতদ্ব্যতিরিক্ত কোন বিষয় তাঁহার হস্তক্ষেপযোগ্য নহে। তবে ফুঙ্গী মহাশয়ের একবিষয়ে দেখিলাম বড় উৎসাহ। খামতিরা বড়ই অহিফেন ভক্ত। ইহা দ্বারা যে এই জাতির মহা অনিষ্ট হইতেছে, ফুঙ্গী ইহা বুঝিয়াছেন, এবং যাহাতে খামতিরা আফিং

না খায়, তজ্জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন। কিছুটা ফলও ফলিয়াছে বোধ হইল। স্বয়ং রাজা আফিং সেবন করিতেন, তিনি ইহা পরিত্যাগ করিয়াছেন; পূর্ব্বে চৌখামে আফিংএর দোকান ছিল এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে।

কুণ্ডাভিমুখে যাত্রা।

চৌখাম হইতে যাত্রা করিয়া প্রথম পাঁচ মাইল একটা জঙ্গলের ভিতর দিয়া যাইতে হয়। তৎপর কামলাং পানি নামক এক নদীর চর ও গর্ভ এবং মধ্যে মধ্যে তীরভূমি দিয়া চলিতে হয়। প্রথম দিন কামলাং পানি ধরিয়া পাঁচ মাইল গেলে পর নদীর চরে একটা পরিষ্কৃত জায়গায়, সেই দিনকার মত বিশ্রাম করা গেল। এই দিন নদী প্রায় ৫।৭ বার পার হইতে হইয়াছিল। জল বেশী নয় কিন্তু নদীগর্ভে নিমগ্ন প্রস্তরগুলি এত পিচ্ছিল যে পা উহার উপর টিকে না। সৌভাগ্যবশতঃ নদীর স্ফটিকবৎ স্বচ্ছ জলের ভিতর দিয়া পাথরগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতে ছিল, তাই সাধ্যমত শিলাগুলি এড়াইয়া পাদন্যাস করা গিয়াছিল, যেস্থানে পাথরে পা না দিয়া পারা যায় না, সেই খানে যষ্টির উপর নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে চলিতে হইয়াছিল।

সন্ধ্যার সময় আমাদের আশ্রয়ীভূত স্থানে দলে দলে যাত্রী আসিয়া জুটিতে লাগিল। রাত্রি যাপনের রীতি সেই পূর্ব্ববৎ, কুটীর নির্ম্মাণ ও অগ্নি প্রজ্বালন নিমিত্ত কাষ্ঠ সংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য করিতে হয়। নৌকা যাত্রায় যেমন মাল্লারা সাহায্য করিয়াছিল, স্থলপথে খামতি কুলীরাও সেইরূপ সাহায্য করিবে ভাবিয়াছিলাম; রাজাও তজ্জন্য কুলীদিগকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু আড্ডায় পৌছিয়া দ্রব্যজাত ফেলিয়া দিয়া কুলীরা যে গেল পরদিন ৮ টার পূর্ব্বে তাহাদের দেখাই পাওয়া গেল না। উহারা নিকটবর্ত্তী খামতি গ্রামে রাত্রিযাপন করিয়াছিল। তবে আমার কিছু ত্রুটিও ছিল। খামতিরা বদ্ধ আফিংখোর; ৵০ আনা ।০ আনা আন্দাজ আফিং দিলে ক্রীতদাসের ন্যায় উহারা যাত্রীর সেবা করিয়া থাকে। তাই চতুর যাত্রীরা সদিয়া হইতে তোলা দুই আফিং নিয়া আসে। আমি ইহা জানিতাম, কিন্তু আফিং ঘুষ দেওয়া সঙ্গত মনে করি নাই। ভগবৎকৃপায় আমার কোনও অসুবিধাও ঘটে নাই। আমার নৌকার মাল্লাদের আত্মীয় দুইটি ডোমজাতীয় যুবক আমাদের সহযাত্রী হইয়াছিল। তাহারা আমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল।

পরদিনের পর্য্যটন ক্লেশ একটু গুরুতর অনুভূত হইয়াছিল। নদী পারাপার হইতে যে অসুবিধা তাহা ত ছিলই, নদীর চরভাগে বালুকার পরিবর্ত্তে ছোট ছোট এবং টুক্‌রা টুক্‌রা পাথর মিলিতে লাগিল; ইহার উপর দিয়া নগ্নপদে পথ চলা এক ভয়ানক ব্যাপার। অথচ বারংবার নদী পার হইতে হয়, তাই জুতা পায়ে দেওয়াও যায় না। আবার নদীর তীরভাগ দিয়া পথ চলিবার সময় শরবন ভেদ করিয়া যাইতে হয়, উহার তীক্ষ্ণধার পত্রে শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়, পদতলও তীক্ষ্ণাগ্র কুশাঙ্কুর ও কণ্টক দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিদ্ধ হইয়া থাকে। এই

ক্লেশের মধ্যে যখন পুরুষ সহযাত্রিগণের "বল বাবা পরশুরামজী কি জয়" এই ধ্বনি মুহুর্মুহু শুনা যায়,—যখন স্ত্রী সহযাত্রিগণের ক্লেশসহিষ্ণুতা দেখা যায় এবং তাহাদের আনন্দজনক হুলুধ্বনি ও গীতলহরী শ্রবণ কর' যায় তখন হৃদয়ে উৎসাহের এবং দেহে বলের সঞ্চার হইয়া থাকে। এইরূপ পথ চলিয়া ৭.৮ মাইল আসিয়া বেলা প্রহর পরিমাণ থাকিতেই সেই দিনের মত বিশ্রাম করিতে হইল। এই স্থান হইতে পরশুরাম ৮।৯ মাইল মাত্র, কিন্তু আর চলা যায় না। বিশেষতঃ ঐ স্থান ছাড়িলে পথে জল পাইবার সম্ভাবনা নাই। তাই এইখানেই রাত্রিযাপন করিতে হইল।

পরদিন বালেং নামক একটি সম্পূর্ণ শুষ্ক নদীর খাত ধরিয়া পথ চলিতে হইয়াছিল। পথে আর জল নাই জানিতে পারিয়া জুতা পায়ে দিয়া চলিলাম কিন্তু এই দিনও প্রস্তরখণ্ড সমাকীর্ণ পথ চলিতে যে নগ্নপদে সহযাত্রিগণের ক্লেশ হইতেছিল তাহা সহজেই অনুমিত হইল। ৪।৫ মাইল এইরূপে চলিয়া উচ্চতর তীরভূমিতে প্রবেশ করা গেল। চৌখামের সন্নিকটস্থ ৫ মাইল পথের ন্যায় এই পথটিও অরণ্যের মধ্য দিয়া প্রায় ৫ মাইল গিয়া কুণ্ডের তীরে পৌঁছিয়াছে। আমরা প্রায় ১॥ টার সময় পরশুরামকুণ্ডে পৌঁছিলাম। মাইলখানিক দূরে থাকিতেই একটা ঝাঙ্কৃতি শব্দ কর্ণগোচর হইতেছিল। ঐ শব্দ কুণ্ডের অনতিদূরে পার্ব্বত্য-ভূমি হইতে নিপতিত লৌহিত্য প্রবাহের এবং কুণ্ডের পার্শ্বস্থ পর্ব্বত হইতে নিঃসৃত ব্রহ্মকুণ্ডের জলধারার পতন শব্দ।

পরশুরাম কুণ্ড।

যাহা দেখিবার জন্য যাত্রিগণের এত ক্লেশ স্বীকার, সেই কুণ্ডের সমীপস্থ হইবা মাত্র যেন সমস্ত ক্লেশের অবসান হইল। (এতৎসহ কুণ্ডের একটি চিত্র প্রদত্ত হইল)। কুণ্ডে না আসা পর্য্যন্ত পথিমধ্যে কোনও উচ্চ পাহাড় অতিক্রম করিতে হয় নাই। কুণ্ডে পৌঁছিয়াই বোধ হইল,যেন চারিদিকে পাহাড়গুলি দাঁড়াইয়া গমন পথ আগুলিয়া রহিয়াছে। কুণ্ডের তিন দিকে উচ্চ পাহাড় কেবল পূর্ব্বোত্তর কোণে লৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের সলিল প্রবাহ। লৌহিত্য এই স্থানে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া পরশুরামকুণ্ডের জলে অভ্যুক্ষিত হইয়া "ব্রহ্মপুত্র" এই সংজ্ঞা ধারণ পূর্ব্বক খরবেগে প্রবাহিত হইয়াছে। পরশুরামকুণ্ডকে কেহ কেহ ব্রহ্মকুণ্ড বলে কিন্তু ইহা ঠিক নয়। ব্রহ্মকুণ্ড যে কোথায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। তাই ভগবান্ পরশুরাম স্বীয় কুঠার দ্বারা পর্ব্বতগাত্রে দুইটি ছিদ্র করিয়া ব্রহ্মকুণ্ডের জল পাতিত করিয়া "পরশুরামকুণ্ডের" সৃষ্টি করিয়াছেন। লৌহিত্য আসিয়া পরশুরামকুণ্ডস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডের জল গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত হইয়াছে। কুণ্ডের জল ব্রহ্মপুত্রের জলের ন্যায় নীলাভ। ইহার ব্যাস ৪০।৫০ হাত আন্দাজ হইবে। কুণ্ডে পতিত ব্রহ্মকুণ্ডের সলিল ধারা ৪ হাত অন্তর দুইটি ছিদ্র হইতে উদ্গত হইয়া ৭ হাত ব্যবধানে গিয়া সম্মিলিত হইয়াছে; তৎপর

মিলিত ধারা ৩০ হাত পরিমাণ পর্ব্বতগাত্র বহিয়া গিয়া আবার দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ১০ হাত পরিমাণ গিয়া ৩.৪ হাত উপর হইতে ত্রিধারায় কুণ্ডে পতিত হইয়াছে। এই জলধারা প্রস্থে দুই হাতের বেশী কুত্রাপি হইবে না—গভীরতাও খুব কম। কুণ্ডের জল অতি শীতল, লোকে কুণ্ডে অবগাহন করিয়া প্রস্রবণ ধারার নীচে শরীর স্থাপন করে, তাহাতে ঐ জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ বোধ হয়।

তাই কেহ কেহ ব্রহ্মকুণ্ডের জলধারাটীকে উষ্ণ-প্রস্রবণ মনে করে। বস্তুতঃ এই জলের তাপ স্বাভাবিক,—স্পর্শ করিলে কোনও উষ্ণতা অনুভূত হয় না। কুণ্ডের অতি শীতল জল স্পর্শে আড়ষ্ট শরীরে ইহার স্পর্শ অতি আরামজনক এবং তুলনায় কবোষ্ণ বোধ হয়।

যাত্রীর সংখ্যা।

সন ১৩১৩ সালের উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পূর্ব্বাহে আমি কুণ্ডে পৌছি। একে পুণ্য সংক্রান্তির দিন তাহাতে সোমবার অমাবস্যা ও সূর্য্যগ্রহণ এই উপলক্ষে প্রায় ৫০০ শত যাত্রীর সমাগম হইয়াছিল। এত যাত্রী নাকি আর কখনও পরশুরামতীর্থে আইসে নাই। কুণ্ডে পৌছিবার প্রায় পোয়া মাইল দূর হইতেই পথের দুই পার্শ্বে যাত্রিগণের সন্নিবেশ দেখিলাম। সাধু সন্ন্যাসীর সংখ্যা ১৫০এর ন্যূন হইবে না। অবশিষ্ট যাত্রিগণের অর্দ্ধাংশ স্ত্রীলোক। তীর্থপ্রিয় বাঙ্গালী অতি কমই দেখা গেল। মারওয়াড়ী, নেপালী, চা বাগানের কুলী ও অসমীয়া স্ত্রী পুরুষ—যাহারা লক্ষ্মীপুর জেলার অধিবাসী—তাহারাই সচরাচর পরশুরাম তীর্থে যায়। নচেৎ ইহা সাধু সন্ন্যাসীরই তীর্থ। বর্দ্ধমানবাসী জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ তদীয় একটি বিধবা আত্মীয়া সহ গিয়াছিলেন, বোধ হয় তাঁহারও কার্য্যস্থল আসামেই হইবে। সাধু সন্ন্যাসীর মধ্যে দুই জনের মাত্র বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় পাইয়াছিলাম। একজন কলিকাতার এক সওদাগর আফিসে কার্য্য করিতেন, ম্যালেরিয়ার মারফতে তাঁহার পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে "দেশে" পাঠাইয়া নিশ্চিন্তমনে অভিনিবেশ ধারণ করিয়াছেন; অপর আজন্ম বিরাগী অল্প বয়স্ক যুবক। উভয়েই ব্রাহ্মণ, কয়েক দিন হইতে এক সঙ্গে ভ্রমণ করিতেছেন। সত্বরই স্ব স্ব গন্তব্যপথে যাইবার জন্য আবার পৃথক হইবেন। তখন "কাকস্য পরিবেদনা"। যেখানে জনমানবের বসতি নাই সেই কুণ্ডের তীরে এত জনতা হইয়াছে যে মাথা রাখিবার স্থান পাওয়া দুর্ঘট। কষ্টে স্বষ্টে কুণ্ডেরই পার্শ্বে একটু স্থান করিয়া পড়িয়া রহিলাম। এই স্থানটি কুণ্ডের শীতল জলের সন্নিকট হওয়াতে তখনও অনধিকৃত ছিল।

দিগ্‌ভ্রম।

আমরা যখন কুণ্ডে পৌছি তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সন্ধ্যায় সূর্য্যদেব কোন্ দিকে অস্তগত হইলেন দেখা যায় নাই। কুণ্ডের যে অংশটিতে বালুকাপূর্ণ চর পড়িয়াছে উহাই

অবতরণ স্থান। ইহা কুণ্ডের পশ্চিমভাগে অবস্থিত কিন্তু দক্ষিণ ভাগে বলিয়া অনেকেই বলিল। রাত্রিকালে যখন মেঘাবরণ অপসৃত হইল তখন কৃত্তিকাদি নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলাম, এবং ঘাটটি যে পশ্চিম দিকে ইহাই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। যাত্রীগণের এই ভ্রম হইবার কারণ আছে। শীতকালে যখন সূর্য্য দক্ষিণায়নে তখনই যাত্রীরা পরশুরাম গিয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে উচ্চ পাহাড় থাকায় সূর্য্যকে উদয় ও অস্তকালে প্রায়শঃ দেখা যায় না। যখন প্রায় ৫।৬ দণ্ডের সময় সূর্য্যদেব দেখা দেন তখন দক্ষিণের পাহাড়ের উপর দিয়া তাঁহাকে দেখা যায়। তখন সাধারণ লোকে ঐ দিকই পূর্ব্ব মনে করে; এবং পূর্ব্বদিক্ উত্তর মনে করে।

স্থান-মাহাত্ম্য।

কুণ্ডের তীরে আশ্রয় লাভ করিলাম বটে, কিন্তু জনতা নিবন্ধন কুটীর নির্ম্মাণের সরঞ্জাম এবং কাষ্ঠাদি পাওয়া দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছিল। উন্মুক্ত আকাশ তলেই সুতরাং শয্যা আস্তৃত হইল। কাষ্ঠ কিঞ্চিৎ সংগৃহীত হইয়াছিল বটে কিন্তু সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গেই এক প্রবল বাতাস বহিতে লাগিল; তখন কার সাধ্য আগুন জ্বালায়? এই অবস্থায় কিরূপে রাত্রি যাপন হইবে তাহা বিষম ভাবনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। বাতাসটি কুণ্ডের দিক্ হইতেই আসিতেছিল সুতরাং তুহিন শীতল কুণ্ডোদক সংপৃক্ত হইয়া অধিকতর শীতল হইবারই কথা। প্রজ্বলিত অগ্নি পার্শ্বে রাখিয়া পর্ণ কুটীরতলে শয়ান হইলেও যে শীতবস্ত্র অপ্রচুর বোধ হইত, তদ্দ্বারা অনাবৃত শয্যায় অগ্নিবিহীন অবস্থায় বাতাসের মধ্যে শুইয়া পরিণাম কি হইবে এই চিন্তায় নিদ্রা হইতেছিল না। কিন্তু সত্বরই সমস্ত ভয় ভাবনা দূর হইল; সন্ধ্যাকালে কতকটা শীত অনুভূত হইলেও রাত্রিতে উহার প্রভাব যেন ক্রমশঃ কম বোধ হইতে লাগিল। বাতাসটি যেন বসন্তের হাওয়ার ন্যায় সুখজনক বোধ হইতে লাগিল। তখন ইহা তীর্থ-মাহাত্ম্যের ফল মনে করিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিতে লাগিলাম। পথিমধ্যে রাত্রিকালে কোনও কিছু পর্ণকুটীরের বাহিরে থাকিলে, পরদিন ইহা শিশিরে আর্দ্র হইয়া থাকিত, বাতাসের কৃপায় এই স্থানে কণামাত্রও শিশিরপাত হইল না।

তীর্থকৃত্য।

কুণ্ডের কোনও পাণ্ডা নাই, কোন বিগ্রহও নাই। যাঁহারা এইখানে আসিয়া সমন্ত্রক স্নান তর্পণ করিতে চান, তাঁহারা হয় নিজে মন্ত্রগুলি আয়ত্ত করিয়া আসিবেন নয় মন্ত্রজ্ঞ পুরোহিত সঙ্গে করিয়া আনিবেন। তীর্থপ্রাপ্তি নিমিত্তক পার্ব্বণাদি করিতে হইলে ত কথাই নাই। সংক্রান্তির দিবস সোমবার অমাবস্যা তাই মৌনী অমাবস্যা ছিল বলিয়া অনেকে প্রত্যূষে উঠিয়াই কুণ্ডের বরফ তুল্য শীতল জলে অবগাহন করিতে লাগিল। তৎপর সূর্য্যগ্রহণের আরম্ভ কালে এবং মোক্ষের সময় পুনশ্চ স্নান প্রায় দুইবার সকলেই করিল। এত বড় যোগ অবশ্যই দান-

দক্ষিণা হইবে ভাবিয়া একজন ব্রাহ্মণও দেখিলাম সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া লোকের নিকট হইতে পয়সা ইত্যাদি আদায় করিতে লাগিলেন কিন্তু তাঁহার দ্বারা কাহারও মন্ত্রপাঠের সহায়তা হইল না। কুণ্ডমধ্যে পয়সাদি সমস্ত যাত্রীই নিক্ষেপ করিল। প্রথমবারে স্নান করিয়া কেহ কেহ আর্দ্র বস্ত্র কুণ্ডের তীরেই পরিত্যাগ করিয়া আসিল। ইহাই নাকি এই স্থানের নিয়ম। কুণ্ডে নিক্ষিপ্ত পয়সা ও পরিত্যাক্ত বস্ত্র মিশ্‌মি জাতীয় নরনারীগণ কুড়াইতে লাগিল।

মিশ্‌মি।

কুণ্ডের নিকটস্থ পাহাড়ের শিখরদেশে মিশ্‌মি জাতীয় লোকের বাস। এই সকল মিশ্‌মি পূর্ব্বকথিত "চলিকটা" শ্রেণীর মিশ্‌মি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ শ্রেণীর লোক। মিশ্‌মি জাতির তিনশ্রেণী, চলিকটা, দিজু, ও দিগারু। তন্মধ্যে চলিকটারা নামে মিশ্‌মি হইলেও ভাষায় এবং প্রকৃতীতে অন্য দুই শ্রেণীর মিশ্‌মি হইতে স্বতন্ত্র। দিজু ও দিগারু মিশ্‌মিদের ভাষাদিতে বেশ সৌসাদৃশ্য আছে। কথিত আছে ভগবান্ পরশুরাম এই ক্ষেত্রে কতকগুলি ব্রাহ্মণাদি সংস্থাপিত করিয়া যান। ইহারা "শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাৎ ব্রাহ্মণাদর্শনেনচ" এবং পার্ব্বত্য জাতির সঙ্গে মিলিয়া মিশ্‌মিতে পরিণত হইয়াছে। "দিজু মিশ্‌মিরা" বোধ হয় "দ্বিজমিশ্র" এবং দিগারুরা "দ্বিজাবর"। চলিকটারা বোধ হয় "ভীষ্‌মি" নামে এবং ইহারা "মিশ্রি" নামে পরিচিত হইত। কালে উভয়টা মিশিয়া মিশ্‌মি এই সংজ্ঞা হওয়াতে দুইটা স্বতন্ত্রজাতির সমসংজ্ঞা হইল। যাহা হউক এখনও এই প্রবাদ যে পরশুরাম তীর্থে আসিয়া মিশ্‌মিদিগকে পয়সাদি প্রদান করিতে হয়। মিশ্‌মিরাও জনতার আঁচ পাইয়া যাত্রিগণ হইতে দান গ্রহণার্থ বেশ একদল কুণ্ড স্থলে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত কাঠ বেচিয়াও অনেকে দুপয়সা উপার্জ্জন করিয়াছিল।

দেওকুশ দেওমনি দেওআলু দেওপানি ইত্যাদি।

পরশুরাম যাত্রীরা এত কষ্ট করিয়া তীর্থে আইসে, বাড়ী ফিরিয়া যাইবার সময় তীর্থের নিদর্শন একটা কিছু নিয়া যাইবার জন্য সুতরাং ব্যগ্র হয়। পরশুরাম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এক প্রকার ঘাসের মত তৃণ "দেওকুশ" (দেবকুশ) নামে অভিহিত হয়। কুশের কার্য্য ইহা দ্বারাই চলে। ইহার মঞ্জরীতে এক প্রকার ফল হয়,—কাঁচা অবস্থায় ঠিক ক্ষুদ্র বদরীর ন্যায় দেখায়। পাকিলে ইহার ত্বক্ নীলবর্ণ হয়। ত্বক্ ছাড়াইলে ভিতরের শাঁস ঠিক্ মনির মত দেখায়। এই ফলের নাম দেওমনি। ভক্তেরা ইহা সচ্ছিদ্র করিয়া রুদ্রাক্ষের ন্যায় ব্যবহার করে। দেওআলু ঐ স্থানের পাহাড়ে উৎপন্ন আলুরই ন্যায় পদার্থ, কাঁচা খাইতে পারা যায় কিন্তু বিশেষ কোনও স্বাদ নাই। শুষ্ক আলু গুলির আকার বড় মোনাক্কার মত। তখন ইহার কাল নয়, সুতরাং আমরা কতকগুলি শুষ্ক আলু মাত্র পাইয়াছিলাম। দেওমনি দেওআলু পয়সায় ৩।৪টা করিয়া মিশ্‌মিরা বেচিয়াছে। দেওকুশ ঐ ক্ষেত্রে যথেষ্ট জন্মায়, তুলিয়া লইলেই

হইল। দেওমণিও পাওয়া যাইত কিন্তু মিশমিরা লাভের আশায় পূর্ব্ব হইতেই ঐগুলি সংগৃহীত করিয়া লইয়াছিল; তবুও অপক্ব ফল দুই একটি যে পাওয়া না গিয়াছে তাহা নহে। দেওপানি কুণ্ডে পতিত ব্রহ্মকুণ্ডের জলধারা যাত্রীরা বাঁশের চোঙ্গা ভরিয়া এই পবিত্র জল সঙ্গে করিয়া নিয়া গিয়াছে। কেহ কেহ 'কুণ্ডের' চরভাগ হইতে মৃত্তিকা সংগ্রহ করিয়া নিয়াছে, আমি উহার "দেওমাটী" নাম প্রদান করিয়াছিলাম।

পরশুরামাষ্টক।

পরশুরামকুণ্ডে স্নানতর্পণাদি করিবার সময়ে অবশ্যই সেই ভগবদবতার ক্ষত্রিয়-শোণিতে পিতৃতর্পণকারী ব্রাহ্মণের কথা মনে পড়িল; ভাবপ্রবাহে আরও কত কি মনে আসিল, তাহা আর কি বলিব? পরশুরামের কোনও স্তোত্র জানিনা, ভাবাবেশে যাহা বিরচিত হইয়াছিল, তাহাই পড়িতে লাগিলাম।

নমঃ পরশুরামায় নমঃ কুঠারপাণয়ে।
নমোঽস্তু জামদগ্ন্যায় ক্ষত্রকুলদবাগ্নয়ে॥ ১
নমঃ শঙ্করশিষ্যায় ক্রৌঞ্চ-দারণ-শক্তয়ে।
নমোঽমিতপ্রভাবায় নমো ঘোরতপস্বিনে॥ ২
নমঃ পিতুর্নিয়োগেন মাতৃভ্রাতৃ-শিরশ্ছিদে।
নমস্তাতপ্রসাদেন তেষামুজ্জীবকারিণে॥ ৩
নমো হোমগবীবৎসহারিহৈহয়শাসিনে।
নম স্ত্রিসপ্তকৃত্বশ্চ ক্ষত্রাসৃক্ পিতৃতর্পিণে। ৪॥
নমঃ সসাগরাং পৃথ্বীং কশ্যপায় প্রযচ্ছতে।
নমোঽস্তু ভোগবৈমুখ্যাৎ তীর্থভ্রমণশালিনে॥ ৫
নমো জীববিমোক্ষায় ব্রহ্মকুণ্ডপ্রদর্শিনে।
নমঃ কুঠার-ঘাতেন ব্রহ্মপুত্রপ্রবর্ত্তিনে॥ ৬
নমঃ কঠোর কৃত্যায় নমো ভূভার-হারিণে।
নমো রজস্তমোহন্ত্রে নমঃ সত্ত্ববিকাশিনে॥ ৭
নমো জনকভক্তায় নমোঽস্তু চিরজীবিনে।
নমো বিষ্ণ্ববতারায় ভার্গবায় নমো নমঃ॥ ৮
কৃতং শ্রীপরশুরামমাহাত্ম্যং মুগ্ধচেতসা।
প্রণামাষ্টকমেতদ্ধি ভবতু প্রীতয়ে হরেঃ॥

ঐ সঙ্গে কুণ্ডের প্রণামও একটি পঠিত হইল:—

নমস্তে পরশুরামকুণ্ডায় মোক্ষদায়িনে।
স্নানাদিকং করোম্যত্র শ্রীবিষ্ণুপ্রীতয়েঽস্তু তৎ।

প্রত্যাবর্ত্তন।

পরদিন অর্থাৎ ১লা মাঘ (১৩১৩ সাল) প্রাতঃকাল হইতেই হাট ভাঙ্গিতে লাগিল। বেলা নয়টার মধ্যে জনাকীর্ণ স্থান বিজন বনভূমিতে পরিণত হইল। ইহাই কুণ্ডের স্বাভাবিক অবস্থা। ইচ্ছা ছিল কিয়ৎকাল নির্জ্জনে কুণ্ডের কাছে অবস্থান করি কিন্তু সহযাত্রীদের নির্ব্বন্ধে তাহা পারিলাম না। অনিচ্ছার সহিত কুণ্ডের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে হইল, জীবনে আর কি এই কুণ্ড দর্শন ঘটিবে? প্রত্যাবর্ত্তন কালে দেখিলাম, আমরাই ফেরত যাত্রীর শেষ দল। ফিরিবার সময়ে পথ পরিচিত সুতরাং আমরা চৌকিদার বা কুলিদের উপর নির্ভর না করিয়া সবেগে পথ চলিতে লাগিলাম। দুই দিনে যে পথ আসিয়াছিলাম, তাহা এক দিনে অতিক্রম করিলাম। পর দিন মধ্যাহ্নে চৌখাম পৌঁছিয়া রাজার সঙ্গে দেখা করিয়াই নৌকায় উঠিলাম।

রাস্তানির্ম্মাণ।

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার কালে পথের কথা তুলিলাম, রাজা ইচ্ছা করিলে নদীর তীর ভাগ দিয়া বেশ একটি পথ করিয়া দিতে পারেন, এই কথা বলাতে তিনি বলিলেন "আমি নামে রাজা; কিন্তু অর্থহীন। রাস্তা নির্ম্মাণ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেই কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার কথা।" ১৯০২ সালের জানুয়ারী মাসে উপর আসামের একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার রাও সাহেব মাতাদীন সুকুল বাহাদুর পরশুরাম কুণ্ড গিয়া পথ নির্ম্মাণবিষয়ক একটি প্রস্তাব করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। বর্ষদ্বয় অতীত হইল, এই ক্ষুদ্র লেখকের "পরশুরাম তীর্থ যাত্রার দিনলিপি" শীর্ষক একটি ইংরেজী প্রবন্ধ অমৃত বাজার পত্রিকা এবং শ্রীহট্টের ভূতপূর্ব্ব "উইক্লি ক্রণিক্লপত্রে" প্রকাশিত হইয়া পুস্তিকাকারে সাধারণ্যে বিতরিত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া শ্রীহট্টের উকিল সরকার মাননীয় রায় শ্রীযুক্ত দুলালচন্দ্র দেব বাহাদুর পরশুরাম কুণ্ডের যাত্রিগণের পথ-ক্লেশ যাহাতে দূরীভূত হয়—তজ্জন্য সদিয়া হইতে চুণপুড়া গারদ দিয়া—চৌখাম হইয়া পরশুরাম কুণ্ড পর্য্যন্ত একটি রাস্তা এবং তৎসঙ্গে যাত্রীদের বাস সৌকর্য্যার্থে কয়েকটি সরাইখানা নির্ম্মাণের নিমিত্ত পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট-সমীপে অনুরোধলিপি প্রদান করিয়াছিলেন। শুনা যায় ইহাতে কিঞ্চিৎ ফল হইয়াছে—বিগত বর্ষে ঐ রাস্তাটির জরিপ হইয়াছে। অতএব ভরসা হইতেছে যে, গবর্ণমেণ্ট অচিরেই এই লোক-হিতকর কার্য্য সম্পাদন করিয়া সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদের পাত্র হইবেন। ইতি

শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা।

গদাধর ভট্টাচার্য্যের সময় নিরূপণ ও জীবনী।

বিখ্যাত নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কারের শেষাবস্থায় খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে গদাধরের অভ্যুদয়। গদাধর বরেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহার পিতার নাম জীবাচার্য্য, লক্ষ্মীচাপড় নামক ক্ষুদ্র পল্লী তাঁহার আদি নিবাস, ঐ গ্রাম 'তালোড়া' রেলওয়ে ষ্টেসন হইতে একক্রোশ পূর্ব্বদক্ষিণ কোণে নাগর নদের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। গদাধর ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণাদি শাস্ত্র দেশে অধ্যয়ন করিয়া নবদ্বীপে ন্যায় শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গমন করেন।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হরিরাম তর্কবাগীশ তৎকালে নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন। গদাধর তাঁহার টোলে প্রবিষ্ট হইলেন। তিনি অতি যত্ন ও অধ্যবসায়সহকারে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির বিষয় নবদ্বীপ পণ্ডিতসমাজে সম্ফুটরূপে প্রচারিত হইল। কিন্তু গদাধরের পাঠ শেষ হইতে না হইতেই হরিরামের আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়া আসিল।

হরিরামের মৃত্যু সময়ে টোলে অধ্যাপনা করাইতে পারেন এমন উপযুক্ত পুত্র ছিল না। গদাধরের বিদ্যা বুদ্ধির বিষয় তিনি উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যদিও এই বালকের শিক্ষা পরিসমাপ্তি হয় নাই, তথাপি স্বীয় বুদ্ধিবলে এই বালক সকল বাধা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। তজ্জন্য তিনি ব্রাহ্মণীকে বলিয়া যান যে, তাঁহার অবর্ত্তমানে এই গদাধরকে যেন টোলের অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত করা হয়। স্বামীর পরলোকের পর ব্রাহ্মণী স্বামিবাক্যানুসারে গদাধরকেই টোলের অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। ইহা অপেক্ষা গদাধরের সৌভাগ্যের বিষয় আর কি আছে; তিনি আগ্রহ সহকারে ঐ কার্য্য স্বীকার করিলেন।

গদাধরের পাঠ শেষ না হওয়ায় তিনি কোনও উপাধি পান নাই। সুতরাং তাঁহার বংশের উপাধি "ভট্টাচার্য্য" নামে খ্যাত হয়। গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইবামাত্র, টোলের অধিকাংশ ছাত্রই তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিল না। অনেকে তাঁহার টোল ত্যাগ করিয়া কেহ জগদীশ তর্কালঙ্কারের কেহ বা অন্য টোলে চলিয়া গেল।

তৎকালে নিয়ম ছিল যে অধ্যাপকের বা গ্রন্থকারের বংশীয় না হইলে কেহই কোন অধ্যাপকের নিকট পাঠ স্বীকার করিতেন না। তৎকালে পুস্তকের বিরল প্রচার ছিল, অধ্যাপক বা গ্রন্থকারের গৃহ ব্যতীত অন্যের নিকট পুস্তক পাওয়া যাইত না, সুতরাং অন্য অধ্যাপকের নিকট পুস্তক অভাবে পাঠের বড়ই অসুবিধা হইত।

গদাধর অধ্যাপনায় প্রবৃত্ত হইলেই যে কয়েক জন ছাত্র ছিল তাহারাও চলিয়া গেল। এই দিনেই গদাধরের ভাবী উন্নতির বীজ রোপিত হইল। গদাধর অতিশয় তেজস্বী ও দৃঢ়ব্রত

ছিলেন। তিনি ভগ্নোৎসাহ না হইয়া স্বদেশ হইতে ছাত্র আনিয়া পড়াইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন; এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যে কোন উপায়ে হউক আমার বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় না পাইলে, কেহই আমার নিকট পাঠ স্বীকৃত হইবেন না। তখন তিনি হরিরাম তর্কবাগীশের টোল পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নানের পথিপার্শ্বে চতুষ্পাঠী ও তৎসংলগ্ন ফুলের বাগান করিলেন। ফুলের বাগান করিবার তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পূজার জন্য স্বয়ং পুষ্পচয়ন করিতেন। সুতরাং তাঁহার বাগানে পুষ্পচয়ন জন্য অধ্যাপক ও ছাত্রগণের সর্ব্বদা সমাগম হইবে, ও তাঁহাদের সহিত শাস্ত্রালাপও হইবে গদাধরের এই কৌশল বিফল হয় নাই।

যে পর্য্যন্ত দেশ হইতে ছাত্রগণ না আসিলেন, গদাধর সে পর্য্যন্ত পুষ্প বৃক্ষের মূলে বসিয়া বৃক্ষকে উপলক্ষ্য করিয়া পড়াইতে লাগিলেন।

প্রত্যহ প্রাতে ও স্নানের সময় যে সকল অধ্যাপক ও ছাত্রগণ পুষ্পচয়ন করিতে আসিতেন ও গঙ্গাস্নানে যাইতেন, তাঁহারা মনঃসংযোগ পূর্ব্বক ঐ সকল ব্যাখ্যা শুনিতেন। ঐ সময় গদাধর ন্যায়ের কঠিনতর অংশ সকল অতি বিশদ ও অতি প্রাঞ্জল করিয়া ব্যাখ্যা করিতেন ও তৎসমুদয় লিপিবদ্ধ করিতেন। ছাত্রগণের ঐ সকল ব্যাখ্যা নূতন বলিয়া বোধ হইয়াছিল। তাঁহারা মনে মনে গদাধরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন, কোন কোন ছাত্র বা গোপনে তাঁহার নিকট আপন আপন সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে লাগিলেন, এবং কেহ কেহ বা গোপনে ঐ পুস্তকের পত্র আনিয়া লিখিয়াও লইতে লাগিলেন; এইরূপে অনেকে তাঁহার নিকট গোপনে পাঠ স্বীকার করিলেন; অবশেষ এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইল যে, আর কাহারও তাঁহার নিকট পাঠ স্বীকার করিতে বাধা রহিল না।

গদাধর এই সময়ে রঘুনাথ কৃত "বৌদ্ধাধিকার দীধিতির টীকা" রচনা করেন। লিপিকরের ভ্রম বশত 'শিব্যন্তে' পাঠের পরিবর্ত্তে "শিচান্তে" পাঠ লিখা হয় ঐ পুঁথির পত্র জগদীশের টোলের কোনও ছাত্রের হাতে পতিত হয়। তাহাতে ঐ ভুল দৃষ্ট হওয়ায় ঐ পত্র খানি, একটি কুকুরের গলদেশে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। অচিরে এই সংবাদ গদাধরের কর্ণগোচর হইলে তিনি অবিলম্বে ঐ কুকুরকে ধৃত করিয়া তাহার গলদেশ হইতে ঐ পত্র খুলিয়া লইয়া, স্বীয় অসাধারণ তর্কশক্তি ও প্রতিভা বলে "শিচান্তে" পাঠই বজায় রাখিয়া নূতনরূপে ব্যাখ্যা করিলেন। তদনন্তর ঐ টীকা জগদীশের নিকট প্রেরিত হইল। জগদীশ ঐ টীকা পাঠ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন 'গদাধরের টীকা পড়িয়া এখন আমি নিশ্চয় বলিতে পারি না যে কোন্ পাঠ প্রকৃত' জগদীশের ন্যায়, নৈয়ায়িক প্রধানের বুদ্ধিকে, ভ্রমে পতিত করা, সামান্য শ্লাঘার বিষয় নহে। এই ব্যাপারের পর হইতেই গদাধরের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সমস্ত নবদ্বীপে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, এবং তদবধি ছাত্রমণ্ডলীতে তাঁহার চতুষ্পাঠী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনিও একজন নবদ্বীপের প্রধান অধ্যাপক হইয়া উঠিলেন। এইরূপে গদাধর স্বীয় অধ্যবসায় ও দৃঢ়তা এবং অবিচলিত উৎসাহগুণে নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জগদীশের ন্যায়, গদাধরও অনেকানেক টীকা প্রণয়ন করেন। ঐ সক

টীকা সাধারণতঃ "গাদাধরী টীকা" ও গাদাধরী পাতড়া" বলিয়া বিখ্যাত, এক্ষণে অনেকেই গদাধরের টীকা পড়িয়াই পড়াশুনা করেন।

গদাধর অনুমিতি দীধিতির টীকায় বলিয়াছেন—

"গিরীন্দ্রদুহিতুর্নমৎসুরবরাবতংসীভবৎপদাম্বুজরজঃকণা-কলিততীক্ষ্ণধীসম্পদা গদাধরবিনির্ম্মিতা কঠিনতর্কদুর্গাটবী নবীনপদবী মুদং বিতনুতাং সতাং ধীমতাং।' গদাধরের পুস্তকের মধ্যে পক্ষধর "চিন্তামণি আলোকের টীকা" এবং শিরোমণি কৃত দীধিতি গ্রন্থের "অনুমিতি প্রত্যক্ষ প্রামাণ্য-বাদ", বৌদ্ধাধিকার, নানার্থবাদ, "ক্ষণভঙ্গুর বাদ" ও নঞ্‌বাদ প্রভৃতি দীধিতির টীকা এবং পদার্থ বিষয়ে 'প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদ" "দ্বিতীয়াদিব্যুৎপত্তিবাদ" "অনুমিতি মানস বাদার্থ" "নব্য মত পদার্থ" "ব্যাপ্ত্যনুগম পদার্থ" "রত্নকোষ পদার্থ" "কারণতা পদার্থ", এবং "উপসর্গ বিচার" "বিষয়তা বাদার্থ বিচার" "অনুকরণ বিচার" "নানার্থ বিচার" "তদাদি সর্ব্বনাম বিচার" "সন্দিগ্ধার্থ বিচার" "ত্ব তলাদি ভাষ্য প্রত্যয় বিচার" "বিধিস্বরূপ বাদার্থ বিচার" ও সাদৃশ্যবাদ, শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তর্ক শক্তির সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল পুস্তক অদ্য পর্য্যন্ত নৈয়ায়িক সমাজে সাদরে অধীত হইয়া থাকে। বাদার্থ বিষয়ে তিনি চতুঃষষ্টি সংখ্যক পুস্তক রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার আর কোন গ্রন্থের নাম প্রাপ্ত হই নাই তিনি 'নঞ্‌বাদ দীধিতির' টীকায় লিখিয়াছেন।—

নঞ্‌ বাদ সঙ্গত শিরোমণি গূঢ়ভাবং
শ্রীমান গদাধর সুধীঃ প্রকটীকরোতু॥

গদাধর শিরোমণিকৃত 'প্রত্যক্ষ চিন্তামণি দীধিতির' যে ভাষ্যর চনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে নিম্নলিখিত এই শ্লোক আছে। 'নত্বা নন্দ তনূজ সুন্দর পদদ্বন্দ্বং গুরোরাদরাৎ উর্ব্বীমণ্ডল মণ্ডনাচিত লসৎ কীর্ত্তেবিদিত্বা গুরুং সংক্ষিপ্তোক্ত্যতি দক্ষ দীধিতি কৃত প্রত্যক্ষ চিন্তামণের্ব্যাখ্যাং ব্যাকুরুতে গদাধর বুধোমোদায় বিদ্যাবতাং' এই শ্লোকের দ্বারা কেহ কেহ তাঁহাকে শিরোমণির ছাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

শিরোমণি গদাধরের শত বৎসর পূর্ব্ববর্ত্তীকালের লোক ছিলেন। পুরুষগণনায় এক্ষণে গদাধর হইতে সাতজন পাওয়া যায়। ইহাঁদের এক এক জনের জীবনকাল গড়ে ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে আমরা গদাধরকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম সময়ে দেখিতে পাই কিন্তু শিরোমণি খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্য সময়ে জীবিত ছিলেন। সুতরাং গদাধরের কখনই শিরোমণির নিকট অধ্যয়ন সম্ভব নহে। তিনি যে শিরোমণির ছাত্র নহেন তাহা নিশ্চিত। চলিত কথায় বলে—

"হরের গদা, গদার জয়
জয়ার বিশু লোকে কয়॥"

অর্থাৎ হরিরামের ছাত্র গদাধর ভট্টাচার্য্য, গদাধরের ছাত্র জয়রাম, জয়রামের ছাত্র বিশ্বনাথ প্রধান। গদাধরের মৃত্যুর পর তৎপৌত্র ৺হরদেব তর্কালঙ্কারও বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া-

ছিলেন। অদ্যাপি নবদ্বীপে গদাধরের বংশধরেরা বর্ত্তমান রহিয়াছেন এবং পরবর্ত্তী মহাত্মারাও বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছেন। বিখ্যাত নৈয়ায়িক ৺শ্রীরাম শিরোমণি গদাধর ভট্টাচার্য্যের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। আলোকনাথ ও গোলকনাথ ন্যায়রত্ন শ্রীরাম শিরোমণির প্রধান ছাত্র, শ্রীরাম শিরোমণির মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র ৺হর মোহন চূড়ামণি প্রাধান্য পদ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে মাধব তর্কসিদ্ধান্ত ও প্রসন্ন তর্করত্ন বিদ্যমান ছিলেন। মাধব প্রাধান্যের বাসনা না করায় হরমোহন ঐ পদ প্রাপ্ত হন। হরমোহন জগদীশ তর্কালঙ্কার প্রণীত অনুমান খণ্ডের সামান্য লক্ষণা পরিচ্ছেদের "সামান্য লক্ষণাব্যাখ্যা" নামে একখানি টীকা করিয়া স্বীয় বংশ গৌরব রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের প্রারম্ভে লিখিত আছে যথা—

শ্রীরামমিব মত্তাতং শ্রীরামং পুরুষোত্তমং
শিরোমণি তয়াখ্যাতং বন্দেহমতি যত্নতঃ
সামান্য লক্ষণা ব্যাখ্যা, জগদীশেন যা কৃতা
তাং টীপ্পনীং প্রিয়াযুক্ত স্তনুতে হরমোহনঃ॥"

উক্ত পুস্তক ১৭৮৫ শকে বা ১৮৬৩ খৃষ্টীয় অব্দে লিখিত হয়।

রম্যং শ্রীহরমোহন দ্বিজ ইহ চ্ছাত্রেচ্ছয়ো বেত্যহং
শাকে বাণ বসুদধীন্দু বিমিতেহদঃ পুস্তকং নির্ম্মমে॥

হরমোহনের মৃত্যুর পর তদীয় সহোদর মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন মহাশয় তৎপদপরিশোভিত করিয়াছিলেন; উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ও নবদ্বীপে স্মার্ত্তের প্রাধান্য পদ লাভ করিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ গবর্ণমেণ্টের স্মৃতির টোলের ছাত্র শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ব্যাকরণ-তীর্থ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ৺গদাধর ভট্টাচার্য্যের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে লিখিয়াছিলাম। ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় ৺ গদাধর ভট্টাচার্য্যের বংশধর সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভটাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে যে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন,তাহা নিম্নে প্রকাশিত করিলাম—

গদাধর ভট্টাচার্য্যের আদি বাসস্থান বগুড়া জেলান্তর্গত লক্ষ্মীচাপড় গ্রাম। গ্রামে বাড়ীর চিহ্ন ও ভগ্ন শিব মন্দির আছে, তথায় বংশধর কেহ নাই, ব্রহ্মত্র জমী জমা আছে। প্রবাদ আছে গদাধর ভট্টাচার্য্য তথাকার বাসস্থান ত্যাগ করিয়া গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কনিষ্ঠপুত্রকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে প্রথম আগমন করেন, নবদ্বীপাধিপতি মহারাজের অতিশয় আগ্রহে এখানে পঠন পাঠনা ও ৬৪ বাদ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উক্ত গদাধর ভট্টাচার্য্যের কনিষ্ঠপুত্রের বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ এখন নবদ্বীপে আছেন, মহামহোপাধ্যায় ৺গদাধর ভট্টাচার্য্য হইতে অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বিদ্যাবাগীশ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নবদ্বীপে জীবিত আছেন। অধস্তন ৬ষ্ঠ পুরুষ নবদ্বীপের প্রধান নৈয়ায়িক হরমোহন চূড়ামণি ভটাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র দুইটি বর্ত্তমান আছেন, প্রথম পুত্র শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ভট্টাচার্য্য উক্ত গদাধর ভট্টাচার্য্য হইতে অধস্তন সপ্তম পুরুষ, ইনি পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব রক্ষা করিতেছেন। উক্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের

অধ্যাপনা করিতেছেন এবং উক্ত গদাধর ভট্টাচার্য্য হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান নৈয়ায়িক ৺ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বর্ত্তমান একটি পুত্র তাঁহার নাম শ্রীনগেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য জীবিত আছেন। আর ৺গদাধর ভট্টাচার্য্য হইতে ৬ষ্ঠ পুরুষ নবদ্বীপের প্রধান স্মার্ত্ত মহামহোপাধ্যায় ৺মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের একটি পুত্র বর্ত্তমান আছেন, তাঁহার নাম শ্রীসন্তোষ গোপাল ভট্টাচার্য্য। ৺গদাধর ভট্টাচার্য্যের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ জেলা রাজসাহীর অন্তর্গত নাটোরের নিকট আগদিঘা গ্রামে বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান বংশধরগণের নাম শ্রীরামকেশব ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য ও শ্রীরামতারণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীরামদুর্ল্লভ ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি। গদাধর ভট্টাচার্য্যের মাতামহের বাড়ী বগুড়া জেলার অন্তর্গত নিশিন্দা গ্রাম, তথায় উক্ত ভট্টাচার্য্যের বংশধরগণ ব্রহ্মত্র জমি অদ্যাপি ভোগ করিতেছেন। গদাধর ভট্টাচার্য্য 'অনুমান দীধিতির' টীকায় নমস্কার বাদে লিখিয়াছেন—

অভিবন্দ্য মুহুঃ সমাদরাৎ
পদ পাথোজ যুগং পুরদ্বিষঃ
বিবৃণোতি গদাধরঃ সুধীঃ
অতি দুর্ব্বোধ গিরঃ শিরোমণেঃ

গদাধর ভট্টাচার্য্যের বংশাবলী

(নবদ্বীপ)

গদাধর ভট্টাচার্য্য

অধস্তন ৫ম

(৫) শ্রীরাম শিরোমণি

শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
রঙ্গপুর কালীধাম চতুষ্পাঠী।

রঙ্গপুরে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

মঙ্গলা সাঁওতাল নামক একজন কৃষক রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত গোবিন্দগঞ্জ থানার অধীন নারাঙ্গাবাদের জঙ্গলে ১৯১০ সালের ৬ই নবেম্বর তারিখে হল কর্ষণ করিতেছিল। হল কর্ষণ করিতে করিতে হলমুখ কোন কঠিন পদার্থের সহিত আঘাত প্রাপ্ত হয়। কৃষক তখন মৃত্তিকার কিঞ্চিৎ নিম্নে ইষ্টক গ্রথিত ভূখণ্ড দেখিতে পায়। সে ইষ্টকগুলি তুলিয়া ফেলিলে তন্নিম্ন হইতে একটি বৃহৎ মৃৎকলস বাহির হয়। সে কলসটা উত্তোলন করিয়া বিস্মিত নেত্রে তন্মধ্যে নিম্ন বর্ণিত পাঁচটি ধাতব মূর্ত্তি দেখিতে পাইল।

১ম মূর্ত্তি :—মধ্যে বিষ্ণু, দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী পাদপীঠে বিষ্ণুমূর্ত্তির পদতলে করযোড়ে গরুড় ও দক্ষিণ পার্শ্বে উপাসক ও উপাসিকাদ্বয়। এই মূর্ত্তি পাদপীঠের নিম্ন হইতে চালের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ৩ ফিট ৩ ইঞ্চ লম্বা। প্রস্থে ১ফুট ৫ ইঞ্চ। শুধু বিষ্ণু মূর্ত্তিটি পদ যুগল হইতে মুকুটের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ১ ফুট ৮ ইঞ্চ লম্বা। সমগ্র মূর্ত্তি ওজন ২৯ সের ৫৩ তোলা।

বিষ্ণু মূর্ত্তিটি শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী চতুর্ভুজ; গদা পদ নিম্ন হইতে মূর্ত্তির মস্তক পর্য্যন্ত লম্বা। গলে বনমালা, পরিধানে বস্ত্র ও উত্তরীয়, কেয়ূরবান, কুণ্ডলবান হারভূষিত বক্ষ, কিরীট শোভিত মস্তক, মণিবন্ধে বলয়, বাহুতে বাজুবন্ধ, পদে নূপুর। কিরীট, বাজুবন্ধ, কেয়ূর হার পদ্ম, চক্র, চাল ও বস্ত্রপ্রান্ত মণি মাণিক্য খচিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। চক্ষু ও তিলক চাকচিক্যশালী। যজ্ঞোপবীত নাভির উপরিদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পদযুগল সরল ও সোজা ভাবে পদ্মোপরি স্থাপিত।

লক্ষ্মী পদ্মহস্তা ও সরস্বতী বীণা ধারিণী। উভয়েই সাভরণা, উত্তরীয় সমন্বিতা এবং পদ্মোপরি বঙ্কিম ভাবে দণ্ডায়মানা; সরস্বতীর পদযুগল সোজাভাবে স্থাপিত নহে, কিঞ্চিৎ ফাঁক লক্ষ্মীর পদযুগল তদপেক্ষা অধিক ফাঁক।

বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর মুখের গঠন প্রণালী প্রায় একই প্রকার, সরস্বতীর মুখের গঠন প্রণালীর সহিত তাহাদের সাদৃশ্য অনুভূত হয় না।

সামগ্র মূর্ত্তির বর্ণ হরিৎ। কোন হরিদ্বর্ণ প্রলেপ লেপিত (Coated) বলিয়া বোধ হয়।

২য় মূর্ত্তি :—মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু, উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী পাদপীঠের নিম্ন হইতে চালের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ৩ ফিট লম্বা। প্রস্থে ১ ফুট ৪ ইঞ্চ। শুধু বিষ্ণুমূর্ত্তি পদ যুগল হইতে মুকুটের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ১ ফুট ৬॥ ইঞ্চ। ওজন ২০ সের ৬৯ তোলা।

বিষ্ণুর গলে বনমালা, আভরণ পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুর ন্যায় তবে মণিবন্ধে যুগ্ম বলয়। তিলক ক্ষুদ্র, টিপের ন্যায় এবং চাকচিক্যশালী। গদা কনুইয়ের নিম্ন হইতে মস্তক পর্য্যন্ত লম্বা এবং

সন ১৩১৭, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।
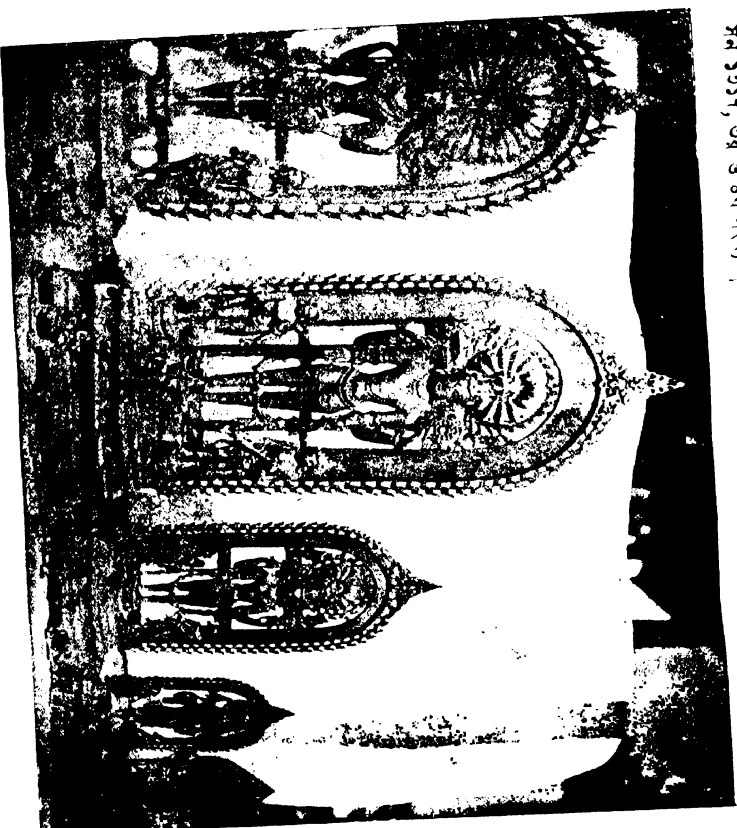
(মূর্ত্তিপঞ্চ একত্রে)

(দ্বিতীয় মূর্ত্তি চালবাদে)

চিত্র নং ৫২।

রঙ্গপুরে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

(১২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)
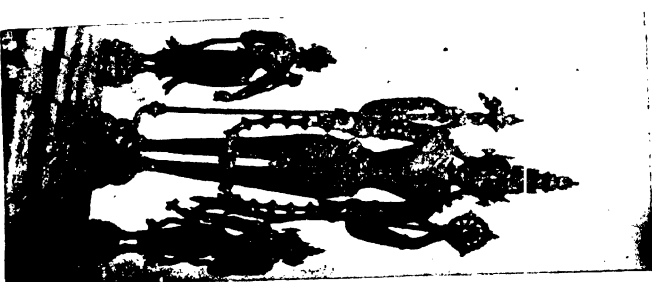
পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুর হস্তস্থিত গদা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের। মূর্ত্তি উত্তরীয় হীন পদ্মোপরি দণ্ডায়মান পদযুগল সরল ভাবে স্থাপিত। দক্ষিণ নিম্ন হস্তের পদ্ম অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। যজ্ঞোপবীত নাভির উপর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই মূর্ত্তির নিম্নে গরুড় অথবা উপাসিকা নাই।

সালঙ্কৃতা পদ্মহস্তা লক্ষ্মী ও বীণাধারিণী সরস্বতী বঙ্কিমভাবে চক্রাকার স্থান মধ্যে দণ্ডায়মানা। ইঁহাদের পদতলে পদ্ম বা পৃথক্ পাদপীঠ নাই। সরস্বতীর বীণা বক্রভাবে ধৃত। উভয়েরই পদ অসংলগ্ন। লক্ষ্মীর দক্ষিণ ও সরস্বতীর বাম হস্ত নিম্ন দিকে বিস্তৃত। ইঁহাদের মুখের গঠন-প্রণালী বিষ্ণুর মুখের গঠন-প্রণালী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের। মৃত্তিকা-বর্ণের প্রলেপ দ্বারা সমগ্র মূর্ত্তি লেপিত। ইহাও মণিমাণিক্য-খচিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়।

৩য় মূর্ত্তি :—লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু দণ্ডায়মান। পদতলে পাদপীঠে গরুড়। পাদপীঠের নিম্ন হইতে চালের উপরিভাগ পর্য্যন্ত ২ ফুট ১০ ইঞ্চ। বিষ্ণুর পদপ্রান্ত হইতে মুকুটাগ্র পর্য্যন্ত ১ ফুট ১০॥ ইঞ্চ। ৭ সের ৪৭ তোলা ওজন।

আভরণ দ্বিতীয় মূর্ত্তির ন্যায়। তবে বাজুবন্ধ তিনটি। গদার আকার প্রায় ১ম মূর্ত্তির ন্যায় এবং মস্তক হইতে পদ নিম্ন পর্য্যন্ত লম্বিত। তিলক চাকৃচিক্যশালী নহে, উপবীত দুইছড়া এবং নাভির উপরি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরীয়-সমন্বিত। পদযুগ সরল ভাবে পদ্মোপরি স্থাপিত।

লক্ষ্মী ও সরস্বতী সালঙ্কৃতা। প্রথমা পদ্ম ও দ্বিতীয়া বীণাধারিণী। উভয়েই বঙ্কিমভাবে পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা, পদযুগল ঈষৎ ফাঁক। উভয়েরই মুখাবয়ব ভূগার্ভে প্রোথিত থাকায় অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বিষ্ণুর বর্ণ মৃত্তিকা বর্ণের ন্যায়। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর রং উঠিয়া যাইয়া সবুজ বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

৪র্থ মূর্ত্তি :—দক্ষিণে লক্ষ্মী বামে সরস্বতী মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু পদ্মোপরি দণ্ডায়মান। নিম্নে পাদপীঠে গরুড় ও একটি মাত্র উপাসিকা। পাদপীঠের নিম্ন প্রান্ত হইতে চালের অগ্র পর্য্যন্ত ১ ফুট ২॥ ইঞ্চ লম্বা, ৬ ইঞ্চ প্রস্থ। বিষ্ণু পদপ্রান্ত হইতে মুকুটাগ্র পর্য্যন্ত কিঞ্চিদধিক ৮ ইঞ্চ লম্বা। ওজন ১ সের ৫৯ তোলা।

বিষ্ণু বনমালা ও উত্তরীয়-সমন্বিত। অন্যান্য আভরণ ২য় মূর্ত্তির ন্যায়। গদা কনুইয়ের নীচ পর্য্যন্ত লম্বা এবং অগ্রভাগ ঈষদ্বক্র। উপবীত নাভির উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তিলক দৃষ্ট হইল না। এই মূর্ত্তিটিতে মণি মাণিক্যের আধিক্য ছিল বলিয়া অনুমান হয় না।

সাভরণা লক্ষ্মী ও সরস্বতী উচ্চ বেদীর উপর বঙ্কিমভাবে দণ্ডায়মানা। উভয়েরই পদযুগল অসংলগ্ন।

৫ম মূর্ত্তি :—মূর্ত্তির সংখ্যা ইহাতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মধ্যে চতুর্ভুজ বিষ্ণু। চালের উপরিভাগে মধ্যস্থলে সিংহমুখ উভয় পার্শ্বে দশাবতার, নিম্নভাগে সিংহ।

পদতলে পাদপীঠে মধ্যস্থলে গরুড় ও দক্ষিণ পার্শ্বে তিনটি উপাসিকা। পাদপীঠের নিম্নদেশ হইতে চালের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত ১ ফুট ১ ইঞ্চ লম্বা ও ৬ ইঞ্চ চওড়া। বিষ্ণুর পদতল হইতে মুকুটাগ্রভাগ পর্য্যন্ত ৫॥ ইঞ্চ। ওজন ১ সের ৫৮ তোলা।

বিষ্ণুর বনমালা ও উত্তরীয় দৃষ্ট হয়। অন্যান্য অলঙ্কার পূর্ব্ববর্ণিত বিষ্ণুর ন্যায়। গদা মস্তক হইতে পদমূল পর্য্যন্ত লম্বা এবং তাহার মস্তকের একাংশ ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তিলক লম্বা এবং চাকচিক্যশালী, উপবীত নাভি পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং চাকচিক্যশালী। লক্ষ্মী ও সরস্বতী সালঙ্কৃতা এবং পদ্ম ও বীণা হস্তে বঙ্কিমভাবে পদ্মোপরি দণ্ডায়মানা। লক্ষ্মীর বাম হস্তে কুঠারের ন্যায় অস্ত্র দৃষ্ট হয়। সরস্বতী বাম পদ কিঞ্চিৎ অগ্রসর করিয়া দণ্ডায়মানা।

এই তিন মূর্ত্তিই সনাল-পদ্মের উপর দণ্ডায়মান এবং ইহাদের স্থানে স্থানে মণিমাণিক্য ভূষিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। এই তিন মূর্ত্তিরই বর্ণ হরিৎ।

উপরি উক্ত ৫টি বিষ্ণু মূর্ত্তির মধ্যে ২য় মূর্ত্তির চক্র ঠিক চক্রাকার এবং অন্যান্যগুলির চক্রের উপরিভাগ এবং দুই পার্শ্ব একটি করিয়া অরবিশিষ্ট।

এই সকল মূর্ত্তি রঙ্গপুর ট্রেজারিতে আনয়ন করিয়া রক্ষা করা হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলি অষ্ট ধাতু-নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান হয়। *

রঙ্গপুরের সদাশয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত টিণ্ডেল সাহেব (C. Tindall) আমাকে এই মূর্ত্তিগুলি পরীক্ষা করিবার সুযোগ এবং এতৎসহ প্রকাশিত চিত্রখানি প্রদান করাতে এই বিবরণ লিখিতে সমর্থ হইলাম। তজ্জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়,
গ্রন্থাদিরক্ষক।

* পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট বাহাদুর গত শীত ঋতুতে রঙ্গপুরে শুভাগমন করিলে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ঐ মূর্ত্তিগুলি স্থানীয় গৌরবের নিদর্শনরূপে রঙ্গপুরের কোন স্থানে রক্ষা করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকটে আবেদন করিয়াছেন। তাজহাটের ধর্ম্মশীল মহারাজ কুমার বাহাদুর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারই জমিদারী মধ্যে আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অন্ততঃ দুই একটিকেও সেবা পূজাদি করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট বিশেষ বিবেচনা করিয়া স্থানীয় আগ্রহের প্রতি সুবিচার করিবেন আশা করা যায়। ঐতিহাসিক আলোচনার নিমিত্ত যে স্থানে মূর্ত্তিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ঠিক সেই স্থানেই তাহাদিগকে রক্ষা করাই সঙ্গত। ইহাতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের পক্ষে স্থানাদি পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আরও কত নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিবার সম্ভাবনা থাকে। কিছুকাল পরে নিয়ত কর্ষিত হইয়া মূর্ত্তি আবিষ্কারের স্থানের চিহ্নপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবে। সভার সম্পাদক।
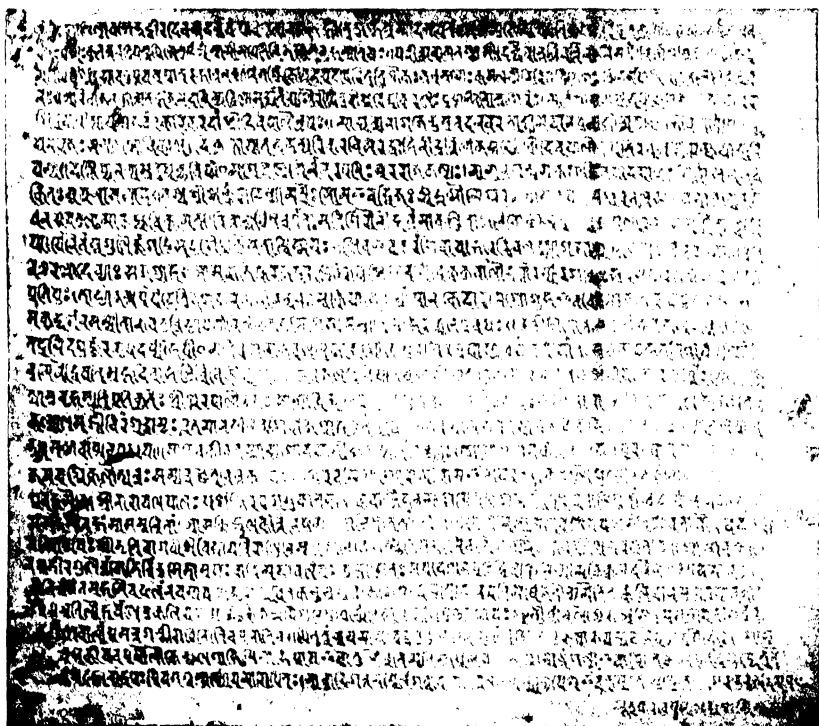
চিত্র নং ৫৩।

গরুড় স্তম্ভ লিপি।

(১৩১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

গরুড়স্তম্ভ-লিপি।

দিনাজপুর জেলায় পত্নীতলা থানার অন্তর্গত বাদাল নামক গ্রামে কোম্পানী-বাহাদুরের একটি বাণিজ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাহার অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ইংরাজী-অনুবাদক সুপণ্ডিত চার্লস্ উইল্কিন্স্ সাহেব ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে তৎপ্রদেশে একটি প্রস্তরস্তম্ভে ২৮টি সংস্কৃত শ্লোক উৎকীর্ণ থাকা দেখিতে পাইয়া, ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে "এসিয়াটিক রিসার্চস্" নামক পত্রিকায় * তাহার একটি ইংরাজি-অনুবাদ প্রকাশিত করিয়াছিলেন। পণ্ডিতবর হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় উক্ত স্তম্ভলিপির যথাসাধ্য পাঠোদ্ধার সাধিত করিবার পর, তাহা ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে অধ্যাপক কিল্হর্ণের উদ্যোগে সংশোধিত পাঠ ও অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। † স্তম্ভটি এখনও বর্ত্তমান আছে। তাহা (নারায়ণপাল দেবের প্রধানামাত্য) গুরবমিশ্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া ২৭ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত আছে। স্তম্ভের উপরে যে গরুড়মূর্ত্তি বর্ত্তমান ছিল, তাহা আর দেখিতে পাওয়া যায় না,—বজ্রাঘাতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই স্তম্ভ মঙ্গলবারি নামক হাটের নিকটে অবস্থিত বলিয়া, "মঙ্গলবারি-স্তম্ভ" নামে সাহিত্য-সমাজে কথিত হইতেছে। কিন্তু নিকটবর্ত্তী লোকে এখনও ইহাকে "ভীমের পান্টি" বলিয়াই অভিহিত করিয়া আসিতেছে। ইহার ৩০০ ফুট উত্তরে একটি পুরাতন দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় একটি আধুনিক মন্দিরে হরগৌরীর পুরাতন প্রস্তরমূর্ত্তির অর্চ্চনা প্রচলিত আছে। মূর্ত্তিটি সুবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিতা "বাভ্রবী মূর্ত্তি"। যে ধ্যানে পূজা হইতেছে, তাহা এই :—

"বন্দে সিন্দূরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং
ভালোদ্যন্নেত্রমীশং স্মিতমুখকমলং দিব্যভূষাঙ্গরাগম্।
বামোরুন্যস্তপাণে স্তরুণকুবলয়ং সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়া
বৃত্তোত্তুঙ্গস্তনাগ্রে নিহিতকরতলং বেদটঙ্কেষ্টহস্তম্॥"

স্তম্ভের দক্ষিণে অনতিদূরে "দেওয়ানবাড়ী" নামক স্থানে, এবং তাহার অনতিদূরে "ধুরইল" নামক স্থানে, বহুসংখ্যক দীর্ঘিকা, সরোবর ও পুরাতন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। বরেন্দ্র-তত্ত্বানুসন্ধান-সমিতির অধিনায়ক রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বাহাদুর এম. এ, সম্প্রতি এই সকল স্থান পরিদর্শন করিয়া নানা কীর্ত্তিচিহ্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। গরুড়স্তম্ভ-লিপি বরেন্দ্র-ভূমিতে বর্ত্তমান থাকিলেও, ইহার বিবরণ জনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত। ইহাতে প্রসঙ্গক্রমে ধর্ম্মপাল, দেবপাল, শূরপাল ও নারায়ণপাল দেবের

---

* Asiatic Researches, Vol. I.

† Epigraphia Indica Vol. II. Part XI.

নানা কাহিনী উল্লিখিত আছে। সূত্রধার বিষ্ণুভদ্র কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। কবির নাম এবং রচনা-কাল উল্লিখিত নাই। মূল প্রস্তরলিপির প্রত্যেক অক্ষরের সহিত মিল করিয়া যে পাঠোদ্ধার সাধিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহার ব্যাখ্যা এবং টীকা "বরেন্দ্র-লেখমালা" গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গ্রন্থ যন্ত্রস্থ।

পাঠ।

* * : শাণ্ডিল্যবংশেভূদ্বীরদেব স্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালো নাম তদ্গোত্রে গর্গ স্তস্মাদজায়ত ॥১॥ (ক)
শক্রঃ পুরোদিশি পতি র্ন দিগন্তরেষু তত্রাপি দৈত্যপতিভি র্জিত এব * * :।
ধর্ম্মঃ কৃতস্তদধিপ স্তখিলাসু দিক্ষু স্বামী ময়েতি বিজহাস বৃহস্পতিং যঃ ॥২॥ (খ)
পত্নীচ্ছা নাম তস্যাসীদিচ্ছেবাত্মবিবর্ত্তিনী।
নিসর্গনির্ম্মলস্নিগ্ধা কান্তি শ্চন্দ্রমসো যথা ॥৩॥
বিদ্যাচতুষ্টয়মুখাম্বুরুহাত্তলক্ষ্মা নৈসর্গিকোত্তমপদাধরিতত্রিলোকঃ।
সূনু স্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ শ্রীদর্ভপাণিরিতি নাম নিজং দধানঃ ॥৪॥
আরেবা-জনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহতে—
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ ॥৫॥
মাস্যন্নানাগজেন্দ্রস্রবদনবরতোদ্দামদানপ্রবাহো-
ন্মৃষ্টক্ষোণীবিসর্পি-প্রবলঘনরজঃ-সংবৃতাশাবকাশং।
দিকৃচক্রায়াত-ভূভৃৎপরিকর-বিসরদ্বাহিনীদুর্বিলোক—
স্তস্থৌ শ্রীদেবপালো নৃপতি রবসরাপেক্ষয়া দ্বারি যস্য ॥৬॥
দত্ত্বাপ্যনল্পমুড়ুপচ্ছবিপীঠমগ্রে যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্রমুকুটাঙ্কিতপাদপাংশুঃ সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ ॥৭॥ (গ)
তস্য শ্রীশর্করাদেব্যা ম ত্রেঃ সোম ইব দ্বিজঃ।
অভূৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বরবল্লভঃ ॥৮॥
ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রামতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতিগিরো নোদগর্ব্বমাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তা মধুরং বহুপ্রণয়িনঃ সংবল্গিতাশ্চ শ্রিয়া
যেনৈবং স্বগুণৈ র্জগদ্বিসদৃশৈ শ্চক্রে সতাং বিস্ময়ঃ ॥৯॥

(ক) বিলুপ্ত বীজি-পুরুষের নামটি অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ [বিষ্ণুঃ] বলিয়া অনুমান করেন।
(খ) বিলুপ্ত শব্দটি আমি [সদ্যঃ] বলিয়া অনুমান করি। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ "কৃতস্তধিপ" পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন, তাহা অশুদ্ধ; "কৃতস্তদধিপ" পাঠই শুদ্ধ।
(গ) অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের পাঠে "দত্ত্বা" আছে; তাহা অশুদ্ধ। "দত্ত্বা" শুদ্ধ পাঠ।

শিব ইব করং শিবায়া হরিরিব লক্ষ্যা গৃহাশ্রমপ্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধিবৎ রল্লাদেব্যাঃ স জগ্রাহ ॥১০॥
আসন্নাঙ্কিস্করাজবহলশিখিশিখাচুম্বিদিক্‌চক্রবালো
দুর্ব্বারস্ফারশক্তিঃ স্বরসপরিণতা-শেষবিদ্যা-প্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে ত্রিদশজনমনোনন্দনঃ স্বক্রিয়াভিঃ
শ্রীমান্ কেদারমিশ্রো গুহ ইব বিকশজ্জাতরূপপ্রভাবঃ ॥১১॥ (ঘ)
সকৃদ্দর্শনসম্পীতান্ চতুর্বিদ্যাপয়োনিধীন্।
জহাসাগস্ত্যসম্পত্তিমুদ্‌গীরন্ বাল এব যঃ ॥১২॥
উৎকিলিতোৎকলকুলং হৃতহূণগর্ব্বং খর্ব্বীকৃতদ্রবিড়গুর্জ্জরনাথদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোজ গৌড়েশ্বর শ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং ॥ ১৩ ॥ (ঙ)
স্বয়মপহৃতবিত্তানর্থিনো যোমুমেনে
দ্বিষদি সুহৃদি চাসীন্নির্ব্বিবেকো যদাত্মা।
ভবজলধিনিপাতে যস্য ভীশ্চ ত্রপাচ
পরিমৃদিতকষায়ো যঃ পরে ধাম্নি রেমে ॥ ১৪ ॥
যস্যোজ্যাসু বৃহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতারিপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণসঙ্গী চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃপ্লুতমানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতং পয়ঃ ॥ ১৫ ॥ (চ)
দেবগ্রামভবা তস্য পত্নী বব্বাভিধাঽভবৎ।
অতুল্যা চলয়া লক্ষ্যা সত্যা চাপ্যনপত্যয়া ॥ ১৬ ॥
সা দেবকীব তস্মাৎ যশোদয়া স্বীকৃতং পতিং লক্ষ্যাঃ।
গোপালপ্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমং তনয়ং ॥ ১৭ ॥
জমদগ্নিকুলোৎপন্নঃ সম্পন্নক্ষত্রচিন্তকঃ।
যঃ শ্রীগুরবমিশ্রাখ্যো রামো রাম ইবাপরঃ ॥ ১৮ ॥ (ছ)
কুশলো গুণবান্ বিবেক্তুং বিজিগীষুর্যমৃপশ্চ বহুমেনে।
শ্রীনারায়ণপালঃ প্রশস্তিরপরাস্ত কা তস্য ॥ ১৯ ॥

(ঘ) প্রথমচরণ ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ বলিয়া অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ সমালোচনা করিয়াছেন।

(ঙ) এই শ্লোকোক্ত গৌড়েশ্বরের নাম দেবপাল।

(চ) ইতিহাসবিখ্যাত প্রথম বিগ্রহপাল এই শ্লোকোক্ত শূরপালের নামান্তর বলিয়া অধ্যাপক হরণ্‌লি ও অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

(ছ) অধ্যাপক কিল্‌হর্ণের ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়া, বঙ্গ-সাহিত্যেও কেহ কেহ প্রতিষ্ঠাতার নাম "রামগুরব মিশ্র" লিখিতেছেন। নামটি গুরব মিশ্র। তিনিই নারায়ণপালের [ভাগলপুর] তাম্রশাসনের "দূতক"—ভট্ট গুরব।

বাচাং বৈভবমাগমেষ্বধিগমং নীতেঃ পরাম্নিষ্ঠতাং
বেদার্থানুগমাদসীমমহসো বংশস্য সম্বর্দ্ধিতাং।
আশক্তিং গুণকীর্ত্তনেষু মহতাং নিষ্ণাততাং জ্যোতিষো
যস্যানন্নমতে রমেয়যশসো ধর্ম্মাবতারোঽবদৎ ॥ ২০ ॥
যস্মিন্মিথঃ শ্রীভৃতি বাগধীশে বিহায় বৈরাণি নিসর্গজানি।
উভে স্থিতে সখ্যমিবাধিগম্য বেকত্র লক্ষ্মীশ্চ সরস্বতী চ ॥ ২১ ॥
শাস্ত্রানুশীলন-গভীরগুণৈ র্বচোভি র্বিদ্বৎসভাসু পরবাদিমদাবলেপঃ।
উদ্বাসিতঃ সপদি যেন যুধি দ্বিষাঞ্চ নিঃসীমবিক্রমধনেন ভটাভিমানঃ ॥ ২২ ॥
আবির্বভূব সহসৈব ফলং ন যস্য যস্তাদৃশং ব্যথিত কর্ণসুখং ন কিঞ্চিৎ।
যৎপ্রাপ্য দানপতিমর্থিজনোঽন্যমেতি তৎ কেলিদানমপি যস্য ন জাতু * * ॥ ২৩ ॥
অতিলোমহর্ষণেষু (চ) কলিযুগবাল্মীকিজন্মপিশুনেষু।
ধর্ম্মেতিহাসপর্ব্বসু পুণ্যাত্মা যঃ শ্রুতীর্ব্যবৃণোৎ ॥ ২৪ ॥ (জ)
অসিন্ধুপ্রসৃতা যস্য স্বর্ধুনী * * * (ধী).
বাণী প্রসন্নগম্ভীরা ধিনোতি চ পুনাতি চ ॥ ২৫ ॥
পিতৃত্বং স্বয়মাস্থায় পুত্রত্বমগমৎ স্বয়ং।
ব্রহ্মেতি পুরুষান্ যস্য বংশে যঞ্চ প্রপেদিরে ॥ ২৬ ॥ (ঝ)
শোভো * * * * স্বকীয়বপুষো লোকেক্ষণগ্রাহিণি
স্বাভিপ্রায় ইবাতুলোন্নতিমতি স্বপ্রেমবন্ধস্থিরে।
স্পষ্টঃ শল্য ইবাপিতে কলিহৃদি স্তম্ভেত্র তে *
* * * ফণিনাং হরেঃ প্রিয়সখ স্তার্ক্ষ্যোঽয়মারোপিতঃ ॥ ২৭ ॥
ভ্রান্ত্বাদিগন্তমখিলং গত্বা পাতালমূলমপ্যস্মাৎ।
যশ ইহ তস্যোত্তস্থৌ হৃতাহিগরুড়চ্ছলাদমলম্ ॥ ২৮ ॥

সূত্রধারবিষ্ণুভদ্রেণ প্রশস্তি ক্ষণিতং ॥

এই প্রশস্তির সহিত ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্ত্তমান থাকায়, ইহার একটি বিশুদ্ধ পাঠ মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য। শেষ পংক্তির ভাষা সংস্কৃত নহে,—তাহা সূত্রধারের সংস্কৃত রচনার নিদর্শন মাত্র। মূল প্রস্তর-লিপিতে ১৪ শ্লোকে 'পরিমৃদিতকশয়ো'' পাঠ আছে, তাহা লিপিকর-প্রমাদের নিদর্শন বলিয়া শুদ্ধ পাঠ "পরিমৃদিত কষায়ো'' লিখিত হইয়াছে।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

(জ) ছন্দোভঙ্গ নিবারণের জন্য অধ্যাপক কিলহর্ণ এই শ্লোকে (চ) যোগ করিয়াছেন, তাহা প্রস্তরলিপিতে নাই, এবং ছন্দোভঙ্গেরও আশঙ্কা নাই। অধ্যাপক মহাশয় এই শ্লোকে যে "শ্রুত্বোর্ব্ববৃণোৎ" পাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন, প্রস্তর লিপিতে তাহা নাই; তাহা অশুদ্ধ। শুদ্ধ পাঠ "শ্রুতীর্ব্যবৃণোৎ।"

(ঝ) "প্রপেদিরে" ক্রিয়ার কর্তৃপদ অনুক্ত আছে বলিয়া, অধ্যাপক কিলহর্ণ তাহাকে [লোকাঃ] মনে করিয়া তদনুসারে এই শ্লোকের অনুবাদ করিয়াছেন।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

রঙ্গপুর-শাখার পঞ্চম সাংবৎসরিক কার্য্য-বিবরণ।

১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখমাসে এই সভার কর্ম্মজীবনের ষষ্ঠ বর্ষের সূচনা হইয়াছে। ইহার ক্রমবিস্তৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পরিচালক ও অনুগ্রাহকগণের অধিকতর উৎসাহ আবশ্যক, কর্ম্ম-পরিচালক-সমিতি উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিকগণকে একথা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সূচনা।

১৩১২ বঙ্গাব্দের ১১ বৈশাখ তারিখে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রথম শাখা রঙ্গপুরে স্থাপিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশ্যসাধনে কিরূপ সফলতা লাভ করিয়াছেন এই কার্য্যবিবরণে তাহা বিবৃত হইতেছে।

সভ্য সংখ্যা।

	প্রথম শ্রেণী	দ্বিতীয় শ্রেণী	একুন
প্রথম বর্ষ (১৩১২)	৩০	৩০	৬০
দ্বিতীয় বর্ষ (১৩১৩)	৫৮	৭৪	১৩২
তৃতীয় বর্ষ (১৩১৪)	৭৪	৮১	১৫৫
চতুর্থ বর্ষ (১৩১৫)	১০৯	১০৫	২১৪
পঞ্চম বর্ষ (১৩১৬)	১৬০	১৪৪	৩০৪

এই তালিকা হইতে যদিও সভ্য সংখ্যার ক্রম বৃদ্ধি লক্ষিত হইতেছে, তথাপি উত্তর বঙ্গের ৭টি জেলা ও আসামের শিক্ষিত জন সংখ্যার অনুপাতে ইহাকে মুষ্টিমেয় বলিতে হইবে। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের গৌরীপুরস্থ তৃতীয় অধিবেশনে এই কেন্দ্র সভার সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিয়া সম্মিলনের উদ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদনের যে প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতিতে গৃহীত হইয়াছে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি তৎপ্রতি উত্তরবঙ্গ ও আসামের সকল জেলাবাসিগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহাদিগকে এক চাঁদায় কলিকাতা-স্থিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও তাহার এই শাখা সভার যাবতীয় সভ্যাধিকার সহ উভয় সভা হইতে প্রকাশিত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দুই খানি পত্রিকা ও গ্রন্থাদি প্রাপ্তির বিশেষ সুযোগও প্রদত্ত হইয়াছে, এই সভার নিয়মাবলীর ৭ম দফায় তৎবিস্তারিত দ্রষ্টব্য।

১৩১৬ বঙ্গাব্দে বিশেষ সভ্য সংখ্যা ৭ এবং বিশিষ্ট সভ্যের সংখ্যা ৪ জন ছিল। এই সভার

বিশেষ ও বিশিষ্ট সভ্য ভূতপূর্ব্ব সভাপতি স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী মহাশয়ের স্থানে এ পর্য্যন্ত কোনও বিশিষ্ট সভ্য গৃহীত হয় নাই।

ছাত্র সভ্য।

যে তিনটি ছাত্র-সভ্য এ সভায় গৃহীত হইয়াছিল তন্মধ্যে একটি স্থানান্তরে যাওয়ায় তাঁহাকে সভ্যপদ হইতে অপসৃত করা হইয়াছে। বক্রী দুইটি ছাত্র-সভ্যের দ্বারা সভা আলোচ্য বর্ষে উপকৃত হইয়াছেন। শ্রীমান বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের সংগৃহীত "শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী" ও "সোণারায়ের গান" শীর্ষক দুইটি গ্রাম্যগীতি সভার ৪র্থ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে, অপর সভ্য শ্রীউপেন্দ্রনাথ কুণ্ডু মহাশয়ও বগুড়া জেলার গ্রাম্যকবিতা প্রবাদ ও হেঁয়ালি সংগ্রহে ব্রতী আছেন। আগামীতে তাঁহার সংগ্রহের ফল আশানুরূপ হইবে এরূপ আশা করা যায়।

আজীবন সভ্য।

এপর্য্যন্ত সভায় কোনও আজীবন সভ্য গৃহীত হয় নাই। কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি আনন্দের সহিত বিজ্ঞাপিত করিতেছেন যে কুচবিহারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর জি, সি, আই, ই; এ, ডি, সি; সি, বি, মহোদয় এ সভায় এক কালীন পাঁচশত টাকা চাঁদা দিয়া আজীবন সভ্যপদ গ্রহণ করিয়াছেন। (সভ্যতালিকা "ক" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

সভ্যের মৃত্যু।

আলোচ্য বর্ষে এ সভার প্রথমশ্রেণী ১ এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর ২ মোট ৩ জন মাত্র সভ্যের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাদিগের মধ্যে সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ও নলডাঙ্গার ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের নাম উল্লেখ যোগ্য। এই উৎসাহী বহু গুণান্বিত যুবক সভার কর্ম্মচারিরূপে গৃহীত হইয়া বিশেষ কোনও কর্ম্মপরিচয় দিবার পূর্ব্বেই ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ২৬ ফাল্গুন, বৃহস্পতিবার, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। ইহাতে সভা ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন সন্দেহ নাই, অপর দুই জন সভ্যের নাম যথা—স্বর্গীয় জগবন্ধু চক্রবর্ত্তী, মৃত্যুর তারিখ ২২ অগ্রহায়ণ, ১৩১৬। ইনি বামনডাঙ্গা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতা করিতেছিলেন। স্বর্গীয় শিবদয়াল চট্টোপাধ্যায়; ইহার মৃত্যুর তারিখ জানিতে পারা যায় নাই। বাস—দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত কুমারগঞ্জ থানার অধীন উদয়গ্রাম।

সভ্যের পদত্যাগ।

আলোচ্য বর্ষে প্রথমশ্রেণীর ১ জন ও দ্বিতীয়শ্রেণীর ২ জন মোট ৩ জন সভ্য পদত্যাগ করিয়াছেন।

নব নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যাদি।

আলোচ্য বর্ষে মাসিক অধিবেশন গুলিতে এবং চতুর্থ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে ১০৮ জন মাত্র ব্যক্তি যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বর্ষশেষ পর্য্যন্ত ৪৩ জন সভ্যপদ স্বীকার করেন নাই অবশিষ্ট ৬৫ জন এবং পূর্ব্ব বর্ষের নির্ব্বাচিত ২৫ জন মোট ৯০ জন ব্যক্তি নূতন সভ্যরূপে গৃহীত হইয়াছেন।

অধিবেশন।

চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশন।

১১।১২ আষাঢ় (১৩১৬), ২৫।২৬ জুন (১৯০৯) শুক্র ও শনিবার রাজসাহীর খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের সভাপতিত্বে এই সভার চতুর্থ সাংবৎসরিক অধিবেশন, সাহিত্যিক প্রদর্শনী ও সান্ধ্য সম্মিলনাদি সুসম্পন্ন হইয়াছিল। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ ভাগ, ২য় সংখ্যার পরিশিষ্টে ঐ অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ দ্রষ্টব্য।

মাসিক সাধারণ অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে এই সভার কার্য্যালয়, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহে যে দ্বাদশটি মাসিক সাধারণ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল তাহার সময় ও বিষয়াদির নিম্নলিখিত তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।

অধিবেশনের নামও তারিখ।	পঠিত প্রবন্ধাদি।	প্রবন্ধলেখক।	প্রদর্শিত দ্রব্যাদি।	প্রদর্শক।
প্রথম মাসিক অধিবেশন ২ শ্রাবণ (১৩১৬) ৮ জুলাই, ১৯০৯ রবিবার।	১। বাণরাজার বাড়ী।	শ্রীকেদারনাথ সেন	১। বর্দ্ধনকুটীর রাজা ভগবানের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরের ইষ্টক লিপি।	শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস
	২। পাহাড়পুরের পুরাতন স্তূপ।	শ্রীরাম মৈত্রেয়		
	৩। রঙ্গপুরের গ্রাম্যসঙ্গীত সংগ্রহ।	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২। পাবনার জোড় বাঙ্গালার আলোক চিত্র।	শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ বি,এল।
	৪। ভাওয়াইয়া গান।	মহামহোপাধ্যায় (সভাপতি)		
দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন ৩০ শ্রাবণ, (১৩১৬) ১৫ আষাড় (১৯০৯) রবিবার।	বোধিসত্ত্ব লোকনাথ ও বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তি।	শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।	৩। বোধিসত্ত্ব লোকনাথ ও বজ্রাসন বুদ্ধমূর্ত্তির আলোকচিত্র।	শ্রীকৃষ্ণলাল চৌধুরী
তৃতীয় মাসিক অধিবেশন ২ভাদ্র (১৩১৬) ৬ সেপ্টেম্বর (১৯০৯) রবিবার।	মলদ ও মালদহ	শ্রীরাধেশচন্দ্র শেঠ		
চতুর্থ মাসিক অধিবেশন ১৭ আশ্বিন (১৩১৬) ৩ অক্টোবর (১৯০৯)রবিবার।	আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া	শ্রীযুক্ত কবিরাজশরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুস্তত্ত্ব-বিশারদ।		

অধিবেশনের নাম ও তারিখ।	পঠিত প্রবন্ধাদি।	প্রবন্ধলেখক।	প্রদর্শিত দ্রব্যাদি।	প্রদর্শক।
পঞ্চম মাসিক অধিবেশন ১২ অগ্রহায়ণ (১৩১৬) ২৮ নবেম্বর (১৯০৯) রবিবার।	পৌণ্ড্রদেশনির্ণয়	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বি,এল		
ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ২৭ অগ্রহায়ণ (১৩১৬) ১৯ ডিসেম্বর (১৯০৯) রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।	রঙ্গপুরের শিল্পেতিহাস (পরবর্ত্তী অধিবেশনে পাঠ শেষ হয়)।	শ্রীকালীকান্তবিশ্বাস	(১) রঙ্গপুর, মন্থনার প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপের কারুকার্য্যময় ইষ্টক	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
			(২) প্রাচীন তাম্রমুদ্রা	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বক্সী
সপ্তম মাসিক অধিবেশন ২৫ পৌষ (১৩১৬) ৯ জানুয়ারী (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।	সত্যপীর (এই প্রবন্ধ পঠিত বলিয়া গৃহীত হয়।)	শ্রীপঞ্চানন সরকার	রঙ্গপুর বামনডাঙ্গার জীর্ণ মন্দিরের ইষ্টক লিপি।	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
অষ্টমমাসিক অধিবেশন ২৪ মাঘ, (১৩১৬) ৬ ফেব্রুয়ারী (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।	আহোম রাজ রুদ্রদেব সিংহের তাম্রশাসন	শ্রীরাখালদাস বন্দ্যো-পাধ্যায় বি, এ,	১। সেরসাহের স্বুবর্ণ মুদ্রা—	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী।
			২। ৮টি বিভিন্নদেশীয় তাম্রমুদ্রা।	শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী
			৩। কাকিনার নিকটে প্রাপ্ত ধাতব পদার্থ।	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।
			৪। রাজশাহী দারাচপুরের সূর্য্যমূর্ত্তির আলোকচিত্র।	শ্রীশ্রীরাম মৈত্রেয়।
নবম মাসিক অধিবেশন ২৯ ফাল্গুন (১৩১৬) ১৩ মার্চ্চ (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টা।	কবি জীবন মৈত্রেয়	শ্রীমোহিনীমোহন মৈত্রেয়।	হাজার মস্‌লা ও গোলে-বকাওলী নামক প্রাচীন পুঁথি।	শ্রীসৈয়দনূরুল হোসেন কাশিমপুরী।

অধিবেশনের নাম তারিখ।	পঠিত প্রবন্ধাদি।	প্রবন্ধলেখক।	প্রদর্শিত দ্রব্যাদি।	প্রদ
দশম মাসিক অধিবেশন ২৭ চৈত্র (১৩১৬), ১০ এপ্রিল (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।	(১) শ্রীশ্রীউমামহেশ্বর বাভ্রবীকায়া। (২) আয়ুর্ব্বেদের অবনতির কারণ ও তাহার প্রতিকারের উপায়।	শ্রীবিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন। শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ।	কয়েকখানি প্রাচীন পুঁ	বসন্তকুমার লাহিড়ী র্ণেন্দুমোহন সেহান
একাদশ মাসিক অধিবেশন ২৫শে (১৩১৭) ৮ মে (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ণ ৫॥ টা।	ভারতেশ্বর সপ্তম এডওয়ার্ডের স্বর্গারোহণ-সংবাদে এই অধিবেশনের বিজ্ঞাপিত কার্য্যাদি স্থগিত রাখিয়া কেবল শোক প্রকাশ করা হয়			
স্থগিত একাদশ মাসিক অধিবেশন। ১ জ্যৈষ্ঠ (১৩১৭) ১৫ মে (১৯১০) রবিবার অপরাহ্ণ ৫টা।	(১) জীমূতবাহন। (২) মুগার চাষ। এই প্রবন্ধের সার বিজ্ঞাপিত হইলে বলিয়া গৃহীত হয়।	শ্রীকালীকান্ত বিশ্বাস শ্রীকুমুদবিহারী রায়	১। নাওডাঙ্গার ১১৪৬ সালে নির্ম্মিত শিবমন্দিরের চিত্র। ২। প্রাচীনমুদ্রা (পারসিক লিপিযুক্ত পাঠ উদ্ধৃত হয় নাই)। ৩। বগুড়ার সাধক কবি গোবিন্দচন্দ্র চৌধুরী স্বহস্ত-লিখিত অপ্রকাশিত সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলির পাণ্ডুলিপি।	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ। শ্রীহরগোপাল দাসকুণ্ডু

দ্বাদশটি মাসিক অধিবেশনে যে ১৬টি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছে তাহার বিষয়াদি বিভাগ করিলে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে, যথা,—প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক ৭, পল্লী কবিতা সংগ্রহ ও আলোচনা ৩, প্রাচীন কাব্যালোচনা ও কবিজীবনী ২, চিকিৎসা বিজ্ঞান ২, কৃষি ও শিল্প ২। অশেষ জন হিতকরী স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিল্প তত্ত্বান্বেষণে আলোচ্য বর্ষে ব্রতী হইয়া সভা আলোচনার এক নূতন দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। তৎ তৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ চেষ্টা ও সাহায্য করিলে এই অত্যাবশ্যকীয় বিভাগত্রয়ে সভা অবশ্যই আগামীতে কর্ম্ম পরিচয় প্রদানে সমর্থ হইবেন। পঠিত অধিকাংশ প্রবন্ধই রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার চতুর্থ ভাগে এবং প্রবন্ধালোচনা মাসিক অধিবেশনের বিবরণীর সহিত পত্রিকার পরিশিষ্টে প্রকাশিত হইয়াছে।

পঠিত প্রবন্ধের বিষয়

বিশেষ অধিবেশন।

নির্দ্দিষ্ট একাদশটি মাসিক অধিবেশন ব্যতীত আলোচ্য বর্ষে এই সভার উদ্যোগে দুইটি বিশেষ অধিবেশন আহূত হইয়াছিল যথা,—

এই সভার উদ্যোগে রঙ্গপুর জেলা স্কুল গৃহে ২৭ আষাঢ় (১৩১৬) স্থানীয় কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, ভাস, আই, সি, এস্, মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি সভা আহূত হইয়া রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের উপযোগী "মহিমারঞ্জন সারস্বত ভবন" প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত রঙ্গপুরের সকল শ্রেণী হইতে গৃহীত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইয়া প্রাগুক্ত কালেক্টর সাহেব বাহাদুর তাহার সভাপতি, শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহোদয় সহকারী সভাপতি, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ জমিদার মহোদয় ধন-রক্ষক ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার, রঙ্গপুর-পরিষৎ-সম্পাদক মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হন। শ্রীযুক্ত জে, ভাস, মহোদয় স্থানান্তরে গমন করায় তৎস্থানে রঙ্গপুর জেলার বর্ত্তমান কালেক্টর শ্রীযুক্ত জে, ম্যাক্‌ইনি আই, সি, এস, মহোদয় ঐ সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। আলোচ্য বর্ষ মধ্যে এই সমিতির দুইটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছে। অর্থ সংগ্রহ জন্য রঙ্গপুর সদরে একটি এবং গাইবান্ধা ও নিলফামারী মহকুমায় দুইটি মোট তিনটি শাখা সমিতি গঠিত হইয়াছে। প্রাগুক্ত শাখা সমিতি ত্রয়ের কার্য্য বিবরণ আগামীতে প্রকাশ করা যাইবে। ("খ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

স্বর্গীয় রাজা মহিমারঞ্জন রায়চৌধুরী সভাপতি মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থ আহূত বিশেষ অধিবেশন।

২২ চৈত্র (১৩১৬) ৫ এপ্রিল (১৯১০) মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৬৷৷০ টার সময় কলিকাতা-স্থিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি বঙ্গের প্রধানতম বিচারালয়ের অবসর প্রাপ্ত বিচারক মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের রঙ্গপুরে শুভাগমন উপলক্ষে এই সভার পক্ষ হইতে এক বিশেষ অধিবেশনে তাঁহাকে অভিনন্দিত করা হয়। তদুপলক্ষে রঙ্গপুর-পরিষদের সংগৃহীত দ্রব্যের কতকগুলি প্রদর্শিত ও ঐক্যতান-বাদনাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় তাঁহার "বগুড়ায় বৌদ্ধযোগী" নামক একটি সচিত্র প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধটি ১৩১৭, আষাঢ় সংখ্যা "প্রবাসীতে" মুদ্রিত হইয়াছে। ("গ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি,এল, মহোদয়ের অভিনন্দন প্রদানার্থ অধিবেশন।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির পাঁচটি অধিবেশন আহূত হইয়া তাহাতে নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছিল,—

অধিবেশনের সময়।	আলোচিত বিষয়।
প্রথম অধিবেশন। ৯ শ্রাবণ, (১৩১৬) ২৫ জুলাই (১৯০৯)	সভার গ্রন্থাগারের ব্যবস্থার ভার অন্যতম সম্পাদক সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী জমিদারের উপরে অর্পিত হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।
দ্বিতীয় অধিবেশন। ১৭ আশ্বিন (১৩১৬) ৩ অক্টোবর (১৯০৯)	১। উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের আসাম, গৌরীপুরে আহূত তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন ও দিনাদির অবধারণ সম্বন্ধে এ সভার মত সম্মিলন সম্পাদককে জ্ঞাপনের ব্যবস্থা। ২। রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট-বোর্ডের সাহায্য গ্রহণ পূর্ব্বক "রঙ্গপুরের বিবরণ" প্রকাশের ব্যবস্থা।

তৃতীয় অধিবেশন।
৩ মাঘ (১৩১৬) ১৬ জানুয়ারী (১৯১০)

১। শ্রীযুক্ত নবসুন্দর দাস মহাশয়ের স্বর্গগতা পত্নীর স্মরণার্থ পনর টাকা মূল্যের রৌপ্য পদক পুরস্কার দানের ব্যবস্থা।

২। কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের স্বর্গীয় পিতৃদেবের স্মরণার্থ প্রদত্ত "কাশীচন্দ্র বৃত্তির" টাকার দ্বারা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "নাম-কোষ" নামক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা।

৩। কবিবর দাশরথিরায়ের স্মৃতি মন্দিরের স্থাপনা কল্পে কাঁটোয়ার সুযোগ্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারকনাথ রায় বি, এল মহাশয়ের পত্র পাঠ ও সভ্যগণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা।

চতুর্থ অধিবেশন।
২৯ ফাল্গুন (১৩১৬) ১৩ মার্চ্চ (১৯১০)

রঙ্গপুর নিলফামারী মহকুমার বেলপুকুর নামক স্থানে এই সভার প্রথম অনুগত একটি বেলপুকুর পল্লী-সাহিত্য-পরিষৎ স্থাপনের প্রস্তাব গ্রহণ। (এই পল্লী পরিষদের কর্ম্মচারি তালিকা "ঘ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম অধিবেশন।
১৯ আষাঢ়, ১৩১৬
৩ জুলাই, ১৯১০, রবিবার।

১। পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে মূল পরিষদের ও অন্যান্য স্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিক প্রতিনিধিগণের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা।

২। পঞ্চম সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ গ্রহণ।

৩। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতির পুরাতন সদস্যগণের মধ্য হইতে আগামী বৎসরের জন্য ৪ জন সদস্য গ্রহণ।

গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির অধিবেশন।

আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির চারিটি মাত্র অধিবেশনে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন ব্যতীত নিম্নলিখিত বিশেষ বিশেষ বিষয় গুলির মীমাংসা হইয়াছিল যথা,—(১) প্রাগুক্ত পত্রিকার প্রবন্ধ নির্ব্বাচন প্রণালী নির্ণয়; (২) শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের রচিত সেরপুরের ইতিহাস এই সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকার বিশেষ সংখ্যারূপে বাহির

করার প্রস্তাব গ্রহণ; (৩) বৌদ্ধযুগের স্মৃতিস্বরূপ রঙ্গপুরের যুগীগণের দ্বারা সচরাচর গীত "গোপীচাঁদের গান" মূল সভার সহিত একত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা; (৪) শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের সংগৃহীত "রঙ্গপুরের বিবরণ" রঙ্গপুর ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের সাহায্যে মুদ্রণের ব্যবস্থা; (৫) কৃষ্ণ হরিদাস রচিত সত্যপীর নামক গ্রন্থ প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা আলোচনা পূর্ব্বক তাহা নির্ণয়ের ভার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, মহাশয়ের উপরে প্রদান (সরকার মহাশয় ঐ গ্রন্থালোচন পূর্ব্বক তাঁহার মন্তব্য প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন); (৬) শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত মহাশয়ের রচিত "মহাস্থানকাব্য" নামক গ্রন্থ সভা কর্ত্তৃক প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা পরীক্ষার ভার মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি মহাশয়ের উপরে প্রদানের ব্যবস্থা (সভাপতি মহাশয় অনিবার্য্য কারণে দীর্ঘকাল স্থানান্তরে থাকায় আজও ঐ গ্রন্থ পরীক্ষার্থ তাহার নিকটে প্রদত্ত হয় নাই); (৭) কুচবিহারাধিপতির ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী নাওডাঙ্গার ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় শিবপ্রসাদ বক্সী মহাশয়ের রচিত অভিনব স্মৃতিগ্রন্থ "আহ্নিকাচারতত্ত্বাবশিষ্ট" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যাভূষণ এম, এ মহোদয়ের সম্পাদকতায় নাগরাক্ষরে মুদ্রণের ব্যবস্থা (এই গ্রন্থের মুদ্রণ ব্যয় রচয়িতার সুযোগ্য পৌত্র শ্রীযুক্ত প্রমদারঞ্জন বক্সী জমিদার মহাশয় সম্পূর্ণ বহন করিতে সম্মত হইয়াছেন এবং গ্রন্থের মুদ্রণ আরম্ভ হইয়াছে, আগামী বর্ষ মধ্যেই উহার প্রকাশ কার্য্য শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়); (৮) বগুড়া নিবাসী স্বর্গীয় পণ্ডিত রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য রচিত সারস্বত ব্যাকরণ ভাষ্য সভা হইতে প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা তাহার পরীক্ষার ভার এই সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ ও শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ সহকারী পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়দ্বয়ের উপরে অর্পিত হইয়াছে (তাঁহাদের পরীক্ষার ফল আজও জানিতে পারা যায় নাই); (৯) কুচবিহারাধিপতি সুকবি স্বর্গীয় মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের রচিত বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের পদ্যানুবাদ ও চীনদেশের রাজকন্যার উপাখ্যান নামক কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ভার বর্ত্তমান কুচবিহারাধিপতি ও এই সভার পৃষ্ঠপোষক শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর এই সভার উপরে দিতে ইচ্ছুক আছেন, তৎপূর্ব্বে উহা প্রকাশোপযোগী হইবে কিনা তাহা জানিবার জন্য মহারাজার পক্ষ হইতে ৪ঠা মে, ১৯১০ তারিখের ২৮ নং পত্রের দ্বারা দ্বার-মোক্তার মহাশয় অনুরোধ করায় প্রাগুক্ত গ্রন্থের পরীক্ষার ভার সভার সভাপতি মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইয়াছে, তাহার ফল এখনও জানিতে পারা যায় নাই।

মাসিক অধিবেশনে আলোচিত অন্যান্য বিষয়।

মাসিক অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা ও প্রদর্শনাদি ব্যতীত নিম্নলিখিত আবশ্যকীয় বিষয় গুলির আলোচনা হইয়াছিল,—

চতুর্থ অধিবেশনে,—আসাম গৌরীপুররাজ শ্রীযুক্ত অনারেবল রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর কর্ত্তৃক আহূত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন ও দিন অবধারণ। এই সম্মিলন বিগত ৯।১০ মাঘ মহরমের অবকাশে গৌহাটী কটন কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম্, এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সম্পন্ন হইয়াছে। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গৌরীপুরাধিপতির রাজোচিত আদর আপ্যায়নে সমবেত সাহিত্যিকবৃন্দ পরম প্রীতি লাভ করেন। এই সম্মিলন উপলক্ষে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল প্রমুখ উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিকবৃন্দ প্রত্নতত্ত্বাদি আলোচনার প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র কামরূপে গমন করিয়া গৌহাটী সাহিত্যানুশীলনী সভা-কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত এবং কামাখ্যা মহাপীঠ, বশিষ্ঠাশ্রম, অরুন্ধতীগহ্বর প্রভৃতি স্থানে পর্য্যটন করিয়া অপার আনন্দ ও আসামবাসিগণের সহিত ভাষা ও ভাব বিনিময়ের ব্যবস্থা করিয়া উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের ক্ষেত্র সুদূর আসাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত করেন। এই সম্মিলনের বিস্তৃত কার্য্য-বিবরণ গৌরীপুররাজের ব্যয়ে যথাসময়ে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইবে। আগামী বর্ষে এই সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন মালদহে সংঘটিত হইবে স্থির হইয়াছে।

গৌরীপুর, উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন—প্রাগুক্ত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের গৌরীপুর অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সভ্যগণের মধ্য হইতে ৪৫ জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। (প্রতিনিধিগণের নাম মাসিক কার্য্যবিবরণে মুদ্রিত হইয়াছে)।

অষ্টম মাসিক অধিবেশন—ভাগলপুরে আহূত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনে বিগত ১লা ফাল্গুন (১৩১৬) হইতে দিবসত্রয় উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। এ সভার পক্ষ হইতে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ ঐ সম্মিলনে যোগদান করিয়া সম্যক্ সমাদৃত হইয়াছিলেন,—

বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলন।

রঙ্গপুর।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, জমিদার, কুণ্ডী।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক।
,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু, সহকারী পত্রিকা সম্পাদক।
,, পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ।
,, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী, জমিদার।
শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু (ছাত্রসভ্য)
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

রাজসাহী।

,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল।

মালদহ।

,, রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্।

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহোদয়ের, বিগত ২০ মাঘ (১৩১৬ তারিখে স্বর্গারোহণে শোকপ্রকাশ।

নবম মাসিক অধিবেশন—এই সভার অন্যতম সহকারী সম্পাদক নলডাঙ্গার ভূম্যধিকারী

স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের বিগত ২৬ ফাল্গুন (১৩১৬) বৃহস্পতিবার অকাল-মৃত্যুতে শোক প্রকাশ।

এই সভা হইতে প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্রিকাদি যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের বিদ্যালয়-সমূহে গৃহীত হয়, তজ্জন্য ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত টি, এস্‌ষ্টেপল্‌টন্ মহাশয় শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরকে অনুরোধ করিতে সম্মত হইয়াছেন তজ্জন্য সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপন। ("ঙ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)

উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী কার্য্য-কারিণী সমিতি।

গৌরীপুরে আহূত উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশনের প্রস্তাব মত এই সভার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের স্থায়ী কার্য্য-কারিণী-সমিতিরূপে সম্মিলনের যাবতীয় কর্ম্ম পরিচালনভার গ্রহণ করেন। প্রথমাবধিই ঐ সম্মিলনের যাবতীয় কর্ম্ম এই সভার নেতৃত্বেই সম্পন্ন হইতেছে; কিন্তু উহার সহিত প্রকাশ্যভাবে সভার কোনও সম্বন্ধ এ পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নাই। উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলার সাহিত্যিকগণের সহিত সংসৃষ্ট এই সভা সাহিত্য চর্চ্চায় আদি স্থান অধিকার করায় সম্মিলন আর কোনও পৃথক সমিতি গঠিত না করিয়া উহারই কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির উপরেই আপন কর্ম্মাদি পরিচালন ভার প্রদান করিয়াছেন। অতঃপর স্বল্প-সাহিত্যিক উত্তরবঙ্গের সমবেত শক্তি দ্বারা সম্মিলনের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিরই আশা করা যায়।

দশম মাসিক অধিবেশন—পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন অবধারণ পূর্ব্বক মূল সভা হইতে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন।

একাদশ মাসিক অধিবেশন—ভারতেশ্বর সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের বিগত ৬ই মে (১৯১০) ২৩ বৈশাখ (১৩১৭) লণ্ডন সময়ের ১১ ঘটিকার সময়ে স্বর্গারোহণে শোকপ্রকাশ ও সম-বেদনা প্রকাশক পত্রাদি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তিতায় যথাস্থানে পাঠাইবার ব্যবস্থা। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্ত উত্তর-পত্র পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল। ("চ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)।

স্থগিত একাদশ মাসিক অধিবেশন—কুচবিহারাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই; এ, ডি, সি, মহোদয়ের এ সভার আজীবন সভ্যপদ সহ পরিপোষকত্ব গ্রহণে সম্মতি বিজ্ঞাপক তাঁহার পক্ষ হইতে রাজস্ব সচিব শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ এম, এ মহোদয়ের ২৭শে এপ্রিল (১৯১০) তারিখের ১০২ নং পত্র পাঠ এবং তাঁহাকে তৎ তৎ পদে গ্রহণ পূর্ব্বক সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপন। শ্রীমন্মহারাজ বাহাদুর উত্তর-বঙ্গের মেরুদণ্ড স্বরূপ। উত্তরবঙ্গের প্রাচীন ও আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের সহিত এই রাজ-বংশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। তাঁহাকে পরিপোষকরূপে প্রাপ্ত হইয়া সভা গৌরবান্বিত হইয়াছেন। (পত্রাদি "ছ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

পুরাতন মুদ্রা সংগ্রহ।

আলোচ্যবর্ষে সভার গ্রন্থাগারে দুইটি রৌপ্য মুদ্রা ক্রীত এবং ২৭টি রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রা উপহার প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ।

আলোচ্য বর্ষে এই সভার গ্রন্থাগারে ৩৮ খানি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুঁথি সংগ্রহ কার্য্যে সভার উৎসাহী সভ্য শ্রীযুক্ত পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ত্রয় বিশেষ সাহায্য করিয়া সভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সুযোগ্য গ্রন্থাদির রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে এক শত খানি পুঁথি আলোচ্যবর্ষে উদ্ধৃত ও সংরক্ষিত হইয়াছে। গ্রন্থাদিরক্ষক মহাশয় এজন্য সভার আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।

(পুঁথির তালিকা "জ" পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

উপাহৃত গ্রন্থ ও বিনিময়ে প্রাপ্ত পত্রিকাদি।

আলোচ্য বর্ষে ৫৩ খানি মাত্র গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইয়াছিল। এই সভার মুখপত্র রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে বাঙ্গালা ও আসাম হইতে প্রকাশিত নিম্নলিখিত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এজন্য সম্পাদকগণের নিকটে সভা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন,—(মাসিক) বঙ্গদর্শন, The Dawn Magazine, হিন্দু-সখা, গৃহস্থ, মানসী, হিন্দু পত্রিকা, বসুধা, সাহিত্য-সংহিতা, বাঁশী, আলোচনী, ঊষা, কৃষিসমাচার, আরতী, অলৌকিক-রহস্য, সনাতনী, বাণী, ঐতিহাসিক চিত্র, জন্মভূমি, উপাসনা, জগজ্জ্যোতিঃ।

(ত্রৈমাসিক) সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা।

(সাপ্তাহিক) হিন্দুরঞ্জিকা, মালদহ সমাচার, গৌড়দূত, বঙ্গজননী, রঙ্গপুর দর্পণ, শিক্ষা-সমাচার, আসামবন্তি, বসুমতী।

সভার প্রকাশিত গ্রন্থাবলী।

(১) রঙ্গপুরের কবি দ্বিজ কমললোচন প্রণীত সুবৃহৎ চণ্ডিকা-বিজয় কাব্য কুণ্ডীর অন্যতম ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয়ের ব্যয়ে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হইয়া বিতরিত হইয়াছে। (২) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত গৌড়ের ইতিহাস (হিন্দু রাজত্ব), গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে; আগামী বর্ষের প্রারম্ভেই উহা বিতরিত হইবে। (৩)

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাশে শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায়ের দান।

অদ্ভুতাচার্য্যের সুবৃহৎ রামায়ণ গ্রন্থ প্রকাশ কার্য্য নানা কারণে আলোচ্যবর্ষে আরম্ভ হয় নাই। আগামীতে ঐ গ্রন্থের প্রকাশ কার্য্য আরম্ভ হইবে। দিঘাপতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ, মহোদয় ঐ গ্রন্থ প্রকাশের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাঁহার ২৭ জুন (১৯১০) তারিখের পত্রে ৫০০৲ দান করিতে সম্মতি বিজ্ঞাপিত করিয়া নগদ দুইশত টাকা পাঠাইয়া দিয়াছেন, এজন্য তিনি এ সভার এবং বঙ্গবাসীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই।

(৪) রঙ্গপুর বিবরণ প্রকাশার্থ রঙ্গপুর জেলা বোর্ড তাঁহার ৩০মে, ১৯১০ তারিখের অধিবেশনে ১৯১০—১১ বঙ্গাব্দের জন্য ৩০০৲ মাত্র সাহায্য মঞ্জুর করিয়া সভার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। সভার কার্য্য-সমিতি আশা করেন জেলা বোর্ড সভাকে স্থায়ীরূপে বার্ষিক সাহায্য প্রদান করিয়া প্রাচীন গ্রন্থাদি রক্ষা ও প্রকাশ এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহে উৎসাহিত করিবেন।

রঙ্গপুর বিবরণ প্রকাশে রঙ্গপুর জেলা বোর্ডের সাহায্য।

গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির সুপরিচালনায় আলোচ্য বর্ষে এই পত্রিকার ৪ সংখ্যা চিত্রাদি সহ প্রকাশিত এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত হইয়াছে। জগতের সাহিত্যালোচনার কেন্দ্রস্থানীয় লণ্ডনের রয়েল আসিয়েটিক সোসাইটী কর্ত্তৃক সাগ্রহে এই পত্রিকার গ্রহণ সংবাদই তাহার প্রমাণরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই পত্রিকার ৪ সংখ্যায় মাসিক অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধাদির অধিকাংশই প্রকাশিত হইয়াছে। কার্য্য নির্ব্বাহক সমিতি প্রবন্ধ লেখকগণের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আগামীতে অধিকতর উৎসাহের সহিত প্রবন্ধাদি রচনার জন্য আহ্বান করিতেছেন। রাজসাহী বিভাগের কমিশনর বাহাদুর এই পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হইয়া উৎসাহিত করিয়াছেন এজন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা।

আয়ব্যয়।

	আয়।			ব্যয়।			
	সাধারণ তহবিল	বিশেষ তহবিল	একুন	সাধারণ তহবিল	বিশেষ তহবিল	একুন	
প্রথম বর্ষ ১৩১২	১২৮৲	১১৩৲	২৪১৲	৯৬৸৵৩	১১৩৲	২০৯৸৵৩	৩১।৴৯
দ্বিতীয় বর্ষ ১৩১৩	৩৩৬।৶০	২৯২॥০	৬২৮৸৵০	৩৩৬৵০	২৯২॥০	৬২৮৸৵০	০
তৃতীয় বর্ষ ১৩১৪	৬৫৭॥৴৯	২৩৫৸৶০	৮৯৩॥৯	৬৫৫॥৶০	২৩৫৸৶০	৮৯১॥৵০	১৸৵৯
চতুর্থ বর্ষ ১৩১৫	১৩৩৮৲৯	৩৭৪॥৵০	১৭১২॥৵৯	১৩৩৮৲৯	২৫৯৶০	১৫৯৭৶৯	১১৫।৶০
পঞ্চম বর্ষ ১৩১৬					("ঝ" পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য)		

পরিশেষে সভার অনুগ্রাহক ও উৎসাহী সভ্যবৃন্দের নিকটে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি এই পঞ্চম সাম্বৎসরিক কার্য্য বিবরণ শেষ করিতেছেন, ইতি।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
রঙ্গপুর-শাখা কার্য্যালয়,
১৯ আষাঢ়, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ
৩ জুলাই, ১৯১০।

কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতির অনুমত্যনুসারে
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

(ক) পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ্যতালিকা।*

আজীবন সভ্য।

শ্রীল শ্রীযুক্ত মাহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর জি, সি, আই, ই, ; সি, বি, কুচবিহার।

বিশিষ্ট সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন, রঙ্গপুর।
২। ,, রায় কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর সি, আই, ই, দেওয়ান রাজ্য কোচবিহার।
৩। ,, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল, উকীল ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী।
৪। ,, পণ্ডিত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্ এ বিদ্যারত্ন, কোচবিহার।
৫। ,, ,, পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য এম, এ, বিদ্যাবিনোদ, গৌহাটী, আসাম।

বিশেষ সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, রঙ্গপুর চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর।
২। ,, ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ রঙ্গপুর চতুষ্পাঠী, রঙ্গপুর।
৩। ,, শশিমোহন অধিকারী, সম্পাদক বঙ্গজননী পত্রিকা, ভোটমারী পোঃ, রঙ্গপুর।
৪। ,, গিরীন্দ্রমোহন মৈত্রেয়, সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
৫। ,, হেমকান্ত মজুমদার ধাপ, রঙ্গপুর।

ছাত্র সভ্য।

১। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র কুণ্ডু, সেরপুর, বগুড়া।
২। ,, বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য,—নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩। ,, সতীশচন্দ্র অধিকারী, কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ীর বাসা, রঙ্গপুর।
৪। ,, কৃষ্ণকুমুদ সরস্বতী ভাটপাড়া, দিনাজপুর রাজবাটী, দিনাজপুর।
৫। ,, সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহারবন্দ বাসা, রঙ্গপুর।
৬। ,, অপূর্ব্বচরণ মুখোপাধ্যায় ঐ

* ১৩১৭ ভাদ্র মাস পর্য্যন্ত কালের সভ্য তালিকা প্রকাশিত হইল।

সাধারণ সভ্য, প্রথম শ্রেণী,

রঙ্গপুর সদর।

১। শ্রীযুক্ত অনারেবল খান্ মৌলভী তসলীম্ উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর বি,এল্ রঙ্গপুর।
২। ,, রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীল, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩। ,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণ-তীর্থ, জমিদার নলডাঙ্গা, নবাবগঞ্জ,রঙ্গপুর।
৪। ,, অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
৫। ,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় একাউণ্টেণ্ট, জজকোর্ট, ধাপ, রঙ্গপুর।
৬। ,, শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ আয়ুস্তত্ত্ববিশারদ, কবিরাজ, রঙ্গপুর।
৭। ,, আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রীক্ট ইঞ্জিনিয়ার, রঙ্গপুর।
৮। ,, যতীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী জমিদার টেপা, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।
৯। ,, হৃষীকেশ লাহিড়ী এম্, বি, ডাক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১০। ,, হরগোপাল দাসকুণ্ডু জমিদার মারওয়ারীপটী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১১। ,, পঞ্চানন সরকার এম্, এ, বি, এল্ উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১২। ,, যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৩। ,, গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৪। ,, কিশোরীমোহন হালদার ডাক্তার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৫। ,, দীননাথ বাগ্‌চী ম্যানেজার বামনডাঙ্গা ছোটতরফ, রঙ্গপুর।
১৬। ,, বিপিনচন্দ্র দাস ম্যানেজার শনিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৭। ,, গোপালচন্দ্র ঘোষ বি, এ, হেড্‌মাষ্টার তাজহাট স্কুল, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর।
১৮। ,, রজনীকান্ত মৈত্র হেড্‌ক্লার্ক পুলিশ আফিস সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
১৯। ,, যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
২০। ,, শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২১। ,, মহান্ত মহারাজ সুমেরুগিরি গোস্বামী জমিদার, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২২। ,, হেমচন্দ্র সেন পেস্কার জজকোর্ট সেনপাড়া, শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তারের বাসা, রঙ্গপুর।
২৩। ,, বৈকুণ্ঠেশ্বর ভট্টাচার্য্য, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৪। ,, লোকনাথ দত্ত, ম্যানেজার, বামনডাঙ্গা বড় তরফের কাছারী,নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৫। ,, সুরেন্দ্রনাথ সেন, বি, এল, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৬। ,, কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন, এম্, এ, বি, এল্ উকীল, রঙ্গপুর।
২৭। ,, শরচ্চন্দ্র মজুমদার মার্চ্চেন্ট, রঙ্গপুর।

২৮। শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ দাস গুপ্ত, হেড্ক্লার্ক জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
২৯। ,, মুকুন্দলাল রায়, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩০। ,, পূর্ণেন্দুশেখর বাগচী, বাহারবন্দ কাছারী, রঙ্গপুর।
৩১। ,, শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল গবর্ণমেণ্ট প্লিডার, রঙ্গপুর।
৩২। ,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, উকীল রঙ্গপুর।
৩৩। ,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্, উকীল, রঙ্গপুর।
৩৪। ,, জ্ঞানেন্দ্রকুমার বসু, শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী উকীলের বাসা, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

সাধারণ সভ্য, প্রথম শ্রেণী,

মফঃস্বল।

১। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রমোহন রায়চৌধুরী, জমিদার তুষভাণ্ডার ওয়ার্ডস্ লজ, ভাগলপুর।
২। ,, পূর্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কুণ্ডী গোপালপুর, শ্যামপুর পোঃ রঙ্গপুর
৩। ,, মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী অনরারী ম্যাজিষ্ট্রেট্ কুণ্ডী, সন্তঃপুষ্করিণী, রঙ্গপুর।
৪। ,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, কুণ্ডী সন্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৫। ,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
৬। ,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, নাওডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৭। ,, কালীমোহন রায়চৌধুরী, অবসর প্রাপ্ত মুন্সেফ, পোঃ, হরিদেবপুর, রঙ্গপুর।
৮। ,, যতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, কুণ্ডী গোপালপুর ছোটতরফ, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৯ ,, দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার কুণ্ডী অযোধ্যাপুর, শ্যামপুর পোঃ রঙ্গপুর।
১০ ,, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১১ ,, আশুতোষ গুহ বি, এল, উকীল বালুবাড়ী, দিনাজপুর।
১২ ,, দ্বারকানাথ রায় বি, এল, জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩ ,, কুমুদনাথ চৌধুরী, জমিদার কুঠীবাড়ী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৪ ,, গোলোকেশ্বর অধিকারী সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৫ ,, উপেন্দ্রচন্দ্র চৌধুরী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৬ ,, বঙ্কবিহারী কুণ্ডু, বারদুয়ারী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৭ ,, কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম, এ, প্রাজ্ঞ, দিনাজপুর।
১৮ ,, প্রমথনাথ মুন্সী, জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৯ ,, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় বার-আট্-ল গয়া।

২০। শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায়চৌধুরী জমিদার পোঃ ভিতরবন্দরাজবাড়ী, রঙ্গপুর।
২১। ,, প্রিয়নাথ পাকড়াশী জমিদার, পোঃ স্থলবসন্তপুর, পাবনা।
২২। ,, উপেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ নায়েব, গয়বাড়ী কাছারী, পোঃ, নাউতারা, ভায়া ডোমার, রঙ্গপুর।
২৩। ,, কালীকান্ত বিশ্বাস, সবইন্স্পেক্টর অব্ পুলিশ পলাশবাড়ী পোঃ, রঙ্গপুর।
২৪। ,, ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জমিদার, মহাদেবপুর পোঃ, রাজসাহী।
২৫। ,, কেদারনাথ সেন জমিদার, পোঃ কালীতলা, দিনাজপুর।
২৬। ,, মনুয়া হোসেন খাঁ চৌধুরী সাকিন রসুলপুর, বাগদুয়ার পোঃ, রঙ্গপুর।
২৭। ,, এম, এ, ডব্লিউ জে, হক্ দেওয়ানগঞ্জ পোঃ, ময়মনসিংহ।
২৮। ,, নন্দকুমার চাকী হরিপুর, কালীরবাজার পোঃ, ষ্টেসন সুন্দরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৯। ,, কৃষ্ণনাথ সেন জমিদার পোঃ কালীতলা, দিনাজপুর।
৩০। ,, শ্রীরাম মৈত্র ফেটগ্রাম, পোঃ মান্দা, রাজসাহী।
৩১। ,, মুন্সী পসরমহাম্মদ মিঞা সাহেব জোতদার, মাথাভাঙ্গা পোঃ, কোচবিহার।
৩২। ,, শরচ্চন্দ্র সিংহ রায় জমিদার রায়পুর, পীরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৩। ,, অতুলচন্দ্র দত্ত এম্. এ, বি এল্, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট্ রাজসাহী।
৩৪। ,, জমির উদ্দীন সাহা, জোতদার, বেতগাড়ী, রঙ্গপুর।
৩৫। ,, এনাতুল্যা মহাম্মদ. ঐ ঐ ঐ
৩৬। ,, অবিনাশচন্দ্র গুপ্ত, জালালগঞ্জ কাছারী, দেউলপাড়া পোঃ রঙ্গপুর।
৩৭। ,, যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী জমিদার, হরিপুর, জীবনপুর পোঃ, দিনাজপুর।
৩৮। ,, সুরেন্দ্রনাথ বক্সী, জমিদার, ইনাতপুর বড়তরফ, মহাদেবপুর পোঃ, রাজসাহী।
৩৯। ,, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, গ্রাম নেওয়াশী, পয়রাডাঙ্গা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৪০। ,, কালিদাস চক্রবর্ত্তী, সবরেজিষ্ট্রার, বালুরঘাট পোঃ, দিনাজপুর।
৪১। ,, ললিতকৃষ্ণ ঘোষ, সবইন্স্পেক্টার অব্-পুলিশ কুমারগঞ্জ পোঃ, দিনাজপুর।
৪২। ,, যদুনাথ রায় বি, এল্ উকীল বালুরঘাট দিনাজপুর।
৪৩। ,, সতীশচন্দ্র লাহিড়ী সবইন্‌পেক্টার অব্-পুলিশ গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
৪৪। ,, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, উকীল বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৪৫। ,, কুমার জগদীন্দ্র দেব রায়কত, জলপাইগুড়ী।
৪৬। ,, প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী বি, এ, পোঃ গৌরীপুর, ধুবড়ী, আসাম।
৪৭। ,, সতীশচন্দ্র বড়ুয়া জমিদার, আগমনী পোঃ, গোয়ালপাড়া, আসাম।
৪৮। ,, নলিনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, বগুড়া।

৪৯। „ মোহিনীমোহন মৈত্রেয় শিববাটী, বগুড়া।
৫০। „ ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল সরস্বতী এম্, আর, এ, এস্, ঘোড়ামারা, রাজসাহী।
৫১। „ ব্রজনাথ সান্ন্যাল ডাক্তার, বড়বন্দর, দিনাজপুর।
৫২। „ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, সবডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ বগুড়া।
৫৩। „ বরদাকান্ত রায় বিস্তারত্ন বি, এল্, উকীল দিনাজপুর।
৫৪। „ গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ডাক্তার, দিনাজপুর।
৫৫। „ ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল. এম্, এস্, বগুড়া।
৫৬। „ নবসুন্দর দাস তহশীলদার, নাওডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৫৭। „ প্রভাসচন্দ্র সেন, বি, এল, উকীল বগুড়া।
৫৮। „ প্রমদারঞ্জন বক্সী জমিদার, কুচবিহার।
৫৯। „ মাধবচন্দ্র শিকদার বি, এল্, উকীল দিনাজপুর।
৬০। „ রণজিৎচন্দ্র লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল্, উকীল পাবনা।
৬১। „ শরৎকুমার দত্ত, গ্রাম বেলগাছা, কুড়িগ্রাম পোঃ, রঙ্গপুর।
৬২। „ তারাসুন্দর রায় গাইবান্ধা পোঃ, রঙ্গপুর।
৬৩। „ রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৬৪। „ প্রিয়নাথ দত্ত এম্, এ, বি, এল্, সিভিল ও সেসন জজ কুচবিহার।
৬৫। „ হেমচন্দ্র কুণ্ডু, বারদুয়ারী গোলা, পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৬৬। „ রাখালচন্দ্র চৌধুরী শ্রীযুক্ত কৃপাসুন্দর চৌধুরীর বাড়ী পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৬৭। „ মহেন্দ্রনাথ সরকার বামুনীয়া, পোঃ গোমনাতী, রঙ্গপুর।
৬৮। „ ক্ষীরোদচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বি, এ পোঃ বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৬৯। „ হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বি, এল, সদর নায়েব আহেলকার, কুচবিহার।
৭০। „ রাধিকামোহন মুন্সী জমিদার পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৭১। „ হরিকিশোর মৈত্রেয় পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৭২। „ রজনীমোহন সান্ন্যাল পোঃ সেরপুর, বগুড়া।
৭৩। „ রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্, গন্ধর্ব্বপুর, মালদহ।
৭৪। „ কিশোরীমোহন রায় কাকিনা, রঙ্গপুর।
৭৫। „ কিশোরীবল্লভ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, উকীল, পোঃ গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
৭৬। „ নলিনীকান্ত অধিকারী বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৭৭। „ সতীশচন্দ্র সেন বি, এল্ উকীল, বগুড়া।
৭৮। „ উমেশচন্দ্র দাস মণ্ডল জোতদার গোড়কমণ্ডপ, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৭৯। „ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সবরেজিষ্ট্রার ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট পোঃ ডোমার, রঙ্গপুর।

৮০। শ্রীযুক্ত সারদাগোবিন্দ তালুকদার চৈত্রকোল পোঃ, বাগদুয়ার, রঙ্গপুর।
৮১। „ শশিকিশোর চঙ্গদার বি, এল, নওগাঁ, রাজসাহী।
৮২। „ তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এম্, এ, অধ্যাপক মেদিনীপুর কলেজ, মেদিনীপুর।
৮৩। „ শ্যামাপ্রসাদ বক্সী ফুলমতী, পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৮৪। „ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত আদ্যনাথ ন্যায়ভূষণ পোঃ গৌরীপুর, ধুবড়ী আসাম।
৮৫। „ হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নীলফামারী, রঙ্গপুর।
৮৬। „ জ্যোতীশচন্দ্র সান্ন্যাল পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার পোঃ বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৮৭। „ সুশীলেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার গণেশতলা, দিনাজপুর।
৮৮। „ ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য কাকিনা, রঙ্গপুর।
৮৯। „ বিনোদবিহারী রায় ডাক্তার পোঃ মালোপাড়া, রাজসাহী।
৯০। „ চৌধুরী আমানতুল্যা আহাম্মদ জমিদার ও কুচবিহার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পোঃ বড়মরীচা, কুচবিহার।
৯১। „ মৌলবী মহাম্মদ আমীরউদ্দীন খাঁ জোতদার ফরিদাবাদ, পোঃ শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৯২। „ উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য মন্থনা বড়তরফ, পোঃ পীরগাছা, রঙ্গপুর।
৯৩। „ রাইচরণ মজুমদার সব ইন্‌স্পেক্টার অব পুলিশ, লালমণিরহাট থানা, রঙ্গপুর।
৯৪। „ পার্ব্বতীকান্ত দাস গুপ্ত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টার পোঃ বালুরঘাট, দিনাজপুর।
৯৫। „ মনোরঞ্জন সরকার পাটকাপাড়া, পোঃ, হাতিবান্ধা, রঙ্গপুর।
৯৬। „ উপেন্দ্রনাথ সরকার উকীল, তুফানগঞ্জ পোঃ কুচবিহার।
৯৭। „ জগদীশচন্দ্র মুস্তোফী জমিদার গোবরাছড়া পোঃ, কুচবিহার।
৯৮। „ রায়চৌধুরী মন্মোহন বক্সী জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট্, এ, ডি, সি কুচবিহার।
৯৯। „ শ্যামাকিশোর মুন্সী জমিদার সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১০০। „ প্রভাতচন্দ্র বাগ্‌চি সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১০১। „ বীরেশ্বর সেন অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ অব পুলিশ গোয়াড়ী কৃষ্ণনগর, নদিয়া।
১০২ „ দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য সবইন্‌স্পেক্টার অব পুলিশ, ৬ রাজার দেউড়ী, ঢাকা।
১০৩ „ সুরেশচন্দ্র সরকার জমিদার ৪২।১ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা।
১০৪ „ হৃদয়বন্ধু মজুমদার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ কাকিনারাজ কাকিনা, রঙ্গপুর।
১০৫ „ কৃষ্ণলাল চৌধুরী জমিদার ইংরেজাবাদ, মালদহ।
১০৬ „ নলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় সহঃ বুকিং ক্লার্ক লালমণির হাট, রঙ্গপুর।
১০৭ „ ভগীরথ চন্দ্র দাস মোক্তার গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।
১০৮ „ জুয়ার উদ্দীন আহম্মদ পুটীমারী, দীনহাটা, কুচবিহার।

১০৯। শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ রায় জমিদার, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ, দিনাজপুর।
১১০। ,, কামিনী কুমার সরকার, ডিমলাকাছারী, ডিমলা, রঙ্গপুর।
১১১। ,, মুকুন্দ চন্দ্র দাস, পুটীমারী. দীনহাটা, কুচবিহার।
১১২। ,, কালীকুমার ভট্টাচার্য্য ম্যানেজার মুস্তফী ষ্টেট, কুচবিহার।
১১৩। ,, পণ্ডিত রামনাথ বিদ্যাভূষণ মালসেরা পোষ্ট, রাজসাহী।
১১৪। ,, শশিভূষণ ঠাকুর রাজগুরু, বরিয়া পাকুড়িয়া রাজসাহী।
১১৫। ,, যতীন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী জমিদার ফতেপুর, ইটাকুমারী, পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১১৬। ,, নফরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর।
১১৭। ,, পণ্ডিত ভগবান চন্দ্র শিরোরত্ন, উদয়গ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর।
১১৮। ,, জগদ্দুর্লভ চট্টোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর।
১১৯। ,, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পঞ্চগ্রাম, কুমারগঞ্জ পোষ্ট, দিনাজপুর।
১২০। ,, যদুনাথ মুখোপাধ্যায় উদয়গ্রাম ঐ ঐ
১২১।
১২২। ,, প্রবোধ চন্দ্র সরকার বি, এল্ উকীল পাবনা।
১২৩। ,, রূপেন্দ্র নারায়ণ রায় হেড্মুন্সী গৌরীপুর রাজ, গৌরীপুর পোঃ, আসাম।
১২৪। ,, চন্দ্রমোহন মজুমদার শিক্ষক গৌরীপুর পোঃ, আসাম।
১২৫। ,, ভবেন্দ্র নারায়ণ বড়ুয়া গৌরীপুর পোঃ, আসাম।
১২৬। ,, হরকুমার গুহ ডাক্তার গৌরীপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১২৭। ,, নীলকান্ত চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্ ময়মনসিং।
১২৮। ,, শ্রীজীব চন্দ্র লাহিড়ী গৌরীপুর পোঃ, আসাম।
১২৯। ,, আনন্দচন্দ্র সেন গোয়ালপাড়া পোঃ, আসাম।
১৩০। ,, গঙ্গাচরণ সেন গোয়ালপাড়া পোঃ, আসাম।
১৩১। ,, বিপিন বিহারী ঘোষ বি, এল্ মালদহ।
১৩২। ,, রমাপ্রসাদ চন্দ বি, এ, ঘোড়ামারা পোঃ, রাজসাহী।
১৩৩। ,, প্রাণনাথ লাহিড়ী গাড়ুদহ, ফুলকোচা পোষ্ট, পাবনা।
১৩৪। ,, ভুপেন্দ্র নাথ বাগ্চী রায়পুর সি, পি।
১৩৫। ,, রজনীকান্ত সরকার মালঞ্চী রামবাড়ী পোঃ, রাজসাহী।
১৩৬। ,, রাজচন্দ্র বর্ম্মা সরকার গোবিন্দপুর, গাইবান্ধা পোঃ রঙ্গপুর।
১৩৭। ,, নবকুমার লাহিড়ী শিক্ষক নিলফামারী স্কুল, নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩৮। ,, সতীশচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার নওগাঁ, রাজসাহী।
১৩৯। ,, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল, নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।

১৪০। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর জমিদার রাজগুরু, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
১৪১। ,, তারকচন্দ্র মৈত্রেয় ইটালী, বরিয়া-পাকুড়িয়া, রাজসাহী।
১৪২। ,, নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্ দিনাজপুর।
১৪৩। ,, সুধীরচন্দ্র সেন বি, এল্ ঐ
১৪৪। ,, যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল্ ঐ
১৪৫। ,, মধুসূদন রায় বি, এল্ ঐ
১৪৬। ,, যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্ ঐ
১৪৭। ,, সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্ ঐ
১৪৮। ,, রামচন্দ্র সেন বি, এল্ ঐ
১৪৯। ,, অমূল্যদেব পাঠক বি, এল্ ঐ
১৫০। ,, হরিদাস পালিত ভোলাহাট পোঃ, মালদহ।
১৫১। ,, গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী খাগড়াবাড়ী, চিলাহাটী পোঃ, রঙ্গপুর।
১৫২। ,, করমতুল্যা চৌধুরী হাজারী শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখার সভ্য তালিকা

সাধারণ সভ্য—দ্বিতীয় শ্রেণী—রঙ্গপুর সদর।

১। শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্ উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২। ,, রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার ধাপ, রঙ্গপুর।
৩। ,, মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধাপ, রঙ্গপুর।
৪। ,, শ্রীশগোবিন্দ সেন কটকীপাড়া, ধাপ, রঙ্গপুর।
৫। ,, পূর্ণচন্দ্র নন্দী জমিদার, ধাপ, রঙ্গপুর।
৬। ,, রাধারমণ মজুমদার জমিদার, দেওয়ানবাড়ী রঙ্গপুর।
৭। ,, সতীশকমল সেন বি এল্ উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৮। ,, সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
৯। ,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ. নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১০। ,, উপেন্দ্রনাথ সেন উকীল, রঙ্গপুর।
১১। ,, রাধাকৃষ্ণ রায় উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১২। ,, লালবিহারী গুহ ডাক্তার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৩। ,, সিদ্ধেশ্বর সাহা সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বি, জি, টেক্‌নিক্যাল স্কুল, রঙ্গপুর।
১৪। ,, মথুরানাথ দে মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

১৫। শ্রীযুক্ত অনুরাগ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় কেরাণীপাড়া, রঙ্গপুর।
১৬। ,, চণ্ডীচরণ রায়চৌধুরী বি, এল্, উকীল সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
১৭। ,, যাদবচন্দ্র সেন মোক্তার, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৮। ,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১৯। ,, উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২০। ,, সতীশচন্দ্র শিরোমণি শনিবাড়ী কাছারী, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২১। ,, কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কেরাণীপাড়া, রঙ্গপুর।
২১। ,, সুরেশচন্দ্র লাহিড়ী, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর।
২৩। ,, রোহিণী কান্ত মৈত্রেয় ম্যানেজার ছোট দোকানষ্টেট, মাহিগঞ্জ রঙ্গপুর।
২৪। ,, রামকুমার দাস দেওয়ান ফতেপুর ষ্টেট্, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৫। ,, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্, এস্ ডাক্তার নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৬। ,, যোগেন্দ্রচন্দ্র হালদার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বামনডাঙ্গা, ছোটতরফের কাছারী, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।
২৭। ,, কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৮। ,, কালীনাথ সরকার ধাপ, রঙ্গপুর।
২৯। ,, তৈয়বউদ্দীন আহাম্মদ পেসকার জজকোর্ট. রঙ্গপুর।
৩০। ,, অন্নদাপ্রসন্ন মজুমদার বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩১। ,, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন গুপ্ত ধাপ, রঙ্গপুর।
৩২। ,, বিধুমোহন ভট্টাচার্য্য নায়েবনাজীর জজকোর্ট রঙ্গপুর।
৩৩। ,, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়, ধাপ, রঙ্গপুর।
৩৪। ,, দীননাথ বাগছী বি, এল্, উকীল, রঙ্গপুর।
৩৫। ,, সারদাচরণ রায় জমিদার, রঙ্গপুর।
৩৬। ,, মদনগোপাল নিয়োগী জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৩৭। ,, শ্রীচন্দ্র সেন গুপ্ত মুন্সেফ কোর্ট, রঙ্গপুর।
৩৮। ,, আশুতোষ মজুমদার বি, এল উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৩৯। ,, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪০। ,, যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল্, উকীল নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪১। ,, নলিনীকান্ত ঘোষ জজ আদালত, রঙ্গপুর।
৪২। ,, চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার, গোমস্তাপাড়া, রঙ্গপুর।
৪৩। ,, যোগেশচন্দ্র দাস গুপ্ত বি, এল, উকীল, সেনপাড়া, রঙ্গপুর।
৪৪। ,, কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন কবিরাজ, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৫। ,, মুন্সী আব্দুল গফুর, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৪৬। শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য উকীলের বাসা, রঙ্গপুর।
৪৭। ,, গোপালচন্দ্র দাস, মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৪৮। ,, মেহেরুদ্দীন, প্রথম মুন্‌সেফ আদালত, রঙ্গপুর।
৪৯। ,, কাজী মহাম্মদ সৈয়দ মুন্‌সীপাড়া, রঙ্গপুর।
৫০। ,, মহাম্মদ এস্মাইল প্রথম মুন্‌সেফ আদালত, রঙ্গপুর।
৫১। ,, প্রিয়নাথ সেন, জজকোর্ট, রঙ্গপুর।
৫২। ,, ভবানী প্রসাদ দাস, দ্বিতীয় মুন্‌সেফ আদালত, রঙ্গপুর।
৫৩। ,, আবদুল কাদের খন্দকার, জজ আদালত, রঙ্গপুর।
৫৪। ,, আমজাদ হোসেন খান, মুন্‌সীপাড়া, রঙ্গপুর।
৫৫। ,, মহাম্মদ হুরমতুল্যা, ধাপ, রঙ্গপুর।
৫৬। ,, আশুতোষ মজুমদার, নায়েব মমিনপুর, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।
৫৭। ,, ক্ষীরোদ প্রসাদ বসু, নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।

সাধারণ সভ্য—দ্বিতীয় শ্রেণী—মঃফস্বল।

১। শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুর, গৌরীপুর রাজবাড়ী, গৌরীপুর পোঃ, ধুবড়ী, আসাম।
২। ,, অনারেবল রাজকুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী বাহাদুর, কাকিনীয়া রাজবাড়ী, কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।
৩। ,, মণীন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার, অনরারী ম্যাজেষ্ট্রেট, চেয়ারম্যান সদর লোকালবোর্ড কুণ্ডী, সন্তঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৪। ,, দামোদর দত্ত চৌধুরী আর্টিষ্ট, আন্দুল পোঃ, হাবড়া।
৫। ,, গোপালচন্দ্র দাস ডাক্তার বদরগঞ্জ ডিস্‌পেনসেরী, বদরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
৬। ,, সারদামোহন রায় হরিদেবপুর পোঃ, ভায়া শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৭। ,, বরদাপ্রসাদ মজুমদার ডাক্তার বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৮। ,, অন্নদাপ্রসাদ মজুমদার বোতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৯। ,, বসন্তকুমার লাহিড়ী বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১০। ,, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী জমিদার ববনপুর, গোবিন্দগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
১১। ,, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য দেওয়ান, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের ষ্টেট্, অযোধ্যাপুর, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১২। ,, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নায়েব বোতলাগাড়ী কাছারী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৩। ,, কুমুদচন্দ্র সান্যাল বেলপুকুর, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৪। ,, রজক মহাম্মদ সরকার বেতলাগাড়ী, সৈয়দপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

১৫। শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র সরকার ডাক্তার হরিপুর, পূর্ণনগর পোঃ, রঙ্গপুর।
১৬। „ গৌরগোপাল চৌধুরী, জমিদার কুঠিবাড়ী, সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৭। „ দুর্গামোহন সাহা, জমিদার, সেরপুর, বগুড়া।
১৮। „ সুরেন্দ্রমোহন মৈত্রেয় সেরপুর পোঃ, বগুড়া।
১৯। „ মাধবচন্দ্র ভৌমিক, দেওয়ান, সদ্যঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
২০। „
২১। „ গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সদ্যঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
২২। „ নবদ্বীপচন্দ্র দত্তচৌধুরী, মির্জ্জাপুর গ্রাম, পোঃ দেউলপাড়া, রঙ্গপুর।
২৩। „ সৌরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, জমিদার, চন্দনপাট গ্রাম, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
২৪। „ বিধুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দনপাট গ্রাম, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
২৫। „ খান্ মোজাঃফর হোসেন চৌধুরী, জমিদার পালীচড়া, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
২৬। „ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী, সবরেজিষ্ট্রার সুন্দরগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।
২৭। „ শশিভূষণ সরকার হেড্ক্লার্ক সুন্দরগঞ্জ সবরেজেষ্ট্রী, পোঃ সুন্দরগঞ্জ, রঙ্গপুর।
২৮। „ রমণীমোহন দত্ত সুন্দরগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।
২৯। „ উপেন্দ্রনাথ বসু, ডাক্তার, শাঘাটা পোঃ, রঙ্গপুর।
৩০। „ কেদারনাথ বাগ্চী, ম্যানেজার টেপামধ্যমতরফ, টেপামধুপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৩১। „ আমিরউদ্দীন আহম্মদ উকীল মেখলিগঞ্জ পোঃ, কুচবিহার।
৩২। „ অন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য উলীপুর থানা, উলীপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৩। „
৩৪। „ লালমোহন রায়চৌধুরী, চাঁচাইতারা কাছারী, পোঃ মাদলা, বগুড়া।
৩৫। „ বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন, পোঃ রায়কালী, বগুড়া।
৩৬। „ উপেন্দ্রনারায়ণ গোস্বামী ভট্টাচার্য্য, সদ্যঃপুষ্করিণী, শ্যামপুর পোঃ, রঙ্গপুর।
৩৭। „ মহেন্দ্রনাথ অধিকারী কানুনগো দীনহাটা পোঃ, কুচবিহার।
৩৮। „ আব্দার রহিম সরকার গ্রাম সেরপুর, বেতগাড়ী, রঙ্গপুর।
৩৯। „ বেণীমাধব মুখোপাধ্যায় জমিদার ভূতছাড়া, ভূতছাড়া পোঃ, রঙ্গপুর।
৪০। „ মোহিনীমোহন লাহিড়ী জমিদার নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।
৪১। „ ইয়ানতুল্যা সরকার পোঃ কিসামত ফতেমামুদ, ভায়া হলদীবাড়ী এন্, বি, এস্, রেলওয়ে।
৪২। „ সুরেন্দ্রমোহন সর্দ্দার ভাটপাড়া গোপালপুর, তুলসীঘাট পোঃ, রঙ্গপুর।
৪৩। „ কুমার শরৎকুমার রায় এম্, এ, পোঃ দয়ারামপুর রাজবাড়ী, রাজসাহী।
৪৪। „ নরেন্দ্রনাথ সরকার, হলহলিয়া পোঃ, ভায়া ডোমার, রঙ্গপুর।
৪৫। „ আকবর হোসেন আহম্মদ, গ্রাম নোহালী, পোঃ তুষভাণ্ডার, রঙ্গপুর।

৪৬। শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ সরকার ষ্টেশনমাষ্টার সরুপেটা পোঃ ভবানীপুর, কামরূপ, আসাম।

৪৭। ,, পদ্মনাথ দাস, মাথাভাঙ্গা বোর্ডিং মাথাভাঙ্গা পোঃ, কুচবিহার।

৪৮। ,, দেবী প্রসাদ সরকার,নওদাবস, বড়মরিচা পোঃ, কুচবিহার।

৪৯। ,, সত্যভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩০নং হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর, কলিকাতা।

৫০। ,, কেদারনাথ সরকার, রাজগণ বোর্ডিং, কোচবিহার।

৫১। ,, দীনেশচন্দ্র চৌধুরী, কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।

৫২। ,, কুমুদবিহারী রায়, জমিদার দমদমা, পাঁচবিবি পোঃ, বগুড়া।

৫৩। ,, দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল্ দেওয়ান গৌরীপুররাজ, গৌরীপুর পোঃ, ধুবড়ী, আসাম

৫৪। ,, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য উকিল, নিলফামারী পোঃ, রঙ্গপুর।

৫৫। ,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, সহকারী শিক্ষক, মালদহ জেলাস্কুল, পোঃ মুকদমপুর, মালদহ।

৫৬। ,, শ্রীকান্ত সরকার, সাং রামচন্দ্রপুর, তুলসীঘাট পোঃ, রঙ্গপুর।

৫৭। ,, চন্দ্রকান্ত ভট্টচার্য্য, ভাটপাড়া, রাজবাটী পোঃ, দিনাজপুর।

৫৮। ,, রজনীচন্দ্র সান্ন্যাল, বেং পুকুরহাজারী, দিলালপুর পোঃ, রঙ্গপুর।

৫৯। ,, রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বি, এল্, বাহাদুর জমিদার সৈয়দাবাদ পোঃ, মুর্শীদাবাদ।

৬০। ,, নৃপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ী ভাগলপুর।

৬১। ,, মৌলিবী মহাম্মদ আব্দুল হালিম আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক জেঙ্কিন্স বিদ্যালয়, কুচবিহার।

৬২। ,, চন্দ্রনাথ পোদ্দার কবিরাজ গিদালদহ পোঃ, কুচবিহার।

৬৩। ,, অনঙ্গমোহন সরকার গোড়কমণ্ডপ পোঃ নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।

৬৪। ,, পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ শিমুলজানী গ্রাম, বঙ্গলা পোঃ, ময়মনসিংহ।

৬৫। ,,

৬৬। ,, রমণীমোহন সরকার, কঞ্চিপড়া, পোঃ ভবানীগঞ্জ, রঙ্গপুর।

৬৭। ,, ক্ষেত্রনাথ আচার্য্য কবিরাজ, বালুয়া পোষ্ট, রঙ্গপুর।

৬৮। ,, শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য আয়ুর্ব্বেদবিশারদ নাওডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।

৬৯। ,, সারদাপ্রসাদ দাস তহসীলদার গ্রাম ফুলমতী পোঃ, নাওডাঙ্গা।

৭০। ,, নবীনচন্দ্র সরকার পণ্ডিত কালীগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।

৭১। ,, কুমার অমীন্দ্রনারায়ণ, কুচবিহার।

৭২। ,, পণ্ডিত সারদাচন্দ্র কবিভূষণ দিনাজপুর রাজবাড়ী, দিনাজপুর।

৭৩। ,, গোবিন্দকেলী মুন্সী জমিদার নলডাঙ্গা পোঃ, রঙ্গপুর।

৭৪। শ্রীযুক্ত কেদার নাথ সান্যাল নায়েব রাণীপুকুর কাছারী শ্যামপুর, রঙ্গপুর।
৭৫। ,, সুধীন্দ্রনাথ সেন ৩১ প্রসন্নকুমার ঠাকুর ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।
৭৬। ,, মহীন্দ্র নারায়ণ দাস পুটীমারী, দীনহাটা পোঃ কুচবিহার।
৭৭। ,, হরিমোহন সাউদ পুটীমারী, দীনহাটা পোঃ, কুচবিহার।
৭৮। ,, প্রমথনাথ মৈত্র ফেটগ্রাম, মান্দা পোষ্ট, রাজসাহী।
৭৯। ,, রমণীমোহন চৌধুরী জমিদার মৃজাপুর, দেউলপাড়া পোষ্ট রঙ্গপুর।
৮০। ,, কালীকুমার ভট্টাচার্য্য ডাক্তার কাকিনা পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৮১। ,, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী শিক্ষক গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম।
৮২। ,, হরিশ্চন্দ্র মণ্ডল পুটীমারী, দীনহাটা পোষ্ট, কুচবিহার।
৮৩। ,, কুমুদকান্ত অধিকারী পুটীমারী দীনহাটা পোষ্ট, কুচবিহার।
৮৪। ,, মথুরানাথ রায় নায়েব ফুলবাড়ী কাছারী নাওডাঙ্গা, রঙ্গপুর।
৮৫। ,, যতীন্দ্রমোহন রায় শিক্ষক গৌরীপুর বিদ্যালয় গৌরীপুর পোঃ আসাম।
৮৬। ,, রাজেন্দ্র মোহন রায় জমিদার রায়কালী পোষ্ট, বগুড়া।
৮৭। ,, উদয়চন্দ্র বড় কাকতি গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম।
৮৮। ,, মথুরামোহন বরুয়া গৌহাটী পোষ্ট, আসাম।
৮৯। ,, বিষ্ণুপ্রসাদ শর্ম্মা দলই কামাখ্যাপাহাড়, গৌহাটী পোষ্ট, আসাম।
৯০। ,, কামাখ্যা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেসন মাষ্টার গিতালদহ পোষ্ট, কুচবিহার।
৯১। ,,
৯২। ,, পণ্ডিত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ চন্দনপাট, শ্যামপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৯৩। ,, অমৃতভূষণ অধিকারী বি, এ শিক্ষক, গৌরীপুর পোষ্ট, আসাম।
৯৪। ,, কামাখ্যা প্রসাদ মজুমদার নায়েব মজুমদার কাছারী উলিপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৯৫। ,, চন্দ্রকিশোর দাস শিমুলবাড়ী, মিরগঞ্জহাট পোষ্ট, রঙ্গপুর।
৯৬। ,, শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল উকীল নিলফামারী, রঙ্গপুর।
৯৭। ,, শশিশেখর মৈত্র তালন্দ পোষ্ট, রাজসাহী।
৯৮। ,, গোলকচন্দ্র দত্ত জোতদার বেলপুকুর হাজারী, শ্যামগঞ্জ রঙ্গপুর।
৯৯। ,, পূর্ণচন্দ্র দত্ত ঐ ঐ ঐ ঐ
১০০। ,, বছির উদ্দীন চৌধুরী চড়াইখোলা, দরওয়ানী পোষ্ট রঙ্গপুর।
১০১। ,, রজনীকান্ত সরকার বি, এল্ উকীল নিলফামারী পোঃ রঙ্গপুর।
১০২। ,, কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী কবিরাজ নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১০৩। ,, যশোর উদ্দীন সরকার বেলপুকুর শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১০৪। ,, প্রমথভূষণ বাগ্চী নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১০৫। ,, রাধিকাচরণ দাস তালুকদার, বগুলাগাড়ী, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।

১০৬। শ্রীযুক্ত আদিত্য চন্দ্র চৌধুরী প্রধান শিক্ষক বেলপুকুর শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।
১০৭। ,, হেমচন্দ্র সান্ন্যাল জমিদার বেলপুকুর ঐ ঐ
১০৮। ,, রাখালচন্দ্র সিংহ সব্ আসিষ্টেণ্ট সার্জ্জন, সৈয়দপুর পোঃ রঙ্গপুর।
১০৯। ,, হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ষ্টেসনমাষ্টার দরয়ানী পোঃ রঙ্গপুর।
১১০। ,, মধুসূদন চক্লদার, বলিহার পোঃ, রঙ্গপুর।
১১১। ,, আনন্দলাল চৌধুরী জমিদার, রায়কালী, বগুড়া।
১১২। ,, জগচ্চন্দ্র পাল ডাক্তার নিলফামারী পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১১৩। ,, তিলকচাঁদ ওসওয়াল হাজারী, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।
১১৪। শিশুকুমার সমাদ্দার হাজারী বিদ্যালয় ঐ ঐ
১১৫। ,, তারিণীকান্ত ভট্টাচার্য্য বেলপুকুর ঐ ঐ
১১৬। ,, প্রেমচাঁদ ওসওয়াল হাজারী ঐ ঐ
১১৭। ,, হেমন্ত কুমার মুস্তফী গছাহার, সৈয়দপুর পোষ্ট ঐ
১১৮। ,, রমেশ চন্দ্র চৌধুরী পলাশবাড়ী, ঐ ঐ
১১৯। ,, হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার, কাকিনা, ঐ ঐ
১২০। ,, ছখিউদ্দীন আহাম্মদ দেড় আনী বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ রঙ্গপুর।
১২১। ,, ভজেতুল্যা সরকার শিক্ষক ছইল বিদ্যালয় ঐ ঐ
১২২। ,, নহর উদ্দীন সরকার হাজারী, ঐ ঐ
১২৩। ,, ভোলানাথ দাস শিক্ষক চাপরা সরঞ্জামী বিদ্যালয় ঐ ঐ
১২৪। ,, হরনাথ দাস কামিয়াল খাতা, দরয়ানী পোষ্ট ঐ ঐ
১২৫। ,, লক্ষ্মীনারায়ণ রায় কবিভূষণ, কাকিনা পোঃ, রঙ্গপুর।
১২৬। ,, মনিরুদ্দীন চৌধুরী বেলপুকুর, সৈয়দপুর পোঃ, ঐ
১২৭। ,, জামাল উদ্দীন সরকার ঝাড়ুয়া বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোঃ, ঐ

"খ" পরিশিষ্ট।

PROCEEDINGS

Of a meeting held to devise means to perpetuate the memory of the late Rajah Mohima Ranjan Roy Chowdhury of Kakina, called at the instance of the Rungpur Branch of the "Bangiya Shahitya Parisada" at the Rungpur Zilla School hall on the 11th July, 1909 (Sunday) at 5 P.M.

Present :—

1. J. Vas. Esquire I.C.S. *District Magistrate*, *Rungpur*, President.
2. Mahámahopádhyáya Panditraj Jadaveswar Tarkaratna, *President of the "Bangiya Shahitya Parishada", Rungpur Branch Vice-President.*

3. Rajah Janaki Ballava Sen Bahadur, *Raja of Dimla.*
4. Mohanta Moharaj Sumeru Gir Goswami, *Zeminder.*
5. Baboo Annada Prosad Sen, *Zeminder.*
6. ,, Mrityunjoy Roy Chowdhury, *Zeminder.*
7. Khan Bahadur Abdul Mazid Chowdhury, *Zeminder.*
8. Babu Radharamon Majumder, *Zeminder.*
9. ,, Guru Prosanna Lahiri, *Zeminder.*
10. ,, Bhabani Prosanna Lahiri, *Zeminder* and *Vice-President of the "Bangiya Shahitya Parishada", Rungpur Branch Treasurer.*
11. ,, Manindra Chandra Roy Chowdhury, *Zeminder.*
12. ,, Surendra Chandra Roy Chowdhury, *Zeminder. Secretary to the "Bangiya Shahitya Parishada", Rungpur Branch,* Secretary.
13. Babu Hari Dass Mukherjee, M.A.,B.L.
14. ,, Sarat Chandra Chatterjee, B.L, *Government Pleader.*
15. Moulavi Tashlim Uddin Ahmed, B.L. *Pleader.*
16. ,, Fazlal Karim, *Editor of "Basana."*
17. Babu Hridaya Bandhu Majumder, *Superintendent Kakina Raj Estate.*
18. ,, Jogendra Nath Chatterjee. B.L. *Pleader.*
19. ,, Kshirode Chandra Sen, B.A. *Headmaster Zilla School.*
20. Munshi Mohammud Mozammul, *Medical Practitioner.*
21. Munshi Asraff Uddin, *Mukteer.*
22. ,, Samir Uddin, *Mukteer.*
23. Babu Jagadish Nath Mukherjee *Curator "Bangiya Shahitya Parisada", Rungpur Branch.*
24. ,, Jogesh Chandra Sen, *Manager Goswami Estate.*
25. ,, Rasik Lall Gupta, *Kakina.*
26. ,, Jogesh Chandra Lahiri, *Medical Practitioner*
27. Dr. Pramatha Nath Bhattacharyya, L.M.S.
28. Babu Radha Krishna Koy, *Pleader*
29. ,, Panchanan Sarcar, M.A.B.L. *"Editor Rungpur Shahitya Parisada Patrika".*
30. ,, Sashi Bhusan Dutt, *Deputy Magistrate.*
31. ,, Rajani Kanta Bhattacharyya, *Pleader.*
32. ,, Bidhu Ranjan Lahiri, M.A.,B.L.
33. ,, Purnendu Mohan Sehanabish.
34. Pandit Annada Charan Vidyalanker, *Asst. Secretary "Bangiya Shahitya Parisada", Rungpur Branch.*

35. Babu Jogesh Chandra Mozumder, B.L. *Pleader.*
36. „ Rash Behary Ghosh, *Muktear*
37. „ Umesh Chandra Gupta, B.L. *Pleader.*
38. „ Basanta Kumar Bhattacharyya.
39. „ Hari Pada Banerji.
40. „ Krishna Kishore Bashak.
41. „ Chandra Mohan Ghosh.
42. Maulavi Talimuddin Ahmed Tariqal-Alam M.A. *Deputy Magistrate.*
43. Babu Bisweswar Sen, B.A. *Hd. Master, Training School.*
44. „ Suryya Kumer Banerjee.
45. „ Ishan Chandra Bhattacharyya.
46. Moulavi Abul Fattah, *Zeminder* and *Retired Gevernment Officer.*
47. Babu Pran Krishna Lahiri, *Pleader.*
48. „ Hara Gopal Das Kundu *Sub-Editor of the "Rungpur Shahitya Parisada Patrika.*

And many others.

Besides, the following gentlemen sent telegrams and letters of sympathy :—

1. Raja Provat Chandra Baruah, Bahadur *of Gouripur.*
2. Rai Baikunta Nath Sen Bahadur, *Berhampore.*
3. Maharaj Kumer Gopal Lall Roy *Tajhat.*
4. Babu Promoda Ranjan Bakshi, *Zeminder, Cooch Behar.*
5. „ Ramendra Sunder Trivedi, *Secretary "Bangiya Shahitya Parisad," Calcutta.*
6. Editor "*Rungpur Dik Prokash.*"
7. Babu Surendra Nath Ganguli, *Sub-Registrar Domer.*
8. „ Sarat Chandra Singha Roy, *Zeminder, Raipur.*
9. „ Jogesh Chandra Roy Chowdhury, *Zeminder, Ghari-aldanga.*
10. „ Kali Mohan Roy Chowdhury, *Zeminder* and *Retired Government-Servant.*
11. „ Chandra Kali Munshi, *Naldanga.*
12. „ Satish Chandra Baruah. *Zeminder, Goalpara.*
13. „ Gagan Chandra Ghosh, *Kakina.*

Moulavi Abul Fattah proposed that Mr. Vas. the District Magistrate having kindly consented to preside over today's meeting, be requested to take the chair.

The proposal was seconded by Babu Bhabani Prosanna Lahiri and

carried unanimously. Mr. Vas then took the chair amidst loud acclamations, and the proceeding of the meeting commenced :—

The chairman after thanking the meeting for the honour done him and making some observations in appreciation of the life and character of the late Rajah of Kakina called upon :—

(1) Babu Surendra Chandra Roy Chowdhury. *Hony. Secretary "Bangiya Shahitya Parisâda, Rungpur Branch"* to read his note in Bengalee on the object of today's meeting.

(2) Babu Bidhu Ranjan Lahiri, M.A., B.L. to read his note in English.

(3) Mahamahopadhyaya Panditaraj Jadaveswar Tarkaratna to say a few words in Bengalee.

(4) Moulavie Sayed Abul Fattah to say a few words in Urdu.

(5) Moulavi Fazlal Karim, *Editor of "Basana"* to read his notes in Bengalee.

Their speeches were delivered and listened to with great attention.

Then the following resolutions were framed :—

I. That a suitable memorial be raised to perpetuate the memory of the late illustrious president of the "Bangiya Shahitya Parisad Rungpur Branch," Rajah Mahima Ranjan Roy Chowdhury the premier Zeminder of North Bengal who had won universal affection and respect by his high literary attainments, examplery benevolence and above al his sturdy independence of character and whose untimely loss is mourned by all sections of the community throughout the province, and that the memorial to take the shape of a Hall with stuitable appertainances to be erected in Rungpur Town and to be known as "মহিমারঞ্জন সারস্বত-ভবন" and dedicated to the pursuit of literature such as that to which the Rungpur Shahitya Parisada is engaged :—

Proposed by Babu Sarat Chandra Chatterji, B. L. *Government Pleader* and seconded by Moulavi Taslim Uddin Ahmed B. L. and carried unanimously.

II. That subscriptions be invited and suitable funds raised for the purposes of the memorial and a committee consisting of the following gentlemen and office bearers be formed with powers to add to their number for the purpose of giving effect to the resolution.

1. District Magistrate. *Ex-officio President.*
2. President "Shahitya Parisada Rungpur Branch" *Ex officio vice President.*
3. **Raja Janaki Ballava Sen.**

4. Maharaj Kumar Gopal Lall Roy.
5. Mohanta Maharaj Sumeru Gir Goswami, *Zeminder.*
6. Khan Bahadur Abdul Majid Chowdhury.
7. Babu Mrityunjoy Roy Chowdhury, *Zeminder.*
8. „ Bhabani Prasanna Lahiri. *Zeminder.*
9. „ Hari Das Mukherjee, *Manager, Tajhat Estate.*
10. „ Radhika Prasad Singha, do. *Dimla Estate.*
11. „ Jogesh Chandra Sen, do. *Gossain Estate.*
12. „ Jatindra Prasad Mitra, *Dewan Kakina Estate.*
13. „ Hriday Bandhu Mazumder, *Supdt. Kakina Estate.*
14. „ Kishori Mohan Roy, *Kakina.*
15. „ Sarat Chandra Chatterji B. L. *Government Pleader.*
16. „ Ashutosh Lahiri. B. C. E.
17. „ P. Sen Esq. *Sub divistional officer Gaibandha.*
18. „ A. T. Dutta Esq. *Subdivisional officer Kurigram.*
19. „ D. N. Mitter Esq. *Subdivisional officer Nilphamari.*
20. „ Radharaman Mazumder, *Zeminder.*
21. „ Hara Gopal Das Kundu. *Zeminder.*
22. „ Jagadish Nath Mukherjee, *Curator "Bangiya Shahitya Parisada Rungpur Branch.*
23. „ Pandit Annada Charan Vidyalankar.
24. „ Purnendu Mohan Sehanabis.
25. „ Chandra Mohan Ghosh.
26. „ Surendra Chandra Roy Chowdhury, *Secretary.*
27. Munshi Fazlal Karim, *Editor "Basana."*
28. „ Akbar Hossain.
29. Sayed Abul Fattah.
30. Munshi Mohammud Mozammal.
31. Babu Satish Chandra Das Gupta, *Mukteer.*
32. Moulavi Taslim Uddin Ahmed B.L. *Pleader.*
33. Babu Punchanan Sarker, M.A., B.L. *Editor "Shahitya Parisada Patrika." Rungpur Branch.*
34. Munshi Samir Uddin, *Mukteer.*
35. Babu Annada Prasad Sen, *Zeminder.*
36. „ Annada Mohan Roy Chowdhury, *Zeminder.*
37. „ Bidhu Ranjan Lahiri, M. A. B. L.

Proposed by Babu Radharaman Majumder Seconded by Munshi Mohammud Mozammul and carried unanimously.

III. That this meeting placed on record its thanks to the chairman for having in the midst of his various arduous duties spared time to preside over this day's meeting and thus extending his sympathy and patronage to its object.—

Proposed by Babu Mrityunjoy Roy Chowdhury Seconded by Khan Bahadur Abdul Mazid Chowdury and carried unanimously.

The Chairman then declared the meeting closed.

Sd. S. C. Roy Chowdhury.
Secretary.

Sd. J. Vas.
Chairman.

FORM OF APPEAL ISSUED BY THE COMMITTEE.

To

DEAR SIR,

As President and Secretary respectively of the Rajah Mohima Ranjan Memorial Committee, formed at a General Public meeting held at the Rungpur Zilla School on the 11th July 1909, we beg to approach you with a request for a suitable subscription in aid of the above memorial. The form proposed for the memorial and its objects have been very lucidly explained in the annexed notes read at the said public meeting. The total amount needed is estimated at Rs. 75,000. The Committee fervently and sincerely hopes that as a mark of respect for the late lamented Rajah and appreciation of his services to letters, you will come forward with your usual munificence with a suitable donation in aid of the memorial. Your contributions may be sent to Babu Bhabani Prasanna Lahiri, Zamindar, Rungpur, Treasurer of the fund and when received will be thankfully acknowledged by the Secretary and the Treasurer of the Committee.

RAJAH MOHIMA RANJAN
Memorial Committee,
Rungpur, the............1909.

We remain,
Dear Sir
Yours truly,
PRESIDENT
Secretary

"গ" পরিশিষ্ট।

অভিনন্দন।

সাহিত্যিকবর—

মাননীয় শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সুযোগ্য সভাপতি মহাশয়ের করকমলে,

রঙ্গপুর-শাখা, সাহিত্য-পরিষদের

প্রীতি-উপহার।

মহাত্মন্! রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের শুভ পঞ্চম বর্ষকে বিশেষরূপে স্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়েই আপনার রঙ্গপুরে শুভাগমন হইয়াছে। যে বিশাল পরিষত্তরু ক্রমে ক্রমে সমগ্র বঙ্গের, এমন কি সমগ্র ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক এক অতি সুরম্য স্নিগ্ধ ছায়াপথ নির্ম্মাণ করিয়া প্রকৃত জাতীয়তাকে নিঃশব্দে ও নিরুপদ্রবে গন্তব্য স্থানে পৌঁছাইয়া দিতে প্রস্তুত হইতেছে তাহারই মূলকাণ্ডরূপে আপনি এক্ষণে বিধাতৃনির্দ্দেশে বিরাজ করিতেছেন। আপনার অত্যদ্ভুত প্রকর্ষণী-শক্তি দ্বারা পরিষদের সমস্ত শাখা প্রশাখাই পরিপুষ্ট।

এই সকল প্রবর্দ্ধমান শাখা প্রশাখার মধ্যে রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ আদিতে স্থান লাভ করিয়া চিরকৃতার্থ এবং কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ আপনার নিকটে এই ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ বাক্যপুষ্পোপহার প্রদান করিতেছেন।

বঙ্গের প্রধানতম ধর্ম্মাধিকরণে বসিয়া ন্যায়ের তুলাদণ্ড হস্তে আপনি রাজা ও প্রজা উভয়ের নিকটে যেরূপ সমদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আপনার খ্যাতি-রশ্মি ভুবন-ব্যাপ্ত ও আপনাকে চিরপূজ্য করিয়াছে।

বঙ্গভারতীর অঙ্গশোভা বর্দ্ধনার্থ আপনার অমানুষিক চেষ্টা অমরকবি বিদ্যাপতির ভক্তিগাথার সম্যক্ উদ্ধারে পরিস্ফুট হইয়া, যথার্থই আপনাকে ভগবতী সারদার চিরচরণাশ্রিত করিয়া রাখিয়াছে।

ধর্ম্মাধিকরণ হইতে অবতরণের অনতিবিলম্ব পরেই বঙ্গদেশে অনুষ্ঠিত সারস্বত মহাযজ্ঞের হোতৃরূপে আপনি ভারতীয় বিভিন্ন-ভাষা-ভাষীদিগের পরস্পরের মধ্যে ভাষা ও ভাব বিনিময়ের প্রকৃষ্ট পন্থা ইঙ্গিত করিয়া অসাধারণ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয়সহ জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

আপনার ন্যায় ভারতীয় ভাবপ্রবণ ভক্ত আজ যে স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহার সাহিত্য-সম্পদ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে সংগৃহীত শত শত কীটদষ্ট জীর্ণ পুঁথির পত্রে পত্রে অমর কবিগণের নীরব কণ্ঠস্বরে অভিব্যক্ত হইতেছে। এই স্থানেই ঐ অদূরবর্ত্তিনী বহ্নসলিলা ঘর্ঘটতীরে বসিয়া দ্বিজ কমললোচন চণ্ডিকার বিজয়গাথায় অরণ্যানী

মুখরিত করিয়াছিলেন; আবার জননী মীনামতীর নিকটে নির্ব্বাণজ্ঞান প্রাপ্ত রাজাধিরাজ গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক এই স্থান হইতেই সুদূর-মহারাষ্ট্রদেশ পর্য্যন্ত পূজিত হইয়াছিলেন। ভুবনপ্রসিদ্ধ ভ্রান্ত ভাচন্দ্রের কল্পিত-কলঙ্ক ক্ষালনের কীলক স্বরূপ বহুদূর বিস্তৃত প্রাসাদাবলীর বিস্ময়োৎপাদনকারী ভগ্নাবশেষ, শেষ হিন্দুনরপাল নীলাম্বরের অম্বর-চুম্বী প্রস্তর নির্ম্মিত সপরিখ গড়, প্রথম ইস্‌লাম প্রতিষ্ঠাতা সাহ ইস্মাইলের সমাধিক্ষেত্র সমস্তই এই স্থানে আজিও অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

এই চিরশস্যপূর্ণাঞ্চলা শ্যামতরুচ্ছায়-কুন্তলা সুমধুর পিকবরভাষিণী ভূমি সর্ব্বথা তত্ত্বান্বেষী মাত্রেরই অনুকূল! সাহিত্য-পরিষদের শাখা এরূপ একটি অনুকূল ক্ষেত্রের উপরে বিস্তৃত হইয়া আপনার সহানুভূতি লাভ করিলে, নিত্য নূতন ফল-প্রসূ হইবে। কেবল রাজধানীর রম্য-নিকেতনে আবদ্ধ না থাকিয়া, পরিষদের পল্লীবাস যে নানা কারণে প্রশস্ত হইয়া উঠিয়াছে, আপনিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই কারণেই এই পল্লী পরিষদের প্রতি অনুরক্ত হইয়া, আপনি ইহার পালনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবেন, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

আপনার অবসরকাল ভগবৎ-কৃপায় সুদীর্ঘ হইয়া, এই মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনে নিয়োজিত থাকুক। ইতি।

কার্য্যালয়,—
রঙ্গপুর, ২২শে চৈত্র,
১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর-শাখার প্রতিভূরূপে
বংশবদ—
শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

"ঘ" পরিশিষ্ট।

১৩১৭ বঙ্গাব্দের জন্য

বেলপুকুর পল্লীসাহিত্য পরিষদের কর্ম্মচারিগণ।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার ও রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক

শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার লাহিড়ী জমিদার— সভাপতি।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সান্যাল জমিদার।
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কৃষ্ণচরণ কাব্যতীর্থ।
শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ সমাজদার। — সহকারী সভাপতিত্রয়।

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী— সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত রজনী চন্দ্র সান্যাল জমিদার।
শ্রীযুক্ত বশিরউদ্দীন চৌধুরী ডাক্তার। — সহকারী সম্পাদকদ্বয়

"ঙ" পরিশিষ্ট।

OFFICE OF THE INSPECTOR OF SCHOOLS, DACCA DIVISION.

Dated Camp Nalchiti the 17th Feb. 1910.

Dear Sir,

I am much obliged to you for your promptness in forwarding the papers in connection with the Rungpur Shahitya Parishat. They will be of much assistance at a meeting that is to be held at Dacca next Monday under the auspices of H. H. the Lieutenant Governor to start an Historical Society for the Province. I am in hopes that it may be possible to enlarge the scope of the proposed Society so as to include within its province ethology, and other matters referred to at the end of the recently published Report on Public Instruction.

After the meeting I shall forward your letter and the papers to the Director of Public Instruction who will doubtless be quite willing to recommend that they should be subscribed for by Colleges.

Yours faithfully
T. S. Stapleton.

Babu S. C. ROY CHOWDHURY, *Honry. Secretary.*
Rungpur Shahitya Parishad.

"চ" পরিশিষ্ট।

GOVERNMENT OF EASTERN BENGAL AND ASSAM.

APPOINTMENT DEPARTMENT.
APPOINTMENT BRANCH.
NO. 251 A. C.

FROM

The HON'BLE MR. R. NATHAN, C.I.E., I.C.S.,
Offg. Chief Secretary to Government.

TO

BABU SURENDRA CHANDRA ROY CHOWDHURY
Secretary Rungpur Shahitya Parishat Rungpur.

Shilong the 14th May 1910.

SIR,

I am directed to acknowledge the receipt of your communication, dated the 11th May 1910, and to express the sincere thanks of the Lieutenant Governor for the expressions of sympathy and condolence which you have been good enough to convey (on behalf of the members of the Rungpur Shahitya Parishat) upon the occasion of the lamented death of His late Majesty the King-Emperor, and to assure you that the message will be transmitted to the proper quarters.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient Servant.
BAWSON.
For *Offg. Chief Secretary to Government.*

"ছ" পরিশিষ্ট

NO. 102.

FROM

Babu PRIYA NATH GHOSH, M. A.

Revenue Officer in charge of the office of His Highness The MAHARAJA BHUP BAHADUR OF COOCH BEHAR, G.C.I E., C.B.

TO

The Secretary, Rungpur Branch of the Sahitya Parisat,
Shyampur P. O. Dist : Rungpur.

Dated, Cooch Behar, the 27 th. April 1910.

SIR,

I am directed by His Highness the Maharaja Bhup Bahadur to acknowledge the receipt of your letter No. 454, dated the 3rd, Ashwin, 1314 B. S. requesting him to become patron of the Rungpur Branch of the Sahitya Parisat and in reply to say that he has been pleased to comply with this request.

2. I am also to enclose herein a currency note for (XA 603456) for Rs. 500—being the amount of his donation to the funds of the society.

3. An acknowledgment of, and transmission of a stamped receipt for, the amount are requested.

I have the honor to be,
sir,
your most obedient servant,
PRIYA NATH GHOSH.
Revenue Officer,
In charge of His Highness' Office.

J. K. M.

"জ" পরিশিষ্ট।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ—রঙ্গপুর শাখা।

১৩১৬ সালে উপহৃত হস্তলিখিত প্রাচীন-গ্রন্থের তালিকা।

নম্বর।	গ্রন্থের নাম।	রচয়িতা।	রচনার সময়।	প্রতিলিপিকার।	প্রতিলিপির সময়।	মন্তব্য।
		শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ কর্ত্তৃক উপহৃত।				
১।	রাজাবলী বা রাজ উপাখ্যান	জয়নাথ ঘোষ চৌধুরী	১২৫২ সাল	... ...	...	
২।	মহাভারত বনপর্ব্বে নলদময়ন্তী সংবাদ (বিজয়ে পাণ্ডবকথা)	... ...	...	—নাথ ঘোষ ঘাউয়া নস্য	১২১২ সাল ১২৬৫ সাল	খণ্ডিত
৩।	ঐ ঐ	... ...	...			
৪।	সত্যনারায়ণ মঙ্গল বা সত্য-নারায়ণের পাঁচালী	নয়নানন্দ	১১৫৩ সাল	... ...	...	
৫।	অষ্টোত্তর নাম বা আপদ উদ্ধার-কথা	... ...	২৬৬ রাজ্যশক	... ...	...	
৬।	জগন্নাথ মাহাত্ম্য	দ্বিজমুকুন্দ	...	চন্দ্রনাথ দাস	১২৪০ সাল	
৭।	মহাভারত দ্রোণপর্ব্ব	শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ	...	... ...	...	
৮।	অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণ আদিকাণ্ড	অদ্ভুত আচার্য্য	...	সুবল দাস	১২২৭ সাল	
৯।	ঐ অযোধ্যাকাণ্ড	ঐ	...	ঐ	২৬৯ রাজ্যশক	

নম্বর।	গ্রন্থের নাম।	রচয়িতা।	রচনার সময়।	প্রতিলিপিকার।	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য।
১০।	মহাভারত আদিপর্ব্ব	কাশীরাম দাস	...	অভয়া দেবী	১২৭০(?) সাল	
১১।	দেবজিত পদ	মাধব কন্দলি	...	দেহিরাম দৈবজ্ঞ	১৩০৯ সাল	
	শ্রীযুক্ত আশুতোষ মজুমদার বি, এল্ কর্ত্তৃক উপহৃত।					
১২।	রামায়ণ	... ...	...	... ...	...	সংস্কৃত, খণ্ডিত ও জীর্ণ তাল-পত্রে লিখিত।
১৩।	ঐ	... ...	...	... ...	...	ঐ
১৪।	ঐ	... ...	...	... ...	...	ঐ
	শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস কর্ত্তৃক উপহৃত।					
১৫।	অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড, আদিকাণ্ড	অদ্ভুত আচার্য্য	...	পঞ্চানন্দ সরকার	১২৫৯ সাল	খণ্ডিত ও জীর্ণ।
১৬।	ইমামের চরিত্র-মহরম পর্ব্ব	হেয়াদ মামুদ	১১৩০ সাল	সেখ দাওব বক্স	১২৩৩ সাল	খণ্ডিত।
১৭।	হরিবংশ—কুমারহরণ	কবি পীতাম্বর	...	সেখ বেঙ্গুমামুদ সেখ আজিজুল্যা	১২২৯	ঐ
১৮।	ভাবস্বভাব রতিস্বরূপ ধামনির্ণয়	... ...	...	শোভারাম দাস	...	
১৯।	স্মরদর্পণ	রামচন্দ্র দাস	...	... ...	...	
২০।	শ্রীরাধিকা স্তোত্র	... ...	...	... ...	...	
২১।	জ্ঞানশব্দ পুস্তক	কুসাই	...	... ...	...	

২২। সুদামা চরিত্র	...	...	...	...	...	...	
২৩। শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে অম্ব- ·রীষ দুর্ব্বাসা সংবাদ	...	...	...	...	...	...	
২৪। নিত্যানন্দ স্তবরাজ	শঙ্করাচার্য্য		...	...	...	...	
২৫। রাধিকা অষ্টক	...	...	...	...	...	...	
২৬। নামহীন অসম্পূর্ণ গ্রন্থ	নরোত্তম দাস		...	...	...	...	খণ্ডিত।
২৭। প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	ঐ		...	...	...	~	ঐ
২৮। শ্রীকৃষ্ণের নামমালা	...	...	...	...	...	...	১ পাতা মাত্র।
২৯। প্রহ্লাদ চরিত্র	...	...	...	...	...	...	
৩০। গঙ্গাবন্দনা	কবিকঙ্কণ		...	..	...	...	খণ্ডিত।
৩১। রস উদ্দীপন	...	...	...	...	...	...	
৩২। বৈষ্ণব বিধান	বলরাম দাস		...	পরাণকৃষ্ণ দাস		...	

শ্রীযুক্ত এম্ এস্ নুরলহোসেন কাশিমপুরী কর্ত্তৃক উপহৃত।

৩৩। হাজার মসলার পুঁথি	...	...	...	গোলাম আব্বাশ মুন্সী কাছিরউদ্দীন আহম্মদ মিঞাজান আলি ও হেয়াছতুক	১২৫৯ সাল	
৩৪। গোলে বকওয়ালী	...	..	...	হেয়াছতুক	১২৫৭ সাল	খণ্ডিত ও জীর্ণ

নম্বর।	গ্রন্থের নাম।	রচয়িতা।	রচনার সময়।	প্রতিলিপিকার।	প্রতিলিপির সময়।	মন্তব্য।
		শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক উপহৃত।				
৩৫।	প্রেমামৃত মহাস্তোত্র	শ্রীভাগবতকৃষ্ণ চৈতন্য	...	গোকুল দাস	১১৮৯ সাল	
৩৬।	প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা	নরোত্তম দাস	...	... ...	...	...
৩৭।	শ্রীব্রহ্মগীতা	... ...	...	... ...	১১৮৯ সাল	...
৩৮।	গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা	কবিকর্ণপুর গোস্বামী	১৪৯৮ শক	পতিতপাবন শর্ম্মা	১৭৩৩ শক	...

এতদ্ব্যতিরেকে আরও কতিপয় গ্রন্থ আলোচ্য বৎসরে উপহৃত হইয়াছে, কিন্তু তাহার কতকগুলি এরূপ অবিন্যস্ত ভাবে রহিয়াছে এবং কতকগুলির প্রাচীনত্ব নিবন্ধন একের সহিত অপরের পত্র এরূপ ভাবে আঁটিয়া গিয়াছে যে ঐ সকল উদ্ধার করিতে সমর্থ হই নাই। ক্রমশঃ ইহাদের উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইব

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ রঙ্গপুর শাখা কার্য্যালয়
২৪শে আষাঢ়, ১৩১৭ সাল।

শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
গ্রন্থাদি রক্ষক।

(ঝ) পরিশিষ্ট।

১৩১৬ বঙ্গাব্দ।

বিশেষ তহবিলের আয়-ব্যয় বিবরণ।

আয়——————

প্রথম শ্রেণীর সভ্যগণের
নিকট চাঁদা আদায়——৫১৭।৵০
প্রবেশিকা আদায় ———৫৩৲

৫৭০।৵০

ব্যয়——————

মূল সভায় ইরসাল————১৭৫৲
শাখা সভার প্রাপ্য
কমিসন প্রতিটাকায় ॥০ হিসাবে—২৮৫৶০
মূল সভায় টাকা পাঠানের
ডাকমাশুল দেনা——————১৸০

৪৬১৸৶০

বিতং

আয়————৫৭০।৵০
ব্যয়————৪৬১৸৶০

১০৮।৶০

মজুত————

নগদ তহবিল
জিঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়
চৌধুরী সম্পাদক——— ২৩৻৩

হাওলাত————

সাধারণ তহবিলে
হাওলাত দেনা——৮৫।৵৩

১৩১৬ বঙ্গাব্দ

সাধারণ তহবিলের আয় ব্যয়ের বিবরণ।

আয়

দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্যগণের নিকট মাসিক চাঁদা আদায় — — —৩০৭৲
ভিঃ পিঃ কমিশন আদায়——৪৮/০
পত্রিকার নগদমূল্য আদায়—৪৯৮৶০
বগুড়া সেরপুর ইতিবৃত্ত প্রকাশের তহবিল—১৬৸০
বার্ষিক অধিবেশনের সাহায্য আদায়— ——২১৷৷০
সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকের নানাস্থানে যাতয়াতের ব্যয় আদায়——৮১৲
চণ্ডিকা বিজয় প্রকাশের তহবিল ২৭৫৲
গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশের তহবিল——————১০৲
কাশীচন্দ্র বৃত্তি তহবিল——৬০৲
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের তহবিল——————১২৮৲
আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট প্রকাশের তহবিল—— ——২৫৲
হাওলাত আদায় রাজা মহিমারঞ্জন স্মৃতি সমিতি——————৬৮৲
সম্পাদকের নিকট হাওলাত গ্রহণ-২০৫৸/৬
প্রথমশ্রেণীর সভ্যগণের নিকট চাঁদা ৫১৭৶০ ও প্রবেশিকা ৫৩৲ টাকা মোট ৫৭০।/০ কমিশন প্রতিটাকায় ৷৷০ হিঃ—২৮৫৶০
হাওলাত গ্রহণ বিশেষ তহবিল—৮৫।৵৬

১৬৬৪।৶০

ব্যয়

পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়———৫৩৩৶০
বগুড়া সেরপুর ইতিবৃত্ত প্রকাশের ব্যয়—— ——১৭৷৷৵৬
বার্ষিক অধিবেশনের ব্যয়——৬০৶০
নানাস্থানে সম্পাদক এবং সহকারী সম্পাদকের যাতায়াত ব্যয়——৮৬।০
বিজয় প্রকাশের ব্যয়-—২১১।৶৬
গৌড়ের ইতিহাস প্রকাশের ব্যয়—২৫।/০
কাশীচন্দ্র বৃত্তির ব্যয়———— —/০
বাক্সে ব্যয় আসবাব খরিদ ———১০৵৩
উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন ব্যয় বগুড়া এবং গৌরীপুর—— ——১০৯৵৬
চিত্র সংগ্রহের ব্যয়——————২৷৷৵৬
আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট প্রকাশের ব্যয়-৶০
দপ্তর সরঞ্জামি ব্যয় ——— —১৬৵৯
গ্রন্থাগারের ব্যয়——————২৭৷৷০
কাকিনার রাজপুরস্কার তহবিলের ব্যয়-/০
বেতন খরচ ——- ——৫২৲
মুদ্রণ ব্যয়——-—— —৭৫৲
ভাড়াদি ব্যয়——-——১৬৶০
ডাকমাশুল ব্যয়———১৪৭।৬
হাওলাত দেনা রাজা মহিমারঞ্জন মেমোরিয়াল সমিতি——৬৮৶০
হাওলাত শোধ সম্পাদক-২০৫৸/৬

১৬৬৪৶০

বিতং

আয়———১৬৬৪।৶০
ব্যয়———১৬৬৪।৶০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ।

রঙ্গপুর শাখা সভার ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্য বিবরণ।

১৩১৭ বঙ্গাব্দ।

পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশন.

স্থান সভার কার্য্যালয়, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা গৃহ।

২৪ আষাঢ় (১৩১৭) ৮ জুলাই (১৯১০) শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্ এ, বি, এল্ সভাপতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভার স্থায়ী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল্,

„ অনারেবল কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায় এম্ এ, প্রাজ্ঞ, দিনাজপুর

„ অনারেবল্ খান্ মৌলবী তসলিম উদ্দীন আহম্মদ বাহাদুর

„ অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার

„ মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার

„ মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী জমিদার

„ পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার

„ যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী জমিদার

„ হরিদাস মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল

„ ম্যানেজার তাজহাট-রাজ

„ কৃষ্ণগোবিন্দ চাকী ম্যানেজার মন্থনা

„ লোকনাথ দত্ত ম্যানেজার বামনডাঙ্গা বড় তরফ

„ দীননাথ বাগ্‌চি ম্যানেজার বামন ডাঙ্গা ছোট তরফ

„ ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত এল্ এম্ এস্, বগুড়া

„ ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস্

শ্রীযুক্ত কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন

„ কবিরাজ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

„ গিরীশচন্দ্র দাস ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেট্ রঙ্গপুর

„ কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ আয়ুস্তত্ত্ব বিশারদ

„ বসন্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ

„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার সম্পাদক

„ গঙ্গানাথ রায় অবসর প্রাপ্ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রঙ্গপুর

„ শশিভূষণ দত্ত অবসর প্রাপ্ত ঐ

„ উমেশচন্দ্র গুপ্ত বি এল্

„ গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল্ নীলফামারী

„ সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল্ ঐ

„ বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্ দিনাজপুর

„ শরচ্চন্দ্র রায় বি, এল্ নীলফামারী

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল্
সতীশকমল সেন বি, এল্
,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্. এ, বি, এল্
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্
,, পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্,
পত্রিকা সম্পাদক
,, ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ সহকারী পত্রিকা সম্পাদক

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক
জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক
উদয়চন্দ্র ভট্টাচার্য্য
সতীশচন্দ্র দাস গুপ্ত মোক্তার
রাসবিহারী ঘোষ ঐ
রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী ঐ
পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক

এই অধিবেশনে রঙ্গপুরের সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটির নাম মাত্র উল্লিখিত হইল।

কলিকাতা হইতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিনিধিরূপে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের শুভাগমন হইয়াছিল,—

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ এম্, এ, বি, এল্
,, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন এম, এ, বি, এল্ এটর্নী-এট্-ল।
,, পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিশ্বকোষ সম্পাদক।
,, অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় এম, এ, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ
,, অধ্যাপক বিনয়ভূষণ সরকার এম, এ, ঐ

প্রারম্ভিক সঙ্গীত অন্তে এই সভার সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় বিভিন্নস্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিক এবং মূলসভার প্রতিনিধিগণকে নিম্নোক্তরূপে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন যে এই সাহিত্যিক যজ্ঞে আহূত মহোদয়দিগকে অর্ঘ্য প্রদানের ভার তাঁহার উপর পড়িয়াছে। তিনি দূর্ব্বা তণ্ডুলকণা দ্বারা অর্ঘ্য সাজাইয়া সাহিত্যিকগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণের ইহা অপেক্ষা আর অধিক কিছু দিবার সামর্থ্যও নাই। আন্তরিকতা মিশ্রিত এই সামান্য অর্ঘ্য লইয়াই ভাবগ্রাহী সাহিত্যিকবৃন্দ সন্তুষ্ট হইবেন। ক্ষুদ্র রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ আর কি দিয়াই বা তাঁহাদিগকে সংবর্দ্ধনা করিবেন। বহুকষ্ট সঞ্চিত অতীতের জ্বলন্ত নিদর্শনস্বরূপ পুরাতন পুঁথি, মুদ্রা ও মূর্ত্তিগুলি সাহিত্যিকদিগের নিকটে নিবেদন করিয়া দিয়া তিনি তাঁহাদের প্রসাদ লাভ করিবেন বলিয়া আশান্বিত হইয়া আছেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বারা কেবল বঙ্গের নহে, সমগ্র জগতের উপকার হইয়াছে। তাঁহার কৃপায় বহু প্রাচীন গ্রন্থ উদ্ধৃত হইয়াছে, অতীত ইতিহাস জনসমাজ জানিতে পারিয়াছে, ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় সভ্য জগৎ প্রাপ্ত হইয়া চমৎকৃত হইয়াছে। ইতিহাস আলোচনা সভ্যজাতি মাত্রেরই উন্নতির মূল। তাহার প্রবর্ত্তক হইয়াছেন বলিয়া পরিষদের এত গৌরব। আমাদিগের অতীত কালের

ইতিহাস নাই। এ পর্য্যন্ত সংগ্রহের চেষ্টাও অধিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বহু নিদর্শন সংগ্রহ পূর্ব্বক ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস পরিষদই করিতেছেন। ভারতে ঐতিহাসিক উপকরণের অভাব নাই—তত্ত্বানুসন্ধায়ীরই অভাব। আমাদের পথপার্শ্বে কত ঐতিহাসিক উপাদান ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, উড়িষ্যা ভ্রমণকালে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। বর্ষে বর্ষে আপনারা আমাদিগের যত্নসংগৃহীত উপাদানগুলি দেখিয়া তাহার মূল্য নিরূপণ পূর্ব্বক আমাদিগকে নানারূপে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া যান, ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে? আপনাদিগের এই উপকারের প্রতিদান দিবার মত আমাদের শক্তি কোথায়? ইহার পরে বক্তা মূলসভার প্রতিনিধিগণের ও অন্যান্য স্থানের সাহিত্যিকবৃন্দের পরিচয় প্রদানপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী শ্রীকণ্ঠ মহোদয়কে পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ জন্য প্রস্তাব করিয়া আপন বক্তব্য শেষ করিলেন। রঙ্গপুর টেপার ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে তাহা সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহার গবেষণাপূর্ণ অভিভাষণ পাঠ করিলেন। এই অভিভাষণটি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চমভাগ ১ম সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

অভিভাষণ পাঠান্তে সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে তিনি পঞ্চম সাম্বৎসরিক কার্য্যবিবরণ পাঠার্থ আহ্বান করিলেন। সম্পাদক মহাশয় কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ কার্য্যবিবরণ গ্রহণার্থ প্রস্তাব উত্থাপনপূর্ব্বক বলিলেন যে, সুযোগ্য সম্পাদক মহাশয় অদ্য এই সভায় বিগত বর্ষের যে কার্য্যবিবরণ পাঠ করিলেন, তদ্দ্বারা সভার কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। এই সভা যেরূপ উৎসাহের সহিত কর্ম্ম করিতেছে, তাহাতে আশা হয় উত্তরবঙ্গের নাম ক্রমেই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। ইহার সর্ব্বতোমুখী দৃষ্টি যেরূপ ঐতিহাসিক নিদর্শনাদি সংগ্রহে পতিত হইয়াছে, তদ্রূপ তাহাদের সঙ্কলনাদির নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের প্রতিও উদাসীন ছিল না; এমন কি ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড হইতেও সাহায্য গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গপুর ইতিহাস মুদ্রণের সূচনা করিয়াছে। আবার গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াই সভা ক্ষান্ত হয় নাই, গভর্ণমেণ্টের মধ্যবর্ত্তিতায় উচ্চ ও নিম্ন বিদ্যালয় সমূহে তাহাদের প্রচার কল্পেও চেষ্টা করিতেছে। এরূপ উজ্জ্বল কার্য্যবিবরণ গৃহীত হওয়ার পক্ষে প্রস্তাব করিতে উঠিয়া আমিও অপার আনন্দের অংশী হইলাম।

শ্রীযুক্ত প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত মহাশয় সানন্দে এই প্রস্তাব সমর্থন করিলে উহা সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল। এই কার্য্যবিবরণ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকার পঞ্চমভাগ ১ম সংখ্যার পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইয়া সভ্যগণ মধ্যে বিতরিত হইয়াছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভ্যের নাম—	প্রস্তাবক—	সমর্থক—
১। শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় বি, এল্ দিনাজপুর	শ্রীযোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্	শ্রীবরদাকান্ত রায় বিশ্বার। বি, এল,
২। „ রামচন্দ্র সেন বি, এল্ „		„
৩। „ যোগেশচন্দ্র দত্ত বি, এল্ „	„	„
৪। „ বরদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল্	„	„
৫। „ আশুতোষ গুহ বি, এল্ „	„	„
৬। „ নর্ম্মদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এল্	„	„
৭। „ সতীশচন্দ্র রায় বি, এল্ „	„	„
৮। „ সুধীরচন্দ্র সেন বি, এল্ „	„	„
৯। „ যতীন্দ্রমোহন সেন বি, এল্ „	„	„
১০। „ লালনচন্দ্র রায় বি, এল্ „	„	„
১১। „ কালীবিলাস বাগ্‌চি বি, এল্ „	„	„
১২। „ অমূল্যদেব পাঠক বি, এল্ „	„	„
১৩। „ সুরেন্দ্রকুমার সেন, বি, এল্ „	„	„
১৪। „ ললিতচন্দ্র সেন বি, এল্ „	„	„
১৫। „ নবকুমার লাহিড়ী শিক্ষক নীলফামারী স্কুল, রঙ্গপুর	শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী	শ্রীপূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
১৬। „ হেমন্তকুমার মুস্তফী গছাহার, দিনাজপুর	„	„
১৭। „ রমেশচন্দ্র চৌধুরী	„	„
১৮। „ জগৎকান্ত নিয়োগী সবজজকোর্ট, রঙ্গপুর	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমদনগোপাল নিয়োগী
১৯। „ জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন ২য় মুন্সেফী আদালত, রঙ্গপুর	„	„
২০। „ ভবানীপ্রসাদ দাস ঐ	„	„
২১। „ মহম্মদ হুরমতুল্ল্যা ঐ	„	„
২২। „ কাজী মহম্মদ সৈয়দ ঐ	„	„
২৩। „ মুন্সী মহম্মদ ইস্মাইল খান্ ঐ	„	„
২৪। „ আমজাদ হোসেন খান্ ঐ	„	„
২৫। „ খোন্দকার আব্দুল কাদের জজকোর্ট, রঙ্গপুর	„	„

২৬। "	অনুরাগচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সবজজকোর্ট ; রঙ্গপুর	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীমদনগোপাল নিয়োগী
২৭। "	প্রিয়নাথ সেন	" "	"
২৮। "	কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	" "	"
২৯। "	প্রিয়নাথ সেন	" "	"
৩০। "	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম এ, বি, এল্ উকীল রঙ্গপুর	" "	"
৩১। "	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী পোষ্ট কুলাঘাট ; রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	"
৩২। "	অনারেবল খান্ তসলিম উদ্দীন আহাম্মদ বাহাদুর	মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন	"

ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নলিখিত গ্রন্থের প্রাপ্তি স্বীকৃত হইল।

গ্রন্থের নাম	উপহার দাতার নাম
বুদ্ধদেব	শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী
ভক্তিযোগ	"

এই সভার সংসৃষ্ট বিগত ২৪ বৈশাখ (১৩১৭) শনিবাসরে নীলফামারী মহকুমার অধীন বেলপুকুর হাজারী গ্রামে স্থাপিত বেলপুকুর পল্লী-সাহিত্য-পরিষৎ নামক প্রশাখাসভার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় এ পর্য্যন্ত ঐ সভার যে তিনটিমাত্র অধিবেশন হইয়াছে, তাহার সংক্ষিপ্ত কার্য্যবিবরণ উপস্থাপিত করিলেন। এই অধিবেশনত্রয়ে সাতটি প্রবন্ধ পঠিত এবং কতকগুলি পুঁথি ও দলিলাদি প্রদর্শিত হইয়াছিল। পুঁথি ও দলিলাদি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে উপহৃত হইয়াছে। তাহাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ প্রশাখাসভা দ্বারা সংগ্রহকার্য্য যে দ্রুত অগ্রসর হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই প্রশাখাসভার উদ্‌যোক্তৃবর্গকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ বিজ্ঞাপিত হইল।

১৩১৬ বঙ্গাব্দের জন্য গঠিত কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ও কর্ম্মচারিগণ যথারীতি স্ব স্ব পদ ত্যাগ করিলে সম্পাদক মহাশয় ১৩১৭ বঙ্গাব্দের জন্য সভ্যগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ও বিগত বর্ষের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্যগণ কর্ত্তৃক মনোনীত সদস্যগণের নাম যথারীতি ঘোষণা করিলেন।

নির্ব্বাচিত সদস্য।

শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্	রঙ্গপুর
" ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্,	"
" অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্	"
" রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্	মালদহ

„ যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্ দিনাজপুর
„ রাধারমণ মজুমদার জমিদার রঙ্গপুর
„ ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাসগুপ্ত এল্, এম্, এস্, বগুড়া
„ দ্বিজেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল্ গৌরীপুর আসাম।

মনোনীত সদস্য।

„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্ রঙ্গপুর
„ রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার „
„ কালীকান্ত বিশ্বাস „
„ আমীর উদ্দীন আহাম্মদ উকীল কোচবিহার।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের জন্য এ সভার কর্ম্মচারী নিযুক্ত করা হউক,—

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ রঙ্গপুর
„ অনারেবল কুমার শরদিন্দুনারায়ণ রায়সাহেব এম, এ, প্রাক্ত দিনাজপুর
„ অনারেবল রাজকুমার মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী কাকিনা।
„ কুমার শরৎকুমার রায় এম, এ,
„ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল,
} সহকারী সভাপতি

„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক

„ পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ
„ নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ,
} সহকারী সম্পাদক

„ পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল্ পত্রিকা সম্পাদক

„ পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
„ হরগোপাল দাস কুণ্ডু
} সহকারী পত্রিকা সম্পাদক

„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক
„ হেমকান্ত মজুমদার ঐ সহকারী
„ আশুতোষ লাহিড়ী বি, সি, ই, আয়ব্যয় পরীক্ষক
„ দীননাথ বাগ্‌চি বি, এল্ ঐ সহকারী

শ্রীযুক্ত সতীশকমল সেন বি, এল, মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

নিম্নলিখিত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন হস্তলিখিত ও মুদ্রিত গ্রন্থগুলি সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইলে ধন্যবাদ পুরঃসর তাহা গৃহীত হইল।

উপহৃত

প্রাচীন হস্তলিখিত গ্রন্থের তালিকা।

নম্বর	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার সময়	প্রতিলিপিকার	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য
	শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক উপহৃত।					
১	চন্দ্রাবলী	দ্বিজ পশুপতি (?)	...	গেনা সরকার	১২৭২ সাল	১ পাতা নাই
২	মনসার ভাসান	জগজ্জীবন	...	গরিবুল্লা	১২৩৬ সাল	
৩	সত্যনারায়ণের পাঁচালী	কৃষ্ণ হরিদাস	...	পাঁচকড়িয়া মণ্ডল	১২৯০ সাল	
	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ কর্ত্তৃক উপহৃত।					
৪	শান্তি শতকং		...	...	...	সংস্কৃত
৫	কাতন্ত্র বৃত্তি পঞ্জিকা	ত্রিলোচন দাস	...	...	...	ঐ
৬	রামায়ণ—উত্তরাকাণ্ড	কৃত্তিবাস	...	...	...	খণ্ডিত
৭	মহাভারত—সভাপর্ব্ব	গোপীনাথ পাঠকের ভনিতাযুক্ত	...	কৃষ্ণপ্রসাদ দেব শর্ম্মা	১৭৩১ শক	১ম পাতা নাই
৮	ঐ ভীষ্মপর্ব্ব	রাম সরস্বতীর ভনিতাযুক্ত	...	...	...	খণ্ডিত ১পাতা মাত্র
৯	পোতাতৎসার	...	...	সুবল দাস	২৬৬—	৩য় পাতা নাই
১০	ভক্তিতত্ব গীতা	...	...	...	...	...
১১	অদ্ভুত আচার্য্যের রামায়ণ	অদ্ভুত আচার্য্য	...	...	১১৫১ প্রভৃতি সাল	খণ্ডিত ও জীর্ণ
	পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থের অংশ	ঐ	...	...		
১২	রামায়ণ	...	...	সুবল দাস	২৬৫—	ঐ
১৩	পড়িতে পারা গেল না	...	...	...	...	
১৪	ব্রহ্মার সংবাদ কথা	...	...	সুবল দাস	২৫৯	
১৫	দীক্ষা শোধন	...	...	ঐ	২৬৬	
১৬	ঐ	...	...		১১৩১ সাল	

নম্বর	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার সময়	প্রতিলিপিকার	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য
১৭	নাম মালিকা	মাধব	১১৬৮ সাল	রায় গোবিন্দ শর্ম্মা	১১৩১ সাল	জীর্ণ
১৮	নাম হীন গ্রন্থ	...	...	...	...	খণ্ডিত
১৯	ঐ	...	...	...	...	ঐ
২০	ঐ	...	...	...	...	খণ্ডিত ও জীর্ণ
২১	মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব	রায় সরস্বতীর ভনিতাযুক্ত কৃষ্ণানন্দ	...	...	...	খণ্ডিত
২২	পদসিন্ধু [ইহার মধ্যে নিম্নলিখিত নাম পাওয়া যায় :— ১। কাগজ নিয়ম বা কিতাবত মঞ্জরী ২। তলব কাগজ বিখিলাপ]	কবি যদুনাথ অধিকারী	...	কানুরাম দাস	১২০৩ সাল	
২৩	রমায়ণ—পাতাল কাণ্ড	অদ্ভুত আচার্য্য	...	...	...	
২৪	কৃষ্ণকিঙ্কর বা নিজম	...	...	...	...	খণ্ডিত
২৫	অজদ বর গান	...	...	...	...	ঐ
২৬	প্রেম তরঙ্গিণী	ভাগবত আচার্য্য	...	...	...	ঐ

বেল পুকুর পল্লীসাহিত্য-পরিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত ছখিউদ্দীন আহম্মদ কর্ত্তৃক উপহৃত।

নম্বর	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার সময়	প্রতিলিপিকার	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য
২৭	হিতজ্ঞান	হেয়াৎ মামুদ	...	সেখ নজর মামুদ	১২২৫ সাল	

বেলপুকুর পল্লীসাহিত্য-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক উপহৃত।

নম্বর	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার সময়	প্রতিলিপিকার	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য
২৮	ব্রহ্মপুরাণে প্রশ্নাক্ষর শুভাশুভকর্ম্ম	...	...	রতিকা দাস	১২২২ সাল	
২৯	অমরকোষং	অমর সিংহ	...	ব্রজকুমার দেবশর্ম্মা	১৬৮৯ সাল	সংস্কৃত কয়েক পাতা
৩০	মধুমাসতী	সাকের মামুদ সিদ্দিক	...	চামার সরকার	১২৭৮ (?) সাল	শেষ কয়েকপাতা নাই
৩১	চৈতন্যচরিতামৃত	কৃষ্ণদাস	...	...	...	খণ্ডিত ছিন্ন ও জীর্ণ
৩২	শ্রীমহাভাগবত দশমস্কন্ধে প্রেম তরঙ্গিণী	ভাগবত আচার্য্য	...	...	...	ঐ

বেলপুকুর পল্লী সাহিত্য পরিষদের সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত রজনীচন্দ্র সান্ন্যাল কর্ত্তৃক উপহৃত।

নম্বর	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার সময়	প্রতিলিপিকার	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য
৩৩	শ্রীমহাভাগবতে দশমস্কন্ধে	প্রেমতরঙ্গিনী ভাগবত আচার্য্য	...	...	...	১৭২২ শক

বেলপুকুর পল্লীসাহিত্য পারিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত হেমন্তকুমার মুস্তফি কর্ত্তৃক উপহৃত।

নম্বর	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার সময়	প্রতিলিপিকার	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য
৩৪	নূতন মঙ্গল বা অম্বিকামঙ্গল বা ভবানী মঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল বা তারিণীমঙ্গল	মুকুন্দ চক্রবর্ত্তী (কবিকঙ্কন)	... ...	কালীশঙ্কর শর্ম্মা নীলকান্ত শর্ম্মা দুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মা কালীনাথ শর্ম্মা ও নারায়ণ দাস	১২১১ সাল	
৩৫	নলদময়ন্তী	পীতাম্বর	১৪৫৮ শক	...	...	
৩৬	সামুদ্রিকং	...	...	কৃষ্ণমোহন শর্ম্মা	১৬৮৮ শক	সংস্কৃত
৩৭	জ্যোতিষ বচনং	মথুরেশ (?)	১৬৬৭ শক		...	ঐ
৩৮	জ্যোতিষ নির্ণয়	গোবিন্দ ন্যায়বাগীশ	...		...	ঐ
৩৯	জ্যোতিষ সংক্রান্ত সকল	...	...		...	ঐ জীর্ণ
৪০	পদাঙ্ক দূতং	মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম	১৬৫৪ শক	...	...	সংস্কৃত
৪১	নামহীন গ্রন্থ	...	...	...	...	ঐ
৪২	দশবল কারিকা	দুর্গ সিংহ	...	...	...	ঐ
৪৩	ঐ	...	...	...	...	ঐ
৪৪	দৌর্গ সিংহ বৃত্তিঃ	...	...	...	...	ঐ
৪৫	পরিভাষা সূত্রং, নবগ্রহ কবচং	...	...	...	...	ঐ
৪৬	দুর্গাসিংহোক্তকাতন্ত্রবৃত্ত পঞ্জিকা	ত্রিলোচন দাস	...	রামকান্ত শর্ম্মা	১৭৫৭ শক	ঐ ১ পাতায় সম্পূর্ণ
৪৭	দশবলকারিকা পরিভাষা শিক্ষাসূত্রং	...	...	...	..	সংস্কৃত
৪৮	শিক্ষা সূত্রং	...	...	...	...	ঐ
৪৯	ঋতু সংহার	কালিদাস	...	...	...	ঐ খণ্ডিত
৫০	একাধিকার্থ্য সংযুক্তশ্লোকাবলী	...	...	.	...	সংস্কৃত
৫১	কলাপ পূর্ব্বতন্ত্র কলাপতত্ত্বার্ণব (?)	রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শিরোমণি	...	...	...	ঐ

নম্বর	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার সময়	প্রতিলিপিকার	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য
৫২	বিদ্যাসুন্দর চৌরপঞ্চাশতং	ভারতচন্দ্র	...	...	...	ঐ
৫৩	আদিরস শ্লোকাবলী	...	...	...	...	সংস্কৃত

বেলপুকুর পল্লী সাহিত্য পারিষদের সভ্য শ্রীযুক্ত যশোর উদ্দীন কর্ত্তৃক উপহৃত।

নম্বর	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার সময়	প্রতিলিপিকার	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য
৫৪	মুসলমানি কিতাব	আহাম্মদ রফিক	...	...	...	খণ্ডিত

বেলপুকুর পল্লী সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী কর্ত্তৃক উপহৃত।

নম্বর	গ্রন্থের নাম	রচয়িতা	রচনার সময়	প্রতিলিপিকার	প্রতিলিপির সময়	মন্তব্য
৫৫	নামহীন গ্রন্থ	হেয়াত মামুদ	...	...	...	খণ্ডিত ও জীর্ণ
৫৬	ইমাম সাগর	...	...	সেখ নজর মামুদ	১২২৪ সাল	খণ্ডিত
৫৭	চন্দ্রাবলী	দ্বিজ পশুপতি	...	হাফেজুল্লা	...	খণ্ডিত ও ছিন্ন
৫৮	ভাগবত দশমস্কন্ধ	ভাগবত আচার্য্য	...	রামচন্দ্র দাস	১৬৮০ শক	...
৫৯	ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ গান		...	...	...	ছিন্ন ও জীর্ণ
৬০	বিধবা বিবাহের ছড়া	...	...	...	...	...
৬১	মনসার ভাসান	...	...	...	...	অসম্পূর্ণ
৬২	জীবোদ্ধার	...	...	...	...	মুদ্রিত খণ্ডিত
৬৩	চৈতন্যচরিতামৃত = আদিকাণ্ড	..	...	...	১২৪৮ সাল	সংস্কৃত খণ্ডিত
৬৪	শতস্কন্ধের যুদ্ধ	...	...	কমলচন্দ্র দাস	১২৫০ সাল	...
৬৫	রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড	অদ্ভুত আশ্চার্য্য	...	গোপীনাথ দাস	১২৪৪ সাল	...
৬৬	জাতি মালা	...	...	...	...	খণ্ডিত
৬৭	চুন টীকা	পণ্ডিত গদাধর	...	...	১২৭৭ সাহ	...
৬৮	বিষ্ণুপুরাণে	...	...	...	...	১ পাতায় সম্পূর্ণ

শ্রীজগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাদি রক্ষক।

সভার নিয়মানুসারে আয়ব্যয়-পরীক্ষকদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় কর্ম্মচারী এবং নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সদস্যগণকে লইয়া ১৩১৭ বঙ্গাব্দের জন্য কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হইল।

গ্রন্থাদি রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ সভাকর্ত্তৃক বিগত বর্ষে সংগৃহীত যাবতীয় পুঁথি এবং অন্যান্য ঐতিহাসিক নিদর্শনাদির পরিচয় প্রদান করিলেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ১১৫৯ সাল হইতে ১২৩৬ সাল পর্য্যন্ত সময়ের ৫ খানি ব্রহ্মোত্তর দানপত্র, খালাসীপত্র, হুকুমনামা, দখল দিবার হুকুমনামা, ডৌল, করজা খত, কবালা ইত্যাদি প্রাচীন দলিল প্রদর্শিত হইল। এইগুলির লিপি প্রণালী ইত্যাদি সম্পূর্ণ আলোচনার যোগ্য। উপহারদাতাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিয়া দলিলগুলি সভার চিত্রশালায় রক্ষার্থ সাদরে গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় কর্ত্তৃক উপহৃত শিব ও সিংহোপরি দণ্ডায়মানা চতুর্ভুজা কষ্টিপ্রস্তরে নির্ম্মিত কালীমূর্ত্তি সভ্যদিগকে প্রদর্শনপূর্ব্বক উহার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন। এই মূর্ত্তিটি ত্রিস্রোতা নদীগর্ভ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। এরূপ মূর্ত্তি ইহার পূর্ব্বে আর আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই। এই অভিনব মূর্ত্তি সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক উপহারদাতাকে সভার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

অন্যান্য বহু পুঁথি ও চিত্রাদির পরিচয় যতদূর সম্ভব দিয়া গ্রন্থরক্ষক মহাশয় স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিলেন এবং যাঁহারা ঐ সকল দ্রব্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে তৎপর দিবস প্রাতে সভাস্থলে আগমন করার জন্য অনুরোধ করিলেন। সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিকগণ প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতাদি করিলেন,—বগুড়া হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্যারীশঙ্কর দাস গুপ্ত, এল্, এম্, এস্, মহাশয় "একটি মহৎ জীবন" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

কলিকাতা হইতে সমাগত শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের প্রকৃত উদ্দেশ্য একটি সারগর্ভ বক্তৃতার দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে রঙ্গপুর পরিষদের সংগৃহীত যে প্রাচীন পুঁথির স্তূপ সজ্জিত রহিয়াছে, উহার মূল্য এত অধিক যে তাহা তিনি এখন স্থির করিতে পারেন না। এই সকল প্রাচীন সাহিত্যের মধ্য হইতেই বঙ্গদেশের, জাতির ও সাহিত্যের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হইতে পারিবে। তিনি এই পুঁথির অনুসন্ধানকার্য্যে ব্রতী হইয়া যে সকল অভিনব তথ্যাবিষ্কার করিতে পারিয়াছেন, অন্যবিধ উপায়ে কখনই তাহা সম্ভবপর হইত না। সম্প্রতি উড়িষ্যায় তিনি এই কার্য্যে ব্রতী আছেন। সেখানেও তিনি গোপীচাঁদের লিখিত গানের পুঁথি পাইয়াছেন। বঙ্গদেশে ঐ গান মুখে মুখেই এ যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। সাহিত্যের অনেক শাখা আছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ এই প্রাচীন পুঁথির সংগ্রহ ও উদ্ধার কার্য্যকেই মুখ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাকে এই উদ্দেশ্য হইতে বিপথগামী করিতে চেষ্টা করা কখনই কর্ত্তব্য

নহে। সাহিত্যের অন্যান্য শাখার কার্য্য করিবার যথেষ্ট উপায় আছে ; কিন্তু এই বিভাগে কর্ম্ম করিবার জন্য পরিষৎ ব্যতীত আর কোনও সমিতিকে চেষ্টা করিতে দেখা যায় না।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম্,এ, বি,এল, এটর্নী-য়্যাট-ল বেদান্ত-রত্ন মহাশয় বলিলেন যে, আজ সপ্তদশ বর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে পরিষদের যখন জন্ম হয়, তখন তাহার ধাত্রীগণ মধ্যে আমিও একজন ছিলাম। আবার রঙ্গপুর পরিষদের জন্মের সহিতও আমার সম্বন্ধ আছে। আমি ইহাকে এক বৎসরের শিশু দেখিবার নিমিত্ত প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশনকালে রঙ্গপুরে আসিয়াছিলাম। পঞ্চম বৎসর অতীত হইয়াছে এই কাল মধ্যে এই পরিষদের প্রধান শাখা যেরূপ সংগ্রহ নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রীতিপ্রদ! আমি প্রথম বর্ষে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে মৎস্যের একটি আখ্যায়িকা বলিয়া গিয়াছিলাম, সে আখ্যায়িকা এক্ষণে বর্ণে বর্ণে ফলিয়াছে। বৈবস্বত মনু পালিত ক্ষুদ্র মৎস্য এক্ষণে ঘট হইতে দীর্ঘিকা, দীর্ঘিকা হইতে নদী, নদী হইতে মহাসমুদ্রে বিচরণের উপযুক্ত হইয়াছে। রঙ্গপুর পরিষদের ক্ষেত্র এক্ষণে কেবল রঙ্গপুরের ক্ষুদ্র গণ্ডী মধ্যেই আবদ্ধ নহে। সমগ্র উত্তরবঙ্গ শেষ করিয়া সুদুর আসাম পর্য্যন্ত ইহার কর্ম্মগণ্ডী বিস্তৃত হইয়াছে। এজন্য আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি। পরিষদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে পুরাতত্ত্ব ও প্রকৃত সাহিত্যচর্চ্চা মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করাটা ঠিক ইন্দ্রিয়গণের পরস্পরের মধ্যে বিবাদের ন্যায়। ইন্দ্রিয়গণ প্রাধান্য লইয়া বিবাদ আরম্ভ করিয়া স্ব স্ব কার্য্য রহিত করিল। ক্রমে দেহের পতন হইল, প্রাণবায়ু নির্গত, ইন্দ্রিয়গ্রাম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। পরে সকলে প্রাণকে স্তবে সন্তুষ্ট করিয়া ফিরাইয়া আনিল। বৃহদারণ্যক উপনিষদের এই আখ্যায়িকা আমাদিগের প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত। বঙ্গভাষার উন্নতিই আমাদের লক্ষ্য। সমস্ত দিক হইতে চেষ্টা হইলে তবে সে উন্নতি হইবে। আলোচনার বহু বিষয় আছে। সমস্ত বিষয়ের আলোচনা এক সমিতি হইতে একেবারে হওয়া সম্ভবপর নহে। পরিষৎ তাই বলিয়া কোনও বিষয়ে উপেক্ষা করিতেছেন এরূপ মনে করা সঙ্গত নহে। তাঁহার পক্ষে যাহা সম্ভব তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান করেন বলিয়া যে তিনি সাহিত্যচর্চ্চা করিবেন না এরূপ নহে।

অতঃপর সভাপতি মহাশয় রঙ্গপুর পরিষদের সদস্য ও কর্ম্মচারিবৃন্দকে ধন্যবাদ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন যে, দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনাও পরিষদে অধুনা প্রবেশলাভ করিয়াছে। প্রকৃত পক্ষে বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে আমাদিগের চেষ্টা সর্ব্বতোমুখী হওয়াই সমীচীন। একটা ছাড়িয়া আর একটা ধরা নিতান্তই অল্প বুদ্ধিতার পরিচায়ক। মতভেদ সকল কর্ম্মের ব্যাঘাতক হইয়া থাকে। সুতরাং সকলেরই মিলিয়া মিশিয়া যিনি যে বিষয়ে অভিজ্ঞ, সেই বিষয়ে পথপ্রদর্শন করাই উন্নতির মূলমন্ত্র। পরিষদে নানা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতই আছেন ; তাঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে বঙ্গভাষার যুগান্তর উপস্থিত হইবে সন্দেহ নাই। রঙ্গপুরে আসিয়া আমি যাহা প্রত্যক্ষ করিলাম, তাহা কখনই আমার স্মৃতিপথ হইতে অপসারিত হইবে না।

পরিশেষে শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান ব্যপদেশে বলিলেন যে, কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে যে সকল সাহিত্যিক আমাদিগকে সদুপদেশ প্রদানের নিমিত্ত এত কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক এখানে সমাগত হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি বাক্যের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা সম্ভবপর নহে। যাঁহারা কলিকাতায় নিয়ত বহু কর্ম্মে সম্পূর্ণ অবকাশহীন, তাঁহাদের সেই স্থান হইতে বহু ক্ষতিস্বীকারপূর্ব্বক এ স্থানে আগমন বঙ্গভাষার প্রতি অনুরাগের প্রকৃত পরিচায়ক। আমাদের প্রতি তাঁহাদের সহানুভূতিও অকৃত্রিম। স্থানীয় লোকের সাহিত্যচর্চ্চার প্রতি অনুরাগবৃদ্ধিই এ সভার সমস্ত উন্নতির মূলসূত্র। ক্রমেই লোক এ সভার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছে, তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়া আশান্বিত হইয়াছি। দিনাজপুরের অনারেবল কুমার সাহেব স্বয়ং এ সভায় উপস্থিত হইয়া যে উহার অন্যতম নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করিলেন, ইহাতে আমার এই উক্তি সমর্থিত হইবে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্রগণের এইরূপ অনুরাগের দ্বারা সভার গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারিবে। সভার কার্য্যপ্রণালী লইয়া মতভেদ সর্ব্বত্রই হইয়া থাকে; কিন্তু মতভেদ বিবাদে পরিণত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মূল ও শাখাসভার সম্বন্ধ দৃঢ় থাকাই আবশ্যক; সেরূপ থাকিলে মধ্যে মধ্যে যে সকল ঝটিকা প্রবাহিত হইবে, তাহাতে এই বৃক্ষের কখনই পতন হইবে না। অনায়াসে তাহা সহ্য করিতে পারিবে। সভাপতি মহাশয় অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি; তাঁহার গুণ ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আমরা তাঁহার সদুপদেশ লাভ করিয়া বিশেষ আনন্দিত ও উপকৃত হইয়াছি। সভার পক্ষ হইতে এ কারণে আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই ধন্যবাদ প্রদান ব্যপদেশে অনারেবল খান্ বাহাদুর তসলিম উদ্দিন আহাম্মদ বি,এল, মহোদয় বলিলেন যে, বঙ্গভাষার চর্চ্চা যে কেবল হিন্দুদিগেরই কর্ত্তব্য এরূপ নহে; বঙ্গীয় মুসলমান সম্প্রদায়েরও উহা মাতৃভাষা। যাঁহারা এই মাতৃভাষার চর্চ্চা হইতে বিরত হইতে পরামর্শ দেন, তাঁহারা কখনই সদ্বিবেচক নহেন। আমি সানন্দে এই সাহিত্য পরিষদের সভ্য হইতে সম্মত হইতেছি এবং আমার সমধর্ম্মীদিগকে পরিষদের সহিত যোগদান করিয়া মুসলমান-দিগের মধ্যে প্রাচীনকালে আবির্ভূত কবিগণের রচিত গ্রন্থাদির উদ্ধারে যত্নপর হইতে আহ্বান করিতেছি। রঙ্গপুরস্থ মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতেও সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। এই বলিয়া তিনি আপন বক্তব্য শেষ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে একটি সঙ্গীত অন্তে সন্ধ্যা প্রায় সাত ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

দ্বিতীয় দিবস।

২৫ আষাঢ় (১৩১৭) ৯ই জুলাই (১৯১০) শনিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৭ ঘটিকা।

কলিকাতা হইতে সমাগত মূল সভার প্রতিনিধি ও বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সভ্যগণ বেলা ৭ ঘটিকার সময় সভাস্থলে সমবেত হইয়া সাগ্রহে সভাকর্ত্তৃক সংগৃহীত যাবতীয় পুঁথি,

চিত্র মূর্ত্তি, মুদ্রা ও দলিলাদি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সভার সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সহকারিগণ সহ এবং গ্রন্থাদি-রক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল দ্রব্যাদির পরিচয়াদি তাঁহাদিগকে দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ধরিয়া এই পরিদর্শন কার্য্য সম্পাদিত হওয়ার পরে শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ, বি,এল, মহাশয় এই সকল বিভিন্ন সংগ্রহ দর্শনে প্রীত হইয়া সভার উৎসাহী কর্ম্মচারীদিগকে ধন্যবাদ প্রদান-পূর্ব্বক ঐ সকল মূল্যবান নিদর্শন রক্ষোপযোগী একটি মন্দিরের আবশ্যকতা উপস্থিত সভা-মণ্ডলীকে বুঝাইয়া দিলেন এবং বারান্তরে আসিয়া তাঁহারা সেই নূতন মন্দির দেখিয়া যাইবেন এরূপ আশা করিতেছেন বলিলেন। এই পরিদর্শনকার্য্য শেষ হইয়া গেলে উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের নির্ব্বাচিত বিভিন্ন স্থানের সংগ্রাহকগণকে লইয়া গঠিত রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির একটি বৈঠক হইল। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় প্রাচীন গ্রন্থাদি প্রকাশ সম্বন্ধে এই সমিতিকে কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন—প্রাচীন গ্রন্থ মাত্রই যে প্রকাশযোগ্য এরূপ নহে। প্রত্যেক গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বে তাহার গৃহীত বিষয় সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি গ্রন্থের প্রতিপাদিত বিষয়টির সারাংশ মাত্র প্রকাশ করিলেই যথেষ্ট হইতে পারে। এরূপ আলোচনা যতক্ষণ না করা হইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও গ্রন্থকেই উপেক্ষা করিয়া ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। প্রত্যেক গ্রন্থের আলোচনা করাও ধৈর্য্য ও সময় সাপেক্ষ। সংগ্রহ কার্য্য চলিতে থাকুক, গ্রন্থের বিশদ তালিকা প্রস্তুত হউক, তার পর ক্রমে আলোচনাদি হইতে থাকিবে। এই গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির পুরাতন পুঁথি প্রকাশই একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। বিভিন্ন ভাষা হইতে উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদির অনুবাদ ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির পুনঃ প্রকাশেও তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়া কর্ত্তব্য। কিরূপ ভাবে প্রাচীন পুঁথিগুলির তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তিনি আপন বক্তব্য শেষ করিলেন। অতঃপর স্থিরীকৃত হইল যে, আগামী উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে এই গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে কোন রীতি অবলম্বনীয়, তৎসম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা যাইবে, কেননা সেই সময়ে নানা স্থান হইতে সাহিত্যিকগণ সমবেত হইবেন। এইরূপে বৈঠকের কার্য্য বেলা প্রায় দশ ঘটিকার সময় শেষ হইল।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা।

বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত সাহিত্যিক ও মূল সভার প্রতিনিধিগণের সম্বর্দ্ধনার্থ এই সভার উদ্যোগে একটি সান্ধ্য সম্মিলন সংঘটিত হয়। রঙ্গপুর ধাপের ভদ্রলোকদিগের দ্বারা গঠিত উচ্চ অঙ্গের কীর্ত্তন সম্প্রদায় এই সম্মিলনে সুললিত মহাজনের পদাবলী সুরলয়ে গান করিয়া সকলকে বিমোহিত করেন। মধ্যে মধ্যে স্থানীয় ঐক্যতান বাদন ও শাব্দযন্ত্রের দ্বারা সঙ্গীতেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বেলপুকুর-পল্লী-পরিষদের সুযোগ্য সম্পাদক

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের অধিনায়কত্বে কৃষক সম্প্রদায়ের কয়েকজন লোক গ্রাম্য কবি রচিত "ভাওয়াইয়া গান" উচ্চকণ্ঠে গ্রাম্যসুরে গান করিয়াছিল। এই সরল প্রাণোত্থিত গীত কবিত্ব সম্পদে সাহিত্য ভাণ্ডারে উচ্চস্থান অধিকার করিবার যোগ্য। অতঃপর শ্রীযুক্ত রক্ষাচন্দ্র লাহিড়ী মোক্তার মহাশয় রঙ্গপুরী গ্রাম্য ভাষায় একটি হাস্যো-দ্দীপক বক্তৃতা প্রদান করিয়া শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন।

এই সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় এই আনন্দ সম্মিলন কালে কলিকাতা হইতে সমাগত লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র টাকীর সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ মহোদয়কে "শ্রীকণ্ঠ" উপাধি-ভূষিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। চৌধুরী মহাশয়ও বিনয় ও ভক্তির সহিত এই উপাধি গ্রহণ করিলেন। এই প্রকারে পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশন ও তাহার অঙ্গীয় যাব-তীয় কার্য্য সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সমাপ্ত করিয়া প্রতিনিধিগণ রজনী প্রায় সাত ঘটিকার সময়ে বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী।	শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী।
সম্পাদক।	সভাপতি।

ষষ্ঠবর্ষ ১৩১৭ সাল

প্রথম মাসিক অধিবেশন।

স্থান সভার কার্য্যালয়—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা গৃহ।

রবিবার ২৬ আষাঢ় ১৩১৭ সাল; ১০ জুলাই ১৯১০।

সময় অপরাহ্ন ৬॥ টা।

উপস্থিতি।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি

,, দীননাথ বাগ্‌চি বি, এল্,

,, দীননাথ বাগ্‌চি ম্যানেজার বামনডাঙ্গা ছোটতরফ।

,, পূর্ণেন্দুশেখর বাগ্‌চি।

,, আশুতোষ মজুমদার।

,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার কুণ্ডীগোপালপুর।

,, পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ সহকারী সঃ।

,, কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন কবিরাজ।

,, কালীকৃষ্ণ সেন।

,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ, সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত মদনগোপাল নিয়োগী।
,, কৃষ্ণপ্রসাদ চাকী ম্যানেজার বড় মস্থনা।
,, বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
,, ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী।
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি রক্ষক।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মৈত্রেয়।
,, কবিরাজ শরচন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ।
,, শ্রীহেমচন্দ্র সেন।
,, ডাক্তার হরেন্দ্র নারায়ণ ঘোষ।
,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।

,, ক্ষীরোদকুমার বসু ও অন্যান্য বহুব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য বিষয়।

১। পঞ্চমবর্ষ স্থগিত একাদশ মাসিক এবং পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। "আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া" প্রবন্ধের শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্, এম্, এস্, মহাশয়ের লিখিত প্রতিবাদের প্রতিবাদ প্রবন্ধ, শ্রীযুক্ত কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় কর্ত্তৃক পাঠ। ৫। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতে পঞ্চম বার্ষিক স্থগিত একাদশ মাসিক ও পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণী সভার সমক্ষে উপস্থাপিত করা হইল না।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুশেখর বাগ্‌চি। নবাবগঞ্জ, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।	সভাপতি স্বয়ং।
,, রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল, নবাবগঞ্জ রঙ্গপুর।	,, দীননাথ বাগ্‌চি বি, এল,	শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
,, দীননাথ বাগ্‌চি ম্যানেজার বামনডাঙ্গা ছোট তরফ, রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
,, ক্ষীরোদকুমার বসু নবাবগঞ্জ; রঙ্গপুর।	,, মদনগোপাল নিয়োগী	,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়

৩। এই অধিবেশনে কোনও গ্রন্থাদি উপহৃত হয় নাই।

৪। শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী বিদ্যাবিনোদ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার "আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদের প্রতিবাদ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধালোচনা।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন, প্রবন্ধ পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ; কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রতিবাদের ভাষা সংযত নহে। ইহা কঠোরতার মাত্রা অতিক্রম করিয়াছে।

শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগচী বি, এল্ শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্ এবং শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়গণ বলিলেন, সভার নিয়মানুসারে এরূপ প্রবন্ধ পাঠ করিতে দেওয়া অনুচিত। প্রবন্ধের ভাষা অত্যন্ত অসংযত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্ মহাশয় বলিলেন যে, এইরূপ প্রবন্ধ সভায় পাঠ ও পত্রিকায় প্রকাশের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা যেরূপ সুনামের সহিত প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপ প্রবন্ধ উহাতে স্থান পাইলে পত্রিকার আদর কমিয়া যাইবে। কবিরাজ মহাশয় ও ডাক্তার বাবুর যদি কোনও মনোবাদ থাকে, তাহা সাহিত্য পরিষদের ঘাড়ে চাপান ভাল হয় নাই।

শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় বলিলেন, তৃতীয় ব্যক্তির উত্তরে পঠিত প্রতিবাদ ও প্রতিবাদের সহিত মূল প্রবন্ধের বিচারের ভার দেওয়া হউক। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, এ ক্ষেত্রে অন্যের বিচারের ক্ষমতা নাই। প্রতিবাদ-প্রবন্ধ পাঠ পূর্ব্বে স্থগিত করা উচিত ছিল, যখন তাহা করা হয় নাই তখন প্রতিবাদকারীকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। প্রতিবাদের তীব্রতায় কবিরাজ মহাশয় ক্রোধান্ধ হইয়া এই কঠোর সমালোচনা লিখিয়াছেন। এরূপ ক্ষেত্রে প্রতিবাদকর্ত্তা, প্রতিবাদের প্রতিবাদকর্ত্তা যে সভায় প্রতিবাদ পঠিত হয়, সে সভার এবং বর্ত্তমান সভার সভ্য ও সভাপতি সকলেরই দোষ আছে, একক প্রতিবাদের প্রতিবাদকর্ত্তাকে দোষ দিয়া তাঁহার প্রতিবাদ প্রবন্ধ পাঠ বন্ধ করিবার উপায় নাই। সমালোচনার তীব্রতা বাদ দিলে মূলে প্রবন্ধ ও তাহার প্রতিবাদ এবং প্রতিবাদের প্রতিবাদ প্রবন্ধ সমস্তই মূল্যবান্ ও গবেষণাপূর্ণ। ইহার কঠোর অংশ ত্যাগ করিয়া প্রবন্ধত্রয় পত্রিকায় প্রকাশ করিলে আলোচনার পক্ষে আরও সুযোগ হইবে। উভয় পক্ষকেই দোষ দর্শাইয়া সভা হইতে পত্র লেখাও কর্ত্তব্য। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত মৈত্রেয় মহাশয় বলিলেন যে, প্রতিবাদকারী এবং তাহার প্রতিবাদকারী কোনও পক্ষকেই দোষ দেওয়া যায় না। সভার সভ্যগণ উভয় পক্ষের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা না করিয়া দোষের কার্য্য করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, বিবাদের সূত্রপাতের সময় তিনি ছিলেন না। প্রবন্ধালোচনা দ্বারা বহুতত্ত্বাবিষ্কার ও প্রকৃত তথ্যের নিকটবর্ত্তী হওয়া যায়; কিন্তু তৎপ্রতি লক্ষ্য না

করিয়া কে কত তীব্রতা অবলম্বন করিয়া ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতে পারেন, আমরা সাধারণ দর্শকের ন্যায় তাহারই প্রশ্রয় দিয়াছি। ইহা সভ্যতার গণ্ডী হইতে বহু দূরে যাওয়া হইয়াছে, সুতরাং প্রতিবাদকারী ও প্রতিবাদের প্রতিবাদকারীর নিকট প্রকৃত পক্ষে আমরাই দোষ করিয়াছি। প্রথমাবধি সতর্কতা অবলম্বন করিলে আলোচনার এরূপ ব্যাঘাত ঘটিত না। প্রাচীনকাল হইতে ম্যালেরিয়া ভারতে রাজত্ব করিতেছে, ইহার প্রমাণ অথর্ব্ব বেদে তাহার উল্লেখ দেখিয়া স্থির করা যাইতে পারে। এই প্রবন্ধে এইরূপ অনেক বিষয় জানিবার আছে। এইরূপ গুরুতর বিষয়ের আলোচনা ক্ষুদ্র শাখাসাহিত্য পরিষদের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

অতঃপর রজনী নয় ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীঅন্নদাচরণ ভট্টাচার্য্য, বিদ্যালঙ্কার, সহকারী সম্পাদক। শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী সভাপতি।

ষষ্ঠ বর্ষ

দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন।

স্থান সভার কার্য্যালয়—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ।

রবিবার ১৫ শ্রাবণ ১৩১৭, ৩১ জুলাই ১৯১০, সময়—অপরাহ্ণ ৬টা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি।
„ রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, বি,এল, সহকারী সভাপতি।
„ কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি,এল।
„ কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম,এ, বি,এল,
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
„ পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
„ অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ চন্দ্রকান্ত স্মৃতিবিশারদ
„ হরগোপাল দাস কুণ্ডু
শ্রীযুক্ত দীননাথ বাগ্‌চি বি,এল,
„ মদনগোপাল নিয়োগী
„ হেমচন্দ্র সেন
„ ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার
„ কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন
„ চন্দ্রমোহন ঘোষ
„ জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
„ সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সম্পাদক ও অন্যান্য। গ্রন্থাদি রক্ষক।

আলোচ্য বিষয়।

(১) গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ (২) সভ্য নির্ব্বাচন (৩) গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন (৪) প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "দিনাজপুর"।

(৫) গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম,এ, মহাশয়কে এই সভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ। (৬) প্রদর্শন শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি রক্ষক মহাশয় কর্ত্তৃক কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি। (৭) বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। পঞ্চম বার্ষিক স্থগিত একাদশ, পঞ্চম সাম্বৎসরিক এবং ষষ্ঠ বার্ষিক প্রথম অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত ভৈরবগিরি গোস্বামী জমিদার মাহিগঞ্জ, রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু	সম্পাদক
„ যোগেশচন্দ্র সেন ম্যানেজার গোসাই ষ্টেট মাহিগঞ্জ; রঙ্গপুর।	ঐ	ঐ
„ বীরেন্দ্রকিশোর দাস মহন্ত ২য় শিক্ষক মাদলা মধ্য ইংরেজী স্কুল মাদলা পোষ্ট (বগুড়া)	ঐ	ঐ
„ ঈশানচন্দ্র পাল চৌধুরী জমিদার, পোষ্ট, গুণেরবাড়ী, মুক্তাটা, ময়মনসিংহ।	ঐ	ঐ
„ শ্রীনাথ সরকার		
„ রজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য, উকীলের বাড়ী রঙ্গপুর।	জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
„ মেহেরুদ্দীন প্রথম মুনসেফ আদালত, রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর জমিদার রাজগুরু বরিয়া পাকুরিয়া পোষ্ট; রাজসাহী	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঠাকুর	সম্পাদক
„ তারকচন্দ্র মৈত্র; ইটালী বরিয়া পাকুরিয়া পোষ্ট, রাজসাহী	ঐ	ঐ
„ গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পলাপাড়া খাগড়াবাড়ী পোষ্ট চিলাহাটী, রঙ্গপুর	„ বসন্তকুমার লাহিড়ী	ঐ

„ করমতুল্লা চৌধুরী, জমিদার — শ্রীবসন্তকুমার লাহিড়ী — ঐ
বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর
„ সতীশচন্দ্র গোস্বামী মোক্তার — „ শ্রীরাম মৈত্রেয় — ঐ
নওগাঁ পোষ্ট ; রাজসাহী

নিম্নলিখিত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে ধন্যবাদ পুরঃসর গৃহীত হইল।

উপহৃত গ্রন্থের নাম	উপহারদাতৃগণের নাম।
মাধ্যন্দিন শতপথ ব্রাহ্মণ ১ম খণ্ড	শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় এম,এ,
কৃষি-সমাচার	রঙ্গপুর কৃষিসমিতির সম্পাদক।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি লইয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয় তাঁহার "বাঙ্গালা নাটকের জন্মবিবরণ ও তাহার প্রথম পোষ্টা" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ রঙ্গমঞ্চ নামক মাসিক পত্রের ১৩১৭ শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কালীকান্ত বিশ্বাস মহাশয়ের "দিনাজপুর" শীর্ষক প্রবন্ধের অর্দ্ধাংশ এই সভায় সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত হইল।

গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যাপক এবং গৌরীপুর উত্তরবঙ্গ সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম,এ, মহোদয়কে এ সভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণের পূর্ব্বে তৎসম্বন্ধে সভ্যগণের মতামত জানা সভার নিয়মানুসারে আবশ্যক। ইহা যথারীতি বিজ্ঞাপিত করা হয়।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক কয়েকখানি প্রাচীন পুঁথি প্রদর্শিত হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পরে রজনী ৮ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী।
সভাপতি।

ষষ্ঠ বর্ষ

তৃতীয় মাসিক অধিবেশন।

স্থান সভার কার্য্যালয়—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ

রবিবার ১৯ ভাদ্র ১৩১৭ ; ৪ সেপ্টেম্বর ১৯১০।

সময়—অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা।

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি।
" রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি,এল, সহকারী সভাপতি
" পণ্ডিত এককড়ি স্মৃতিতীর্থ, চন্দনপাট
" " যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ
" " যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ
" " ললিতমোহন গোস্বামী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, সহকারী পত্রিকা সম্পাদক
" " অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার, সহকারী সম্পাদক।
" " চন্দ্রকান্ত স্মৃতি-বিশারদ
" কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্য-তীর্থ কবিরঞ্জন।
" " কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল,
" বিধুরঞ্জন লাহিড়ী, এম,এ, বি,এল,

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম,এ, বি, এল,
" রাধারমণ মজুমদার, জমিদার
" লোকনাথ দত্ত, সব্‌ম্যানেজার ; বামনডাঙ্গা বড়তরফ
" দীননাথ বাগ্‌চি, ম্যানেজার ; বামনডাঙ্গা ছোটতরফ
" মদনগোপাল নিয়োগী
" শ্রীশচন্দ্র দাস গুপ্ত
" হেমচন্দ্র সেন,
শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
" মথুরানাথ দে মোক্তার
" হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি-রক্ষক
শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সরকার
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক

ও অন্যান্য বহুব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—(১) শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের "বাঙ্গালা নাটকের জন্মবিবরণ" (২) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের

"গদাধর ভট্টাচার্য্য"। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্ মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত মালদহের পাণ্ডুয়া নামক স্থানে কৃষকের হলমুখে উত্থিত দুইটি অভিনব হিন্দুরাজ-রৌপ্য-মুদ্রা। ৬। শোক প্রকাশ—সাহিত্যরথী স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বিদ্যাসাগর ও পূর্ব্ববঙ্গের নৈয়ায়িকবর গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত মাসিক অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ যথারীতি গৃহীত এবং স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন;—

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত প্রেমচাঁদ ওসওয়াল হাজারী, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট; রঙ্গপুর	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী	সম্পাদক
„ হেমন্তকুমার মুস্তফী গছাহার, সৈয়দপুর পোষ্ট; রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ ভজেতুল্লা সরকার ছইল বিদ্যালয়, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট; রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ নহরউদ্দীন সরকার হাজারী, শ্যামগঞ্জ পোষ্ট; রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ ভোলানাথ সরকার চাপড়া সরঞ্জামী বিদ্যালয়, দরওয়ানী পোষ্ট; রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ জামাল উদ্দীন সরকার ঝাড়ুয়া বেলপুকুর, শ্যামগঞ্জ; রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ হরনাথ দাস কানিয়াল খাতা নীলফামারী; রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ মনিরুদ্দীন চৌধুরী বেলপুকুর, সৈয়দপুর পোষ্ট; রঙ্গপুর	ঐ	ঐ
„ হরেন্দ্রনারায়ণ সরকার কাকিনা পোষ্ট; রঙ্গপুর	সম্পাদক	শ্রীজগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
„ লক্ষ্মীনারায়ণ কবিভূষণ গোপালরায়, কাকিনা; রঙ্গপুর	শশিমোহন অধিকারী	সম্পাদক

শ্রীযুক্ত অধ্যাপক বিনয়মোহন সেহানবীশ লাহোর; পঞ্জাব	শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	ঐ
,, বিপিনমোহন সেহানবীশ স্পেশাল সব্‌রেজিষ্ট্রার খুলনা	ঐ	ঐ
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ, কটক কলেজ; কটক	শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন	সম্পাদক

ইতিমধ্যে এই সভার সম্পাদক মহাশয় দিনাজপুরাধিপতি অনারেবল মহারাজা শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই এই সভার সভ্যপদ গ্রহণে ইচ্ছুক আছেন জানিয়া তাঁহাদিগকে সভার সভ্যরূপে গ্রহণ জন্য প্রস্তাব করিলেন। এই প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত হইয়া তাঁহাদিগকে সভ্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক যাহাতে তাঁহারা এই সভায় বিশেষ সাহায্য করেন তজ্জন্য আবেদন পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

অতঃপর সভ্যগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র উপস্থাপিত করিয়া সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপিত করিলেন যে, গৌহাটী কটন কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যা-বিনোদ এম, এ মহোদয়কে এই সভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণার্থ সমস্ত সভ্যই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। উপস্থিত সভ্যগণেরও ইহাতে সম্মতি আছে; অতএব তাঁহাকে সর্ব্বসম্মতিতে এই সভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে গ্রহণ পূর্ব্বক সভার গৌরব বৃদ্ধি করা হউক। তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সহকারী সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে সর্ব্ব সম্মতিতে পরিগৃহীত হইয়া তিনি সভার বিশিষ্ট সভ্যরূপে গৃহীত হইলেন।

ধন্যবাদ পুরঃসর নিম্নলিখিত গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

উপহৃত গ্রন্থের নাম	উপহারদাতার নাম
গোপীচাঁদ ভরতরী	শ্রীযুক্ত তিলকচাঁদ ওসওয়াল
পুরাণ দর্শন সূত্র উপক্রমণিকা	প্রকাশক (কাশীধাম)

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বরেন্দ্র ভূমিতে এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত যাবতীয় শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদির চিত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাদের যথাসম্ভব বিশুদ্ধপাঠ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রস্তাব করিয়া একপত্র লিখিয়াছেন এবং সম্প্রতি দিনাজপুর জেলার পত্নীতলা থানার বাদাল নামক গ্রামের গরুড়স্তম্ভলিপির চিত্রসহ পাঠ প্রেরণ করিয়াছেন। এই লেখমালা পত্রিকায় প্রকাশার্থ গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির উপরে ভার দিয়া বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির অনুষ্ঠাতৃবর্গকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার রচিত "গদাধর ভট্টাচার্য্য" শীর্ষক

প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ যথাসময়ে পত্রিকায় প্রকাশের ভার গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির উপরে প্রদত্ত হইল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের "বাঙ্গালা নাটকের জন্মবিবরণ" প্রবন্ধটি পূর্ব্ব অধিবেশনেই পঠিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় মালদহ হইতে প্রাপ্ত দুইটি মুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক ঐ মুদ্রাসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্‌ মহাশয়দ্বয়ের লিখিত বিবরণ পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত রাধেশচন্দ্র শেঠ বি, এল্‌ মহাশয়েরর বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই মুদ্রা দুইটি পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জেদের উত্তর পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে একজন সাঁওতাল কৃষকের হলমুখে উত্থিত হয়। কৃষক তাহা গাজোল হাটে বিক্রয়ার্থ লইয়া গেলে পুরাতন মালদহের একজন দোকানদার খরিদ করে। "গৌড়দূত" নামক মালদহ হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা মহাশয় তাহার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া শেঠ মহাশয়কে প্রদান করেন। শেঠ মহাশয়ের মতে ইহা একটি মূল্যবান আবিষ্কার। বঙ্গ..পির বহু প্রাচীনত্ব এবং আদিম আকার এই মুদ্রাদ্বয় হইতে প্রমাণিত হইতেছে। তাঁহার বিবরণে এতৎসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পূর্ব্বক তাহাদের পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছেন, তদ্‌যথা,—

এই রজতমুদ্রা দুইটি গোলাকার ও ছাঁচে ঢালা; ওজন ও আকার দুইটির এক নহে। একটিতে দনুজমর্দ্দন দেবের এবং অপরটিতে মহেন্দ্র দেবের নামোল্লেখ আছে। দনুজমর্দ্দন দেবের নামাঙ্কিত মুদ্রার ওজন ১৬৭ গ্রেণ, পরিধি ৩. ইঞ্চি; এবং মহেন্দ্র দেবের নামাঙ্কিত মুদ্রার ওজন ১৭০ গ্রেণ পরিধি ৩½ ইঞ্চি। মহেন্দ্র দেবের মুদ্রার বর্ণমালা বেশ স্পষ্ট, দনুজ-মর্দ্দনের মুদ্রার অক্ষর অস্পষ্ট। মুদ্রা দুইটিরই একপার্শ্বে

"শ্রীচণ্ডী

চরণ প

রায়ণ"

এই কয়েকটি অক্ষর চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যে লিখিত আছে। "শ্রীচণ্ডী" শব্দটির উপরি-স্থিত বৃত্তচাপাকৃতি কোষ্ঠে ক্ষুদ্রাকৃতি মুদ্রাটিতে "পাণ্ড" দক্ষিণ পার্শ্বস্থিত কোষ্ঠে "নগর" নিম্নে "শ" এর অংশ ও "কাব্দা" এবং তৎপর একটি সংখ্যা আছে। অপর মুদ্রাটির চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের "রায়ণ" কথাটির নিম্নে "পা" এবং শেষাংশ ও "ণ্ড", বাম পার্শ্বে "নগর" উপরে অস্পষ্ট ও আংশিকভাবে শকাব্দা ও দক্ষিণ পার্শ্বে একটি সংখ্যা আছে। ক্ষুদ্রাকৃতি মুদ্রাটির অপর পৃষ্ঠে—

শ্রীমহেন্দ্র

দেবস্ত"

বিশদভাবে এবং অপর মুদ্রাটির তৎস্থানে—

মুজ মর্দ্দি

০। দেব"

লিখিত আছে। তৎপরে এই পাণ্ডু নগরের অবস্থানাদির আলোচনা করিয়া রাজাদ্বয়ের ও তাঁহাদের সময়ের আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার মতে দনুজমর্দ্দন নামাঙ্কিত মুদ্রায় ২৩৯ শক এবং মহেন্দ্রদেব নামাঙ্কিত মুদ্রায় ৩৩৮ শক লিখিত আছে। সহজ চক্ষেও প্রথমোক্ত মুদ্রা শেষোক্ত মুদ্রা হইতে প্রাচীনতর বলিয়া অনুমান হয়। এই মুদ্রাদ্বয়ের লিখিত শকাঙ্ক হইতে বেশ জানিতে পারা যায় যে, পাণ্ডুনগর নামক একটি রাজধানী ষোলশত বর্ষ পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গে বিদ্যমান ছিল। বঙ্গলিপি ইহার দুই তিন শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ছিল অনুমান করিলেও তাহাকে দুই সহস্র বর্ষ বয়স্ক বলা যাইতে পারে। এই বিবরণ মুদ্রা-চিত্রসহ রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশার্থ গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির উপরে ভার দেওয়া হইল।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় শেঠ মহাশয়ের নিকট হইতেই মুদ্রা গ্রহণ পূর্ব্বক যে বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাতে তিনি দনুজমর্দ্দন নামাঙ্কিত মুদ্রার শক ৬৩৯ এবং মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার শক ৬৩৬ অনুমান করেন। ত্রিসংখ্যায় যে শকাব্দাটি লিখিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে উভয়েরই একমত। চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদ্রায় লিখিত পাণ্ডুনগর পাঠ দৃষ্টে অনুমান করেন যে, পাণ্ডুয়ার প্রাচীন নাম পুণ্ড্রবর্দ্ধন। পাণ্ডুশব্দের নামানুসারে উহাকে পাণ্ডুনগরও বলা হইত। পুণ্ড্রবর্দ্ধনের স্থান নির্দ্দেশ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সমাজে অনেক বাদ-বিতণ্ডা চলিতেছে। এরূপ মুদ্রা আরও আবিষ্কৃত হইলে পুণ্ড্রবর্দ্ধন সংক্রান্ত বিতণ্ডার সত্বর অবসান হইবে। এই বিবরণটিও পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

অতঃপর স্বর্গীয় সাহিত্যরথী স্বনামধন্য রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণে এই সভার পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশক একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, বঙ্গসাহিত্যিকদিগের অগ্রণী স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচারিত বঙ্গদর্শন এবং কালীপ্রসন্ন প্রচারিত বান্ধব এই দুইখানি পত্রিকা হইতেই বাঙ্গালা ভাষার আদর্শ নির্ণীত হইয়াছে। তাঁহার সুচিন্তিত গভীর ভাবপূর্ণ প্রবন্ধাবলী বঙ্গভাষার অলঙ্কার স্বরূপ হইয়াছে। এই প্রবন্ধমালায় গৃহীতভাব কোনও বিষয় বিশেষে আবদ্ধ না থাকিয়া সার্ব্বজনীন বিষয়ে বিচ্ছুরিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা তাঁহার চিন্তাশক্তির সীমা কত বিস্তৃত ছিল তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল প্রবন্ধ যে কেবল গভীর ভাবপূর্ণ এরূপ নহে; গভীরতার সহিত কৌতুকও মিশ্রিত ছিল। কিন্তু এই কৌতুক-গুলি নিরর্থক বা ভাবশূন্য নহে। আবার ভক্তির দিক দিয়াও তাঁহার প্রতিভা কম

স্ফুরিত হয় নাই। বালকোচিত সরলভক্তি লইয়া তিনি "মা না মহাশক্তি" "হরিদাসসাধু" গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আবার পারলৌকিক বিষয় লইয়াও তাঁহার চিন্তার পরিচয় "ছায়াদর্শনে" আমরা দেখিতে পাই। সাহিত্যিক ও সাংসারিকের মধ্যে আমরা অনেক স্থলেই বিরোধ দেখিতে পাই; কিন্তু এই প্রগাঢ় সাহিত্যিক একটা প্রকাণ্ড রাজ্যশাসন ভার দক্ষতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিখ্যাত ভাওয়াল রাজ্য ইঁহার দ্বারা সুশাসিত ও উন্নত হইয়াছে। ইংলণ্ড হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যিক প্রতিভা যেরূপ তিরোহিত হইয়াছে, বঙ্গ হইতেও ধীরে ধীরে প্রবীণ সাহিত্যিকগণের অভাবে সেই প্রতিভা অস্তমিত হইল। প্রবীণ সাহিত্যিকগণের মধ্যে এক্ষণে কেবল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার সরকার মহাশয়ই অবশিষ্ট রহিলেন। বঙ্গের ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্য।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সহকারী সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, ঢাকা সারস্বত সমাজের তিনি অবলম্বনস্বরূপ ছিলেন। সম্প্রতি সেখানে তাঁহারই যত্নে একটি বঙ্গসাহিত্য সমাজেরও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই উভয় সমাজেরই অশেষ ক্ষতি হইল। তাঁহার কৃতিত্বে সারস্বত সমাজ বঙ্গে সংস্কৃত ভাষার চর্চায় অগ্রণী হইয়াছিল। এইরূপ ব্যক্ত করিয়া শ্রীযুক্ত লাহিড়ী মহাশয়ের উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করিলে নীরবে ও সসম্মানে তাহা গৃহীত এবং তাঁহার পরিবারবর্গের নিকটে সমবেদনা জ্ঞাপক পত্র পাঠাইবার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপর অর্পিত হইল।

পূর্ব্ববঙ্গের নৈয়ায়িকবর পণ্ডিত গঙ্গাচরণ ন্যায়রত্ন মহাশয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশক প্রস্তাব উত্থাপনপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলিলেন যে, ন্যায়রত্ন মহাশয় পূর্ব্ববঙ্গ সারস্বত সমাজের অন্যতর সভাপতি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী প্রগাঢ় ন্যায়ের পণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে আর ছিল না। কেবল ন্যায়শাস্ত্রে নহে, দর্শনাদি সর্ব্বশাস্ত্রে তাঁহার অধিকার ছিল। বিশেষতঃ তন্ত্রশাস্ত্রে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার অভাবে তন্ত্র শাস্ত্রালোচনার পক্ষে যে অভাব হইল তাহা সুদূর ভবিষ্যতেও পূর্ণ হইবে না। বারাণসী ধামে ন্যায়ের বিচারে তিনি বঙ্গের মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন। ফরিদপুর জেলার মহীসার গ্রামে তাঁহার বাসস্থান ছিল, এইস্থান হইতে ঢাকা বিক্রমপুরে কোনও আত্মীয়ের বাটীতে আসিয়া তিনি পীড়িত হইয়া ১৪ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ তারিখে হঠাৎ প্রাণত্যাগ করেন। ইঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিরল। বিচারস্থলে কখনও কেহ তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি দেখিতে পায় নাই। ইঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরনাথ ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় অধুনা ব্যাকরণের অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইয়া সমবেদনা জ্ঞাপক পত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইল।

এই সময় শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন সভার কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয় আর একটি শোক-বার্ত্তা

সভার গোচর করিলেন। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের প্রধান অধ্যাপক স্বর্গীয় বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে এ প্রদেশের অধ্যয়নশীল ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের অশেষ ক্ষতির কারণ হইল। এই মহাত্মারই উদ্যোগে ময়মনসিংহ কলেজভবন নির্ম্মিত হইয়া তাহা উন্নতির চরমসীমায় গমন করিতে পারিয়াছিল। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের প্রধান অধ্যাপকের কাজ ত্যাগ করিয়া ইনি ময়মনসিংহে আগমন করেন। ময়মনসিংহ জেলার চরপাড়া গ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। এই মৃত মহাত্মার পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকটে সভা হইতে সময়োপযোগী পত্র প্রেরণ আবশ্যক। তাঁহার এই প্রস্তাব শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় কর্ত্তৃক সমর্থিত হইলে গৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয় পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করিতে বলিলে শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাসকুণ্ডু মহাশয় বলিলেন যে নিষিন্দা গ্রামে স্বর্গীয় পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য্যের মাতুলগ্রাম। এই গ্রামে প্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীরও বাসস্থান ছিল। এই ভাদুড়ীবংশের সহিত গদাধরের কোনও সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা অনুসন্ধান করিলে ভাল হয়।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে—এই সভার সহিত সংসৃষ্ট হওয়া অবধি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজের অধ্যাপকদিগের জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পূর্ব্বে তিনি স্মার্ত্তের সময় নিরূপণের চেষ্টা করিয়া বিশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। পরে স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়ের জীবনী লিখিয়াছেন; অধুনা উত্তরবঙ্গের গৌরবস্বরূপ আর একটি জীবনী আলোচনা করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। ইঁহার চেষ্টায় পণ্ডিত সমাজের একটা ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আমরা জানিতে পারিব এরূপ আশা করিতে পারি। পণ্ডিত মহাশয় এ সভার অগণ্য ধন্যবাদের পাত্র।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে স্বর্গীয় গদাধর ভট্টাচার্য্যের উত্তরবংশীয়েরা রঙ্গপুর কালেক্টরিতে তাঁহাদের ভূসম্পত্তি আছে কিনা তাহার একবার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; সেই সম্পর্কে একখানি পত্রও তাঁহার কাছে ছিল কিন্তু এপর্য্যন্ত খুঁজিয়া পান নাই। যদি পান তাহা প্রকাশিত হইলে তাঁহার বাসস্থান নির্ণয়ের পক্ষে আর কোনও সন্দেহ থাকিবে না। লেখককে ধন্যবাদ দিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পরে রজনী ৮ ঘটিকার সময় সভাভঙ্গ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
সভাপতি।

ষষ্ঠ বর্ষ ১৩১৭

চতুর্থ মাসিক অধিবেশন।

৮ আশ্বিন ১৩১৭ ; ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯১০।

স্থান সভার কার্য্যালয়—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ।

রবিবার অপরাহ্ণ ৬টা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতি।
,, পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সহকারী সভাপতি।
,, পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল পত্রিকা-সম্পাদক।
,, কালীকৃষ্ণ গোস্বামী বিদ্যারত্ন এম, এ, বি, এল্
,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল্
,, দীননাথ বাগ্‌চি বি, এল্
,, মদনগোপাল নিয়োগী
,, সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এল্
,, ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী
,, পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায়কবিরঞ্জন
হরগোপাল দাসকুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক
লোকনাথ দত্ত
শ্রীযুক্ত কালীনাথ চক্রবর্ত্তী বি, এল্
,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্ এ, বি, এল্
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্
,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী
,, জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র সেন
,, হেমচন্দ্র সেন কার্য্যাধ্যক্ষ
,, ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল্ এম্ এস
,, যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ
,, উদয়কান্ত ভট্টাচার্য্য
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাধিরক্ষক
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক
ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ মহাশয়ের সচিত্র "আসামী কামান"।

(খ) শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের সচিত্র "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন"। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়ের সংগৃহীত গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত রঞ্জিত

ইষ্টকাদি ও মজুমনগরে প্রাপ্ত তাম্রময় বিষ্ণুমূর্ত্তি। ৬। শোকপ্রকাশ—উত্তরবঙ্গের কবি রজনীকান্ত সেন বি, এল মহাশয়ের মৃত্যুতে। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথাবিধি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া এ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম—	প্রস্তাবক—	সমর্থক
শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বামাচরণ ন্যায়াচার্য্য কুইন্স কলেজ, বেনারস সিটি, জাহ্নবী চৌধুরাণীর বাড়ী	শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন	সম্পাদক
,, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদক সাহিত্য সমিতি নবগ্রাম, হেমনগর পোষ্ট, ময়মনসিংহ	সম্পাদক	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
,, শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আর্টিষ্ট কুলাঘাট পোষ্ট, রঙ্গপুর	,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ	সম্পাদক
,, অক্ষয়কুমার পাল নীলফামারী মুন্সেফকোর্ট পোষ্ট নীলফামারী, রঙ্গপুর	কালিদাস চট্টোপাধ্যায়	

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি উপহার ধন্যবাদ পুরঃসর গৃহীত হইল।

উপহার দ্রব্যাদি	উপহারদাতার নাম—
(১) সজীব বৃক্ষ (মৃতাবস্থায়) কাচাধারে রক্ষিত	শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী এম, আর্ এ, এস কুণ্ডীর জমিদার।
(২) ধাতুময় বিষ্ণুমূর্ত্তি, প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত নানাবিধ রঞ্জিত ইষ্টকের নমুনা, মৃন্ময় গুলি, কারুকার্য্যের ছাপ ইত্যাদি বহুমূল্যবান ঐতিহাসিক ও প্রাচীন শিল্প নিদর্শন।	শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত। ভোলাহাট, মালদহ।

৪। শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়, শ্রীযুক্ত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্ এ, মহাশয়ের "আসামী কামান" প্রবন্ধ পাঠ এবং গৌরীপুর রাজবাড়ী, ভাগলপুর ও কলিকাতাস্থিত ইণ্ডিয়ান্ মিউজিয়মে রক্ষিত আসাম রাজগণের কামানের গৃহীত আলোক চিত্র সভ্যগণকে প্রদর্শন করিলেন। সচিত্র এই প্রবন্ধ রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকা-

শের ভার গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির উপরে অর্পিত, সঙ্কলনকর্ত্তাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় তাঁহার স্বরচিত "পৌণ্ড্রবর্দ্ধন" প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। কুণ্ডু মহাশয় একাল পর্য্যন্ত বগুড়ায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে তাহারই সমাবেশ করিয়াছেন। বগুড়া সাহিত্য-সম্মিলনের সময়ে স্কন্দ মন্দিরের আবিষ্কৃত প্রস্তর সোপানাবলীর যে চিত্র গৃহীত হইয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে প্রদর্শন করিলেন। এই প্রবন্ধটি ১৩১৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের (৪র্থ সংখ্যা) ঐতিহাসিক চিত্রে মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রবন্ধ পাঠের প্রাক্কালে এই সভার স্থায়ী সভাপতি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় সভায় আগমন পূর্ব্বক স্বীয় আসন অধিকার করেন। তিনি পঠিত প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিলেন,—

হিন্দুরাজগণ বহুপূর্ব্ব হইতেই কামানের ব্যবহার জানিতেন। পুরাণাদি গ্রন্থে যে বজ্রের উল্লেখ আছে, তাহা কামান অপেক্ষা ভীষণতর হইলেও কামান নহে। এখনও তদ্রূপ কোনও অস্ত্র আবিষ্কার হয় নাই। বীরবর দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার ভারতবর্ষে আসিয়া আরিষ্টটেল্কে ভারতীয় যুদ্ধরীতি সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তৎপাঠে তখনও যে ভারতে কামানের অস্তিত্ব ছিল তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। আহোম রাজগণ কামানের ব্যবহার করিতেন তাহার জলন্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত কামান গুলিই দিতেছে। শ্রীমান্ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই বিষয়ে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলিলেন যে, যদিও একদল সাহিত্যিক "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের" অবস্থান মালদহের নিকটবর্ত্তী পাণ্ডুয়ায় নির্ণয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন এবং নানা প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে তিনি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না; এবং লেখকের সহিত পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান বগুড়াতে স্থাপন সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ একমত হইয়াছেন।

৫। অতঃপর নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি কৌতূহলাক্রান্ত সভ্যগণ সমক্ষে সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইল।

(ক) শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক গভর্ণমেন্টের মৎস্য বিভাগ হইতে বঙ্গসাগরে ধৃত মাংসভুক্ বৃক্ষ। (মৃতাবস্থায়)

(খ) উক্ত রায়চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত গুপ্ত রাজগণের একটি স্বর্ণ মুদ্রা। অতঃপর ইহার পাঠোদ্ধারের ব্যবস্থা করা যাইবে।

(গ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়-কর্ত্তৃক সংগৃহীত মজুমনগরের ধাতুময় বিষ্ণুমূর্ত্তি। মালদহ পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী মজুমনগর নামক স্থানে জনৈক সাঁওতাল কৃষকের হলমুখে এইমূর্ত্তি উত্থিত হইয়াছিল। এই বিষ্ণুমূর্ত্তির উচ্চতা ৬ ইঞ্চ মাত্র। ক্ষুদ্র হইলেও ইহার শিল্পনৈপুণ্য অতুলনীয়। মূর্ত্তির বেশভূষা ও বস্ত্র পরিধানের ভঙ্গী দেখিলে ইহাকে দ্রাবিড়ীয় শিল্পিগণের

শিল্পজাত বলিয়া বোধ হয়। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে তাঁহাদের বাসস্থানের শিল্পনৈপুণ্য বরেন্দ্রভূমে প্রবেশ করা বিচিত্র নহে। তদানীন্তন বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সমাজে এই প্রকারের বিষ্ণু-মূর্ত্তির আরাধনা তাঁহারাই প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। ঠিক এই প্রকারের বহু প্রস্তরময় বিষ্ণুমূর্ত্তি বরেন্দ্রভূমের নানাস্থানে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

(ঘ) শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয় কর্ত্তৃক প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগৃহীত নিম্নলিখিত রঞ্জিত ইষ্টকাদি প্রদর্শিত হইল। গৌড়ীয় অতীত শিল্পকলার এই সকল উজ্জ্বল নিদর্শন সভ্যগণের মানসপটে যুগপৎ হর্ষ ও বিষাদের ভাব আনয়ন করিয়াছিল। সংগ্রহ-কর্ত্তাকে এই সকল অমূল্য নিদর্শন সংগ্রহ পূর্ব্বক রঙ্গপুর পরিষদে উপহার প্রদান জন্য সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করা হইল।

প্রদর্শিত দ্রব্য তালিকা।

গৌড় ও পাণ্ডুয়ার ইষ্টকের নমুনা।

১। নূরকুতবে আলমের সোফি থানার পশ্চাৎ ভাগে 'রাণীমহল' বা বেগমমহলের গৃহের মেজের পাটাতন। এনামেল টাইল।

২। ... ... প্রস্তর।

৩। আদীনা মসজেদের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকস্থিত "রাহুট বাঁকে" প্রাপ্ত। এনামেল টাইল।

৪। পাণ্ডুয়ায় "একলাখী" নামক মন্দিরের বহির্ভাগের পার্শ্বস্থ খোদিত ইষ্টক।

৫। ফুটি মস্‌জেদ হইতে প্রাপ্ত খোদিত ইষ্টক। (২ খানি)

৬। বড় সাগর দীঘির সন্নিকটস্থ ঝনঝনিয়া মসজেদের নিকটবর্ত্তী আখিসিরাজ উদ্দিনের সমাধি গৃহের "খোদিত ইষ্টক"।

৭। বাইশ গজী নামক প্রাচীর বেষ্টিত "বেগমমহলের" এনামেল টাইল। (৩ খানি)।

৮। ঐ দেওয়ান খানার এনামেল টাইল (৮ খানা)।

৯। বাইশ গজীর (পশ্চিম গঙ্গাতীরে) বাদসাহী আমলে বারেণ্ডার ছাউনী এনামেল খোলায় ভগ্নাংশ। (৪ খানা)।

১০। বাইশ গজীর পশ্চিমস্থ "ঠাকুর বাড়ী" নামক স্থানের এনামেল টাইল (৪ খানা)।

১১। গৌড়ের অন্যান্য স্থানের এনামেল টাইল। (৫ খানা)।

১২। রাজপ্রাসাদের পার্শ্ববর্ত্তী "শানকীভাঙ্গা" নামক স্থানে যথেষ্ট চিনেমাটির বাসনের ভগ্নাংশ পতিত আছে তথা হইতে প্রাপ্ত।

১৩। এনামেল করা হাঁড়ী বা ঐ প্রকারের কোন পদার্থের অংশ। (১ খানা)।

১৪। এনামেল করা ডিস্‌ বা হাঁড়ীর অংশ (কানা)।

গৌড়।

১৫। দ্বারবাসিনীতে প্রাপ্ত বৃহৎ একখণ্ড গালার কিয়দংশ।

১৬। মৃত্তিকা নির্ম্মিত গুলির ভগ্ন ও অভগ্ন তুইটী।

১৭। গুয়া মালতী হইতে পিরামিডাকার মৃত্তিকার ১টা দ্রব্য।

১৮। "লোহাগড়" নামক স্থানের প্রস্তর সংযোগ পদার্থের নমুনা।

শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল, মহাশয় প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন যে উত্তরবঙ্গের গৌরবস্বরূপ কবিবর রজনীকান্ত সেন মহাশয়ের অকাল মৃত্যুতে এ সভার পক্ষ হইতে শোকপ্রকাশ করা হউক। এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলিলেন যে বিগত বর্ষে কবিবর রঙ্গপুরে শুভাগমন করিয়া তাঁহারই গৃহে স্বরচিত সঙ্গীতের দ্বারা রঙ্গপুরবাসীর চিত্ত-বিনোদন করিয়াছিলেন। তখনও কেহ জানিত না যে এত সত্বরেই তাঁহাকে হারাইতে হইবে। সমগ্র বঙ্গের বিশেষতঃ উত্তরবঙ্গের নিতান্ত তুর্ভাগ্য যে এরূপ একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইতে হইল।

এই প্রস্তাব সমর্থন কালে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে রজনীকান্ত কবিতার ভিতর দিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কাছে পরিচিত। এই পরিচয় ছাড়া অন্য ভাবেও তাঁহার সহিত বক্তার পরিচয় ছিল। তিনি রসজ্ঞ ছিলেন। দেশের গৃহে গৃহে তাঁহার নানা রসে সিক্ত গান চিরকাল থাকিবে ও তিনিও অমর হইয়া থাকিবেন। অন্তিম কালের পূর্ব্বে মেডিকেল কলেজে বসিয়া তিনি যে আত্মসমর্পণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা ভারতীয় কবির পক্ষেই সম্ভবপর ; অন্যদেশে বিরল। সমাজ সংস্কার কল্পে তাঁহার গানে তিনি যেরূপ তীব্র ও হাস্যরসের অবতারণা করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তিরসেও তাঁহার গান সরস হইয়া ধর্ম্মপ্রাণতারও উজ্জ্বল ছবি ফুটাইয়া দিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ড মহাশয় বলিলেন এরূপ সর্ব্বরসজ্ঞ সুকবি একালে বঙ্গে আর জন্মগ্রহণ করে নাই।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে যোগদানার্থ তিনি তুইবার আহুত হইয়াছিলেন ; কিন্তু তুর্ভাগ্যের বিষয় তিনি তুইবারেই পীড়িত থাকায় আগমন করিতে পারেন নাই বলিয়া কতই তুঃখপ্রকাশ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। বিগত গৌরীপুর সম্মিলনের সময়ে তিনি কঠিন কণ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া মেডিকেল কলেজে অবস্থান করিতেছিলেন। হঠাৎ বিগত বর্ষে রঙ্গপুরে আসিয়া তিনি অত্যল্পকাল অবস্থান পূর্ব্বক চলিয়া যাওয়ায় রঙ্গপুর পরিষদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করারও সুযোগ ঘটে নাই। ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে ?

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, রজনীকান্তের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় রাজসাহীতেই হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় তখন মহাড়ম্বরে "অভিজ্ঞান শকুন্তল" অভিনয় করার উদ্যোগ করিতেছিলেন। উহার প্রথম অঙ্কের নটীর গানটির অনেকেই অনেক সুর দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা শ্রুতিমধুর হয় নাই, শেষে রজনীকান্ত যে সুরে উহা গান করিলেন, ইতাহা প্রকৃত সুর বলিয়া মনে হইয়াছিল। তুর্ভাগ্যবশতঃ

রজনীকান্ত যখন রঙ্গপুরে আগমন করেন, তখন তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন যে, রজনীকান্তের "অমৃতে" কবিবর রবীন্দ্রনাথের "কণিকা"র ছায়া স্পর্শ করিয়াছে। "ভারতী" সম্পাদিকা অত্যধিক ভ্রাতৃস্নেহ বশতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছায়া রজনীকান্তের রচিত "অমৃতে" দেখিয়া মুগ্ধা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু আর কেহ হয় নাই। তাঁহাকে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। স্বভাব কবি রজনীকান্ত কি অলঙ্কার ঝঙ্কারে, কি শব্দবিন্যাসে, কি ভাব সন্নিবেশে অদ্বিতীয় ছিলেন। ইঁহার পিতা গুরুপ্রসাদ সেন রঙ্গপুরের সব্‌জজ্ ছিলেন। সে সময়ে বক্তার-সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইয়াছিল। সেন মহাশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ ও ব্রাহ্মণভক্ত ছিলেন। বিদ্যাপতির ছন্দ লইয়া কীর্ত্তনের সুরে গান রচনা করিতেন। তাঁহার একটি গানের ভাব মাত্র তাঁহার মনে আছে যথা,—"চঞ্চলা চপলা যখন চমকাইয়া অদৃশ্য হয়, তখন জলধর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠে।" এরূপ ভাব-সমৃদ্ধ কবিতা খুবই কম শুনিয়াছি। সৌভাগ্যগুণে এরূপ কবির পুত্রও বঙ্গবিশ্রুত কবি হইয়া জন্মিয়াছিলেন। আবার এই বংশে অম্বুজাসুন্দরীও জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্ব সম্পদে সমৃদ্ধা হইয়াছেন। বৈদ্যদিগের কবিরাজ উপাধির সার্থকতা আছে। অধিকাংশ পদাবলী-রচয়িতা বৈদ্যবংশ সম্ভূত। সাধকশ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদও বৈদ্যবংশাবতংস। চৈতন্য ভাগবত-রচয়িতা কৃষ্ণদাসের কবিরাজ উপাধি ছিল। বঙ্গ নরপতি লক্ষ্মণ সেনের সভাধিষ্ঠিত উমাপতি ধরও বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। রজনীকান্তের অকাল বিয়োগে বঙ্গভাষার সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। এই শোকপ্রকাশক প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিতে নীরবে গৃহীত হইল।

সম্পাদক মহাশয় এই সভার সভ্য মুন্সী মহম্মদ এস্‌মাইলের মৃত্যু সংবাদ সভায় ঘোষণা করিলেন।

অতঃপর রজনী সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী,
সম্পাদক।

শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী,
সভাপতি।

ষষ্ঠ বর্ষ।

পঞ্চম মাসিক অধিবেশন।

৪ঠা অগ্রহায়ণ—১৩১৭; ২০ নবেম্বর ১৯১০।

রবিবার—অপরাহ্ণ ৫॥০ টা।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ সভাপতি।
" বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল্।
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ সহকারী সম্পাদক।
" পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণপুরাণতীর্থ সহকারীপত্রিকা সম্পাদক
" অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।
" রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
" হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী পত্রিকাসম্পাদক।
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
" কেদার নাথ বাক্‌চি ম্যানেজার
শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত।
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি-রক্ষক।
" মদন গোপাল নিয়োগী।
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ এম এ মহাশয়ের "পরশুরাম কুণ্ড"। ৫। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র ঠাকুর রাজগুরু মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত নাটোরের রাণী ভবানীর নির্ম্মিত মন্দির অভ্যন্তরস্থ ৺ভবানী মাতার এবং আসাম গারো পর্ব্বতে প্রাপ্ত অভিনব অক্ষরে লিখিত কারুকার্য্যময় একখানি অতি প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির পৃষ্ঠাদ্বয়ের আলোক চিত্র। ৬। পাটনা কলেজের অধ্যাপক প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজসাহীর অধিবাসী শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ মহাশয়ের মালদহ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ সংবাদ। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম—	প্রস্তাবক—	সমর্থক
শ্রীযুক্ত মৌলবী চয়েন উদ্দীন আহম্মদ এম, এ ডেপুটী কালেক্টর, রঙ্গপুর।	সম্পাদক	সভাপতি
শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্,এ, বি,এল. রঙ্গপুর (দ্বিতীয়বার)	শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়।	অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার। সহকারী সম্পাদক।
,, কামিনী মোহন বাগ্‌চি জমিদার। বরিয়া পোষ্ট ; রাজসাহী।	শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ঠাকুর রাজগুরু	সম্পাদক।
,, প্রিয়নাথ লাহিড়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। কাকিনারাজ, কাকিনা পোষ্ট ; রঙ্গপুর।	পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার	সম্পাদক
,, প্রসন্নকুমার দাস ড্রইং মাষ্টার জানকী বল্লভ মঃ ইং স্কুল মাহিগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।	হরগোপাল দাস কুণ্ডু	গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর কতকগুলি গ্রন্থ সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

৪। শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের রচিত "পরশুরামকুণ্ড" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। এই প্রবন্ধ গ্রন্থ ও পত্রিকা-প্রকাশ সমিতিতে উপস্থাপিত করিয়া তাহার অনুমোদনক্রমে পত্রিকাস্থ করিবার জন্য তিনি অনুরুদ্ধ হইলেন। প্রবন্ধ সংক্রান্ত "পরশুরামকুণ্ড" গমনপথের মানচিত্র এবং পথে যেরূপ কুটীর নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যাত্রিগণকে রাত্রিবাস করিতে হয়, তাহার একখানি আলেখ্য সভ্যমণ্ডলীকে প্রদর্শিত হইল।

প্রবন্ধালোচনা।

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, গত গৌরীপুর সাহিত্য সম্মিলনে শ্রদ্ধেয় বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সভাপতিরূপে তাঁহার অভিভাষণে আভাস দিয়াছিলেন যে সুদূর বদরিকাশ্রমের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ; কিন্তু বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী পরশুরামকুণ্ডের পথঘাটের বিষয় আজও বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের আলোচনার বিষয়ীভূত হয় নাই। ইহা তাঁহাদের আসাম সম্বন্ধে ঔদাসীন্যের অকাট্য প্রমাণ। এইরূপ আভাস দেওয়ার পরে বঙ্গসাহিত্য সমাজের কলঙ্ক মোচনার্থ তিনি নিজেই বহুশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক এই দুর্গম স্থানে গমন করিয়া তাহার আবশ্যকীয় বিবরণ লিখিতে লেখনী ধারণ করিয়াছেন। আসামের অতীত কাহিনী বঙ্গীয় সাহিত্যিক-গণের আলোচনার গণ্ডীর বাহিরেই যে এতকাল পড়িয়াছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যদিও বহু শিক্ষিত বঙ্গবাসী আসামের অন্নে প্রতিপালিত হইয়া আসামের অঙ্কেই জীবন পাত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই উল্লেখযোগ্য রূপে এই বঙ্গ সন্নিহিত গৌরবময় প্রদেশের তত্ত্বান্বেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আসামবাসী বাঙ্গালীর

এই অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়ে নিবিষ্টচিত্তে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারই চেষ্টায় গৌহাটীতে বঙ্গসাহিত্যানুশীলনী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়া আসাম তত্ত্বোদ্‌ঘাটনে প্রবাসী বঙ্গবাসীকে আকর্ষণ করিয়াছে। এরূপ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কর্ম্মী পুরুষের হস্তে বঙ্গপ্রতিভা আসামেও বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা আমাদের গৌরবের বিষয় আর কি আছে? তাঁহার "A Pilgrim to Parasuram Kunda" নামক একটি ইংরেজী প্রবন্ধ পূর্ব্বে বাহির হইয়াছে। প্রধানতঃ সেই প্রবন্ধ হইতেই বর্ত্তমান প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইয়াছে। বঙ্গবাসীর পক্ষে এই অজ্ঞাত তীর্থের পথ-পরিচয় কম মূল্যবান্ নহে।

শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত মহাশয় বলিলেন, পরশুরামকুণ্ডের নামমাত্র শুনিয়াই সকলে এতদিন তুষ্ট ছিলেন, এক্ষণে পথঘাটের ও অন্যান্য যাবতীয় বিষয় এই প্রবন্ধ হইতে জানিতে পারিয়া অনেকেরই ঐ তীর্থভ্রমণস্পৃহা বাড়ীতে পারে এবং তদ্দ্বারা পথের সুগমতা বিধানের একটা উপায় হওয়াও বিচিত্র নহে।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলিলেন যে, বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এত শ্রম-স্বীকার পূর্ব্বক যে পরশুরামকুণ্ড দেখিয়া আসিয়াছেন, ইহা তাঁহার বিশিষ্ট অধ্যবসায়ের ও ধর্ম্মপ্রাণতার পরিচায়ক। তিনি নিজেই ঐ তীর্থভ্রমণ করিয়া পুণ্যার্জ্জন পূর্ব্বক সন্তুষ্ট হন নাই, যাহাতে তাঁহার স্বদেশবাসী নরনারী ঐ তীর্থভ্রমণে গিয়া কোনও রূপ কষ্টে পতিত না হন, তজ্জন্য তাঁহাদের নিমিত্ত এই প্রবন্ধের দ্বারা একটি মূল্যবান উপদেশও প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার লোকহিতৈষণা এইখানেই শেষ হয় নাই; তিনি স্থানীয় রাজা এবং গভর্ণমেণ্টের নিকটে পর্য্যন্ত যাহাতে একটি পথ নির্ম্মিত হইয়া তীর্থযাত্রীদিগের অশেষ ক্লেশ দূর হয়, তজ্জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার এই চেষ্টায় ফল হইলে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন সন্দেহ কি? পরশুরামাষ্টকটি তাঁহার হৃদয়-নিঃসৃত ভক্তিরসে সরস হইয়াছে।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, পরিষদে অনেক প্রবন্ধ পঠিত হইয়া থাকে কিন্তু এ শ্রেণীর প্রবন্ধ এই নূতন পঠিত হইল। অন্য ব্যক্তির অভিজ্ঞতায় লিখিত বহু পুস্তক চারি দিকে লইয়া গৃহে বসিয়া প্রবন্ধ লেখা এক প্রকার পরিশ্রমসাধ্য বটে, কিন্তু দুর্গমপথে যেখানে প্রতিপদে জীবন নাশের সম্ভাবনা, সেইখানে গমনপূর্ব্বক নিজের অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর করিয়া প্রবন্ধ রচনা করা অন্যপ্রকার আয়াসসাধ্য। পরশুরামকুণ্ডে সাধু-সন্ন্যাসিগণ যাইয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের যাত্রার বিবরণ নানা কারণে লিপিবদ্ধ হয় না। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার তীর্থযাত্রার বিবরণ লিখিয়া সকলের সমক্ষে পরশুরাম কুণ্ডের পথের বিবরণ এবং সেই কুণ্ডের চিত্র উপস্থাপিত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। কুণ্ডের উৎপত্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে পৌরাণিক বিবরণ গুলিও এই সঙ্গে লিপিবদ্ধ হইলে আরও ভাল হইত। প্রবন্ধ উপাদেয় হইয়াছে এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি।

৫। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর রাজগুরু জমিদার মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত বগুড়া সের-পুরের নিকটবর্ত্তী ভবানীপুর নামক স্থানে যে পীঠস্থান আছে, তথাকার ৺কালীমাতার সমন্দির

একখানি আলেখ্য প্রদর্শিত হইল। ৺মাতার মন্দিরটি নাটোরের স্বনামধন্যা রাণীভবানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল; এক্ষণে উহার অবস্থা শোচনীয়। এই সকল পুরাকীর্ত্তি রক্ষার নিমিত্ত যথাস্থানে চেষ্টা করা আবশ্যক, এই মন্তব্য প্রকাশ পূর্ব্বক সম্পাদক মহাশয় চিত্রখানি সভ্যগণকে প্রদর্শন করাইলেন।

দ্বিতীয় চিত্রখানি সম্বন্ধে প্রাগুক্ত সংগ্রাহক মহাশয় পত্রের দ্বারা এইরূপ বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন,—

এই ছবি একখানি অতি প্রাচীন পুঁথি হইতে তাঁহার অগ্রজ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঠাকুর মহাশয় গ্রহণ করিয়াছেন। উহা ১৩০৪ সালে গারোপর্ব্বতের অন্তর্দ্দেশে পাওয়া যায়। সুসঙ্গ মহারাজের কয়েকটি হস্তী ঐ অঞ্চলে আহার্য্য সংগ্রহার্থ মাহুতগণ কর্ত্তৃক নীত হইলে তাহারা এক স্থানে দেবপূজোপযুক্ত তৈজসাদি যথা,—কোশাকুশি, কমণ্ডলু, কুশাসন এবং ঐ পুঁথি দেখিতে পায়। মাহুতেরা ঐ চিত্রিত পুঁথিখানি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বীয় প্রভু মহারাজ বাহাদুরকে প্রদান করে। মহারাজ বাহাদুর উহার পাঠোদ্ধারের জন্য যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। পরে ময়মনসিংহের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সংবাদ পাইয়া পাঠোদ্ধারের নিমিত্ত দুই বৎসর কাল রাখিয়া অকৃতকার্য্য হইয়া ফেরত দেন। তদবধি পুঁথিখানি মহারাজ বাহাদুরের নিকটেই আছে।

এই পুঁথিখানির পত্রসংখ্যা ২৪।২৫ এবং পেষ্টবোর্ডের ন্যায় পুরু, লাক্ষা বা ঐ প্রকার কোনও দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত। পত্রের জমি সোনালী রংএর এবং লোহিত বর্ণের অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্য খচিত। অক্ষরগুলি জমি হইতে উন্নত (Raised) এবং কাল কাচ প্রলেপবৎ (Enamelled) প্রতীয়মান হয়। প্রদর্শিত চিত্রখানি গ্রন্থের তৃতীয় পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। এই পুঁথি সম্বন্ধে কোনও তত্ত্ব আবিষ্কার হইবে আশায় পরিষদের হস্তে তিনি অর্পণ করিয়াছেন।

চিত্র দুইখানি প্রদর্শন অন্তে সম্পাদক মহাশয় সংগ্রাহককে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাব করিলে তাহা গৃহীত হয় এবং পরিষদের চিত্রশালায় উহা রক্ষিত হইল।

৬। আগামী ২৫ পৌষ হইতে ২৮ পৌষ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের তৃতীয় অধিবেশন মালদহনগরে সংঘটিত হইবে স্থির হইয়াছে। স্থানীয় অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাধেশ-চন্দ্র শেঠ বি,এল মহাশয় ইহা জানাইয়াছেন। প্রথম দুই দিবস অধিবেশন এবং শেষের দুইদিবস গৌড় ও পাণ্ডুয়া ভ্রমণের ব্যবস্থা করা হইতেছে। মালদহের সম্ভ্রান্ত সাহিত্যসেবী জমিদার শ্রীযুক্ত কৃষ্ণলাল চৌধুরী মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছেন; এবং পাটনা কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার এম, এ, মহাশয় ঐ সম্মিলনের সভাপতিত্ব গ্রহণে কার্য্যকারিণী সমিতি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সম্মত হইয়াছেন। প্রাচীন গৌড়ে বঙ্গীয় সাহিত্যিকগণের এই সম্মিলন সর্ব্ববিষয়েই উৎকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সভ্য মহোদয়গণকে ঐ সম্মিলনে যোগদান করিয়া মাতৃভাষার প্রতি সম্মান

প্রদর্শনার্থ তিনি আহ্বান করিয়া সকলের অবগতির নিমিত্ত এই সংবাদ ঘোষণা করিলেন। অতঃপর রজনী প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক।

শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সভাপতি।

ষষ্ঠ বর্ষ।

ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন।

রবিবার ৩ পৌষ, ১৩১৭ ; ১৮ ডিসেম্বর, ১৯১০।

সময় অপরাহ্ণ ৫ টা

স্থান—সভার কার্য্যালয়—রঙ্গপুর ধর্ম্মসভা গৃহ।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট সভাপতি।
„ বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি, এল,
„ দীননাথ বাগ্‌চি ম্যানেজার বামনডাঙ্গা ছোটতরফ
„ রজনী চন্দ্র সান্যাল বেলপুকুর
„ প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল
„ গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
„ হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক
„ গোপালচন্দ্র দাস ম্যানেজার ভগীষ্টেট্
অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম; এ বি, এল,
কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
রাসবিহারী ঘোষ মোক্তার
কবিরাজ কালীকৃষ্ণ
রাধারমণ মজুমদার জমিদার
শ্রীহেমচন্দ্র সেন
মদনগোপাল নিয়োগী
জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক
ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। আগামী ২৫ হইতে ২৮ পৌষ মালদহ উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে উপস্থিত হওয়ার জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। ৫। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয়ের "আয়ুর্ব্বেদ"। ৬। প্রদর্শন—শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল বি, এল, মহাশয়ের সংগৃহীত মহারাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত দলিল ও জন্মস্থানাদির চিত্রাবলী। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও সভাপতি কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক—	সমর্থক
শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ বি, এ,	শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	সম্পাদক।
৫৩ নং দেবনাথপুরা বেনারস সিটি	ছাত্র সভ্য	
শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস বি এল	,, গোপালচন্দ্র দাস	সম্পাদক
লক্ষ্মণপুর গ্রাম, সৈয়দপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর		
,, হরচন্দ্র দাস	ঐ	ঐ
সাপটানার কাছারী, লালমণির হাট পোষ্ট, রঙ্গপুর		
,, রাজমোহন সরকার	ঐ	ঐ
কাকিনা পোষ্ট, রঙ্গপুর		
,, রজনীকান্ত নিয়োগী	,, কালিদাস চট্টোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মজুমদার
মুন্সেফ আদালত নীলকামারী, রঙ্গপুর		
,. বিনোদবিহারী দাস	ঐ	ঐ
মুনসেফ আদালত, নীলফামারী; রঙ্গপুর		
,, প্রিয়নাথ বিশ্বাস	ঐ	ঐ
মুন্সেফ আদালত, নীলফামারী, রঙ্গপুর		
,, যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল, উকীল, রঙ্গপুর	,, আশুতোষ মজুমদার বি, এল	ঐ
,, নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল, উকীল, রঙ্গপুর	,. অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি এল,	ঐ
,, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল, উকীল, রঙ্গপুর	,, আশুতোষ মজুমদার বি, এল	ঐ

৩। এই অধিবেশনে কোনও উপহার প্রদত্ত হয় নাই।

সভা হইতে প্রকাশিত রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার বিনিময়ে বহু সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রাদি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এজন্য পত্রিকা সম্পাদকগণকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

৪। আগামী ২৫ হইতে ২৮ পৌষ মালদহ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে এ সভার পক্ষ হইতে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিনিধিগণ নির্ব্বাচিত হইলেন।

অতঃপর এ সভার সভ্যগণ মধ্যে যাঁহারা মালদহ সম্মিলনে যোগদান করিতে ইচ্ছা করিবেন তাঁহাদিগকেও সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধিত্ব অর্পণ করা হইবে। সভার প্রত্যেক সভ্যকেই মালদহ সম্মিলনে যোগদান করার জন্য এ সভার পক্ষ হইতে অনুরোধপত্র পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি তালিকা।

রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সহকারী সভাপতি।

আশুতোষ মজুমদার বি, এল,
,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ সহকারী সম্পাদক
,, নগেন্দ্রলাল লাহিড়ী বি, এল
,, যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি রক্ষক

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম এ, বি এল
চন্দ্রমোহন ঘোষ ওভারসিয়ার
ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল,
সুরেন্দ্রনাথ সেন বি, এল,
হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী পত্রিকা সম্পাদক

পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ সহকারী সম্পাদক
পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক

,, গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল নীলফামারী .,
,, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি, এল, নীলফামারী
,, দীননাথ বাগ্‌চি ম্যানেজার বামনডাঙ্গা ছোটতরফ
,, শশীকিশোর চক্রদার নওগাঁ, রাজসাহী

বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি এল
,, হরেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী জমিদার নীলফামারী
গোপালচন্দ্র দাস ম্যানেজার ডগীষ্টেট
,, উমাকান্ত দাস বি, এল

,, মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কুণ্ডী
,, মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কুণ্ডী
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল,
,, পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল, পত্রিকা সম্পাদক।
,, উপেন্দ্রনাথ সরকার উকীল মাথাভাঙ্গা কোচবিহার।
,, যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম্, এ, বি, এল্, দিনাজপুর।
,, বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল্. ঐ
,, পণ্ডিত বিপিন চন্দ্র কাব্যরত্ন, ঐ
,, বসন্ত কুমার লাহিড়ী সম্পাদক বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ।
,, কিশোরী মোহন হালদার।
,, গণেন্দ্র নাথ পণ্ডিত।
,, পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, গৌহাটী।

প্রতিনিধি নির্ব্বাচন শেষ হইবার কালে এই সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত

ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ জমিদার মহাশয় আসিয়া সভায় যোগ দেন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

৫। শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয় তাঁহার "আয়ুর্ব্বেদ" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

প্রবন্ধালোচনা।

সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মত আহূত হইলে শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম্ এ, বি,এল্ মহাশয় বলিলেন যে, এই প্রবন্ধের ভাষার মনোহারিত্বে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। সকলের পক্ষে সকল শাস্ত্র আলোচনা করা এক জীবনে সম্ভবপর নহে। একারণ প্রত্যেক শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞদিগের প্রয়োজন যে, এই সভার মধ্যবর্ত্তিতায় অবিশেষজ্ঞদিগকে তাঁহাদিগের স্ব স্ব অধীত বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করা। চরকের নাম ভারত বিশ্রুত; এমন কি পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও তিনি স্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহার রচিত শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকেই অজ্ঞ। সুতরাং এই মনীষি-রচিত গ্রন্থালোচনা দ্বারা তাহাদিগকে মহর্ষিসম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করিতে দেওয়াই সর্ব্বাগ্রগণ্য। ইহার পরে ঔষধ লইয়া আলোচনা করিলে লেখকের স্বকীয় ও পরকীয় উভয়তই উপকার করা হইবে।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন যে, গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধলাভের আকাঙ্ক্ষা যে এক্ষণে এই পরিষদের সভ্যমণ্ডলীর জন্মিয়াছে ইহা অতি আনন্দের বিষয়। সভাস্থাপনের সময়ে প্রবন্ধ হইলেই আমরা সন্তুষ্ট হইতাম, কিন্তু প্রবন্ধের দুর্ল্লভতা হেতু তাহার অন্তর্নিহিত বিষয়ের প্রতি তাদৃশ লক্ষ্য ছিল না। সেই সঙ্কট সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে সভা ক্রমেই প্রবন্ধ সমৃদ্ধিতে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছেন। সভ্যগণেরও জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি হইতেছে। কবিরাজ মহাশয় আয়ুর্ব্বেদের ভূমিকামাত্র তাঁহার পঠিত প্রবন্ধে উপহার দিয়াছেন; এক্ষণে ক্রমেই তিনি সর্ব্বজন-হিতকর এই শাস্ত্রের জটিল তত্ত্বের মধ্যে আমাদিগকে লইয়া যাইবেন ইহাই আশা করিতেছি। তাঁহার প্রবন্ধ যাহাতে ধারাবাহিকরূপে প্রতিসভায় কিছু কিছু পঠিত হইতে পারে, তজ্জন্য সভা হইতে অবশ্যই সুযোগ প্রদান করা হইবে। পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত কবিরাজ শরচ্চন্দ্র লাহিড়ী আয়ুস্তত্ত্ব-বিশারদ মহাশয় যে গবেষণাপূর্ণ "আয়ুর্ব্বেদে ম্যালেরিয়া" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছেন তাহা শ্রবণে সভ্যবৃন্দ তৃপ্তিলাভ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধ লইয়া অনুকূলে ও প্রতিকূলে আলোচনাদিও যথাসময়ে হইয়া গিয়াছে। প্রবন্ধটি সত্বরেই পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সুতরাং আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে এই দ্বিতীয়বার আলোচনার সূত্রপাত করিয়া বর্ত্তমান লেখক সভার ধন্যবাদের পাত্র হইলেন।

সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, চরকের কাল-নির্ণয়ে প্রবন্ধলেখক পাশ্চাত্য-পণ্ডিতগণের মতের প্রতিবাদ না করিয়া যখন তাহারই উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহা যে তাঁহার অনুমোদিত ইহা মনে করা অসঙ্গত হইবে না। কিন্তু এইরূপে কাল-নির্ণয়ের প্রয়াস যে সর্ব্বথা

ব্যর্থ হইবে, তাহা আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস। ইহা ছাড়া আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মত এই যে, উহার ভিত্তি বিজ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। তাঁহারা বলেন যে, বহু ঔষধের সমষ্টিতে যে ভেষজ প্রস্তুত হয়, তাহার প্রত্যেকটির গুণ না জানিয়াই কবিরাজ মহাশয়েরা শাস্ত্রের শ্লোক আওড়াইয়া নির্দ্দিষ্ট রোগে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আবার লতাগুল্মাদির প্রত্যেক অংশেরও কিছু রোগনাশের ক্ষমতা নাই; কিন্তু কবিরাজী ঔষধ প্রস্তুতে তাহাদের সমস্ত অংশই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইমত যে কতদুর সত্য, তাহা আমরা বাহির হইতে বিচার করিতে অক্ষম; কিন্তু সুবিচক্ষণ কবিরাজগণ এবিষয়ে সম্যক্ আলোচনা করিলে আয়ুর্ব্বেদের এ কলঙ্ক অচিরেই তিরোহিত হইতে পারে।

লেখক আয়ুর্ব্বেদের ভূমিকাই করিয়াছেন। আশা করি, অতঃপর আমরা তাঁহার নিকটে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে প্রত্যাশিত জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হইব। তাঁহার প্রবন্ধের ভাষা অতি প্রাঞ্জল হইয়াছে; তিনি সভার ধন্যবাদের পাত্র।

৬। অতঃপর সম্পাদক মহাশয় বগুড়ার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ সান্ন্যাল বি এল্ মহাশয় কর্ত্তৃক প্রেরিত সাতখানি আলোক-চিত্র সভায় উপস্থাপিত করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিলেন,—

(১) রাজসাহী ছাতিমগ্রামের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর জন্মস্থানের উপরে প্রতিষ্ঠিত জয়দুর্গা মন্দিরের ভগ্নাবশেষের চিত্র।

(২) ঐ স্থানের তাঁহার পিতৃ-ভবনের দোলমঞ্চের চিত্র।

(৩) ঐ স্থানের শিবমন্দিরের চিত্র।

(৪) ঐ স্থানের শিবমন্দিরের শ্রেণীর চিত্র।

(৫) ঐ স্থানের উমানন্দ নামক পুষ্করিণীর পশ্চিমপাড়স্থিত প্রস্তর-তোরণের চিত্র।

(৬) ঐ স্থানের বুড়াশিবের চিত্র।

(৭) রাণী ভবানীর স্বাক্ষরিত ৺গঙ্গাপ্রসাদ সান্ন্যাল ও শ্রীশম্ভুনাথ সান্ন্যালের বরাবর সম্পাদিত দুইখানি ইজারা পাট্টার চিত্র।

এইসকল মন্দিরাদির সহিত মহারাণী ভবানীর স্মৃতি চিরবিজড়িত। কিন্তু কালের দুর্ল্লঙ্ঘ্য শাসনে তাহারা ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় তাহাদের চিত্রাদি সংগৃহীত হইয়া রক্ষিত না হইলে, অতঃপর ঐতিহাসিকবর্গ তৎসম্বন্ধে আর কিছুই অবগত হইতে পারিবেন না। এই সকল চিত্র গৌরীপুর উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে পূর্ব্বে প্রদর্শিত হওয়ায় তাহার কার্য্য-বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইতেছে। এ সভার কার্য্যবিবরণেরও সহিত সংযুক্ত করার জন্য পুনঃ প্রদর্শিত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভাভঙ্গ হইল। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী, সম্পাদক। — শ্রীউমাকান্ত দাস, সভাপতি।

ষষ্ঠ বর্ষ।

সপ্তম মাসিক অধিবেশন।

১৮ পৌষ, ১৩১৭ ; ২ জানুয়ারি, ১৯১১।

সময় অপরাহ্ন ৫টা—স্থান কার্য্যালয়।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস বি, এল্—সভাপতি।

শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বি, এল।
,, কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।
,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু।
সহঃ পত্রিকা সম্পাদক।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়
গ্রন্থাদিরক্ষক।

শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার
সহকারী সম্পাদক।
,, ক্ষিতীশচন্দ্র রায় বি, এল্।
,, গোপালচন্দ্র দাস
ম্যানেজার ভগীষ্টেট্।
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক।
ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্যনির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। আগামী ২৫শে পৌষ মালদহ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে প্রতিনিধিগণের গমনের ব্যবস্থাদি। ৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন মহাশয়ের "ভারতীয় মূর্ত্তিশিল্প" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ। ৬। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

সভাপতি ও তাঁহার সহকারিগণের অনুপস্থিতিতে শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র দাস মহাশয়ের সমর্থনে ও সর্ব্বসম্মতিতে শ্রীযুক্ত উমাকান্ত দাস বি, এল্ মহাশয় এই অধিবেশনের জন্য সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলে সভার কার্য্যারম্ভ হইল।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত গোপীনাথ ঘোষ রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
,, সৈয়দ আবুলফত্তাহ জমিদার, মুন্সীপাড়া, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী	ঐ

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনারায়ণ রুদ্র জমিদার রহমতপুর, রাধাবল্লভ, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ

৩। এই অধিবেশনে কোনও গ্রন্থ উপহৃত হয় নাই।

৪। সর্ব্ব-সম্মতিতে নির্দ্ধারিত হইল যে, আগামী ২৩ পৌষ (১৩১৭) ৭ জানুয়ারি রাত্রি ৯ ঘটিকার সময় ডাকগাড়ী যোগে রঙ্গপুরের প্রতিনিধিগণ মালদহ উত্তরবঙ্গ-সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদান করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিবেন। রেল কর্ত্তৃপক্ষকে কয়েকখানি অতিরিক্ত গাড়ী দেওয়ার নিমিত্ত আবেদন করার ভার সম্পাদক মহাশয়ের উপরে অর্পিত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনচন্দ্র কাব্যরত্ন মহাশয়ের "ভারতীয় মূর্ত্তি শিল্প" শীর্ষক প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন। সভাপতি বা তাঁহার সহকারিগণের অনুপস্থিতি হেতু এই গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধের আলোচনা করা সম্ভবপর হইল না। এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কেহ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহার অবসর অন্য কোনও অধিবেশনে দেওয়া হইবে, এরূপ নির্দ্ধারিত হইল। সভার কার্য্য প্রায় শেষ হইবার সময়ে এই সভার সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ মহাশয় যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক। শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সভাপতি।

ষষ্ঠ বর্ষ, অষ্টম মাসিক অধিবেশন।

মঙ্গলবার ২৪ মাঘ (১৩১৭) ৭ ফেব্রুয়ারী (১৯১১)

সময় অপরাহ্ণ ৪॥টা

স্থান সভার কার্য্যালয়—রঙ্গপুর ধর্ম্ম-সভাগৃহ

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সভাপতি
" বিধুরঞ্জন লাহিড়ী—এম, এ, বি, এল,
" জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদিরক্ষক
" পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ সহকারী সম্পাদক
" পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার ঐ
" হেমচন্দ্র সেন
" পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ তীর্থ
" রাধারমণ মজুমদার—জমিদার

" পূর্ণেন্দুশেখর বাক্‌চি—
" কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল,,
" সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ছাত্র সভ্য)
" যোগেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এল,
" সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী
ও অন্যান্য। সম্পাদক

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রস্তাব। ৫। প্রদর্শন—রঙ্গপুর গোবিন্দগঞ্জ থানার সন্নিকটে মহারাজকুমার শ্রীযুক্ত গোপাললাল রায় বাহাদুরের জমিদারীর মধ্যে প্রাপ্ত অষ্টধাতু নির্ম্মিত পাঁচটি বিষ্ণু মূর্ত্তির আলোক চিত্র, গৌড়ের রঞ্জিত (এনামেল করা) ইষ্টক এবং গৌড় পাণ্ডুয়ার ধ্বংসাবশেষের কতকগুলি আলোকচিত্র সম্পাদক মহাশয় কর্তৃকপ্রদর্শন। ৬। বিবিধ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণ যথারীতি গৃহীত ও স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত কামিনীমোহন বাক্‌চী জমিদার, পাকুড়িয়া পোষ্ট, রাজসাহী।	শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র ঠাকুর	সম্পাদক
শ্রীযুক্ত অধ্যাপক যদুনাথ সরকার এম, এ, মোরাদপুর, পাটনা।	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
শ্রীযুক্ত আবদুল গণি, মোক্তার, মালদহ	ঐ	ঐ
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকেশব গোস্বামী কলিগাঁও পোষ্ট, মালদহ	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	ঐ
শ্রীযুক্ত সুন্দরলাল সাহা কুতুবপুর, মালদহ	শ্রীযুক্ত রাদেশচন্দ্র শেঠ	
শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দাস মুকদমপুর পোষ্ট, মালদহ	ঐ	ঐ
শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বি, এল, দিনাজপুর	শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম, এ, বি, এল,	ঐ

শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র সেন বি, এল, দিনাজপুর — শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রশশী গুপ্ত সম্পাদক নবাবগঞ্জ, চাঁপাই পোষ্ট, মালদহ — শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।

৩। শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয় তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় প্রস্তাব পাঠ করিলেন। ইহাতে তিনি মহামুনি কণাদ ও নাড়ী-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে নাড়ীর গতি ইত্যাদি ভেদে রোগোৎপত্তি যেরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে নির্ণীত হইয়াছে, অন্য কোন জাতি সেরূপ ভাবে নাড়ীতত্ত্ব আলোচনা করেন নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নাড়ীর গতি অনুসারে রোগ নির্ণীত হইতে পারে একণে তাহা স্বীকার করিতেছেন। মহামুনি কণাদই এই নাড়ী-বিজ্ঞানের প্রবর্ত্তক। ইহা ছাড়া তাঁহার বৈশেষিক দর্শন জগতে অমূল্য জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ হইয়াছে। ইত্যাদিরূপ বর্ণনা করিয়া লেখক সংক্ষেপতঃ স্ত্রী ও পুং ভেদে সুস্থ ও অসুস্থ ব্যক্তির নাড়ীর গতি ইত্যাদি যত প্রকার হইতে পারে, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পরে অষ্টাঙ্গহৃদয়-সংহিতা ও বাগ্‌ভট সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিয়াছেন।

সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত ব্যক্ত করিবার নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীবিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্, এ, বি, এল, মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধের ভাষা আশাতীতরূপ প্রাঞ্জল। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতে হইলে ভাষার কাঠিন্য অবশ্যম্ভাবী, এবং তাহাই সাধারণ পাঠকগণের পাঠের পক্ষে ঘোরতর অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু এ স্থলে তাহার বিপরীত দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমান কালে ইউরোপে ঠিক এই ভাবে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইতেছে। সাধারণের চিত্তাকর্ষক করিয়া বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে এবং ইহার ফলে বৈজ্ঞানিক আলোচনার প্রসার বাড়িয়া যাইতেছে। ধারাবাহিকরূপে কবিরাজ মহাশয়ের প্রবন্ধ লিখিত হইতে থাকিলে, অন্য ব্যবসায়ীরাও আয়ুর্ব্বেদের জটিল সমস্যার মধ্যে প্রবেশ লাভ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবেন।

সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় বলিলেন যে, জীবন রক্ষার প্রধান অবলম্বন স্বরূপ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনা যে সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার প্রবর্ত্তনা করিবার জন্য এ সভা অনেক দিন হইতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। শ্রীযুক্ত কবিরাজ মহাশয় তাহা ধারাবাহিকরূপে পূর্ণ করিতে অগ্রসর হইয়া যথার্থই সভার একটা দিক্ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। অনেকেই আয়ুর্ব্বেদের স্রষ্টাদিগের নাম অবগত নহেন। কবিরাজ মহাশয় তাঁহার এই প্রবন্ধে দুইজন আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতার প্রণীত গ্রন্থসহ পরিচয় আমাদিগকে উপহার দিলেন। ক্রমে আরও যে সকল মনীষী এই শাস্ত্র প্রণয়নে জীবন-পাত করিয়া জগতে চির-পূজ্য হইয়া রহিয়াছেন আমরা তাঁহাদের পরিচয় জানিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি। আমার বিশেষ অনুরোধ এই

যে, আধুনিক অনেক লেখকের ন্যায় তিনি তাঁহার এই মূল্যবান প্রবন্ধের পুরদ্বারে আমাদিগের লইয়া গিয়া নির্দ্দয়রূপে ফিরাইয়া না দেন। তাহা হইলে আমরা লজ্জাহীন যাচকের ন্যায় তাঁহার দ্বারদেশে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিয়া অশান্তি উৎপাদন করিতে ক্রুটী করিব না।

শ্রীযুক্ত সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, আজ এই প্রথম আমি কবিরঞ্জন মহাশয়ের প্রবন্ধ শুনিলাম। আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় অতি অল্প গ্রন্থই বাহির হইয়াছে। কবিরাজ শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় কয়েক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার সেই সকল গ্রন্থে তিনি ইউরোপীয় ও ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া, উহাদের সমাদর হইয়াছে। মহর্ষিগণ তাঁহাদের সূক্ষ্মতত্ত্বাবিষ্কারের ক্ষমতা দ্বারা যে সকল সত্য আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অপরিবর্ত্তনীয় ও সনাতন। সে সত্যের আদর পাশ্চাত্য জগৎ সম্যক্‌রূপে করিতেছে। আমরা তাঁহাদিগের কৃপাতে লুপ্তপ্রায় আয়ুর্ব্বেদের রসাস্বাদনে আবার যত্নপর হইতেছি, আমাদের ইহা নিতান্তই দুর্ভাগ্যের ও লজ্জার পরিচায়ক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি আছে? অধুনা কবিরাজ নামটি বড়ই হীন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার কারণ এই যে, আয়ুর্ব্বেদের অগাধসমুদ্রে প্রবেশলাভ দূরের কথা—উপরে সন্তরণ না করিয়াও অনেকেই কবিরাজী করিতে অগ্রসর হন। তাই বলিয়া আমি বলিতেছি না যে, ভারতে বা বঙ্গদেশে বিজ্ঞ শাস্ত্রদর্শী কবিরাজ একবারেই নাই, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি বিরল; এবং যেমনটি যাইতেছে সেরূপ আর হইতেছে না। বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক নিজে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তাহার লব্ধজ্ঞান বিস্তার করিতে যে যত্ন করিতেছেন, ইহাতে আমরা তাঁহাকে অবশ্যই ধন্যবাদ প্রদান করিব। এতদ্দ্বারা এই সভাতে বিশেষ সাহায্য করা হইতেছে। তিনি যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত আরম্ভ করিয়াছেন, সেই ভাবেই শেষ করিতে পারিলে দেশের এবং তাঁহার নিজের উভয়তই পরম উপকার সাধিত হইবে। বঙ্গদেশে আয়ুর্ব্বেদের আদর বাড়িতেছে, এখনই ঐ শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অনেক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষিত ব্যক্তি আয়ুর্ব্বেদের উন্নতিকল্পে মনোযোগ দিতেছেন। শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন এম, ডি, মহোদয় Indeginous drugs নামক ঔষধালয় স্থাপন করিয়া আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসায় ব্রতী হইয়াছেন।

৫। সভার পক্ষ হইতে গৌড় ও পাণ্ডুয়ার সংগৃহীত নিম্নলিখিত চিত্রগুলি সম্পাদক মহাশয় সভ্যগণকে প্রদর্শন করিলেন। রঙ্গপুরের কালেক্টর সাহেব বাহাদুর কর্ত্তৃক উপহৃত গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকায় প্রাপ্ত ধাতব বিষ্ণুমূর্ত্তি পক্ষের আলোক চিত্র প্রদর্শিত এবং কালেক্টর সাহেব বাহাদুরকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

(ক) গৌড় সাগর দীঘি তীরে উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্যিকদিগের সম্মিলন চিত্র।

(খ) ফিরোজ মিনারের চিত্র (গ) পাণ্ডুয়া আদিনা মসজেদের অভ্যন্তরের এক দেশের চিত্র। (ঘ) ঐ আদিনা প্রাঙ্গণে সমবেত সাহিত্যিকগণের চিত্র।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৌড় হইতে সংগৃহীত কয়েকখানি রঞ্জিত ইষ্টক প্রদর্শিত হইয়া সংগ্রাহককে ধন্যবাদ দেওয়া হইল।

সভাপতি মহাশয়ের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক শ্রীযুক্ত বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম, এ, বি এল, মহাশয় নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তাজহাট মহারাজ কুমারের জমিদারির মধ্যে গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকায় প্রাপ্ত অষ্টধাতু নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি পঞ্চ জমীদার বা গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে এই জেলা মধ্যে কোন স্থানে রক্ষার ব্যবস্থা গবর্ণমেণ্ট করুন। এই সভার ইহা অভিপ্রায়। এই পরিষদের পক্ষ হইতে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ছোটলাট বাহাদুরের রঙ্গপুরে শুভাগমন উপলক্ষে প্রদত্ত সাধারণ অভিনন্দন পত্রে এই সম্পাদকীয় যে আবেদন সন্নিবেশিত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সভা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি যথারীতি গবর্ণমেণ্টে প্রেরণের ব্যবস্থা সম্পাদক মহাশয় অগৌণে করিবেন।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে পরিগৃহীত হইল।

অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের আদেশক্রমে রজনী প্রায় আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হয়।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক। শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন—সভাপতি।

ষষ্ঠ বর্ষ, নবম মাসিক অধিবেশন।

মঙ্গলবার—৬ ফাল্গুন (১৩১৭) ২৮ ফেব্রুয়ারী (১৯১১)।

সময়—অপরাহ্ণ ৫॥ ঘটিকা।

স্থান—সভার কার্য্যালয়, রঙ্গপুর ধর্ম্মসভাগৃহ।

উপস্থিতি—

শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন সভাপতি

হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম্-এ, বি-এল নায়েব বাহারবন্দ।	শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র সেন।
	,, মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী জমিদার।
,, পণ্ডিত যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ।	,, বিধুরঞ্জন লাহিড়ী এম্-এ, বি-এল্।
,, ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণ-তীর্থ।	,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল্।
	,, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, এম্-এ, বি-এল্।
অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।	,, নগেন্দ্রনাথ সেন বি, এ।
দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন।	,, সৈয়দ আবুলফত্তাহ, জমিদার।

ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম্, এস।
দীননাথ বাগচি বি, এল
,, যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী
দীননাথ বাগচি ম্যানেজার, বামনডাঙ্গা, ছোট তরফ
হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক।
সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক।

ও অন্যান্য অনেক সভ্য ও সভ্যেতর ব্যক্তি।

আলোচ্য-বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য-নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—(ক) শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রঙ্গপুর গোবিন্দগঞ্জ থানার এলাকায় প্রাপ্ত ধাতব মূর্ত্তিগুলির বিবরণ। (খ) শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের এই সভাকর্ত্তৃক সংগৃহীত অভিনব পাষাণময়ী কালীমূর্ত্তির বিবরণ।

৫। প্রদর্শন—বেলপুকুর পল্লী-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত রাণী সত্যবতীর স্বাক্ষরিত ও অন্যান্য কতকগুলি বহু প্রাচীন দলিলপত্র। ৬। রাধাবল্লভের সুযোগ্য ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের প্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশার্থ দুই শত টাকা দানের সংবাদ। ৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ শ্রীল শ্রীযুক্ত অনারেবল্ মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের রঙ্গপুর বাহারবন্দস্থিত প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম্-এ, বি,-এল মহাশয়ের সম্বর্দ্ধনা। ৮। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি পঠিত ও গৃহীত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম-এ, বি-এল্ নায়েব বাহারবন্দ, উলীপুর পোষ্ট, রঙ্গপুর।	সভাপতি।	শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী।
শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী বর্ম্মণ, তাজহাট রাজবাটী মাহিগঞ্জ পোঃ, রঙ্গপুর।	ঐ	শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহঃ সম্পাদক।
শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী হাজারী শ্যামগঞ্জ পোষ্ট, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী	সম্পাদক।
,, হেমায়েত উদ্দীন আহাম্মদ হাজারী, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর।	ঐ ঐ	ঐ ঐ

,, মহম্মদ ছমিরউদ্দীন চৌধুরী
ধুলিয়া, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী সম্পাদক

,, হজরতুল্যা সরকার
ছইল, শ্যামগঞ্জ, রঙ্গপুর। ঐ

,, ব্রজেন্দ্রনাথ রায় ম্যানেজার শ্রীযুক্ত কালিদাস চক্রবর্ত্তী ঐ
কাঞ্চন কাছারী, পত্নীতলা পোষ্ট,
দিনাজপুর।

৩। ধন্যবাদ পুরঃসর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়-প্রণীত পাগল-সঙ্গীত ও শ্রীকৃষ্ণমতী নামক দুই খানি গ্রন্থ গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

৪। সম্পাদক মহাশয় বিজ্ঞাপিত প্রবন্ধ লেখকদ্বয়ের অনুপস্থিতিহেতু পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় গোবিন্দগঞ্জে প্রাপ্ত ধাতবমূর্ত্তি পাঁচটির যথাযথ বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ মূর্ত্তিগুলি সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন। সচিত্র এই মূর্ত্তি বিবরণী প্রকাশার্থ সভার গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতিকে অনুরোধ করা হইল। ঐ মূর্ত্তিগুলি অধুনা গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে রঙ্গপুর রাজকীয় কোষাগারে রক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং বিগত পঞ্চম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে প্রদর্শিত মূর্ত্তি বিবরণী হইতে জানা যায় যে, ঐরূপ কালীমূর্ত্তির ধ্যান ও মন্ত্রাদি বিশ্বসার তন্ত্রে লিখিত হইয়াছে। সেই ধ্যানের সহিত মূর্ত্তি সাদৃশ্যের যদিও কোন কোন অংশে অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অনেকাংশে সাদৃশ্য আছে দেখিয়া লেখক ঐ মূর্ত্তিকে একাদশাক্ষরী বিদ্যা নির্ণয় করিয়াছেন।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম্ এ, বি, এল মহাশয় বলিলেন যে, প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সৎ এবং ভাষাও প্রাঞ্জল। এই ভাবে আলোচনাদ্বারা অচিরেই মূর্ত্তির স্বরূপ নির্ণীত হইতে পারিবে।

সম্পাদক মহাশয় বলিলেন পরিষদের সংগ্রহ-নৈপুণ্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিলেই চলিবে না। সংগৃহীত দ্রব্যাদির আলোচনার প্রবর্ত্তনাও সঙ্গে সঙ্গে করিতে হইবে। সভ্যগণের এই দিকে স্পৃহা জন্মিয়াছে দেখিয়া সুখী হইয়াছি। অদ্য যে দুই সভ্যের প্রবন্ধ পঠিত হইল, তাঁহারা উভয়েই এ কার্য্যে প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহারা হাতে খড়িতেই যেরূপ পটুতা দেখাইয়াছেন, আশা করা যায় চেষ্টা করিলে তাঁহারা সভাকে অনেকটা সাহায্য করিতে পারিবেন। শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ মহাশয়ের সংগৃহীত মূর্ত্তিটির স্বরূপ নির্ণয়ে এ পর্য্যন্ত কেহই হস্তক্ষেপ করিলেন না দেখিয়া আমরা হতাশ হইয়াছিলাম এবং সংগ্রাহককে কোনই জবাব দিতে পারিতেছিলাম না। রায়চৌধুরী মহাশয় আমাদের মুখরক্ষা করিয়াছেন।

এখন একটা পরিচয় দিবার পন্থা তিনি আবিষ্কার করিয়া দিলেন। অতঃপর আর কোনও সিদ্ধান্ত হয় হইবে এবং তাহা ততোধিক বাঞ্ছনীয় সন্দেহ নাই।

সভাপতি মহাশয় নবীন লেখককে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন যে, লেখকদ্বয়ের উদ্যমকে প্রশংসা করিতেছি। উভয়েই চেষ্টা করিলে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ অতঃপর রচনা করিতে সক্ষম হইবেন। বিশেষতঃ বড় লোকের ছেলেদের মধ্যে এরূপ লেখাপড়ার চর্চ্চা দেখিতে পাইলে আমরা সুখী হইব।

৫। এই সভার গ্রন্থাদিরক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে বেলপুকুর পল্লীপরিষৎ হইতে প্রাপ্ত দলিলাদি অদ্য প্রদর্শিত হইতে পারিল না। আগামীতে উহা প্রদর্শিত হইবে।

৬। রঙ্গপুর রাধাবল্লভের সুযোগ্য দানশীল ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন মহাশয় এই সভার প্রশাখা সভা বেলপুকুর পল্লীপরিষদের সভাপতিত্ব গ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় সাহিত্যানুরাগের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সম্প্রতি ঐ সভার সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি রঙ্গপুর পরিষদের গ্রন্থ প্রকাশ তহবিলে দুই শত টাকা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সেন মহাশয়ের পত্র সভায় পাঠ করিয়া সম্পাদক মহাশয় ইহা বিজ্ঞাপিত করিলেন।

সানন্দে এই দানের সংবাদ গৃহীত হইয়া দাতাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

৭। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের স্তম্ভস্বরূপ কাশিমবাজারের মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র-চন্দ্র নন্দী বাহাদুরের বাহারবন্দস্থিত সুযোগ্য প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম. এ, বি, এল মহোদয়কে এই সভার পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা ব্যপদেশে সভাপতি মহাশয় বলিলেন যে, কাশিমবাজারের অধিপতির সহিত রঙ্গপুরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। রঙ্গপুরের যে এক বিস্তৃত খণ্ড তাঁহার অধিকারভুক্ত সেই বাহারবন্দ পুণ্যবতী রাণী সত্যবতীর শাসনাধীনে একদা ছিল। সত্যবতীর হস্ত হইতে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণীভবানীর হস্তে তাহার শাসনভার কিয়ৎকালের নিমিত্ত গিয়াছিল। ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে বাহারবন্দ বর্ত্তমান মহারাজ বংশের করায়ত্ত হইয়াছে। এই রাজবংশও চির দানশীল ও বিদ্যোৎসাহী। মহারাণী স্বর্ণময়ীর নাম বঙ্গে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ন্যায়শাস্ত্রালোচনার কেন্দ্রস্থল নবদ্বীপের প্রত্যেক অধ্যাপক মহারাণীর নিকটে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। সুদূর রঙ্গপুরের টোলগৃহ নির্ম্মাণার্থ মহারাণী পাঁচশত টাকা এককালীন দান করিয়া তাঁহার সাহিত্যানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। এই পুণ্যবতী মহারাণীর সুযোগ্য উত্তরাধিকারী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্রও সাহিত্যের উন্নতির জন্য অকাতরে অর্থদান করিয়া বঙ্গের বিক্রমাদিত্যের সহিত তুলিত হইতেছেন। বঙ্গে এমন গ্রন্থকার নাই যিনি মহারাজের নিকটে প্রার্থনা করিয়া স্বরচিত গ্রন্থের মুদ্রণাদির জন্য সাহায্য প্রাপ্ত হন নাই। আর কলিকাতা মহানগরীতে বঙ্গীয় সাহিত্য-

পরিষদের মন্দির যে ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিতেছে, তাহাও মহারাজের দানের প্রকৃষ্ট পরিচয়। এরূপ বদান্যবর নৃপতির প্রতিনিধিকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া সভা প্রকৃত গুণেরই আদর করিয়াছেন।

ব্যক্তিগতভাবে বাহারবন্দ পরগণার বর্ত্তমান নায়েব শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় মহাশয়ও সর্ব্ববিষয়ে মহারাজের উপযুক্ত প্রতিনিধিই হইয়াছেন। ইঁহার দ্বারা মহারাজের প্রতিষ্ঠা বৰ্দ্ধিত হইবে। রায় মহাশয় নিজেও একজন সাহিত্যসেবী। তাঁহাকে সভ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া সভার উৎসাহ অনেক বৰ্দ্ধিত হইল। ইঁহার দ্বারা নানাপ্রকারে সভা উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মজুমদার বি, এল মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সংগৃহীত প্রাচীন পুঁথি, মুদ্রা, মূর্ত্তি প্রভৃতি যাবতীয় অমূল্য ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষা করিবার নিমিত্ত একটি মন্দিরের প্রয়োজন। রঙ্গপুরের প্রধান ভূস্বামী সাহিত্যানুরাগী বাহারবন্দাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের নিকট এই মন্দির নির্ম্মাণার্থ আবশ্যকীয় অর্থ প্রার্থনা করিয়া একখানি আবেদনপত্র তাঁহার রঙ্গপুরস্থ প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায় এম, এ, বি, এল মহাশয়ের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রেরণের ব্যবস্থা করা হউক। শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত এম, এ, বি, এল মহাশয় এই প্রস্তাব সমর্থন-কালে বলিলেন যে, মহারাজা বাহাদুরের কৃপাতে যখন মূল পরিষদের বৃহৎ সৌধ মহানগরী কলিকাতায় নির্ম্মিত হইয়াছে, তখন এই সামান্য মন্দিরটি যে তিনি ইচ্ছা করিলেই অগৌণে নির্ম্মিত হইয়া বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে তাহাতে সন্দেহ কি আছে। শ্রদ্ধেয় নায়েব মহাশয় চেষ্টা করিলেই এ বিষয়ে মহারাজের দৃষ্টি অগৌণে আকৃষ্ট হইবে।

এইরূপে প্রস্তাবটি সমর্থিত হইলে সর্ব্বসম্মতিতে উহা পরিগৃহীত হইল।

সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানের পর রজনী প্রায় ৯ ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল। ইতি

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক। শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সভাপতি।

ষষ্ঠ বর্ষ—দশম মাসিক অধিবেশন।

রবিবার ১৯ চৈত্র (১৩১৭) ২ এপ্রিল (১৯১১)

সময় অপরাহ্ণ ৫॥ টা

স্থান সভার কার্য্যালয়—রঙ্গপুর সভাগৃহ

উপস্থিতি

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল সভাপতি
,, ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য ব্যাকরণতীর্থ সহঃ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল
,, যোগেশচন্দ্র সরকার বি, এল
,, কবিরাজ উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন
,, পঞ্চানন সরকার এম, এ, বি, এল
,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী উকীল
,, মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী এম,আর, এ, এস
,, হরিনাথ অধিকারী
,, মদনগোপাল নিয়োগী
,, সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ছাত্রসভ্য)
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী সম্পাদক

শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল
,, নগেন্দ্রনাথ লাহিড়ী বি, এল
,, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস
,, কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস
দীননাথ বাগচী বি, এল
হরগোপাল দাস কুণ্ডু সহঃ পঃ সম্পাদক
মথুরানাথ দেব মোক্তার
গণেন্দ্রনাথ পণ্ডিত
ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ
যাদবচন্দ্র কাব্যতীর্থ
অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহকারী সম্পাদক।

ও অন্যান্য

আলোচ্য বিষয়—

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। গ্রন্থোপহারদাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৩। সভ্যনির্ব্বাচন। ৪। প্রবন্ধ (ক) শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহাশয়ের সচিত্র অসমীয় গ্রন্থবিবরণী (খ) শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয়ের আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় তৃতীয় প্রবন্ধ "শারীর বিজ্ঞান"। ৫। প্রদর্শন শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয়ের সংগৃহীত রঙ্গপুর কুণ্ডীর জীর্ণ মন্দিরের চিত্র। ৬। বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশন উপলক্ষে ময়মনসিংহে উপস্থিত হওয়ার জন্য এই সভার পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন। ৭। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি পঠিত, গৃহীত এবং সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত গ্রন্থ ধন্যবাদ-পুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে গৃহীত হইল।

উপহৃতগ্রন্থের নাম	উপহারদাতৃগণের নাম
বনৌষধি দর্পণ	শ্রীলশ্রীযুক্ত মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুর পক্ষে শ্রীযুক্ত কালিকাদাস দত্ত বাহাদুর দেওয়ান কুচবিহার।
কালী কুণ্ডলিনী	শ্রীযুত ফণীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মুন্সেফ ত্রিপুরা কুমিল্লা।
ডাকপুরুষের কথা ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ	শ্রীযুক্ত দুর্গাগতি মুখোপাধ্যায় পোঃ উখড়া বর্দ্ধমান
মহিম্ন স্তব	শ্রীযুক্ত প্রকাসচন্দ্র ঘোষাল
আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট	ঐ

(৩) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন।

সভ্যের নাম।	প্রস্তাবক।	সমর্থক।
শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন মৌলিক সবইনস্পেক্টর অব্ পুলিশ কোতোয়ালী, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল।	শ্রীযুক্ত জগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়॥
,, অতুলচন্দ্র দাস পেশকার গোপালপুর বড় তরফ শ্যামপুর পোঃ রঙ্গপুর।	মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী	ঐ
,, বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য সিভিলকোর্ট আমিন ধাপ রঙ্গপুর।	জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়	সম্পাদক।
অনারেবল শ্রীযুক্ত খান্ তসদীম উদ্দীন মহম্মদ বাহাদুর মুন্সীপাড়া রঙ্গপুর (দ্বিতীয়বার)	ঐ	ঐ
ডাক্তার কেদারনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস,	শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য এল, এম, এস	শ্রীযুক্ত ডাক্তার যোগেশচন্দ্র লাহিড়ী

৪। শ্রীযুক্ত কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন মহাশয় তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধীয় "শারীর বিজ্ঞান" নামক তৃতীয় প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। ধারাবাহিকরূপে এই সকল

প্রবন্ধ প্রকাশার্থ পত্রিকা প্রকাশ সমিতিকে অনুরোধ করা হইল। সময়াভাবে বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের প্রবন্ধটি আগামীতে পঠিত হইবে নির্দ্ধারিত হইল।

৫। শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী মহাশয় ইংরাজ আমলের প্রারম্ভে নির্ম্মিত রঙ্গপুর কুণ্ডী পরগণার অন্তর্গত সপ্তপুষ্করিণী গ্রামে তাঁহার নিজ বাটীর একটি শিবমন্দিরের দুই পার্শ্ব হইতে গৃহীত দুইখানি আলোক চিত্র প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন যে, এই মন্দিরটি প্রায় ধ্বংসোন্মুখ হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ-কৌশলের দ্বারাও প্রাচীনত্ব সূচিত হয়। কুণ্ডীর জমিদারগণের প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরীর পৌত্র রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরীর দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয় কোনও খোদিত লিপি মন্দিরে সংলগ্ন না থাকায় ইহার নির্ম্মাণের ঠিক কাল নিরূপিত হওয়া সম্ভবপর নহে। রাঘবেন্দ্র রায় চৌধুরী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুণ্ডীতে জমিদারী করিয়াছিলেন।

চিত্র দুই খানি সভার চিত্রশালায় রক্ষার্থ উপহৃত হইলে ধন্যবাদ-পুরঃসর গৃহীত হইল।

অতঃপর শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাদি রক্ষক মহাশয় বেলপুকুর পল্লী পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের প্রেরিত প্রাচীন দলিলাদি সভায় উপস্থাপিত করিয়া তাহার পরিচয় প্রদান করিলেন। এই ৮৯ খানি দলিল সভার চিত্রশালায় রক্ষার্থ ধন্যবাদ পুরঃসর গৃহীত হইল। এই দলিলের তালিকা অধিবেশনের বিবরণের শেষে সংযোজিত হইল।

৬। ময়মনসিংহ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে উপস্থিত হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলেন। অতঃপর আর কোনও সভ্য এ সভার পক্ষ হইতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করিলে তাঁহাদেরও প্রতি সভার প্রতিনিধিত্ব অর্পিত হইবে। প্রতিনিধিগণের নাম ময়মনসিংহের সম্মিলন-সম্পাদককে বিজ্ঞাপিত করার ব্যবস্থা করা হয়।

নির্ব্বাচিত সভ্যগণের নাম।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাদি-রক্ষক *
,, পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবীশ, সহকারী সম্পাদক *
,, দ্বারকানাথ সরকার, ষ্টেশন মাষ্টার
,, সারদা প্রসাদ দাস
,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু, সহকারী পত্রিকা-সম্পাদক
,, পঞ্চানন সরকার
এম, এ, বি, এল,

* চিহ্নিত ব্যক্তিগণ এ সভার পক্ষ হইতে ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়া ২।৩ বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী *

" এম, এ, ডব্লিউ জে হক,

" পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, *

" রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ *

" মদনগোপাল নিয়োগী

" বিপিনচন্দ্র দাস *

" বীরেশ্বর সেন *

৭। "সভার মাসিক বিজ্ঞাপন প্রচারের পর বঙ্গ-সাহিত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ স্বনামখ্যাত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরলোক গমনের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে; সুতরাং তজ্জন্য স্বতন্ত্র অধিবেশন আহ্বান করার অবসর হয় নাই। তাঁহার অভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে এবং তাহা পূরণ হইবে কি না সন্দেহ। এই সভা অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই সংবাদ গ্রহণ করিয়া মৃত মহাত্মার জন্য শোক প্রকাশ করিতেছেন। শোক সন্তপ্ত পরিবার-বর্গের সান্ত্বনার জন্য সমবেদনাজ্ঞাপক পত্র সভার পক্ষ হইতে সম্পাদক মহাশয় এই নির্দ্ধারণের প্রতিলিপি সহ প্রেরণ করিবেন" শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ সহকারী সভাপতি মহাশয় এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে সম্পাদক কর্ত্তৃক তাহা সমর্থিত হইয়া সর্ব্বসম্মতিতে গৃহীত হইল।

৮। এই সভার অন্যতম প্রবীণ সদস্য নাওডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত গোবিন্দকেলি মুন্সী মহাশয় সভার প্রতি সহানুভূতি-প্রকাশক একটি কবিতা লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছেন। সম্পাদক মহাশয় সভায় তাহা পাঠ করিয়া এই বর্ষীয়ান সভ্যের ঐকান্তিক সহানুভূতি সভার অশেষ কল্যাণের কারণ হইবে এরূপ প্রকাশ করিলেন। সভা হইতে মুন্সী মহাশয়ের নিকট এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল।

প্রবন্ধালোচনা।

সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে মতামত আহূত হইলে সভার অন্যতম সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ মহাশয় বলিলেন যে "প্রবন্ধের ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিষয়াদি গবেষণাপূর্ণ। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আধুনিক তত্ত্ব সমূহ স্থানে স্থানে সন্নিবিষ্ট হওয়াতে প্রবন্ধের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই প্রকারের প্রবন্ধের অন্তর্গত বিষয়গুলি পাঠকালে সকলের বোধগম্য হওয়া কঠিন। অধীত না থাকিলে শ্রবণমাত্রই সমস্ত বুঝিয়া ধারণা করিয়া রাখা যায় না। তজ্জন্য পূর্ব্বে প্রস্তুত না হইলে বিশেষ আলোচনা করা সম্ভব পর নহে। বিশেষতঃ যে সকল স্থানে কোন মতের খণ্ডন করা হয়, সে

* চিহ্নিত ব্যক্তিগণ এ সভার পক্ষ হইতে ময়মনসিংহে উপস্থিত হইয়া ২।৩ বৈশাখ বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

সকল স্থান গ্রন্থাদির সাহায্যে পূর্ব্বে অধ্যয়ন না করিলে তাহাদের দৃঢ়তা সম্বন্ধে দৃঢ়ভাবে কিছু বলা যায় না। যাহা হউক প্রকাশিত হইলে তাহার যথেষ্ট অবসর হইবে। এই প্রচণ্ড রচনায় উৎসাহ উদ্যম ও বিদ্যাবত্তা প্রশংসনীয় ও অপরের অনুকরণীয়।

অপর কেহ কোনও মতামত প্রকাশ না করায় সভাপতি মহাশয় বলিলেন, কবিরাজ মহাশয়ের প্রথম প্রবন্ধ পাঠের সময় তিনি ছিলেন না, দ্বিতীয় প্রবন্ধ পাঠের কালে উপস্থিত ছিলেন। এই দ্বিতীয় প্রবন্ধ শুনিয়া তিনি বুঝিয়াছিলেন যে আর্য্য চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় তথ্যাদি সাধারণের বোধগম্য করিয়া তিনি ক্রমে উপস্থাপিত করিবেন। কিন্তু এই তৃতীয় প্রবন্ধের অবতারিত বিষয় তিনি তাদৃশ আকারে উপস্থাপিত করেন নাই, এজন্য কিঞ্চিৎ হতাশ হইয়াছি। শারীর-বিজ্ঞানের আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পঞ্চ ভূতাদির কথা পাড়িয়াছেন। এই ভৌতিক তত্ত্ব আলোচনায় যে সকল বাদ প্রতিবাদ উপস্থিত হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কিঞ্চিৎ অবতারণা করা হইয়াছে। এই সকল বাদ প্রতিবাদ সাধারণের বোধগম্য হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। অধিকন্তু এই বাদ প্রতিবাদের মধ্যে মূলতত্ত্ব হারাইয়া যাওয়ারও আশঙ্কা রহিয়াছে। সুতরাং মূলতত্ত্বের আলোচনায় অধিক মনোযোগ দিয়া বাদ প্রতিবাদ অংশ ত্যাগ করাই সমীচীন মনে হয়। এতদ্দ্বারা প্রবন্ধের উদ্দেশ্যও যথার্থ সাধিত হইবে। উপস্থিত প্রবন্ধটি একটি জটিল বৈদান্তিক তথ্যের সমাধান বলিয়াই ভ্রান্তি জন্মে। আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে কম কথারই অবতারণা করা হইয়াছে। তাঁহার ভাষা ও বিষয়ের উপরে যে প্রকার অধিকার আছে, চেষ্টা করিলে তিনি সাধারণের বোধগম্য ও মনোহারী করিয়া আয়ুর্ব্বেদের মূলতত্ত্বগুলি ব্যাখ্যা করিতে পারেন। আয়ুর্ব্বেদের প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা এতদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইবে বলিয়া আশা করা যায়। প্রবন্ধটি যে গবেষণা-মূলক হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্ব্ব বক্তার সহিত তিনি এ বিষয়ে একমত। রচয়িতাকে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল। ইতি—

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী	শ্রীভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী
সম্পাদক।	সভাপতি।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ দশমমাসিক অধিবেশনে প্রদর্শিত

প্রাচীন দলিলের তালিকা।

নম্বর।	দলিলের পরিচয়।	দলিলের তারিখ।	দলিল দাতা।	দলিল গৃহীতা।	মন্তব্য
১।	জড় খরিদরা কবালা	১২৩৬ সাল।	সাবিত্রী দেবী।	কালীশঙ্কর মুস্তকী।	...
২।	ব্রহ্মোত্তর জমি জড় খরিদা কওয়ালা	১২৩০ ,,	ঐ	ঐ	...
৩।	কালীশঙ্কর শর্ম্মার ব্রহ্মোত্তর খালাস পত্র	১২২২ ,,	সঙ্গতরাম শর্ম্মা নাবালক পক্ষে মাতা জানকী দেবী	...	...
৪।	ব্রহ্মোত্তর দান পত্র	১২১১ ,,	ব্রজসুন্দর দাস ঘোষ	কালীশঙ্কর শর্ম্মা	...
৫।	গঙ্গাধর শর্ম্মার পুত্র শ্রীধর শর্ম্মার ব্রহ্মোত্তর খালাস পত্র	১১৯৫ ,,	মহারাজা রাধানাথ বাহাদুর	...	...
৬।	গঙ্গাধর শর্ম্মার পুত্র গিরিধর শর্ম্মার ব্রহ্মোত্তর খালাস পত্র	১১৯৫ ,,	ঐ	...	...
৭।	ব্রহ্মোত্তর দান পত্র	১১৫৯ ,,	রামনাথ ঘোষ দাস	রাধাকৃষ্ণ শর্ম্মা	...
৮।	গঙ্গাধর শর্ম্মার জেরাইত খালাসের হুকুম	১১৮৪ ,,			
৯।	কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মার ব্রহ্মোত্তর খালাস পত্র	১১৯ ,,			
১০।	গিরিধারী শর্ম্মার জিরাইৎ খালাসের হুকুম	১২০৭ ,,			

নম্বর।	দলিলের পরিচয়।	দলিলের তারিখ।	দলিল দাতা।	দলিল গৃহীতা।	মন্তব্য
১১।	মাণিকচন্দ্র মৈত্রেয়কে জমি দখল দিবার হুকুম	১২০০ সাল	নারায়ণী দাসী	রত্নাকর আচার্য্য	...
১২।	পট্টক পত্র	১২০৫ ,,	কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মা ও ভীমনারায়ণ শর্ম্মা প্রভৃতি	গোপীনাথ ঠাকুর	
১৩।	ডৌল	১১৯৯ ,,	হরিগোবিন্দ শর্ম্মা	মাণিকচন্দ্র মৈত্রেয়	
১৪।	ব্রহ্মোত্তর দান পত্র	১১৯৫ ,,	কৃষ্ণকান্ত শর্ম্মা ও ভীমনারায়ণ শর্ম্মা প্রভৃতি	গৃহীতা গোপী— কৃষ্ণহর নারায়ণ শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী ঠাকুর	মাণিকচন্দ্র মৈত্রের নাম পাওয়া যায়।
১৫।	করজ পত্র বাবদ জমি খরিদ	১১৯৯ ,,	রামনাথ ঘোষ		
১৬।	ব্রহ্মোত্তর পত্র	১১৩৮ ,,			
১৭।	খোসাল চন্দ্র শর্ম্মার ব্রহ্মোত্তর খালাস পত্র	১২০৫ ,,			
১৮।	সুদাম শর্ম্মার জমি খালাস পত্র	...			
১৯।	পারসী দলিল	১৮১৩ খৃঃ			ছিন্ন।
২০।	আমলনামা	১১৮৭ সাল	রামনাথ শর্ম্মা	ধৈর্য্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	
২১।	ব্রহ্মোত্তর পত্র	১১৪৮ ,,	অমুপনারায়ণ শর্ম্মা কান্ত নারায়ণ শর্ম্মা, রামপ্রসাদ শর্ম্মা	পাঁচু শর্ম্মা	নিম্নাংশ নাই।
২২।	জড় খরিদা পত্র	১১৭৩ ,,	আনন্দময়ী দেবী	রামমোহন শর্ম্মা অধিকারী	
২৩।	হেপানামা	১২৫২ ,,	সুখদেব দাস	হরিনারায়ণ শর্ম্মা	নিম্নাংশ নাই।
২৪।	ব্রহ্মোত্তর পাট্টা	১১৭২ ,,			
২৫।	খোসালচন্দ্র দাসের জিরাইত খালাসের হুকুম	১২০৬ সাল			

নম্বর	দলিলের পরিচয়।	দলিলের তারিখ।	দলিল দাতা।	দলিল গৃহীতা।	মন্তব্য।
২৬।	১১৪৪ সালে রাণী সত্যবতী রামধন অধিকারীকে যে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন তাহার মস্তখোপের নকল	১২০৭ সালের নকল			
২৭।	রাণী সত্যবতীর দস্তখতী লাখেরাজ পত্র	১১২১ সাল	রাণী সত্যবতী দেবী	প্রভুরামদাস	
২৮।	রত্নেশ্বর চক্রবর্ত্তীর প্রার্থনানুযায়ী মহারাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুরের দস্তখতি হুকুমনামা	১১৮১	মহারাজা বৈদ্যনাথ রায় বাহাদুর		
২৯।	ঐ দস্তখতি ব্রহ্মোত্তর দান পত্র	১১৮০	ঐ	ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী	নিম্নাংশ নাই
৩০।	রামেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ব্রহ্মোত্তর খালাসপত্র	—	—	—	
৩১।	ব্রহ্মোত্তর পত্র	১১৬৮	শিবকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা	দুর্গাপ্রসাদ শর্ম্মা	
৩২।	খালান পত্র	১২১২	রামকিশোর দাস	স্বরূপ দাস	
৩৩।	ব্রহ্মোত্তর দানপত্র	১২৪১	কালিদাস শর্ম্মা, রামসুন্দর শর্ম্মা, লক্ষ্মণচন্দ্র শর্ম্মা ও গঙ্গানারায়ণ শর্ম্মা	রামমোহন চট্টোপাধ্যায়	
৩৪।	নামজারীর ইস্তাহার	১২৩৫	নাম পড়া গেল না		
৩৫।	ব্রহ্মোত্তর পত্র	১১০৩		শ্রীরামশর্ম্মা চক্রবর্ত্তী	
৩৬।	পাট্ট পাদীয়ান ও হেপানামা	১২৫২	আনন্দময়ী দেবী	রামমোহন শর্ম্মা অধিকারী	
৩৭।	ব্রহ্মোত্তর পত্র	১১০১	গৌরীকান্ত মিত্র	নিহালচন্দ্র শর্ম্মা	
৩৮।	ব্রহ্মোত্তর পত্র	১০৩৭ সাল	গে—	ধৈর্য্যনারায়ণ চক্রবর্ত্তী	

নম্বর।	দলিলের পরিচয়।	দলিলের তারিখ।	দলিল দাতা।	দলিল গৃহীতা।	মন্তব্য
৩৯।	খোসালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রার্থনানুযায়ী। খালাস পত্র।				নিয়াংশ নাই
৪০।	খোসালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ব্রহ্মোত্তর দানের হুকুমনামা।	১২১০	নারায়ণ রায়।		
৪১।	বৃন্দাবন শর্ম্মা চক্রবর্ত্তীকে ব্রহ্মোত্তর দখল দিবার হুকুম	১১২২	কৃষ্ণজীবন শর্ম্মা ঠাকুর		
৪২।	হরিহর শর্ম্মার ব্রহ্মোত্তর খালাস পত্র।	১২১৮	গঙ্গাধর শর্ম্মা তহসিলদারের দস্তখতি		
৪৩।	হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তী ও কৃষ্ণজীবন চক্রবর্ত্তীর প্রার্থনানুযায়ী হুকুমনামা	১১৪৪			নিয়াংশ নাই
৪৪।	হরিনারায়ণ শর্ম্মা নামীয় ব্রহ্মোত্তরের সনদ খালাসের হুকুম	১২০৭	ভৈরবচন্দ্র আদিত্য		
৪৫।	হরিনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর জিরাইৎ খালাস পত্র	১১৫৮			
৪৬।	নাদাওয়া পত্র	১১৭১	কৃষ্ণকিঙ্কর শর্ম্মা	নীলচন্দ্র শর্ম্মা	
৪৭।	ব্রহ্মোত্তর পত্র	১১১৩	গৌরীকান্ত মিত্র	বসুদেব শর্ম্মা	
৪৮।	খোসালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ব্রহ্মোত্তর খালাস পত্র	১২০৫	নারায়ণ রায়		
৪৯।	কৃষ্ণজীবন চক্রবর্ত্তী কৃষ্ণগোবিন্দ ও রাম শর্ম্মার প্রার্থনানুযায়ী পত্র	১১৭৯			
৫০।	কৃষ্ণগোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর প্রার্থনানুযায়ী জেরাইৎ খালাস পত্র	১১৮৪			

নম্বর।	দলিলের পরিচয়।	দলিলের তারিখ।	দলিল দাতা।	দলিল গৃহীতা।	মন্তব্য।
৫১।	চাকরাণ কবুলিয়ত	১২৭৭	নেছুড়া দাস	গিরিধারী লাল	
৫২।	গোবধ প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা			ও স্বরূপ চাঁদ	
৫৩।	করজ খৎ পত্র	১২৭২	শুকপ্রসাদ দাস, গঙ্গাদাস	গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়	
৫৪।	চাকরাণ কবুলিয়ত	১২৭২	আকালু নস্য গয়রহ	গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়	
৫৫।	ঐ	১২৭৮	মুছিয়ার নস্য	ঐ	
৫৬।	চাকরাণ কবুলিয়ত	১২৭৮	নেছুড় দাস	ঐ	
৫৭।	ঐ	১২৭৮	গাদল নস্য ও ভেদেঙ্গ নস্য	ঐ	
৫৮।	ঐ	১২৭৩	টৈবানস্য ও ভেদেঙ্গ নস্য	ঐ	
৫৯।	ঐ	১২৭২	নিপুছা খামাদ ও গোপী হাড়ী	ঐ	
৬০।	করজ খৎ পত্র	১২৬৫	লোচন সরকার	ঐ	
৬১।	ব্রহ্মোত্তর ও ইস্তমুরার যোত ইজারার পাট্টা পত্র	১২৪১	কুড়ানু শর্ম্মা	রামজয় শর্ম্মা	
৬২।	চাকরাণ কবুলিয়ত	১২৪২	রাধাদাস	ঐ	
৬৩।	একরার পত্র	১২৩২	নন্দদুলাল চৌধুরী	ঐ	
৬৪।	করজ খৎ পত্র	১২২৪	শুকু দাস	ঐ	
৬৫।	চাকরাণ কবুলিয়ত	১২৫১	মঙ্গলজোলা গয়রহ	রামেশ্বর শর্ম্মা ঠাকুর	
৬৬।	করজ খৎ পত্র	১২৭৩ সাল	পালাসু দাস ও রামধন দাস	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
৬৭।	মেয়াদি পাট্টা পত্র	১২৫৭	দধিদাস	রামমোহন শর্ম্মা ঠাকুর	
৬৮।	ধান্য করজ খৎ পত্র	১২৭৪	সাধুরাম দাস ও জাবুড়া দাস	বিশ্বেশ্বরী দেবী	
৬৯।	করজ খৎ পত্র	১২৬৩	ফইদা নস্য ও নিপুয়া নস্য	হেল নস্য	

নম্বর।	দলিলের পরিচয়।	দলিলের তারিখ	দলিল দাতা।	দলিল গৃহীতা।	মন্তব্য।
৭০।	দাখিলা	১২৮১	রসুল মামুদ পাঠোয়ারী	উদ্ধব দাস মুদাফৎ পচাদাস	
		১২৮২	ঐ	উদ্ধব দাস	
৭১।	ঐ	১২৮২	ঐ	ঐ	
৭২।	ঐ	১২৮৩	ঐ	উদ্ধব দাস, কৃষ্ণদাস, গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়	
৭৩।	ঐ			বৃন্দাবন চক্রবর্ত্তী	
		১২৪৩	রামগোপাল ঘোষ	ইন্দ্রমণী দাসী	
৭৪।	ব্রহ্মোত্তর পত্র	১২৩০	—	নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	
৭৫।	ব্রহ্মোত্তর ভূমি জড় বিক্রি কবালা পত্র	১২৭২	পদ্মমণী গয়রহ	ঐ	
৭৬।	পট্টক পত্র	১২৭২	ঐ	বৈদ্যনাথ সরকার	
৭৭।	ঐ	১২১৫	শঙ্করী দাস্যা	—	
৭৮।	জমিন কওলা বিক্রী পত্র	১২৭৮	বিশ্বেশ্বরী দেবী		
৭৯।	দাখিলা	১২০৮	ঐ	গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়	
৮০।	ভোল	১২৭৯	ঐ		
৮১।	কারণ পত্র	১২৭৩	কিশোরী দেবী, [illegible] সান্যাল	ব্রহ্মময়ী দেবী	
৮২।	মিয়াদি পাট্টা পত্র		রামচন্দ্র সান্যাল		
		—	হাউরিয়া দাস গয়রহ	গঙ্গাধর শর্ম্মা	
৮৩।	জোত জমা চুকানী কবুলিয়ৎ	১২৮৩ সাল	উপদাসী	গঙ্গাধর মুখোপাধ্যায়	
৮৪।	একরার পত্র				

নম্বর।	দলিলের পরিচয়।	দলিলের তারিখ।	দলিল দাতা।	দলিল গৃহীতা।	মন্তব্য।
৮৫।	রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের আদ্য শ্রাদ্ধে জমা খরচ	১২৭৪	—	—	
৮৬।	মেয়াদী ছয়াছয়ী জোতের পট্টক পত্র	১২৮৬	—	গঙ্গাধর শর্ম্মা	
৮৭।	ঐ	ঐ	—	ঐ	
৮৮।	ঐ	ঐ	—	ঐ	
৮৯।	শুভ বিবাহের জায়	১২৬৫	—	—	

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
রঙ্গপুর শাখা
১৯ শে চৈত্র ১৩১৭ সাল।

শ্রীজগদীশ নাথ মুখোপাধ্যায়,
গ্র ক্ষক।

ষষ্ঠবর্ষ

একাদশ মাসিক অধিবেশন।

রবিবার, ২৪ বৈশাখ (১৩১৭) ইং ৭ মে (১৯১১)।

উপস্থিতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী কাব্যব্যাকরণতীর্থ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বি, এল ; সহঃ সভাপতি।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ললিতমোহন গোস্বামী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার সহঃ সম্পাদক।
,, অন্নদাপ্রসাদ সেন, জমিদার।
,, যোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বি, এল।
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
,, বিপিনচন্দ্র দাস ম্যানেজার।
,, বৈকুণ্ঠনাথ সেন।
,, প্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।
,, পূর্ণেন্দুশেখর বাগ্চী।

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ছাত্রসভ্য।
,, দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরাজ।
,, কালীপ্রসন্ন মৌলিক।
,, প্রাণকৃষ্ণ লাহিড়ী।
,, জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, হরগোপাল দাস কুণ্ডু।
,, কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।
,, মদনগোপাল নিয়োগী।
,, শ্রীচন্দ্র সেন গুপ্ত।
,, সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক ও অন্যান্য।

আলোচ্য বিষয়।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ গ্রহণ। ২। সভ্য নির্ব্বাচন। ৩। গ্রন্থোপহার-দাতৃগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৪। প্রবন্ধ—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "ভক্ত চরিতামৃত"। ৫। প্রদর্শন (১) শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল মহাশয়ের সংগৃহীত নিদান-প্রণেতা মাধব করের বংশীয় শ্রীচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দির ও যজ্ঞকুণ্ডের আলোক চিত্র (২) শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের সংগৃহীত প্রাচীন কতকগুলি দলিল। ৬। ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশন এবং এই সভার অনুগত বেলপুকুর পল্লী পরিষদের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের দিনাদি অবধারণ। ৭। দিঘাপতিয়ারাজ শ্রীযুক্ত কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয়ের অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাশার্থ পুনরায় ৩০০৲ টাকা এককালীন দানের নিমিত্ত সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন। ৮। বিবিধ।

নির্দ্ধারণ।

১। গত অধিবেশনের কার্য্যবিবরণ যথারীতি গৃহীত ও সভাপতি মহাশয় কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইল।

২। নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ যথারীতি সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন :—

সভ্যের নাম	প্রস্তাবক	সমর্থক
শ্রীযুক্ত কৃষ্ণদাস আচার্য্য চৌধুরী মুক্তাগাছা পোঃ, ময়মনসিংহ।	সম্পাদক	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।
,, রামপদ ঘটক, পেস্কার, মুন্সেফকোর্ট, গাইবান্ধা, রঙ্গপুর।	শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায়।	শ্রীযুক্ত মদনগোপাল নিয়োগী
,, প্রমথনাথ খান শ্যামগঞ্জ, চন্দ্রকোণা পোঃ মেদিনীপুর	,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ।	সম্পাদক।
,, কবিরাজ দেবেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ কবিরঞ্জন, রঙ্গপুর।	,, অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।	সম্পাদক।

৩। নিম্নলিখিত গ্রন্থাদি ধন্যবাদ পুরঃসর সভার গ্রন্থাগারে উপহৃত হইল,—

উপহৃত গ্রন্থের নাম	উপহারদাতৃগণের নাম
কমলদন্তা হরণ	শ্রীকালীপদ বাগ্‌চী।
মহিম্ন-স্তোত্র	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।

৪। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের "ভক্ত চরিতামৃত" নামক প্রবন্ধ সম্পাদক মহাশয় পাঠ করিলেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ মহোদয়ের অসমীয়া গ্রন্থ বিবরণীর ভূমিকা শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পাঠ করিলেন।

শ্রীযুক্ত জগদীশনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় পূর্ব্বাধিবেশনের নির্দ্দেশ মত বেলপুকুর পল্লী পরিষৎ হইতে উপহৃত দলিলগুলির মধ্য হইতে ২৮খানি দলিলের সময়, দাতা ও গৃহীতার নামাদির পরিচয় প্রদান করিলেন। এই সকল দলিলের তালিকা পূর্ব্ব অধিবেশনের কার্য্য-বিবরণের সহিত মুদ্রিত হইয়াছে।

অতঃপর শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত রায় বিদ্যারত্ন বি, এল মহাশয়ের উপহৃত নিদান প্রণেতা মাধবকরের বিষ্ণুমন্দির ও যজ্ঞকুণ্ডের আলোক-চিত্র সভায় উপস্থাপিত করিয়া বলিলেন যে, বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বয়ং সেই বংশোদ্ভব। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণের এই স্মৃতিচিহ্ন বঙ্গবাসীর পক্ষে কম আদরের বস্তু নহে। ভগ্ন বিষ্ণুমন্দির এখন সংস্কারা-ভাবে জীর্ণ, ইহার পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয়। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বয়ং উদ্যোগী হইলে বঙ্গবাসীর মধ্যে স্মরণযোগ্য এরূপ একজন মনীষীর ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ মঙ্গলের নিমিত্ত বিষ্ণু

মন্দিরটি রক্ষিত হইয়া তাঁহাদের বংশ গরিমা বৃদ্ধি করিবে। চিত্র দুইখানি সভার চিত্রশালায় রক্ষার্থ সাদরে গৃহীত এবং উপহারদাতাকে ধন্যবাদ প্রদত্ত হইল।

৬। শ্রীযুক্ত মহামহোপাধ্যায় ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম, এ মহোদয়ের সভাপতিত্বে পূর্ব্ব প্রথামত আগামী জ্যৈষ্ঠমাসের শেষ বা আষাঢ়মাসের প্রথমভাগে সভার স্থায়ী সভাপতি মহাশয়ের এবং মূল সভার সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ষষ্ঠ সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন নির্দ্দিষ্ট করা হয়। কোনও কারণে বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সভাপতিত্ব গ্রহণে অসুবিধা হইলে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ মহাশয়কে ঐ পদে বরণ করা বাঞ্ছনীয়।

৭। এই সভার অনুগত বেলপুকুর পল্লীপরিষদের প্রথম সাম্বৎসরিক অধিবেশনের দিন আগামী জ্যৈষ্ঠমাসের প্রথমভাগেই স্থির করিবার জন্য ঐ সভার সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করা হয়। সেই সভার অনুরোধক্রমে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়কে ঐ বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি এবং নিম্নলিখিত সভ্যগণ এ সভার প্রতিনিধিরূপে তথায় উপস্থিত হইবার জন্য নির্ব্বাচিত হইলেন,—

শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন জমিদার। *
,, রায় শরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর।
,, পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ। *
,, কবিরাজ কন্দর্পেশ্বর গুপ্ত কবিরত্ন।
,, কুঞ্জবিহারী মুখোপাধ্যায় বি, এল।
,, পণ্ডিত অন্নদাচরণ বিদ্যালঙ্কার।
,, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়। *
,, উমাকান্ত দাস বি, এল। *
এবং সম্পাদক।

৮। দিঘাপতিয়ার সুযোগ্য রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ মহোদয়ের অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ প্রকাশার্থ ৫০০৲ দান মধ্যে পূর্ব্বে ২০০৲ প্রদত্ত হইয়াছিল বাকী ৩০০৲ টাকার প্রাপ্তি ধন্যবাদ পুরঃসর স্বীকৃত হইল।

৯। স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ মন্তব্য গৃহীত হইয়া এই সভা হইতে যে সময়োচিত সমবেদনা জ্ঞাপক পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তদুত্তরে স্বর্গীয় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা সভায় পঠিত হইল।

অতঃপর অন্য কেহ পঠিত প্রবন্ধদ্বয় সম্বন্ধে কোনও আলোচনা না করায় সভাপতি মহাশয়

* চিহ্নিত ব্যক্তিগণ ঐ অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধ সম্বন্ধে নিম্নোক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলেন;—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভক্ত-চরিতামৃত গ্রন্থের সমালোচনা বিস্তৃতাকারে লিখিত হইয়াছে। এই প্রকারের গ্রন্থালোচনার সংক্ষিপ্ত সার সংকলন প্রথা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়, তবে যে স্থানে সমালোচ্য গ্রন্থের রসভাব ইত্যাদি উৎকর্ষ অথবা ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিশেষ তত্ত্ব দেখান আবশ্যক, সেখানে গ্রন্থসারের সহিত সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ যোজনা করা যাইতে পারে। এই গ্রন্থ পরিচয় নূতন প্রদত্ত হইয়াছে। গ্রন্থখানির প্রকাশ সম্বন্ধে গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির সমীচীন মত গ্রহণ করা আবশ্যক। দ্বিতীয় পঠিত প্রবন্ধ সম্বন্ধে তিনি বলিলেন যে অসমীয়া পুঁথির বিবরণ সঙ্কলন কার্য্য অতি প্রশংসনীয়। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহাতে হস্তক্ষেপণ করিয়া আমাদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ইহাদ্বারা বঙ্গসাহিত্যের নূতন এক আলোচনার পথ আবিষ্কৃত হইবে। প্রবন্ধরচয়িতাদ্বয়কে সভার পক্ষ হইতে ধন্যবাদ দিতেছি।

অতঃপর রজনী আট ঘটিকার সময় সভার কার্য্য শেষ হইল।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী—সম্পাদক। শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন—সভাপতি।